শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ হতে পারে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

তানজিনা হক

তানজিনা হক ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় (বাণিজ্য) তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বর্তমানে তানজিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাউন্টিং-এ অনার্স পড়ছেন। এসএসসিতে শুধু স্টার মার্কস পেয়ে এইচএসসিতে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করার পেছনে ঢাকা কমার্স কলেজ একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। তানজিনা বলেন, ভাল রেজাল্টের জন্যে ভাল কলেজ যে একটা ফ্যাক্টর আমার রেজাল্টই তার প্রমাণ।

রাজনীতিমুক্ত এই কলেজের পরিবেশ, শিক্ষা পদ্ধতি খুবই চমৎকার। তানজিনা শুধু ইংরেজী বিষয়ে প্রাইভেট পড়েছে। অন্যসব বিষয় প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হয়নি তার। তানজিনা জানান, ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে স্যারদের যে সহযোগিতা পেয়েছেন তা অবশ্যই তার মনে থাকবে। তানজিনা মনে করেন, ভাল মেধাই মূল ব্যাপার নয়-নিয়মিত পড়াশুনাই মুখ্য। কোন ছাত্রছাত্রী যদি নিয়মিত ক্লাস করে এবং পড়াশুনাটা নিয়মিত চালিয়ে যায় তাহলে ভাল রেজাল্ট কোন ব্যাপার নয়।

মুশফিকুর রহমান ভুঁইয়া

১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় মুশফিকুর রহমান ভুঁইয়া ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে সম্মিলিত

মেধা তালিকায় (বাণিজ্য) ১৩তম স্থান অধিকার করেছেন। এসএসসিতে মুশফিক ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল থেকে স্টার মার্কস পেয়েছিলেন। মুশফিক জানান, ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে, মাসেই পরীক্ষা নেয়ায় ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ ছিল না। রাজনীতি না থাকায় ক্লাস বা পরীক্ষা পিছিয়ে পড়েনি। স্যারদের আন্তরিকতা, পড়া আদায় করার মানসিকতা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। বলতে গেলে এসব কারণেই আমি ভাল রেজাল্টের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠি।

স্নিগ্ধা খন্দকার

ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় বাণিজ্যে ১৪তম স্থান লাভ করেছেন স্নিগ্ধা খন্দকার। স্নিগ্ধা এসএসসিতে মানবিক বিভাগে ৮ম স্থান পেয়েছিলেন। এইচএসসিতে রেজাল্ট কিছুটা খারাপ হওয়ার পেছনে নিজের অমনোযোগিতার কথা স্বীকার করে স্নিগ্ধা বলেন, কলেজের স্যারদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। এই কলেজের পরিবেশ, নিয়ম-শৃংখলায় আমি মুগ্ধ, রাজনীতি সচেতন স্নিগ্ধ, বলেন, কমার্স কলেজে রাজনীতি নেই এটা ভাল দিক। তবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবশ্যই রাজনীতি সচেতন হওয়া উচিত। পড়াশুনার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন স্নিগ্ধা। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

দেওয়ান মাহমুদুল হক

১৯৯৪ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে বাণিজ্যে ৫ম স্থান অধিকার করেছেন ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র দেওয়ান মাহমুদুল হক। এসএসসিতে মাহমুদ মানবিকে ১৪তম স্থান পেয়েছিলেন। মাহমুদ মনে করেন, ভাল রেজাল্টের জন্যে ভাল কলেজও একটা ফ্যাক্টর। কমার্স কলেজের স্যাররা যে আন্তরিকতা নিয়ে পড়াশুনা করান এটা সব কলেজে নেই। তাছাড়া রাজনীতি বিবর্জিত এই কলেজের পরিবেশ এবং শিক্ষা পদ্ধতি খুবই চমৎকার। আসলে এইচএসসি পর্যন্ত কোন কলেজেই রাজনীতি থাকা উচিত নয়। রাজনীতি পড়াশুনার পরিবেশকে কলুষিত করে। শুধু তাই নয় আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও সুশৃংখল নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে সরকারকে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে।

আবদুস সোবহান

ঢাকা কমার্স কলেজের মেধাবী ছাত্র আবদুস সোবহান ১৯৯৬ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন, সোবহান বলেন, রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত এই কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি এবং নিয়ম শৃংখলা খুবই চমৎকার। নিয়মিত

পরীক্ষা পদ্ধতি এই কলেজের সাফল্যের একটা বড় দিক। কলেজে নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ফলে ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষা ভীতি আর থাকে না। তাছাড়া নোট তৈরিসহ যে কোন সমস্যা সমাধানে স্যারদের আন্তরিকতা প্রশংসার দাবি রাখে।

সারোয়াত আমিনা

কমার্স কলেজের মেধাবী ছাত্রী সারোয়াত আমিনা ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। সারোয়াত এই কলেজকে একটি ভাল কলেজ আখ্যা দিয়ে বলেন, স্যারদের আন্তরিকতা এবং সুশৃংখল পরিবেশ এই কলেজের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী বেশি হলেও শিক্ষকরা খুবই যত্নবান।

মালকা তারারন্নুম

মেধাবী ছাত্রী মালকা তারারন্নুম বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আমার ধারণাই পাল্টে গেছে। সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা স্কুলেও দেখিনি। অথচ এই কলেজে নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছে। এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি এমন যে, নিয়মিত ক্লাস করলে আর প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হয় না।❑

মোস্তফা কামাল

এদের মধ্যে ২জন মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫তম হয়। এছাড়া ৪৩জন প্রথম বিভাগ (৪জন স্টারসহ) ১৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ২ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। ১৯৯২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ৫৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই কৃতকার্য হয়। এবছরও মেধা তালিকায় ১ম ও ১৬তম স্থান অধিকার করে এই কলেজের ২ জন ছাত্র। এছাড়া প্রথম বিভাগে পাস করে ৪০ জন (২জন স্টারসহ) দ্বিতীয় বিভাগে ১৩ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩ জন পাস করে। ১৯৯৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ২৪৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৯৭% ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়। এর মধ্যে মেধা তালিকায় ২য়, ৮ম, ১১তম, ১৪তম ও ১৩তম স্থান দখল করে ৫ জন পরীক্ষার্থী। এছাড়া ১৪ জন স্টারসহ সর্বমোট ১৬ ৯জন প্রথম বিভাগ, ৬২ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৭ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৯৪ সালে এই কলেজ থেকে সর্বমোট ৫০৮ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এরমধ্যে মেধাতালিকায় ১ম, ৫ম, ১৪তম ও ১৬ তম স্থান পায় ৪ জন, ৩০ জন স্টারসহ ৩৬৬ জন প্রথম বিভাগ, ১০৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৯৩.৩১%। ১৯৯৫ সালে ৫০৮ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় এর মধ্যে ৫০২ জনই কৃতকার্য হয়। ১ম ও ৩য়সহ সর্বমোট ১০ জন মেধাতালিকায় স্থান লাভ করে। এছাড়া ৪৭ জন স্টারসহ ৪৪৫জন প্রথম বিভাগ এবং ৫৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। বি,কম

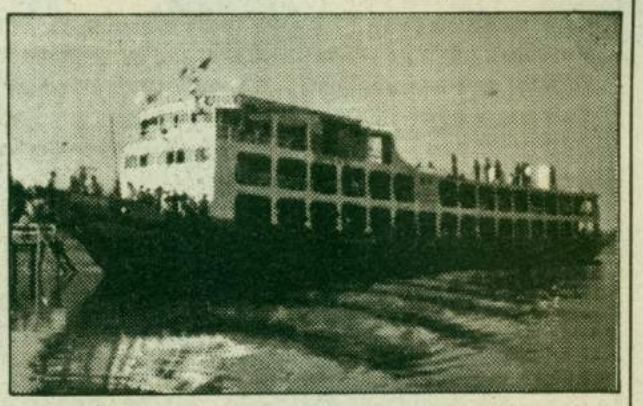

প্রতিবছর লগ্নযোগে শিক্ষা সফরে বেরিয়ে পড়ে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা

পরীক্ষায়ও এই কলেজটি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। ১৯৯১ সালে পাসের হার ৫০% হলেও এরপর থেকে '৯৫ পর্যন্ত পাসের হার ছিল ৯৬% থেকে ১০০%। ঢাকা কমার্স কলেজটি শুধু ফলাফলের ক্ষেত্রেই সাফল্য আনেনি, কলেজটি ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে আত্মনির্ভরশীল। সরকার সাড়ে ৩ বিঘা জমি বরাদ্দ দিলেও অদ্যাবধি

ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

	পরীক্ষার সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাসের হার	পাসে রহার	মেধাত তালিকায় মান	স্টারপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা
এইচ এস সি	১৯৯১	৬১	৪৩ (৭০.৫%)	১৬ (২৬.২%)	০২ ৩.৩%(	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম=২জন	৪
	১৯৯২	৫৬	৪০ (৭১.৪%)	১৩ (২৩.২%)	০৩ ৫.৪%)	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম=২জন	২
	১৯৯৩	২৪৭	১৬৯ (৬৯%)	৬২ (২৫%)	০৭ (৩%)	২৩৮	৯৭%	২য়, ৮ম,১১তম,১৪তম ও ১৬তম=৫জন	১৪
	১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮ (৭২.০৫%)	৪৭৪ (২১.২৬%)	৯	৩.৩১%	১ম,৫ম,১৪তম ১৬তম=৪ জন	৩০
	১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫ (৮৭.৬%)	৫৭ (১২%)	৫০২		৯৯%	১ম,৩য়,১০(২জন) ১২ (১জন),১৩(২জন) ১৪(১জন),১৬(১জন), ১৯তম(১জন)	৪৭
বি. কম	১৯৯১	১৬		০৪ (২৫%)	০৪ (২৫%)	৮	৫০%		
	১৯৯২	৪৮	(৬০,৪%)	২৯ (৩৭.৫%)	১৯	৪৮	১০০%	বিশ্ববিদ্যালয় কেউ ১ম বিভাগ পায়নি	
	১৯৯৩	৪৩	১ (২৪%)	৩৪ (৭৯%)	৬ (১৪%)	৪১	৯৬%		
	১৯৯৪	৩৯	৩ (৭.৬৯%)	৩৪ (৮৭.১৭%)	২ (৫.১৪%	৩১	১০০%		
	১৯৯৫	৩২		২১	৯	৩০	৯৩.৭৫%		

কোন আর্থিক অনুদান দেয়নি, সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় দিয়েই কলেজটি পরিচালিত হচ্ছে এবং উত্তোরোত্তর উন্নতি লাভ করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ নির্মাণ প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা

ঢাকা কমার্স কলেজের মহাপরিকল্পনা এর ভৌত চাহিদার রূপরেখা নিম্নরূপঃ

১. প্রশাসনিক ভবন (৮তলা)ঃ এ কলেজে একটি পৃথক বহুতল প্রশাসনিক ভবন থাকবে। ইতিমধ্যে প্রতি তলায় প্রায় চার হাজার বর্গফুট মেঝে সম্পন্ন ৮তলা ভবনের নির্মাণ কাজ দোতলা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এ ভবনের নিচতলায় জিমনেসিয়াম এবং বিভিন্ন তলায় মেডিক্যাল সেন্টার, নামাজের ঘর ও অতিথি কক্ষ থাকবে।

২. একাডেমিক ভবনঃ কলেজের ভূমির স্বল্পতা এবং অসম প্রকৃতির কারণে বহুতল ভবন নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রাথমিকভাবে বর্তমান স্থানে দু'টো বহুতল একাডেমিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ক) ১নং একাডেমিক ভবন (১১ তলা)ঃ সম্পূর্ণ মোজাইককৃত এ ভবনের দৈর্ঘ্য ২১৩ ফুট এবং প্রস্থ ৫০ ফুট। অর্থাৎ প্রতি তলার মেঝের পরিমাণ ১০,৬৫০ (২১৩ × ৫০) বর্গফুট। ইতিমধ্যে ৬ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে।

তিনটি প্রশস্ত সিঁড়ি ছাড়াও এ ভবনে থাকবে দু'টো লিফ্‌ট। এ ভবনের প্রতি তলায় সুপরিকল্পিতভাবে কক্ষগুলোকে বিন্যাস করা হয়েছে। পৃথক বিভাগীয় কক্ষ ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষকের জন্যে থাকছে সুপরিসর আলাদা কক্ষ। টয়লেটগুলোর ওয়াল টাইলসে আবৃত এবং আধুনিক সেনেটারি ফিটিংস দ্বারা এগুলো সুসজ্জিত। একটি শ্রেণী কক্ষে সর্বোচ্চ ৫০ জন শিক্ষার্থী বসতে পারবে। সবুজ চক বোর্ডগুলো দেয়ালে স্থায়ীভাবে নির্মিত। তাছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে রয়েছে ইন্টারকম সংযোগ এবং অডিও-ভিডিও ব্যবহারের সুযোগ। এর নিচতলায় ক্যাফেটেরিয়া, ১০ ও ১১ তলায় অডিটরিয়াম ও সুইমিংপুল থাকবে। এ ভবনের দোতলায় রয়েছে একটি সুসজ্জিত কনফারেন্স রুম, একটি সেমিনার রুম ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস।

খ) ২নং একাডেমিক ভবন (২০ তলা)ঃ অত্যাধুনিক এ ভবনের প্রতি তলায় প্রায় ৮ হাজার বর্গফুট মেঝে থাকবে। তাছাড়া এ ভবনের নিচতলার মাঝখানে রয়েছে কলেজে প্রবেশের মূল ফটক। তিনটি সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ছাড়াও এ ভবনে থাকছে দু'টি বিশাল লিফ্‌ট। মূল প্রবেশ দ্বারের একপাশে থাকবে অভ্যর্থনা কক্ষ এবং অপর পাশে থাকবে কলেজ মিউজিয়াম। এই ভবনেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

গ) প্রচার কেন্দ্রঃ যেহেতু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষে অডিও-ভিডিও সিস্টেম থাকছে, তাই কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রচার কেন্দ্রের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ এ কেন্দ্রটি অডিও-ভিডিও প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসেবে কাজ করবে। [বিঃ দ্রঃ প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনগুলোতে পৃথকভাবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।]

৩। আবাসিক পরিকল্পনাঃ ক. স্টাফ কোয়ার্টার (১২ তলা)ঃ শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্যে প্রতিটি ১২ তলা বিশিষ্ট তিনটি ফ্ল্যাট বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে। প্রতি ফ্লোরে থাকবে ১০০০-১২৫০ বর্গফুটের দু'টো করে ফ্ল্যাট। প্রত্যেক ফ্ল্যাটে থাকবে ৩টি বাথ, ১টি ড্রয়িং, ১টি ডাইনিং, ১টি কিচেন কক্ষ ও বারান্দা। ইতিমধ্যে ১নং স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই তিনটি দালানের নির্মাণ কাজ শেষ হলে সর্বমোট ৬৬টি পরিবার বসবাস করতে পারবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আরো আবাসিক ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

খ. ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনঃ ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক হল নির্মাণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ আবাসিক করারও পরিকল্পনা হয়েছে।

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতা

ঢাকা কমার্স কলেজের বেশ কয়েকজন মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। কলেজ প্রসঙ্গে তাদের নিজস্ব মতামত এখানে তুলে ধরা হল।

হুমায়রা মতিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী হুমায়রা মতিন ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় বাণিজ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। যদিও এসএসসিতে হুমায়রা স্টার মার্কস পেয়েছিলেন। তার মতে, একটি ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ভাল রেজাল্টের জন্যে সহায়ক। হুমায়রা বলেন, আমার সাফল্যের পেছনেও ঢাকা কমার্স কলেজের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়ম শৃংখলা খুবই চমৎকার। এই কলেজের পড়াশুনার পদ্ধতি এমন যে, ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। স্যারদের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতা সবসময়ই মনে থাকবে। ক্লাসে তারা যেমন আন্তরিক ক্লাসের বাইরেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। হুমায়রা সব সময়ই স্যারদের সহযোগিতা পেয়েছেন। তবে হুমায়রা নিয়মিত ক্লাস করেছেন এবং পড়াশুনার রেগুলারিটি মেনটেইন করেছেন। যে কারণে তাকে সারাদিনই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়নি। তাছাড়া তার প্রাইভেটও খুব একটা পড়তে হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে হুমায়রা বলেন, ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই রাজনীতি থাকা উচিত নয়।

মাসুদা খানম নিপা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং-এর মাস্টার্স-এর ছাত্রী মাসুদা খানম নিপা ১৯৯১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এসএসসিতে তিনি ১৬তম হয়েছিলেন। নিপা মনে করেন, ঢাকা কমার্স কলেজ তার ভাল ফলাফলের জন্যে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। এই কলেজের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ডিসিপ্লিন। এছাড়া শিক্ষকদের আন্তরিকতা এবং শিক্ষা পদ্ধতি ভাল রেজাল্টের জন্যে সহায়ক। নিপা একাউন্টিং এবং ইংরেজী প্রাইভেট পড়লেও তার মতে নিয়মিত ক্লাস এবং পড়াশুনা করলে প্রাইভেট না পড়েও ভাল ফলাফল করা সম্ভব। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান

নিয়ম শৃংখলা

এই কলেজের নিয়ম-শৃংখলা খুবই কড়াকড়িভাবে পালন করা হয়। এই কলেজে ধূমপান ও রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাজেই কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক প্রত্যেকেই ঐ দু'টি কাজ থেকে বিরত থাকেন। প্রতিটি ক্লাসের জন্যে নির্ধারিত কলেজ ইউনিফরম পরে ক্লাসে আসতে হয়। শিক্ষকরাও এপ্রন গায়ে দিয়ে ক্লাস করেন। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি এই কলেজে সম্পূরক শিক্ষা কার্যক্রমও চালু রয়েছে। ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিতর্ক, আবৃত্তি, নাটক, শিল্পকলা, শিক্ষা সফর প্রভৃতি শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বাস্তবতার সঙ্গে স্বীয় মেধার পরিস্ফুটন ঘটাতে সক্ষম হয়।

এছাড়াও শিক্ষকরা যাতে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের সঠিকভাবে পাঠদান করতে পারেন সেজন্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষা পরিকল্পনা

ঢাকা কমার্স কলেজের মূল লক্ষ্য ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং কলেজটিকে পর্যায়ক্রমে বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ। এলক্ষ্যে ইতিপূর্বে ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালু হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হবে। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করা হবে বিবিএ ও এমবিএ কোর্স।

সাফল্য

মাত্র ৭ বছরের ব্যবধানে কলেজটি বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৯১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৬১ জনই কৃতকার্য হয়। শুধু তাই নয়,

উপাধ্যক্ষ যা বলেন

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উপাধ্যক্ষ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজে যোগদান করেন। এই কলেজ সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, অন্যান্য কলেজ থেকে এই কলেজটি ভিন্ন ধাঁচের, ভিন্নমানের এবং ভিন্ন শাসনের। এখানে ছাত্র কল্যাণে সবটা শক্তি একেবারে নিবেদিতপ্রাণে কাজ করছে। কলেজটি সম্পূর্ণ অধ্যক্ষ সাহেবের পরিকল্পনা মোতাবেক এবং তার নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। এ কারণে এখানে কোন কর্মকান্ডেই কোন রকম ফাঁক পড়ে না। যে কোন কর্মকান্ড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

লেখাপড়ার বিষয়ে এখানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর লেখাপড়ার একটা নিয়মিত চাপ থাকে এবং চাপের মুখে তারা পড়াশুনা সঠিক মানে করতে বাধ্য থাকে। ফলে চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল চমৎকারভাবে ভাল হয়। তিনি বলেন, কলেজটি রাজনীতিমুক্ত থাকার কারণে একাডেমিক পারফরমেন্স পুরোপুরি রাখা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশের অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী কলেজেও ছাত্র রাজনীতি স্থগিত করে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের ওপর একাডেমিক কার্যকলাপ পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে সুযোগ দিলে তারাও এই কলেজের মত ভাল ফলাফল লাভ করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

১।	প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	১ জুলাই, ১৯৮৯ খৃঃ
২।	উদ্দেশ্য	ঃ	তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।
৩।	শিক্ষক সংখ্যা	ঃ	সার্বক্ষণিক ৫১ জন এবং খন্ডকালীন ও অনারারী ৫ জনসহ মোট ৫৬ জন।
৪।	কর্মচারী সংখ্যা	ঃ	৩২ জন
৫।	বর্তমান ছাত্রসংখ্যা	ঃ	ক) উচ্চ মাধ্যমিকঃ ৫৫০ জন, পরীক্ষার্থী ৭১০ জন।
			খ) বি,কম (১ম বর্ষ)ঃ ২০জন, ২য় বর্ষ ৩৫ জন।
			গ) স্নাতক (সম্মান) ২য় বর্ষঃ ব্যবস্থাপনা ৪৭ জন, হিসাব বিজ্ঞান ৪৭ জন।
			স্নাতক সম্মান-প্রথম বর্ষ ঃ ব্যবস্থাপনা-৫০জন, হিসাব বিজ্ঞান-৫০ জন।
			মার্কেটিং ৫০ জন, ফিন্যান্স ৫০জন।
			ঘ) স্নাতকোত্তর ১মঃ ব্যবস্থাপনা ৪৮ জন, হিসাব বিজ্ঞান ৪৪ জন।
৬।	শিক্ষা কার্যক্রম	ঃ	৬টি টার্মে বিভক্ত। প্রতিমাসে সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা। চারটি টার্ম, একটি বার্ষিক একটি প্রি -কোয়ালিফাইং এবং একটি নির্বাচনী পরীক্ষা।
			ক) উপস্থিতিঃ কমপক্ষে ৯০%।
			খ) আসন বিন্যাসঃ নির্ধারিত আসন।
			গ) সেকশন ও গ্রেড পরিবর্তনঃ টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।
			ঘ) ফলাফলঃ উচ্চমাধ্যমিক ৯৯% (মেধা তালিকায় স্থানসহ)১৯৯৫
			স্নাতক (পাস) ১০০% (মেধা তালিকায় স্থানসহ) ১৯৯৪
			ঙ) ড্রেসঃ প্রতিটি ক্লাসের জন্যে নির্ধারিত আলাদা ড্রেস।
৭।	শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম	ঃ	শিক্ষা সফর, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক প্রকাশনা, মিলাদ মাহ্‌ফিল, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।
৮।	পরিচালনা পরিষদ	ঃ	১৫ সদস্যবিশিষ্ট।

অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী, ডঃ হাবিবুল্লাহ, সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সাফায়েত আহমেদ সিদ্দিকী, ডেপুটি সেক্রেটারি আবুল কাশেম, মরহুম আবুল বাসার, এম, হেলাল, মাহফুজুল হক প্রমুখ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময় মতবিনিময় হয়। কিন্তু বারবারই এই পরিকল্পনা পিছিয়ে যায়। '৮৫-'৮৬-র দিকে তাদের এই পরিকল্পনা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু জনাব ফারুকী এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এরপর ১৯৮৭ সালের ১৫ জুন জনাব ফারুকীর লালমাটিয়াস্থ বাসভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনাব কাজী ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অধ্যাপক আবুল কাশেম, মাহফুজুল হক, শফিকুল ইসলাম, এম, হেলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষ থেকে লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের নৈশকালীন একাডেমিক কার্যক্রম চালানো হবে। সে অনুযায়ী উক্ত নৈশ কলেজ পরিচালনার অনুমতি চেয়ে তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রী গোলাম সারোয়ার মিলনের সুপারিশসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে দরখাস্ত করা হয়। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আবারও পিছিয়ে পড়ে।

এরপর ১৯৮৮ সালের ৬ অক্টোবর অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সভাপতিত্বে তার লালমাটিয়াস্থ বাসায় এক বৈঠক হয়। বৈঠকে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি করা হয়।

কমিটির আহবায়ক করা হয় কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীকে। এছাড়া অধ্যাপক আবুল কাশেম যুগ্ম আহবায়ক, মাহফুজুল হক শাহীন সদস্য সচিব এবং এম হেলাল সদস্য মনোনীত হন।

এই সভায়ই ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। কলেজের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই নিম্নোক্ত হারে চাঁদা প্রদান করেন। অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী ১,০০০ টাকা, অধ্যাপক আবুল কাশেম ১০০ টাকা, মাহফুজুল হক ১০০ টাকা, এম হেলাল ২০০ টাকা, শফিকুল ইসলাম ১০০ টাকা এবং নূরুল ইসলাম ১০০ টাকা। এই ১৬০০ টাকা নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে বৈকালীন শিফটে কলেজ পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। ১ জুলাই '৮৯ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ৬ জুলাই থেকে ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। এইচএসসি'র প্রথম ব্যাচে ৯৮ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। ঐ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি.কমও চালু হয়। '৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধানমন্ডিতে কলেজের জন্যে একটি বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়। দ্রুতগতিতে চলতে থাকে শিক্ষা কার্যক্রম। একের পর এক সাফল্যও আসে। ১৯৯৩ সালে সরকার ঢাকা কমার্স কলেজের নামে মীরপুরে সাড়ে ৩ বিঘার একটি প্লট বরাদ্দ দেয় এবং '৯৪ সালের জানুয়ারি থেকে কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে নিজস্ব ভবনে কলেজটির কার্যক্রম চলছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্য

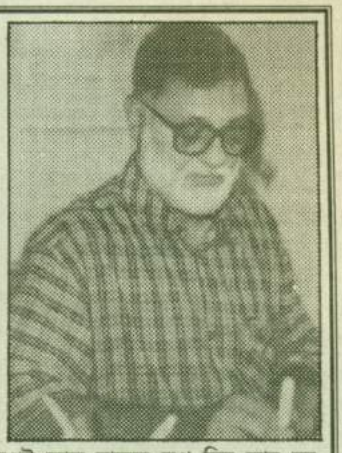

ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীর উদ্যোগেই মূলত এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নই আজ বাস্তবে রূপ নিল তার দৃঢ় মনোবল এবং আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে। তিনি ঢাকা কলেজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, ছাত্র রাজনীতির কাছে শিক্ষকরা সেখানে জিম্মি। ছাত্রদের ওপর শিক্ষকদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাছাড়া নিয়মিত ক্লাস এবং পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টিও ছাত্রদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে অসংখ্য মেধাবী ছাত্র ভর্তি হলেও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। জনাব ফারুকী বলেন, এসব দিক চিন্তা করেই কলেজটিকে রাজনীতিমুক্ত রাখা হয়েছে। তাছাড়া পুরো বিশ্বেই চলছে স্পেশালিটির যুগ। আমি ভেবেছিলাম, গদবাধা শিক্ষা কাজে আসবে না। এ কারণেই কমার্স কলেজ করা। তিনি বলেন, শুরুতেই আমরা সাফল্য পেয়েছি। যদিও শিক্ষক কর্মচারীদের ঠিকমত বেতন দিতে পারিনি; তবে তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কাজেও ছিল না, কোন গাফিলতি। সকলের সৎ কর্মপ্রচেষ্টা এবং সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল। যে কারণে আমরা অল্প সময়ের ব্যবধানেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষা এবং রাজনীতি একত্রে চলতে পারে না। এ বিষয়টির প্রতি ভর্তির সময়ই ছাত্রদের ধারণা দেয়া হয়। তাছাড়া ভর্তির সময় অভিভাবকদের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর নেয়া হয়। অর্থাৎ ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবক যাতে এক মতের হয় সে বিষয়টিকেই আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

শিক্ষা পদ্ধতি

এই কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের। এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষার মত। শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছ থেকে পড়া আদায় করে নেন; এখানে ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এখানকার শিক্ষার অন্যতম শর্ত হলো শ্রেণী কক্ষে পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি। কাজেই শিক্ষার্থীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। এছাড়া নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটোরিয়াল এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোন ছাত্র-ছাত্রী আবার এ কলেজে পরীক্ষা দিতে পারে না; কারণ এ কলেজের মূলনীতি হলো ভর্তি হলেই পাস করতে হবে।

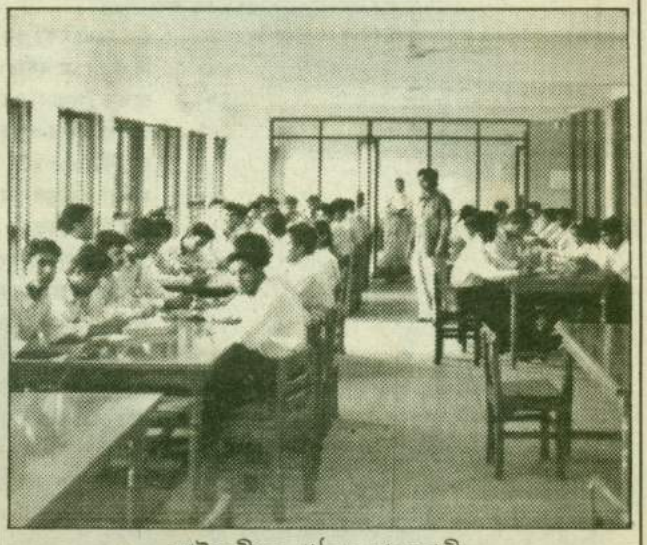

লাইব্রেরীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী

(১৯৯৫)। ১৯৯০ সালে ফেনসিডিলসহ উদ্ধারকৃত বোতলের সংখ্যা ছিল ২০৪৪, ১৯৯৬ সালের জুন পর্যন্ত। ছয় মাসে তা বেড়ে হয়েছে ১১ হাজার ৬৮৮। দ্রুত এই নেশা বাড়ার কারণ সংশ্লিষ্ট সরকারী সূত্র বলতে পারেনি। তবে তাদের ধারণা দেশব্যাপী সচ্ছল গোষ্ঠীর উদ্ভব হচ্ছে দ্রুত। বিগত পাঁচ বছরে রাস্তাঘাট সংস্করণ, নির্মাণ কাজের প্রসারতা ও 'নগরায়ন' ঘটছে দ্রুততালে। পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, উপজেলা পদ্ধতি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশজুড়ে সব ধরনের নেশা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি তাদের নজরে পড়ে। উপজেলা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার ফলে থানার যে সকল লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় তাদের ঘিরে গড়ে ওঠে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং তারা নেশাসক্তের সংখ্যা বাড়ায়।

এক নেশাখোরের দৃষ্টিতে

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ২০ বছরের এক তরুণ ফেনসিডিলে আসক্ত। তিনি রোববারকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হলেন। বললেন, নাম ঠিকানা কিছু বলা যাবে না। এই তরুণ জানান, তিনি পরিণতি নিয়ে ভাবেন না। তাই ফেনসিডিল খেলে শেষে কি হবে তা তিনি ভাবতে রাজি নন। তরুণ বলেন, বাংলাদেশে হেরোইনের চেয়ে বেশি মানুষ ঝুঁকছে ফেনসিডিলের প্রতি। তার ভাষায় 'হেরোইন খেতে আগুন জ্বালানো, ধোঁয়া টেনে নেয়ার কষ্ট এবং হেরোইন খাঁটি কিনা-এসব নানা ঝামেলা এড়াতে লোকজন সহজে ভিড়ছে ফেনসিডিলের প্রতি। সাধারণত যে কোন নেশাদ্রব্যের মূল দু'টি উপাদান থাকে। একটি কোডিন ফসফেট। অন্যটি আফিম। ফেনসিডিলে রয়েছে কোডিন ফসফেট। কোডিন ফসফেট খাওয়ার পর চিনি গুলে খেলে নেশার মাত্রা বাড়ে। সব ফেনসিডিল আসক্তরা তাই চায়ের ভক্ত হয়ে থাকে। দুধ মেশানো চাতে শরবতের মত চিনি দিয়ে মিষ্টি করা হয় নেশা বাড়ানোর জন্য।

৫০টির বেশি পয়েন্ট

নগরীতে ফেনসিডিল বিক্রির পয়েন্ট রয়েছে ৫০টির বেশি। গত ৬ আগস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম গোপনে ফেনসিডিল কেনাবেচা প্রত্যক্ষ করেন। সংবাদপত্রে এই খবর বের হবার পর ফেনসিডিল কারবারিরা আগের চাইতে সন্তর্পণে ব্যবসা করছে। তেজগাঁ, কমলাপুর এবং কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ রেলপথে ঢাকার অংশে প্রায় ১০টি ফেনসিডিল স্পট রয়েছে। এসব জায়গায় পাইকারী ও খুচরা ফেনসিডিল কেনাবেচা চলে।

প্রতিদিন ৫০ হাজার বোতল

ঢাকায় প্রতিদিন ২০ হাজার বোতল ফেনসিডিল বিক্রি হয় বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধারণা। তাদের মতে সারাদেশে ৫০ হাজার বোতল রোজ বেচাকেনা হয়।

এদের ধারণা অবৈধ ফেনসিডিল ব্যবসায়ির সঙ্গে সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার ব্যক্তি জড়িত। বছরে গড়ে ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা হয় ফেনসিডিলের।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা

পুরনো চারটি বিভাগের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থার মহাপরিচালক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। ৬জন পরিচালক রয়েছেন মহাপরিচালকের অধীনে। সংস্থার জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এখানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১ হাজার ৩শ'। লোক আছে ৭শ'। সংস্থার গোয়েন্দা বিভাগে কর্মকর্তা কর্মচারী মিলিয়ে ৫৩ জন কর্মরত। গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য মোতাবেক প্রত্যেক বিভাগ তৎপর হয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে।

মাদকাসকাক্তদের জন্য ঢাকায় সরকারী পর্যায়ে রয়েছে ৪০ বেডের হাসপাতাল। তিনটি বিভাগীয় সদরে পাঁচ বেডের তিনটি হাসপাতাল। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এসব হাসপাতালের বহিঃবিভাগ ও আন্তঃবিভাগে ৭ হাজার ৮শ' ১১ জন চিকিৎসা সুযোগ গ্রহণ করেছেন।❑

খুলনায় নকল ফেনসিডিল তৈরি হচ্ছে

ভারতীয় ফেনসিডিল এখন খুলনায় তৈরি হচ্ছে! নকল হলেও ফেনসিডিলের প্রতিক্রিয়া একই রকম বলে জানা গেছে। ফেনসিডিলের এই জমজমাট ব্যবসায় নকল ফেনসিডিল তৈরিকারকগণ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বন্দরনগরী খুলনায় দিন দিন ফেনসিডিলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী নকল ফেনসিডিল তৈরির ব্যবসায় নেমে পড়ে। চোলাই মদ তৈরিতে অভ্যস্ত এমন কারিগর দিয়ে এখন এই নকল ফেনসিডিল তৈরি করা হচ্ছে। জানা গেছে, নকল ফেনসিডিলের লেবেল স্থানীয়ভাবে ছাপা ও বোতলজাত করে মেশিন দিয়ে কর্ক আটকানো হচ্ছে। নকল ফেনসিডিল তৈরি অনেকটা ভেজালের মত। চিটাগুড় ভাল রিফাইনিং করে তার মধ্যে ইনওয়াকঠিন টেবলেট গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভারত থেকে ২০ কেজির ক্যানে করে আনা ফেনসিডিলের সাথে এই ভেজাল ২০ কেজি মিশিয়ে দ্বিগুণ করা হচ্ছে। তারপর ৬০, ১০০, ১২০, ও ৫০০ মিলিগ্রাম বোতলে ভরা হচ্ছে। দায়িত্বশীল একটি সূত্র মতে, ভারত থেকে সাধারণত যে ফেনসিডিল আসে তা থাকে ১২০ মিলিগ্রামের বোতলে। কিন্তু ক্রেতা ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তারা এখন ছোট বড় উভয় ধরনের বোতলজাত করছে। ভারত থেকে আসা ১২০ মিলিগ্রাম বোতলের লেবেলে ভারতীয় মুদ্রায় দাম লেখা থাকে ২২ রুপি। যা এখানে ১২০ থেকে ১৫০ টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়।

জানা গেছে, স্থানীয়ভাবে তৈরি ফেনসিডিল ৬০ মিলিগ্রাম ৪০ টাকা এবং ১০০ মিলিগ্রাম বোতল ৭৫ টাকায় পাইকারী বিক্রি হয়। উল্লেখিত পরিমাণের ফেনসিডিল তৈরি করতে ব্যয় হয় ২০ থেকে ৩০ টাকা মাত্র। এ হিসাব আবার বোতল প্রতি বিভিন্ন স্থানের বখরা সংযুক্ত করে।

বন্দর নগরী খুলনার ভেজাল সিমেন্ট তৈরির জন্য খ্যাত স্থানগুলোই এখন এই ফেনসিডিল ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। চোলাই মদ বা বাংলা মদ তৈরির কারিগর প্রায় সবাই এখন এই ফেনসিডিল তৈরিতে নিজেদের নিয়োগ করেছে।

খুলনায় তৈরিকৃত ফেনসিডিল বৃহত্তর খুলনাসহ ফরিদপুর, বরিশালেও যাচ্ছে। ফেনসিডিল তৈরির কারখানা থেকে অর্ডার মোতাবেক ফেনসিডিল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। একদিনে আড়াই হাজার বোতল সরবরাহের রেকর্ডও রয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, বন্দর নগরী খুলনায় ফেনসিডিল এখন সব জায়গায়ই পাওয়া যায় মুদি দোকানের মালামালের মত। তবে শতাধিক পয়েন্ট রয়েছে যেগুলো ফেনসিডিলের ডিপো হিসেবে চিহ্নিত। এর মধ্যে দৌলতপুর স্টেশন, রেলওয়ে মার্কেট, ভাসানী মার্কেট, সাউদিয়া মার্কেট, সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড। শেখপাড়া, রূপসা ফেরিঘাট, খুলনা রেলওয়ে হাসপাতাল, স্টেশন রোড, ফুজি কালার, ট্রাক সমিতি, গোবর চাকা, আঞ্জুমান রোড অন্যতম। এসব স্থানের কয়েকজন বিক্রেতার নামের সাথে ফেনসিডিল যুক্ত করে চিহ্নিত করা হয় এবং বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। ফেনসিডিলকে খুলনায় অনেকেই ডাল বলে থাকে। নগরীর ফেনসিডিল ক্রেতাদের বেশির ভাগই কিশোর, যুবক যার অধিকাংশই স্কুল কলেজের ছাত্র। বাস-ট্রাক স্ট্যান্ডে ড্রাইভার হেলপাররাও এই ফেনসিডিলের ক্রেতা।

খুলনাস্থ মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করলে তারা স্বীকার করেন যে, খুলনায় ফেনসিডিলের ব্যবসা বা সেবনকারীদের সংখ্যা আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সদর পরিদর্শক জনাব জাহিদুর রহমান বলেন, আমরা ফেনসিডিলের ডিপোতে হানা দেয়ার আগে যখন পুলিশ চাই-তখনই ডিপোগুলো খবর পেয়ে যায়। ফলে তল্লাশি করে তেমন কিছু আর পাওয়া যায় না। তিনি ফেনসিডিল সেবীদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জানান, একবার ফেনসিডিল আসক্ত হয়ে পড়লে তাদের ফেরানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। জনাব জাহিদুর রহমান কথা প্রসঙ্গে জানান, ফেনসিডিলসেবীদের সাধারণত পঙ্গু সন্তান জন্ম নেবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া ফেনসিডিলসেবীরা শক্ত কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

খুলনা থেকে
সামস তাবরেজ

প্র তিবেদন

হতাশার মাঝে আশার আলো

ঢাকা কমার্স কলেজ

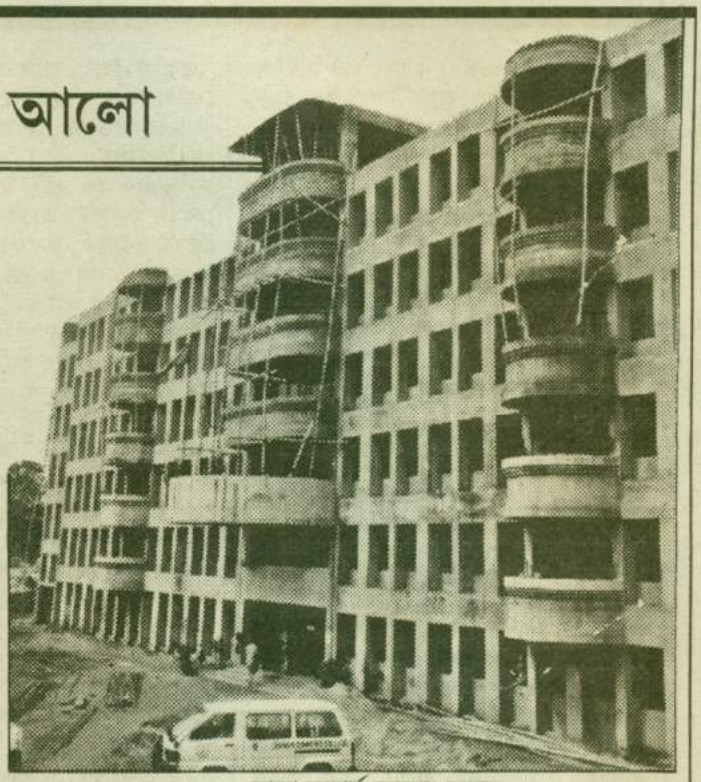

ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন

যদি বলা হয় সাফল্যের অপর নাম ঢাকা কমার্স কলেজ কিংবা হতাশার মাঝে আশার আলো তাহলে হয়ত বাড়িয়ে বলা হবে না। যেখানে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে, যেখানে ছাত্র রাজনীতির নামে অস্ত্রধারীদের অপতৎপরতা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করছে, যেখানে তরুণ সমাজ বই–খাতার পরিবর্তে হাতে তুলে নিচ্ছে প্যাথেডিন, হেরোইনের মত আত্মবিনাশী ড্রাগ সেখানে কমার্স কলেজটি এক ব্যতিক্রমী ধারা সৃষ্টি করে চলেছে। তারা জাতিকে উপহার দিচ্ছে সুযোগ্য শিক্ষিত কর্মী। কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে একের পর এক সাফল্যের চমকপ্রদ স্বাক্ষর রেখে চলেছে। কলেজের ফলাফল যেমন ঢাকা বোর্ডে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তেমনি ঘটছে কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি। রাজধানীর মীরপুরে সাড়ে ৩ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠছে বিশাল দু'টি একাডেমিক ভবন, একটি প্রশাসনিক ভবন, ৩টি স্টাফ ভবন প্রভৃতি।

রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত এই কলেজটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা–কলেজটিকে অচিরেই বাণিজ্য শিক্ষার একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা। হয়ত খুব অল্প ব্যবধানেই তাদের এ বাসনাও বাস্তবে রূপ লাভ করবে।

পরিদর্শন পর্ব

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন এবং এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে সম্প্রতি মীরপুরস্থ কলেজ ক্যাম্পাসে যাই। চিড়িয়াখানা রোড ঘেঁষেই কলেজ সীমানা। রাস্তার পাশে কলেজের দু'টি সাইনবোর্ড। বোর্ডে কলেজের নামের নিচেই লেখা রয়েছে 'ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত।' নির্মাণাধীন একাডেমিক এবং প্রশাসনিক ভবনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে একাডেমিক ভবনের ৬ তলা পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে। চুনকাম কিংবা ফ্লোর মোজাইকের কাজ এখনো শুরু হয়নি। তবে বছরের শুরুতেই ধানমন্ডি থেকে কলেজটি এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কলেজে উপস্থিত হয়ে যথারীতি অধ্যক্ষ সাহেবের দ্বিতীয় তলার রুমে উপস্থিত হই। তিনি অভিবাদন জানিয়ে কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তথ্য সরবরাহের জন্যে বাংলা বিভাগের সাইদুর রহমান মিয়া, ইংরেজী বিভাগের সাদিক মোহাম্মদ সেলিম এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা সরওয়ার সাহেবকে নির্দেশ দেন। এরপর সেলিম সাহেব এই প্রতিবেদককে পুরো কলেজ পরিদর্শন করান। কলেজের গুরুত্বপূর্ণ সভা কার্যপরিচালনার জন্যে অধ্যক্ষ সাহেবের রুমের পাশেই একটি অত্যাধুনিক সভা কক্ষ রয়েছে। এই ফ্লোরেই রয়েছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দু'জন শিক্ষক। এভাবে ফ্লোরে ফ্লোরে বিভাগীয় প্রধানদের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানের কক্ষেই মিনি লাইব্রেরি করা হয়েছে। তাতে রয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রেফারেন্স গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থ। এভাবে প্রত্যেক শিক্ষকের জন্যেও আলাদা রুম করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে একটি করে কম্পিউটার দেয়া হবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ সাহেবের কক্ষে কম্পিউটার দেয়া হয়েছে। এই কলেজে ছাত্র-শিক্ষকদের লাইব্রেরি ওয়ার্কসের জন্যে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি করা হয়েছে। কয়েক লাখ টাকার বইও তোলা হয়েছে ইতিমধ্যেই। এখন থেকে প্রতিবছর বই তোলার জন্যে দু'তিন লাখ টাকা বরাদ্দ থাকবে বলে লাইব্রেরিয়ান জানান। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের জন্যে লাইব্রেরির পাঠকক্ষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকই বয়সে তরুণ। তবে তাদের একাগ্রতা এবং আন্তরিকতা যেকোন আগন্তুককে অভিভূত করবে।

কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত

১৯৭৯ সালে ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন কলেজের বর্তমান

রোববার

১৮ আগস্ট, ১৯৯৬

পর্যটকদের বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে অনীহা কেন?

উপ-নির্বাচনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে

- এইচবিএফসি ভবনে বশীদের মৃত্যু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক?
- ১৫ আগস্ট ঃ ২১ বছর পরে
- সাতক্ষীরায় কালো পতাকা উড্ডীন

হতাশার মাঝে আশার আলো

ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণী

একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে অহংকার করতে হলে শিক্ষার উপরই গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশী

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন

'ঢাকা কমার্স কলেজ—আমরা একটি জাগ্রত পরিবার'—সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২৭ শে জুলাই কলেজ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় কলেজের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাপানে বাংলাদেশের ইকোনমিক মিনিষ্টার এ. এফ. এম সরওয়ার কামাল।

প্রধান অতিথির ভাষণে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পরিবেশ রক্ষা এবং ছাত্রদের ভাল ফলাফল করার জন্য ছাত্র শিক্ষকদের মাঝে সুন্দরতম সম্পর্ক বজায় থাকা অপরিহার্য। আমাদের দেশে আজ এ জিনিষটির বড়ই অভাব। ঢাকা কমার্স কলেজ সে অভাব পূরণে এগিয়ে এসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে দেখে অমি সত্যি অভিভূত। তিনি আরো বলেন, একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের যদি অহংকার করতে হয় তাহলে শিক্ষার উপরই গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশী। একটি জাতি যেকোন উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, কিন্তু সে স্বাধীনতাকে ধরে রাখার জন্য, অর্থবহ করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা শুধুমাত্র চাকরী লাভের জন্য নয়। শিক্ষা হলো একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য, একটি সুখী ও কর্মোদ্যমী জাতি গঠনের জন্য। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গভীরভাবে গুরুত্বারোপ করে ব্যারিষ্টার হোসেন বলেন, আমাদের সমাজে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাদের কাছে মূল্যবোধ কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে তারা মূল্য দেননা। তাদের কাছে প্রতিপত্তিই মহামূল্যবান। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। শিক্ষাই হলো মানব জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা শুধু মানুষকে জ্ঞানী করে না, তাদের জীবনকে করে সুন্দর। ঢাকা কমার্স কলেজের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমন্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তাদের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে সে সুন্দর জীবন গঠনের মন্ত্রটিই শিখিয়ে দিচ্ছেন। তাদের এ মহতী উদ্যোগ সর্বাংশে সফল হোক আমি একামনাই করি। যেখানে যতদূরেই থাকি সবসময় তাদের প্রতি আমার সমর্থন থাকবে। প্রধান অতিথি কলেজের নিজস্ব সংগীত শুনে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এ সংগীতের কথাগুলো সত্যিই সুন্দর। এটি ছাত্র ছাত্রীদের সুন্দর জীবন গঠনে অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিশেষ অতিথি এ. এফ. এম সরওয়ার কামাল বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজ নিরলস কর্মচাঞ্চল্য, গভীর অধ্যবসায় এবং সৃজনশীল মেধা দিয়ে যেভাবে জ্ঞান চর্চা ও বিকাশে এগিয়ে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। অদূর ভবিষ্যতে এ কলেজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পরিচিতি লাভ করবে এ আমার প্রত্যাশা।

কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ তাঁর ভাষনে বলেন, মাত্র সাত বছরের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা বিস্তারে যে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে সারাদেশের জন্য এটি আজ প্রতি গৌরবজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশের শিক্ষাঙ্গনে এ কলেজ শান্তি ও উন্নতির এক দীপ্ত আলোকবর্তিকা। স্বাগতঃ ভাষণে কলেজের অধ্যক্ষা প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজ একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে বাণিজ্যের চারটি বিষয় সম্মানসহ স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়ানো হয়। তিনি আরো বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এখানে বিবিএ ও এমবিএ কোর্স চালু করা হবে এবং বিইউবিটি নামে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রফেসর ফারুকী কলেজ প্রতিষ্ঠার পর অদ্যবধি কোনরূপ সরকারী অনুদান গ্রহণ না করার কথা উল্লেখ করে বলেন, এ কলেজ নিজস্ব শক্তিতেই এতোদূর এগিয়েছে। আমরা কারো দরবারে ভিক্ষার হাত বাড়াতে চাইনা। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মতিয়ুর রহমান তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজ শুধু আমাদের জন্য নয়। সারাদেশের জন্যই গর্বের ব্যাপর। এ কলেজের সাফল্যের পেছনে যে জিনিসটি কাজ করে তাহল আমরা একটি মুহূর্তকেও নষ্ট করিনা, প্রতিটি সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগাই। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে স্বর্ণপদক ও সনদপত্র বিতরণ করেন। সবশেষে মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে কলেজের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি মনোরম স্যুভেনিরও প্রকাশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
আগস্ট ১৯৯৬

The New Nation
City
Page 3
28 July 1696

Dhaka Commerce College awarded meritorious students of the college at a function held at the college premises on Saturday. From right sitting-Barrister Mainul Hosein, Chairman of the Editorial Boards of the New Nation and the Ittefaq, Professor Shahid Uddin Ahmed, Pro-Vice-Chancellor of Dhaka University and Professor Kazi Md Nurul Islam Faruky are seen with the gold medal winners. —New Nation photo

ঢাকা : রবিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৪০৩ :: Sunday, July 28, 1996 ইত্তেফাক

ঢাকা কমার্স কলেজের ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে গতকাল পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন —ইত্তেফাক

Dhaka Commerce College founding anniversary today

Varsity Correspondent

The 7th founding anniversary and the award giving ceremony 96 of Dhaka Commerce College will be held today (Saturday) at the college premises.

Bangladesh Observer
July 27, 1996

ঢাকা কমার্স কলেজের সপ্তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় ঢাকা কমার্স কলেজের সপ্তম বর্ষপূর্তি ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হইবে। কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকিবেন 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'নিউনেশন' সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন। সভাপতিত্ব করিবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে কলেজের কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বর্ণপদক বিতরণ করা হইবে।—প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইত্তেফাক
২৭ জুলাই ১৯৯৬

ঢাকা কমার্স কলেজ : পুরস্কার বিতরণী সভা, সকাল সাড়ে ৯টা কলেজ প্রাঙ্গণ।

দৈনিক বাংলা
২৭ জুলাই ১৯৯৬

শিক্ষকরা আন্তরিক হইলে ছাত্ররা সমস্যা নয়

..... ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (শনিবার) ঢাকা কমার্স কলেজের ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে হইবে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্য লোক সৃষ্টি করা। সুশিক্ষার মাধ্যমে সুন্দর ও সফল জীবন নির্মাণের তাগিদ দিয়া তিনি বলেন, শিক্ষকরা আন্তরিক হইলে ছাত্ররা সমস্যা নয়। ঢাকা কমার্স কলেজ ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কলেজের অধ্যাপক কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য এএফএম সরওয়ার কামাল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মোহাম্মদ মতিউর রহমান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে মোহাম্মদ মঈন, দীপু ও নীপা আলোচনায় অংশ নেন। প্রধান অতিথি কলেজের সাংস্কৃতিক ও আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন একটি দেশের স্বাধীনতা লাভই বড় কথা নয়, বরং স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে জাতির জন্য গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি বলেন, সুন্দর দৃষ্টান্ত হইতেই ছাত্ররা সুন্দর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক ভাল হইলে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয় এবং বাহিরের মন্দ প্রভাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করিতে পারে না। তিনি বলেন, শিক্ষার মাধ্যমেই একটি জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে। কি ধরনের শিক্ষা জাতির জন্য জরুরী, কি রকম শিক্ষার মধ্য দিয়া একজন তরুণের কর্মসংস্থান সম্ভব, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, নিজেদের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা এবং স্থানীয় লোকজনের আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়া এই কলেজ যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে উহা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ভাল ফল লাভের জন্য প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজন হয় না। এদিক দিয়া এই কলেজ নিশ্চয়ই একটি ব্যতিক্রমী কলেজ। তিনি এই কলেজের অধিকতর সাফল্য কামনা করেন।

প্রফেসর ডঃ শহীদউদ্দিন আহমেদ বলেন, এই কলেজ সাফল্যের সঙ্গে ৭ বছর অতিক্রম করিয়াছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আগামী দিনেও এই সাফল্য অব্যাহত থাকিবে। এ এফ এম সরওয়ার কামাল আশা প্রকাশ করেন যে, মেধা, অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়া দেশের গণ্ডি ছাড়াইয়া এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিদেশেও সুনাম অর্জনে সক্ষম হইবে। কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কেবল এই কলেজেই বাণিজ্যের চারটি বিষয়ে সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নের সুযোগ আছে। এই কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এণ্ড টেকনোলজী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইত্তেফাক ২৮ জুলাই ১৯৯৬

ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শিক্ষা উন্নয়নে ঢাকা কমার্স কলেজ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

– এ. এস. এম. শাহজাহান

কোচিং ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিভাকে নষ্ট করে দিচ্ছে

–অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন
অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১০ই জুন কলেজ মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব এ. এস. এম. শাহজাহান। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম. হেলাল এবং এ. বি. এম আবুল কাসেম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ. এস. এম শাহজাহান শিক্ষা উন্নয়নে ঢাকা কমার্স কলেজের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, আমাদের জাতীয় জীবনে এ কলেজটি শিক্ষা প্রসারে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে আমি মনে করি। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া-চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সুস্থ শরীর ও সুন্দর মনের জন্য খেলাধূলার প্রয়োজনীতা অপরিসীম। নিয়মিত শরীর চর্চা শরীরকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করে এবং মনকে প্রফুল্ল করে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য সুস্থ শরীরও পরিছন্ন মনের প্রয়োজন রয়েছে। তাই নিয়মিত খেলাধূলা করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধূলার মাধ্যমে যুবকেরা প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে পায়। আর যে জাতির যুবকেরা প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর সে জাতি কখনো বুড়ো হয় না। মূলতঃ ব্যক্তির উন্নতির জন্য মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চাই নিয়মিত ক্রীড়া চর্চা। প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, সরকারের কোন আর্থিক সাহায্য না নিয়েও ঢাকা কমার্স কলেজ আজ দেশের শিক্ষাঙ্গনে যে গর্বিত অবস্থানে রয়েছে তার পেছনে রয়েছে এখানকার শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ফলাফল করার মানসিকতা। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরো বেশি সাফল্য অর্জন করার লক্ষ্যে প্রাইভেট টিউটর ছেড়ে শ্রেণীকক্ষের পড়াশোনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তার ভাষায়, কোচিং তোমাদের সুন্দর জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছে। তোমাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে তা হারিয়ে যাচ্ছে। তোমরা ক্রমশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছো আশংকাজনকভাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনিকে নিন্দা করি, ঘৃণা করি, অবহেলা করি। সুতরাং তোমরাও এ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখো। নিজের প্রতি নিজেরা আত্মবিশ্বাসী হও এবং পরিশ্রম কর। তাহলে কেউই তোমাদের সাফল্য আটকিয়ে রাখতে পারবেনা ইনশাল্লাহ। বিশেষ অতিথি এম. হেলাল তাঁর বক্তব্যে ঢাকা কমার্স কলেজ যে গিরি দুর্গম পথ অতিক্রম করে আজকের এ সাফল্য অর্জন করেছে তা অক্ষুন্ন রেখে উত্তোরত্তর সাফল্য অর্জনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্র–শিক্ষকদের প্রতি আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান, প্রভাষক নূরুল আলম ভূইয়াঁ প্রমুখ।

ক্রীড়া সচিব এ. এস. এম. শাহজাহান ক্যারাম খেলার মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করলেন, তার ডানে বিশেষ অতিথি এম. হেলাল

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন (ডান থেকে) ক্রীড়া সচিব এ. এস. এম. শাহজাহান বিশেষ অতিথি এম. হেলাল ও এ.বি.এম. আবুল কাসেম এবং কলেজের উপাধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান

Dhaka Commerce College: Annual prize distribution ceremony and the 8th founding anniversary of the college will be held. Venue: Collage premises at Mirpur. Time: 12 Noon.

Daily Star 5 July 1999

শুক্রবার ঢাকা কমার্স কলেজ ক্রীড়া

আগামী শুক্রবার (১৯ ফেব্রুয়ারী) সকাল ৯টায় শেরে বাংলা জাতীয় ষ্টেডিয়ামে ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

–প্রেঃ বিঃ

ইত্তেফাক
১৭ ফেব্রুয়ারী ৯৯

আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্রী প্রথম

গত ২৯ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আন্তঃ কলেজ সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা সম্মান প্রথম বর্ষে ছাত্রী উম্মে কুলসুম নজরুল সংগীত 'গ' বিভাগে প্রথম হয়েছে। শে বোরহান উদ্দীন কলেজ আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর ঢাকা ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। কুলসুম ঢাকা কমার্স কলে অভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা '৯৭-এ নজরুল সংগীতে প্রথম হয়েছে।

কুলসুম জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯১ -এ ভোলা জেলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ১ ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যে দ্বিতীয় হয় এবং '৯২ তে ক্ল্যাসিকাল নৃত্য ১ম হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকান ফ্যান ক্লাবের সাংস্কৃতি সম্পাদক।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া

গতকাল (শুক্রবার) মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ষ্টেডিয়ামে ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

যুব, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার। প্রধান অতিথি ঢাকা কমার্স কলেজের ক্রীড়ার উন্নয়নের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।–প্রেঃ বিঃ

দৈনিক ইত্তেফাক
20 February, 1999

কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯৯ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার। মন্ত্রী কলেজের উন্নয়নের জন্য ৫০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

20 February 1999

ঢাকা কমার্স কলেজে অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ঢাকা কমার্স কলে
অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি
প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন স্থা
সংসদ সদস্য কামাল আহমে
মজুমদার। অধ্যক্ষ প্রফেসর কা
ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠা
অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রা
উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতি
রহমান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিত
আহবায়ক অধ্যাপক রওনাক আ
এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আহবা
মোঃ নূরুল আলম ভুঁইয়া।
প্রধান অতিথি ঢাকা কমার্স কলেজে
ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ও অনন্য কার্যক্র
জন্য কলেজকে তাৎক্ষণিকভা
ব্যক্তিগত তহবিল হইতে এক ল
টাকা দান করেন। -প্রেঃ বিঃ

দৈনিক ইত্তেফাক

২২ জুন ১৯৯৮
৭ আষাঢ় ১৪০৪

Youth and Sports Secretary ASM Shahjahan speaking as the chief guest at the inauguration of the annual sports competition of Dhaka Commerce College yesterday.

— Star photo

The Daily Star Dhaka, Tuesday, June 11, 1996

থেকে ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিষয়ে বাংলাদেশে কলেজ পর্যায়ে সর্বপ্রথম ঢাকা কমার্স কলেজে অনার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে। আগামীতে কলেজে পর্যায়ক্রমে পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইতোমধ্যেই নির্মাণ কার্যক্রমে কলেজের লক্ষ্যমাত্রা অনেকটা বাস্তবায়িত হয়েছে। বিএনপি সরকার মিরপুরের তিন নং সেকশনে কলেজের জন্য প্রায় তিন বিঘা জমি অর্থমূল্যে বরাদ্দ করেন। ১৯৯৪ সনের ২রা জানুয়ারী তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া উক্ত জমিতে ঢাকা কমার্স কলেজের অত্যাধুনিক ১০ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২২শে জানুয়ারী '৯৫ তারিখ থেকে কলেজটি মিরপুরে তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে ভবনটির ষষ্ঠ তলার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। একই সময়ে কলেজের ৮ তলা প্রশাসনিক ভবন এবং দুইটি ১১ তলা শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। বস্তুতঃ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ও ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সমান্তরাল ধারায় অগ্রসরমান।

ঢাকা কমার্স কলেজের কান্ডারী হিসাবে যিনি শক্ত হাতে হাল ধরে আছেন তিনি হলেন কলেজ অধ্যক্ষ জনাব কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী। ১৯৯৩এর শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের স্বীকৃতি অর্জনকারী চির নবীন এই কর্মবীর মানুষটি ঢাকা কমার্স কলেজের তারুণ্যের উৎস, প্রেরণার জ্বলন্ত সূর্য। তাঁকে ঘিরেই যেমন কলেজে এক ঝাঁক নবীনের বলিষ্ঠ পদচারণা - তেমনি শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রমও তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত।

সরকারী আর্থিক সহায়তা ছাড়া নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানে পারদর্শী করে দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতি বিনির্মানে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যেই বস্তুতঃ ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টাস কোর্সের পাশাপাশি চলতি বছর থেকে ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কলেজে বি বি এ এবং এম বি এ কোর্স প্রবর্তনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো কলেজটিকে অচিরেই 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি' (BUBT) নামক বাণিজ্য শিক্ষার একটি পূর্নাঙ্গ, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োগভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হবে দেশের আর্থ সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে।

❑ *মোঃ সরওয়ার* ❑

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

বর্ষ ১২ ❑ সংখ্যা ৯ ❑ এপ্রিল '৯৬

ঢাকা কমার্স কলেজের একক প্রাধান্য

১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থানসহ সর্বমোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। তন্মধ্যে বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১জন এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় ২ জন। প্রথম স্থান অধিকার করেছে মোঃ আব্দুস সোবহান। তার সর্বমোট নম্বর ৮২২। ১৯৯৫ সালেও এ কলেজ থেমে ১ম স্থানসহ মেধা তালিকায় ১০ জন স্থান লাভ করেছিল। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭০ জন প্রথম বিভাগে এবং ১৫১ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে। পাসের হার প্রায় ৯০%।

মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের নামঃ
প্রথমঃ মোঃ আব্দুস সোবহান, সপ্তমঃ মোঃ সাইফুল আলম, অষ্টমঃ মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, দশমঃ সারওয়াত আমিনা, একাদশঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, চতুর্দশঃ মোঃ শাহ্‌রিয়ার আক্তার, পঞ্চদশঃ ইমরান মজিদ, সপ্তদশঃ মোঃ গোলাম মোর্তজা, অষ্টাদশঃ মোঃ তরিকুল আলম, অষ্টাদশঃ মোঃ মঈনুল হক সিরাজী, উনবিংশঃ শামীমা সিদ্দীকা

মেয়েদের মেধা তালিকাঃ
তৃতীয়ঃ সারাওয়াত আমিনা, পঞ্চমঃ শামীমা সিদ্দিকা, নবমঃ শাহীদা আক্তার, দশমঃ মালকা তারান্নুম।

ইত্তেফাক ৩১.১০.১৯৯৬

এইচ. এস. সি. পরীক্ষা '৯৯
মেধা তালিকা

বাণিজ্য

১। ওয়াসিম রেজা, ৮৬২ ঢাকা সিটি কলেজ, ২টি লেটার ২। মোহাম্মদ রাজিব হাসান, ৮৪৪ ঢাকা সিটি কলেজ, ৩টি লেটার ৩। নওশিন তাহসিন হাসান, ৮২৯ ভিকারুননিসা নূন কলেজ, ২টি লেটার, ৪। সাদ্দাম হোসেন মল্লিক, ৮২৮ ঢাকা কমার্স কলেজ, ২টি লেটার, ৫। নাইমুল হক, ৮২৭ ঢাকা কমার্স কলেজ, ২টি লেটার, ৬। শাহিদুল ইসলাম, ৮২৫ নটরডেম কলেজ, তিনটি লেটার, ৭। মোস্তফা মঞ্জুর হাসান, ৮১৯ নটরডেম কলেজ, ১টি লেটার, ৮। মোঃ মাহমুদুল হাসান, ৮১৭ ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ, তিনটি লেটার, ৯। সৈয়দ বিন ইসলাম, ৮০৯ ঢাকা সিটি কলেজ, ২টি লেটার, ১০। মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, ৮০৫ ঢাকা সিটি কলেজ, ২টি লেটার; একেএম আনিসুজ্জামান, ৮০৫ ঢাকা সিটি কলেজ, ২টি লেটার, ১১। মাহমুদ কবীর, ৮০৩ ঢাকা কমার্স কলেজ, ২টি লেটার, ১২। নাসিমা বেগম, ৮০০ রাইফেল পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, ২টি লেটার। ইকবাল হোসেন, ৮০০ ঢাকা সিটি কলেজ, ২টি লেটার ১৩। এহসানুল আজিম, ৭৯৯ ঢাকা কমার্স কলেজ, ২টি লেটার, মুনিমা সিদ্দিকা, ৭৯৯ ভিকারুননিসা নূন কলেজ, ১টি লেটার। হুমাইরা সিদ্দিকা, ৭৯৯ নারায়ণগঞ্জ কলেজ ২টি লেটার ১৪। সৈয়দ মোঃ মোস্তফা শামস, ৭৯৮ নটরডেম কলেজ, ২টি লেটার, ১৫। সাইফুল হক পাঠান, ৭৯৭ ঢাকা কমার্স কলেজ, ১টি লেটার, ১৬। আবদুল মান্নান, ৭৯৫ ঢাকা কমার্স কলেজ, ১টি লেটার, ১৭। মোঃ সালাউদ্দিন, ৭৯৪ ঢাকা কমার্স কলেজ, ২টি লেটার; আনোয়ার সাদাত শিমুল, ৭৯৪ নটরডেম কলেজ, ১টি লেটার, ১৮। নাইমুজ্জামান, ৭৯৩ ঢাকা সিটি কলেজ, ২টি লেটার; ফারহানা আখতার, ৭৯৩ ভিকারুননিসা নূন কলেজ, ১টি লেটার; ১৯। খালেদ বিন কামাল, ৭৯২ নটরডেম কলেজ, ২টি লেটার; মাহমুদ আজাদ রবিন, ৭৯২ ঢাকা সিটি কলেজ, ১টি লেটার; মোঃ নরুল আলিম, ৭৯২ রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ ২০। মোহসিনা বিপাশা আলম, ৭৯১ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ১টি লেটার; ফয়সাল আহমেদ, ৭৯১ ঢাকা কলেজ, ২টি লেটার।

জনকণ্ঠ ২৭ আগস্ট ৯৯

Stands 5th in HSC Commerce Group

Niyamul Haq (Minar) stood fifth in the combined merit list in the HSC examinations (Commerce Group) under Dhaka Board. He was the student of Dhaka Commerce College, says a press release.

He secured 827 marks with letters in Book Keeping and Accounting and Shorthand and Type Writing.

He is the son of Md Obaidul Haq, Deputy Commissioner of Customs, Excise and Vat, and Sania Haq.

He wants to study Business Administration.

Independent 29.8.99

বাণিজ্য শিক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের অব্যাহত অগ্রযাত্রা

বিংশ শতকের এই চরম বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার আর উৎকর্ষের সাথে সাথে তার ব্যবহারিক গুরুত্বের নির্ধারক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে বাণিজ্য। তাইতো বাণিজ্য হলো শিল্প আর সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের সার্বিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারা। এ কারণে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো আজ বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাণিজ্য শিক্ষার পৃথক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে এ বিষয়টি এখনো পর্যাপ্ত গুরুত্ব সহকারে সার্বজনীনভাবে বিবেচিত হয়নি।

তবে আশার কথা যে বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষানুরাগী মহল বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারণে এগিয়ে এসেছেন। স্বাধীনতাপূর্বকালে চট্টগ্রাম ও খুলনায় সরকারী উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় দু'টি বাণিজ্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৯ সনের পূর্বে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে বাণিজ্য শিক্ষার কোন বিশেষায়িত কলেজের অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ, এ অভাব পূরণ করে। গত বছর এস এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ফলাফলের অধিকারী ঢাকা কমার্স কলেজ-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৭ বছর আগে ১৯৮৯ সালে। যদিও এরকম একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল অনেক আগে, ১৯৮১ সালে। কলেজটি বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজ হিসেবেই তার যাত্রা শুরু করে। আর প্রথম থেকে প্রতি বছরই ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে মেধা তালিকায় স্থান লাভ কলেজটির ভবিষ্যতে বাণিজ্য শিক্ষায় দেশের নেতৃস্থানীয় ও গৌরবময় ভূমিকার পূর্বাভাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঢাকা কমার্স কলেজের রূপকারগণ বহু আগে থেকেই তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কর্ম প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী, প্রফেসর শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী, প্রফেসর মোঃ হাবিবুল্লাহ, জনাব এম, হেলাল (সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকা), জনাব শফিকুল ইসলাম এবং জনাব মাহ্‌ফুজুল ইসলাম সহ আরো অনেকে ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ফলে লালমাটিয়ায় একটি কিন্ডার গার্টেনে মাত্র ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের চ্যালেঞ্জিং যাত্রা। ১৯৯০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা কমার্স কলেজ চলে আসে ধানমন্ডিতে একটি ভাড়া বাড়িতে। কলেজের উন্নতি, স্থিতি ও বিকাশের স্বার্থে এ বছরই সরকার ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব কাজী ফারুকীকে প্রেষণে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৯২ সালে সরকার করটিয়া সা'দত কলেজ এর হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মুতিয়ুর রহমানকে প্রেষণে ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমদ বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি।

শিক্ষানুরাগী এই কর্মবীরদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের সাথে শুরু থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষক। প্রবীণ আর তরুণের সম্মিলন এবং সবার ত্যাগ ও সার্বক্ষণিক আন্তরিক সেবা বিদ্যানুরাগী মহল ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ঢাকা কমার্স কলেজকে করে তুলেছে যেমন বহুল আলোচিত, তেমনি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছেও এটি হয়েছে ঈর্ষণীয়।

কলেজের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে এম. কম. কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমেদ, মঞ্চে উপবিষ্ট (ডানে) কলেজ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

বস্তুতঃ ঢাকা কমার্স কলেজের পাঠদান পদ্ধতিসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনাই ভিন্নতা, স্বাতন্ত্র এবং স্বকীয়তার দাবী দার। ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক নৈতিক ও আত্মিক মূল্য বোধ বিকাশে কলেজটিকে ছাত্র রাজনীতি ও ধুম পান মুক্ত রাখা হয়েছে। অন্য দিকে পরিপূর্ণ মানুষ হবার প্রয়ো জনীয় জীবনমুখী কার্যক্রমের চর্চা এখানে ব্যাপক । তাই ছাত্র - ছাত্রীরা এক দিকে যেমন পড়া শুনায় মনো -যোগী হয়ে সুন্দর ফলাফল করছে তেমনি শিক্ষা সহ য়ক কার্যক্রমেও তারা সমানভাবে পারদর্শী। ১৯৯৪ সালে বিভাগীয় পর্যায়ে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতি- যোগিতায় কলে-জের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি স্বর্ণপদক সহ ৫টি পদক লাভ করে। টিভি বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও তারা দু'বার বিজয়ী হয়। কলেজে শিক্ষকদের উৎসাহে ছাত্রদের পরিচালনায় রয়েছে ছাত্র কল্যাণ ফান্ড, বি এন সি সি, রোভার স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট বিতর্ক ক্লাব, সাংস্কৃতিক কমিটি, আবৃত্তি ক্লাব প্রভৃতি সৃজনশীল সংগঠন। নিয়মিত সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রকাশনা ক্ষেত্রেও এ সংগঠনগুলোর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

অন্যান্য যে কোন কলেজের তুলনায় ঢাকা কমার্স কলেজের একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষা সফর। প্রতি বছর এই কলেজের ছাত্র শিক্ষক শুধুমাত্র বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানসমূহ-ই নয় বরং দেশের বাইরেও শিক্ষা সফরে গিয়ে থাকেন। এই সফরে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে নির্মূল বন্ধুত্বের আন্তরিক পরিবেশে যেমন হারিয়ে যায় আনন্দের নিঃসীম বলয়ে তেমনি অর্জন করে সফরকৃত স্থানের, পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষ সহ সার্বিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। শিক্ষা সফর ছাড়াও স্ব-স্ব বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের বাড়তি সংযোজন।

ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যতিক্রমী কার্যক্রমের মধ্যে কলেজের সাথে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট অভিভাবকের সম্পৃক্ততা লক্ষ্যণীয়। কলেজ কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিচয় পত্রের অধিকারী প্রতিটি ছাত্রের একজন অভিভাবক-কে ছাত্রদের মতোই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হয় কলেজের সাথে। ফলে অভিভাবক তাঁর নিজ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া, পরীক্ষার ফলাফলসহ শিক্ষা কার্যক্রম ও আচরণগত বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত সমস্ত তথ্য অবগত থাকেন। এতে করে নিজের অজান্তেও কোন শিক্ষার্থী বিপথে যাবার সুযোগ পায় না। বরং নিয়মিত পড়াশুনার মাধ্যমে তারা তাদের নিজের, পরিবারের, সমাজের এমনকি দেশের কল্যাণে আগামী প্রজন্মের প্রতিনিধি হয়ে বেড়ে উঠছে। ঢাকা কমার্স কলেজের এসব সার্বিক কার্যক্রমই বস্তুতঃ বিগত এইচ এস সি পরীক্ষায় শুধুমাত্র বাণিজ্য বিভাগে ঢাকা বোর্ডে ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মেধা তালিকায় স্থান লাভের বিরল সম্মানে অভিষিক্ত করে। পাশাপাশি বোর্ডের মাত্র ৮৭ জন স্টারপ্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষার্থীই ছিল ৪৭ জন।

সাফল্যের এই নবতর গৌরব গাঁথায় সম্প্রতি সম্পৃক্ত হয়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিষয়ে অনার্স কোর্স। বিগত ২৬শে নভেম্বর '৯৫ তারিখে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কলেজে ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে এম কম কোর্স উদ্বোধন করা হয়। ইতোপূর্বে এ বিষয় দুটিতে অনার্স কোর্স প্রবর্তিত হওয়াতে ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিপূর্ণতার পথে যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। অন্যদিকে অতি সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে চলতি বছর

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ..... ৬৩ - পৃষ্ঠার পর

একটা সুখী জীবনের নিশ্চয়তা জীবন চলার পথে তাদেরকে করে অনুপ্রাণিত।

অসম্ভব উল্লাসে মাতোয়ারা ছাত্ররা সমস্ত বিকেল বাধাহীন আনন্দে হারিয়ে গিয়েছিল শিক্ষকদের সঙ্গে; মিশে গিয়েছিল সবুজের অন্তরালে। সন্ধ্যা নাগাদ সবাই কটকা রেষ্ট হাউজের আশে পাশে একত্রিত হয়ে বিপুল আনন্দে উপভোগ করে সন্ধ্যার মোহময়ী বনানীর হাতছানী। রেষ্ট হাউজের কাছে খাবার খেতে আসা হরিণগুলোর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠে সন্ধ্যার আলো আঁধারীতে। ছাত্ররা সবাই এক এক করে লঞ্চে ফিরে আসে। রাতের বেলা লঞ্চ এখানে নোঙ্গর করে থাকে।

২৯ তারিখ ভোরে আবারো ঘন্টা দুয়েকের জন্য কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র লঞ্চ থেকে নেমে রেষ্ট হাউজ এলাকায় সকালের স্নিগ্ধতা উপভোগ করেন। সকাল ৯ টায় আমাদের লঞ্চ সুন্দরবনের গহীন অরণ্য অঞ্চলকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু করে কুয়াকাটা'র উদ্দেশ্যে। নদীর পানির লবণাক্ততা কমতে থাকে। দুপাড়ের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সবাই বিমুগ্ধ চিত্তে উপভোগ করি।

বেলা আড়াইটার দিকে আমরা মহীপুর পৌছি। মহীপুর বাজার থেকে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার। আধাভাঙ্গা কাঁচপাকা রাস্তায় 'রিক্সাভ্যানে' করে যেতে হয় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে। প্রতি শিক্ষকের নেতৃত্বে ১০ জন ছাত্রকে দেয়া হয়। বিকেলের মধ্যেই সবাই কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে পৌছে যায়। পাঁচ দিনের একটানা ভ্রমন শেষে কিছুটা ক্লান্ত ছাত্র শিক্ষকরা এখানে যেন প্রাণের স্পন্দন ফিরে পায়। অনেকেই সমুদ্রে অবগাহন করেন। তারুণ্যের উচ্ছলতায় সামুদ্রিক অবগাহনে শীতলতা আসে প্রাণে। সময়ের সাথে সাথে সূর্য সমুদ্রে ডুবে যাবার প্রস্তুতি নেয়। সবাই উঠে আসে তীরে সূর্যাস্ত দেখার জন্য। শ'দুয়েক ক্যামেরা সূর্যাস্তকে লক্ষ্য করে ক্লিক ক্লিক শব্দে সচল হয়ে উঠে। সৌন্দর্যময় প্রকৃতিতে স্রষ্টা সৃষ্ট অনন্ত সৌন্দর্য ধারায় এ

লঞ্চের ভিতর মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

যেন এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা। সূর্যাস্তের সাথে সাথে তারুণ্যের উচ্ছলতায় সবাই ফিরে আসে লঞ্চে। শুধু ঢেউগুলো একা একা আছড়ে পড়ে বালির সমুদ্রতীরে।

আমাদের লঞ্চ গভীর রাত পর্যন্ত জোয়ারের অপেক্ষায় মহীপুরেই অবস্থান করে। রাত আড়াইটায় যাত্রা শুরু করে ঢাকার উদ্দেশ্যে । ৩০ তারিখ দুপুরে আমরা পটুয়াখালী নদীবন্দর পৌছি। এ সময় ছাত্ররা ১ ঘন্টার জন্য লঞ্চ থেকে নামার অনুমতি পায়। দুবলার চরে শুটকি ক্রয়ের ধুম পড়ার মতোই পটুয়াখালীতে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে পটুয়াখালীর বিখ্যাত মিষ্টি ক্রয়ের ধুম পড়ে যায়।

শেষ বারের মতো ঢাকার সদরঘাটকে উদ্দেশ্য করে আমরা পটুয়াখালী নদীবন্দর ত্যাগ করি ৩০ তারিখ বিকালে। ছোট-বড় অসংখ্য নদী আর লোকালয় অতিক্রম করে অবিরাম চলতে থাকে আমাদের লঞ্চ। প্রতিদিনের মত এ রাতে ও লঞ্চের ডেকে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এক সময় রাতের কোলে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টা ব্যবধানেই উদিত হয় ১৯৯৫-এর শেষ সূর্য। ঢাকার কাছাকাছি চলে আসায় সকালে ছাত্ররা একটু তাড়াতাড়ি উঠে তাদের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলে।

সকাল সোয়া ১০ টায় আমরা সদরঘাট পৌছি।

বিদায় লগ্নে ৮ দিনের মায়া মমতার অদৃশ্য বন্ধন সবার হৃদয়ের তারে বাজায় করুণ সুর। পাবার আনন্দের মতো সুতীব্র হারাবার বেদনা-বেদনার্ত করে অনেককেই। তবুও লোকালয় থেকে বহু দূরে নদী সমুদ্রে এম,ভি, তাকওয়ার ঠিকানায় আমাদের পারস্পরিক যে অদৃশ্য হৃদয় বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে তা টুটবার নয় কোন কালে।

ঢাকা কমার্স কলেজের সুন্দর বনে শিক্ষা সফর

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

অপরূপ শোভা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার বাংলাদেশের দক্ষিণের সুন্দরবন। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমের এই রূপময়-মোহময় বনভূমি আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি স্রষ্টার আশীর্বাদ বৈ কিছু নয়। রূপময় সুন্দরবন ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়েছে খুব কম মানুষেরই।

যদিও আমাদের শিক্ষিত সমাজ এবং শিক্ষার্থীদের অনেকেই মাঝে মাঝে দেশের বাইরে শিক্ষা সফরে গিয়ে থাকেন নিজের দেশ সম্পর্কে জানার বা দেখার আগেই।

'সুন্দরবন' নিয়ে কথা বলছিলাম । গত ২৪ শে ডিসেম্বর '৯৫ ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী'র নেতৃত্বে আমরা গিয়েছিলাম সুন্দরবন সফরে। ২৭৪ জন শিক্ষার্থী, ৩৬ জন শিক্ষক আর কর্মচারীসহ প্রায় সাড়ে তিনশত মানুষ ৮ দিন ব্যাপী এই সফরে সুন্দরবনে হারিয়ে গিয়েছিলাম এক স্বপ্নময়ী সুন্দরের ভুবনে। প্রকৃতির অপার রহস্য আর অনাবিল উদারতা আমাদের হৃদয়কে করেছিল আন্দোলিত, দৃষ্টিকে করেছিল প্রশমিত। আমাদের উপলব্ধিকে করেছিল শাণিত।

হাইস্পীড নেভিগেশন কোম্পানীর-এম,ভি, তাকওয়া নামক বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম লঞ্চটি ছিল আমাদের এই সফরের জলযান – আট দিনের ঠিকানা । ২৪ শে ডিসেম্বর '৯৫ তারিখের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে সদরঘাটের তিন নং জেটী থেকে শুরু হয় আমাদের যাত্রা। জাতীয় পতাকা ও কলেজ পতাকা ছাড়াও রং বেরং -এর বিভিন্ন পতাকা ও ব্যানার দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় লঞ্চটিকে। ৭টি গরু, ১১ টি খাসি, তিনশত মুরগী আর সোয়া তিনশ মানুষের ৮ দিনের খাদ্যের ব্যবস্থা সহ আমাদের যাত্রা যেন ছিল সিন্দাবাদের অভিযান।

বুড়িগঙ্গার দুই পাড়ের অসংখ্য ভবন, ফ্যাক্টরী, লোকালয় আর কর্মব্যস্ত মানুষের কোলাহলপূর্ন ঢাকা নগরীকে পিছনে ফেলে আমরা এগুতে থাকি গন্তব্যের দিকে। বুড়িগঙ্গার পর ধলেশ্বরী অতিক্রম করে শীতলক্ষার মোহনা হয়ে আমাদের লঞ্চ এসে পড়ে মেঘনা নদীতে। বিকাল ৪ টায় আমরা চাঁদপুর অতিক্রম করি। বিরতিহীনভাবে চলতে থাকে আমাদের লঞ্চ। রাতের নিস্তব্ধতায় একে একে বরিশাল , ঝালকাঠি, পিরোজপুর প্রভৃতি জেলা অতিক্রম করে লঞ্চ থেকে দৃশ্যমান শহরগুলোকে বিদায় জানিয়ে আমরা ২৫ শে ডিসেম্বর শীতার্ত সকালে অতিক্রম করি বাগের হাটের মোড়লগঞ্জ। এরপর চলতে চলতে সকাল ১১ টায় আমরা মংলা পোর্টে পৌছি।

আমাদের সফরকে আনন্দদায়ক ও সহজ করতে হাইস্পীড কোম্পানী সঙ্গে একটি স্পীড বোট দিয়েছিলেন। আট দিনের সফরে বিভিন্নভাবে আমরা উপকৃত হয়েছিলাম বোট-টির মাধ্যমে। বন বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী সুন্দরবনে প্রবেশের জন্য পোর্টের অনতিদূরে বনবিভাগের ঢাংমারি অফিস থেকে সশস্ত্র আনসার সাথে নিতে হয়। কয়েকজন শিক্ষক বোট-টিতে করে ঢাংমারি অফিসে যান। কিছু ছাত্র ও শিক্ষক এ সময় মংলা বন্দরের আশে পাশে ঘুরে দেখেন। ঢাংমারি থেকে সশস্ত্র আনসার সঙ্গে নেয়ার বিষয়টি সমাধান করে আমরা মংলা বন্দর ত্যাগ করি।

'হিরণ পয়েন্ট'– সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের একটি। বেলা সাড়ে ৫ টায় আমরা হিরন পয়েন্ট এলাকায় পৌছি। কিন্তু এ সময় নদীতে ভাটা থাকাতে আমাদের বিশাল লঞ্চটি নদী থেকে খালের চ্যানেলের ভিতর হিরণ পয়েন্ট জেটীতে ঢুকতে পারেনি রাত ১০টার পূর্বে। সবাই লঞ্চ সহ জেটীতেই অবস্থান করি। ২৬ শে ডিসেম্বর হিরণ পয়েন্টে সোনালী সূর্যের উদয়ে সবাই আমোদিত হয়ে বেরিয়ে আসে জেটিতে অথবা লঞ্চের ছাদে। প্রথম বারের মতো ছাত্ররা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে হরিণ দেখে আনন্দে আহলাদিত হয়। এ যেন ছিল তাদের পরম পাওয়া।

সকাল আর বিকালে সুন্দরবনের নদীর পাড়ে হরিণের মেলা বসে। ছোট্টবেলা থেকে শুনা কথাগুলো আবারো জীবন্ত হয়ে উঠলো চোখের দেখায়। আমাদের সফর সঙ্গী ভিডিও ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে বোট-টিতে নদীর পাড়ে পাড়ে ঘুরে ঘাস খাওয়া ও খেলাধুলায় রত সুন্দরবনের সৌন্দয চিত্রল হরিণকে ক্যামেরাবন্দী করি। নদী থেকে দেখা কেওড়া বন আর গোল পাতা মনে জাগায় সবুজের সমারোহে এক সতেজ অনুভূতি।

২৬ শে ডিসেম্বর সারাদিন আমাদের লঞ্চটি পাশাপাশি অবস্থিত নীলকমল ও হীরনপয়েন্ট জেটিদ্বয়ে অবস্থান করে। দুপুরের খাবারের পর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা বনের ভিতর যায়। সুন্দরবনে পৌছতে পারাটাই যেন আনন্দের, উচ্ছাসের আর বিজয়ের। প্রতীক্ষার সকল সিঁড়ি যেন এখানে শেষ হয় গন্তব্যের সীমানায়। ছাত্র-শিক্ষকদের কেউ হিরন পয়েন্ট কেউ বা পার্শ্ববর্তী নীলকমল এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। এ সময় চলে ছবি তোলার হিড়িক। নীলকমল সরকারী অফিসের পাশে দলে দলে হরিণের আগমন ঘটে পড়ন্ত বিকালে। বন কর্তৃপক্ষের দেয়া খাবারের লোভে আসে হরিণগুলো। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যামেরাবন্দী হয়ে যায় তারা। সন্ধ্যার পর হিরন পয়েন্ট রেষ্ট হাউজের মিলনায়তনে বসে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। কলেজের ছাত্র- শিক্ষকরা অনুষ্ঠানে গান, আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদি পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটিকে করে তোলে উপভোগ্য। রেষ্ট হাউজের কর্মকর্তাগনও এ অনুষ্ঠানে শরীক হন। অনুষ্ঠান শেষে রাত ৯ টার দিকে সবাই রেষ্ট হাউজ থেকে লঞ্চে ফিরে আসি। লঞ্চ জেটিতেই অবস্থান করে। ২৭ তারিখ সকালে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে নীলকমল থেকে। দুপুর পর্যন্ত এখানেই সবাই অবস্থান করে।

হিরন পয়েন্ট নীল কমল এলাকা থেকে বেলা ১ টার দিকে লঞ্চ ছেড়ে যায় দুবলার চরের দিকে। বিকাল ৩টায় আমরা দুবলা কেন্দ্রে পৌছি। জেটিতে পানি স্বল্পতার আশংকায় লঞ্চটি নদীর মাঝখানে অবস্থান করে। প্রিন্সিপাল স্যার সহ কয়েকজন শিক্ষক স্পীড বোটে করে দুবলা কেন্দ্র অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ৫৭ হাজার একর জমির এই চরটি শুটকি মাছের জন্য প্রসিদ্ধ। জেলেরা কার্তিক মাসের প্রথমেই এখানে আসে এবং মাঘ মাসের শেষের দিন চলে যায়। এ সময় তারা মাছ ধরে, শুকায়। এই মাছ পরে চট্টগ্রাম হয়ে দেশের বাইরে রপ্তানী করা হয়। কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক পড়ন্ত বিকেল উপভোগ করার জন্য লঞ্চ থেকে বোটে করে দুবলার চরের এলাকা ঘুরে বেড়ান। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসাতে তাদেরকে লঞ্চে ফিরতে হয়।

পরদিন ২৮ তারিখ সকালে পুনরায় ছাত্র-ছাত্রীরা দুবলা চরে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পায়। কেউ কেউ শুটকি মাছ ক্রয় করে। কেউবা ছবি তোলায় ব্যস্ত থাকে। দুবলা থেকে প্রিন্সিপাল স্যার কাদা মাটিতে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পায়ের শুকনো ছাপ সংগ্রহ করে ঢাকা কমার্স কলেজের সংগ্রহশালার সমৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যোগ করেন।

বেলা সোয়া ১০ টায় দুবলার চর থেকে আমরা কটকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সাড়ে ১২ টায় কটকা এসে পৌছি। সুন্দরবনের দর্শনীয় স্পট ও স্থান গুলোর মধ্যে কটকার সৌন্দর্য স্বতন্ত্র। কটকা রেষ্ট হাউজে প্রিন্সিপাল স্যার গোসল করে বিশ্রাম নেন। ছাত্রদেরকে ও লঞ্চ থেকে নামতে ও গোসল করতে অনুমতি দেয়া হয়। একটি কথা উল্লেখ্য যে, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল হওয়াতে সুন্দরবন অঞ্চলে খাবার পানির সংকট তীব্র। প্রতিটি রেষ্ট হাউজ অথবা বন কর্তৃপক্ষের অফিসের নিকটে একটি মিঠা পানির পুকুরের অবস্থান আমরা লক্ষ্য করেছি। কর্তৃপক্ষ পুকুরের পানি যেমন খাবার পানি হিসাবে ব্যবহার করেন। তেমনি পুকুর থেকে পানি তুলে অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করেন। ছাত্ররা শিক্ষকদের নির্দেশ অনুযায়ী বন বিভাগের বিধি মোতাবেক রেষ্ট হাউজের পানি ব্যবহার করে। ইতোমধ্যেই লঞ্চে দুপুরের খাবার দেয়া হয়। খাবারের পর পরই বিভিন্ন শিক্ষকের নেতৃত্বে ২০জন করে ছাত্র রেষ্ট হাউজের কাছাকাছি বনে ঘুরে বেড়ায়। রেষ্ট হাউজের সম্মুখস্থ চ্যানেল (খালের মতো সরু) এর অপর পাড়ের কটকা রেষ্ট হাউজের পর্যবেক্ষন টাওয়ারটি স্থানীয় জেলেদের ভাষায় জামতলা টাওয়ার নামে পরিচিত। টাওয়ার থেকে বহুদূর বিস্তৃত মাঠ ও বন সহজেই দৃষ্টি গোচর হয়। মাঠে সুন্দরবনের সুন্দরের প্রতীক হরিণের বিচরণ বনের সৌন্দর্যকে দেয় বাড়তি শোভা। প্রিন্সিপাল স্যার সহ কয়েকজন শিক্ষক টাওয়ারে উঠে সুন্দরবনের সৌন্দর্য অবলোকন করেন।

সুন্দরবনের কটকা অঞ্চলে আমরা কিছু জেলে নৌকা দেখলাম। মোঃ এমদাদুল হাওলাদার জেলেদের একজন। তার সাথে আলাপে জানা গেল– অন্যান্য এলাকা ছাড়া প্রধানতঃ খুলনার মোড়েলগঞ্জ থেকে জেলেরা এখানে অগ্রহায়ন মাসে আসে এবং চৈত্র মাসে চলে যায়। এ ক'মাস এরা এখানে মাছ ধরে। এই মাছ খুলনায় চলে যায়। নদীর বাঁকের মতো আঁকা-বাঁকা জীবনের গতিপথেও এমদাদুলের কথাবার্তায় তাকে সুখীই মনে হলে। মাছ ধরার মওসুম ছাড়া বাকী সময় কৃষিকাজ করে তাদের পরিবারের লোকজন-

(.....৩২...পৃষ্ঠায় দেখুন)

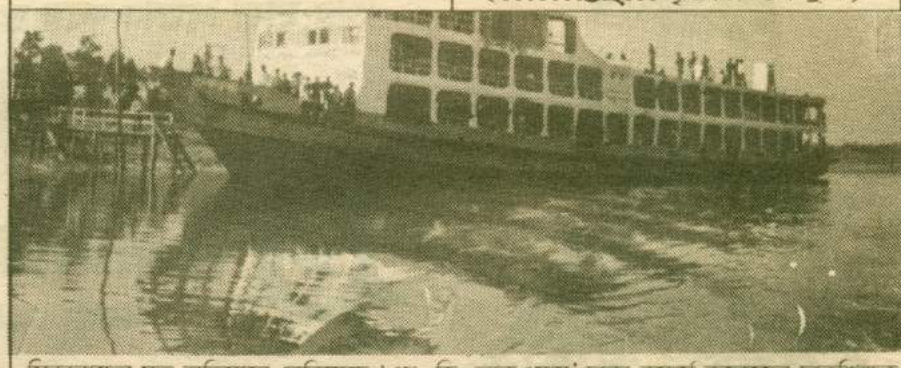

সিন্দাবাদের মত অভিযানে বেরিয়েছে 'এম, ডি, তাকওয়ায়' ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রশিক্ষক

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
বর্ষ ১২ ● সংখ্যা ৪ ● নভেম্বর '৯৫

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য

ঢাকা কমার্স কলেজ এবারও অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। মাত্র কয়েকবছরের মধ্যে ঢাকার একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজটি। বহু গ্রন্থের প্রণেতা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর কাজী ফারুকীর নেতৃত্বে একদল দক্ষ, নিবেদিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কলেজটি এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যে বেসরকারী কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজই এখন দুটি বিষয়ে বি,কম(সম্মান) খোলার অনুমতি পেয়েছে। '৯৫ সালের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় এ কলেজের ৫০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অবতীর্ণ হয়। তন্মধ্যে পাশ করেছে ৫০০ জন। এবার মেধা তালিকায় ১ম ও ৩য় স্থানসহ মোট ১০জন স্থান পেয়েছে। ষ্টার মার্কস পেয়েছে ৪৬ জন। প্রথম বিভগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৪৪ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৫৬ জন।

ঢাকা কমার্স কলেজ

রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত শিক্ষাঙ্গন

এম, কম ১ম পর্বে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

চলতি শিক্ষবর্ষে এম কম ১ম পর্ব হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হচ্ছে।

যোগ্যতা ঃ S.S.C, H.S.C. ও B.Com পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ,

ফর্ম বিতরণ ঃ প্রতিদিন সকাল ৯টা-৪টা (ছুটির দিন ছাড়া)

(বিঃ দ্রঃ পাঠে বিরতি গ্রহণ যোগ্য নয়)

চিড়িয়াখানা রোড, (রাইন খোলা)
মিরপুর, ঢাকা

প্রফেসর কাজী ফারুকী
অধ্যক্ষ

আমাদের অভিনন্দন

১৯৯৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৯৪ সালের বি,কম. (পাস) পরীক্ষায় **ঢাকা কমার্স কলেজের** ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য আমরা কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের **অভিনন্দন** জানাচ্ছি।

১৯৯৫ সালে H.S.C. পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ১০ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

হুমায়রা মতিন (১ম যগা)

তানজিনা হক (৩য়)

মৌটুসী তানহা (১০ম)

তারিকুল ইসলাম (১০ম)

আনসুর রহমান (১২তম)

মুশফিকুর রহমান ভূইয়া (১৩ তম)

নজরুল ইসলাম (১৩ তম)

স্নিগ্ধা খন্দকার (১৪তম)

আরিফুর রহমান (১৬তম)

নাজমুন নাহার (১৯তম)

বিঃদ্রঃ মোট ৫০৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৪৩ জন প্রথম বিভাগে (৮৭.২%) এবং ৫৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। পাশের হার প্রায় ৯৯%। স্টার প্রাপ্ত ৪৬জন।

১৯৯৩ পাসের হার ১০০%

১৯৯৪ পাসের হার ১০০%

বি. কম. (পাস) পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত

মোঃ পারভেজ সাজ্জাদ
প্রথম শ্রেণীতে ৬ষ্ঠ স্থান

মোঃ সাফকাত জুবায়ের
প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান

মোঃ আলী হুসাইন
প্রথম শ্রেণীতে ৬ষ্ঠ স্থান

মাসুম আলী
প্রথম শ্রেণীতে ৭ম স্থান

ঢাকা কমার্স কলেজ এ্যালামনি এসোসিয়েশন

দৈনিক জনকণ্ঠ ২৫.০৫.১৯৯

ঢাক

অসাধারণ শিক্ষা প্র

যদি জানতে চাওয়া হয় রাজধানীর একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তাহলে বলা যায় ঢাকা কমার্স কলেজের কথা। সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে এ কলেজটিতে। অনেকটা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অনুসরণের চেষ্টা করছে কমার্স কলেজ। এখানে রাজনৈতিক দলাদলি নেই। তবে রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। শিক্ষা ও কর্মের মৌলিক আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রণীত আইনের কাছে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলে আবদ্ধ। মোট কথা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, নৈরাজ্য, হানাহানি ও ফাঁকিবাজির কোন সুযোগ নেই এখানে। সামান্য আইনভঙ্গ করলে তার উপর শাস্তি চেপে বসে জগদ্দল পাথরের মতো।

আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরির প্রতিজ্ঞা নিয়ে '৮৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। কোন রকম সরকারী

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বা একক ব্যক্তির অনুদান ছাড়া বিগত সাত বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে এ শিক্ষাঙ্গনের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের একমাত্র বেসরকারী এ কমার্স কলেজের পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। এ শতাব্দীর শেষ দিকে ঢাকা কমার্স কলেজের নাম হবে 'ইউনিভার্সিটি এন্ড বিজনেস এন্ড টেকনোলজি'। এসএসসি পাসের পর এখানে ভর্তি হয়ে একজন ছাত্র সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরুবে সে সময়।

'৮৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৯৯ জন। বর্তমানে আইকম, বিকম ও অনার্স পর্যায়ে এক হাজার তিন শ' ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে। এদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন একঝাঁক উচ্চশিক্ষিত তরুণ শিক্ষক। তাঁদের সংখ্যা ৩৩ জন। এখানে ভর্তির জন্য কোন নম্বর বেঁধে দেয়া হয় না। কলেজ কর্তৃক পরিচালিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এখানকার শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে নির্ধারিত চেয়ার টেবিল। রোল নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেকের সেখানে বসা বাধ্যতামূলক। কোন ছাত্র ক্লাসে না এলে তার আসনটি খালি থাকে। এছাড়া প্রতি শ্রেণীকক্ষে অডিও ভিডিও'র মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। দু'এক বছরের মধ্যে এ পদ্ধতি চালু করা হবে। বর্তমান কমার্স কলেজ ভবনের ভিত্তি ১৪ তলা বিশিষ্ট। এর কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে ব্যয় হবে প্রায় ২৭ কোটি টাকা।

বহুতল বিশিষ্ট এ ভবনে থাকবে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, লাইব্রেরি, শিক্ষক লাউঞ্জ, শিক্ষকদের পৃথক পৃথক কক্ষ, ক্যাফেটরিয়া, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম

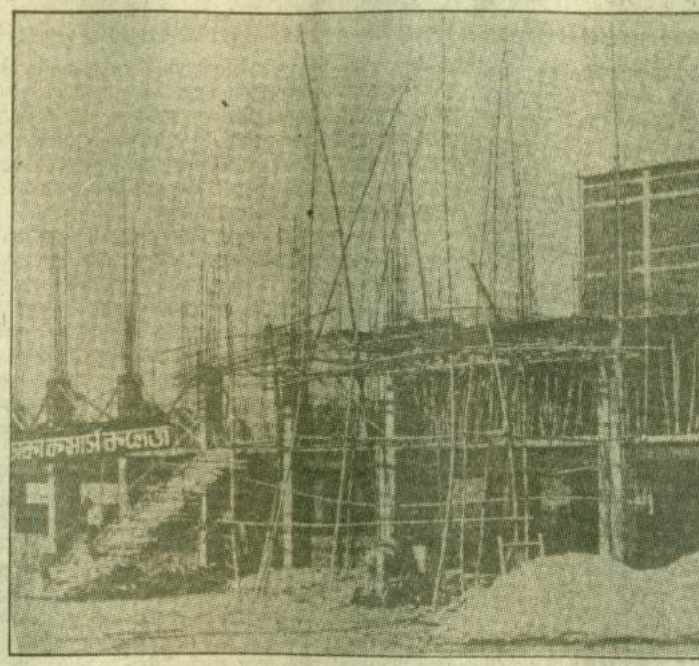

পৃথক কমনরুম, জিমনেসিয়াম, স্টুডিও, ব্যাংক, অডিটরিয়াম প্রভৃতি। ইতোমধ্যে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবনের চার তলা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

শুধু বাইরের চাকচিক্য নয়, একাডেমিক ক্ষেত্রেও ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান শীর্ষে। '৯১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরে ৬১ জন ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় ও পনেরোতম স্থান দখলসহ ৪৩ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় যথাক্রমে ১৬ জন ও ২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ১০০ ভাগ। ১৯৯৪ সালে ৫শ' ৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৪শ' ৭৪ জন। এদের মধ্যে ১ম, ৫ম, ১৪তম ও ১৬তম স্থান দখলসহ প্রথম বিভাগে পাস করে ৩শ' ৬৬ জন।

কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী। এ কলেজের প্রতি ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৯০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কলেজ ইউনিফর্ম পরে ও ব্যাজ লাগিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসে প্রবেশ করতে হয়। ক্লাসে ঢোকার আগে শিক্ষককে পরিধাণ করতে হয় সাদা এপ্রন। পাঠক্রম বিন্যাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ক্লাসে পাঠদান করেন শিক্ষকরা। ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পর্বশেষে মেধা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে ছাত্রছাত্রীদের বিভক্ত করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকে।

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ১৬ সদস
বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি। এর সভাপ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপ
শহীদউদ্দীন আহমেদ। অধ্যাপক শামসু
হুদা ছিলেন কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ
বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছে
অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলা
ফারুকী। কলেজটিকে বর্তমান অবস্থা
উন্নীত করার পিছনে রয়েছে এ
শিক্ষাবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম। তিনি জানা
আমাদের লক্ষ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূ
পরিবর্তন আনা। গতানুগতিক তাত্ত্বি
শিক্ষাদান, পরিহার করে বিজ্ঞানসম্মত
আধুনিক ও প্রয়োগভিত্তিক পাঠদানে
লক্ষ্যে কমার্স কলেজের জন্ম। তিনি আর
জানান, একটি আদর্শ কলেজের জন্য আদ
পরিবারের বিকল্প নেই। আমরা মনে কর

THE BANGLADESH OBSERVER
DHAKA THURSDAY NOVEMBER 3 1994

Inspector General of Police Mr. A.S.M. Shajahan is addressing the freshers reception function of the Dhaka Commerce College at Mirpur on Tuesday afternoon.

IGP for terrorism free educational institutions

The Inspector General of Police, Mr. A.S.M. Shahjahan, on Tuesday called upon the teachers, students and guardians to put in their concerted efforts to keep the educational institutions free from terrorism, reports BSS.

Speaking as the chief guest at a fresher's reception organized by Dhaka Commerce College, Mirpur, in Dhaka the Inspector General said peace on campus will help improve the academic atmosphere where students can devote themselves to studies under security and play a bold role in ensuring welfare to the people and the nation.

Held at the newly-constructed builiding premises of the Commerce College, the reception was also addressed by the Principal of the College, Kazi Mohammad Nurul Islam Farooqui, teachers, guardians and representatives of students.

Set up in 1989, the college has so far been maintaining peace and discipline. Elite of the city and a good number of educationsists were present in the function.

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ১৯ কার্তিক, ১৪০১ ঃ ৩ নবেম্বর, ১৯৯৪

পুলিশের আইজি এএসএম শাহজাহান মঙ্গলবার মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

দৈনিক জনকণ্ঠ ২৫.০৬.১৯৯৫
ঢাকা ঃ রবিবার, ১১ আষাঢ় ১৪০২ বাংলা

ঢাকা কমার্স কলেজ

অসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শরিফুজ্জামান পিন্টু

যদি জানতে চাওয়া হয় রাজধানীর একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তাহলে বলা যায় ঢাকা কমার্স কলেজের কথা। সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে এ কলেজটিতে। অনেকটা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অনুসরণের চেষ্টা করছে কমার্স কলেজ। এখানে রাজনৈতিক দলাদলি নেই। তবে রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। শিক্ষা ও কর্মের মৌলিক আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রণীত আইনের কাছে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলে আবদ্ধ। মোট কথা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, নৈরাজ্য, হানাহানি ও ফাঁকিবাজির কোন সুযোগ নেই এখানে। সামান্য আইনভঙ্গ করলে তার উপর শাস্তি চেপে বসে জগদ্দল পাথরের মতো।

আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরির প্রতিজ্ঞা নিয়ে '৮৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। কোন রকম সরকারী বা একক ব্যক্তির অনুদান ছাড়া বিগত সাত বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে এ শিক্ষাঙ্গনের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের একমাত্র বেসরকারী এ কমার্স কলেজের পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। এ শতাব্দীর শেষ দিকে ঢাকা কমার্স কলেজের নাম হবে 'ইউনিভার্সিটি এন্ড বিজনেস এন্ড টেকনোলজি'। এসএসসি পাসের পর এখানে ভর্তি হয়ে একজন ছাত্র সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরুবে সে সময়।

'৮৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৯৯ জন। বর্তমানে আইকম, বিকম ও অনার্স পর্যায়ে এক হাজার তিন শ' ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে। এদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন একঝাঁক উচ্চশিক্ষিত তরুণ শিক্ষক। তাঁদের সংখ্যা ৩৩ জন। এখানে ভর্তির জন্য কোন নম্বর বেঁধে দেয়া হয় না। কলেজ কর্তৃক পরিচালিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এখানকার শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে নির্ধারিত চেয়ার টেবিল। রোল নম্বর

শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। দু'এক বছরের মধ্যে এ পদ্ধতি চালু করা হবে। বর্তমান কমার্স কলেজ ভবনের ভিত্তি ১৪ তলা বিশিষ্ট। এর কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে ব্যয় হবে প্রায় ২৭ কোটি টাকা।

বহুতল বিশিষ্ট এ ভবনে থাকবে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, লাইব্রেরি, শিক্ষক লাউঞ্জ, শিক্ষকদের পৃথক পৃথক কক্ষ, ক্যাফেটরিয়া, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম

পৃথক কমনরুম, জিমনেসিয়াম, স্টুডিও, ব্যাংক, অডিটরিয়াম প্রভৃতি। ইতোমধ্যে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবনের চার তলা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

শুধু বাইরের চাকচিক্য নয়, একাডেমিক ক্ষেত্রেও ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান শীর্ষে। '৯১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরে ৬১ জন ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় ও পনেরোতম স্থান দখলসহ ৪৩ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় যথাক্রমে ১৬ জন ও ২ জন।

কমার্স কলেজের নির্মাণাধীন ভবন

প্রথম বিভাগে পাস করে ৩শ' ৬৬ জন।

কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী। এ কলেজের প্রতি ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৯০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কলেজ ইউনিফর্ম পরে ও ব্যাজ লাগিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসে প্রবেশ করতে হয়। ক্লাসে ঢোকার আগে শিক্ষককে পরিধাণ করতে হয় সাদা এপ্রন। পাঠক্রম বিন্যাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ক্লাসে পাঠদান করেন শিক্ষকরা। ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি। এর সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দীন আহমেদ। অধ্যাপক শামসুল হুদা ছিলেন কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফারুকী। কলেজটিকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করার পিছনে রয়েছে এই শিক্ষাবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম। তিনি জানান, আমাদের লক্ষ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা। গতানুগতিক তাত্ত্বিক শিক্ষাদান পরিহার করে বিজ্ঞানসম্মত

পুথিগত বিদ্যায় অর্জিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ, প্রায়োগিক ও বাস্তবধর্মী জ্ঞানদানের জন্যই আমাদের এই পথ চলা।

কলেজ ক্যাম্পাসে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কথা হয় ভূগোল বিভাগের তরুণ শিক্ষক বাহারউল্লাহ ভূঁইয়ার সঙ্গে। তিনি কলেজ ভবনের বিভিন্ন কক্ষে নিয়ে যান এ প্রতিবেদককে। কলেজের কোথাও কাগজের টুকরা ছিল না। দেয়াল ও মেঝে ছিল ঝকঝকে পরিষ্কার। সহস্রাধিক তরুণ-তরুণী থাকলেও শোনা গেল না কোন রকমের শোরগোল। সবাই যার যার

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের পাঁচ বছর

ঢাকা কমার্স কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে

-- অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

দেখতে দেখতে ঢাকা কমার্স কলেজ পাঁচ বছর পেরিয়ে এল। ঢাকা কমার্স কলেজের বিগত পাঁচ বছরের ইতিহাস অবাক করা সাফল্যের ইতিহাস। একটি কলেজের পরিচয়ের মাপদণ্ড নিঃসন্দেহে এর ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল। সেই দৃষ্টি কোণ থেকে সূচনা থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ স্থাপন করেছে এক ব্যতিক্রমী ইতিহাস। প্রথম বছরে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৬১ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ২ জন মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে, ২ জন ষ্টার নম্বর পেয়েছে এবং ৪৩ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছে—পাশের হার ছিল শতকরা ১০০ ভাগ। ২য় ব্যাচেও ঐ কৃতিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। মেধা তালিকায় ১ম ও ১৫ তম স্থান সহ ৪০ জন ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ। তৃতীয় ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা যুক্ত করলো নতুন মাত্রা। ২য় স্থান সহ মোট ৫টি স্থান এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলো ১৬৯ জন। এবারে পাশের হার ছিল ৯৬% কিছুদিন আগে প্রকাশিত বি. কম (পাশ) পরীক্ষাতে ১ জন ছাত্র ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ৩৪ জন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকর্ষ বিকশিত হয়েছে অন্যান্য মননশীল ক্ষেত্রেও।

অবকাঠামোগত ক্ষেত্রেও ঢাকা কমার্স কলেজ বিগত পাঁচ বছরে এগিয়েছে অনেকখানি। বিগত ১৯৯৩ সালে বর্তমান সরকারের আনুকূল্যে মিরপুর তিন বিঘা পরিমাণ জমি কলেজের নামে বরাদ্দ হয়েছে, যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ তলা বিশিষ্ট ১টি এ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ভবনের ৩য় তলা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গত ২৪ শে জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজের পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো মিরপুরে, কলেজের নিজস্ব চত্বরে। অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। ২য় পর্বে ছিল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সম্বর্ধনা। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পরিবেশনায় গীতি আলেখ্য "লঙ্ঘিতে হবে দুর্গম গিরি"। বাংলা বিভাগের প্রভাষক অরূপ কুমার বড়ুয়ার নির্দেশনায় গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করে হুমায়রা, সিগ্ধা, মৌসুমী, চেরী, পলি, টুম্পা, কলিন্স, নুজহাত প্রমুখ। উপস্থাপনা করে ছাত্রী লিমা। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রদের পরিচালনায় ব্যাণ্ড সংগীত। এ কলেজের মোট ৫টি ব্যাণ্ড এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ছাত্র ছাত্রীদের উচ্ছ্বাস এবং উদ্দামতায় ভরে ওঠে এই দিনটি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বার্ষিক সাহিত্য সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া। এছাড়াও বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ অধ্যাপক বাহার উল্যা ভূঁইয়া, অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম এবং অধ্যাপক আব্দুছ ছাত্তার মজুমদারকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারিনী তানজিনা হক, ২য় স্থান অধিকারিনী জাফরিন সুলতানা এবং ৩য় স্থান অধিকারিনী মৌটুসী সহ সর্বোচ্চ সংখ্যক দিন ক্লাশে উপস্থিত থাকার জন্য মোট ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মহোদয় কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা "প্রগতি"র ৫ম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সুদৃশ্য প্রচ্ছদের এই পত্রিকাটিতে কলেজের যান্মাসিক কার্যক্রমের বিবরণ প্রকাশিত হয়। "প্রগতি" ঢাকা কমার্স কলেজের নিয়মিত প্রকাশনা।

পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে পূর্ত মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মিরপুরের সংসদ সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন। চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ এ্যালামনী এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এবং ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভাপতি জনাব মোঃ তোহা, বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ, অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ জনাব সামছুল হুদা, এফ সি এ, পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব এবি এম আবুল কাশেম, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক জনাব এম, এ হেলাল সহ বিপুল সংখ্যক অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী মহোদয় ঢাকা কমার্স কলেজকে একটি মডেল হিসাবে বর্ণনা করে বলেন—"এ কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা ভবিষ্যতে এদেশের প্রশাসন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্রিয় এং অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। তিনি এ কলেজের পরিবেশকে পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করেন। অধ্যক্ষ প্রফেসর ফারুকী ভবিষ্যতে ঢাকা কমার্স কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কমার্স কলেজকে তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান যাতে ভবিষ্যতে বিদেশের ছাত্র ছাত্রীরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং এখানে লেখাপড়া করতে আসবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা এবং পরিচালনা করেন ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মাহফুজুল হক।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া (বা দিক থেকে দ্বিতীয়) বিশেষ অতিথি (বা পাশে) সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীন এম পি ও সভাপতি ঢাঃ বিঃ এর কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর শহিদ উদ্দিন (বা দিক থেকে তৃতীয়)

ঢাকা কমার্স কলেজ

গত বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল একাডেমী ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট (নায়েম) এর এম, এস, ডি, এস অধ্যাপিকা মাহফুজা খানমের নেত্রীত্বে ২৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শনে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষগণ। তাহারা অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকীর নিকট হইতে সুশৃঙ্খল এই প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন।

ইত্তেফাক
১৬.০৯.৯৫

কমার্স কলেজঃ সুন্দরের স্বপ্নযাত্রী

ঢাকা কমার্স কলেজ। ধানমন্ডি এলাকায়-এর অবস্থান. ভাড়া করা বাড়িতে ছিমছাম পরিবেশে ক্লাস চলে প্রতিদিন। অন্যান্য কলেজের চেয়ে এখানে চিত্র ভিন্নরকম। সাড়ে ছয়শত তরুণ-তরুণী এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। প্রয়োজনের তুলনায় ওদের বিচরণের জায়গা অত্যন্ত ছোট। অথচ কোন বিশৃঙ্খলা নেই। অহেতুক জটলা নেই। কলেজের নির্ধারিত পোষাক পড়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে হয়। বেরুতে হয় ছুটির পর। এজন্য কারও কোন আক্ষেপ নেই। বরং নিয়ম মানতে পেরে ওরা খুশী।

১৯৮৯ সালে ধানমন্ডি [illegible] খালেদ ইনস্টিটিউটে এই কলেজের আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরু হয়। ১৯৯০ সালে ধানমন্ডির বর্তমান এলাকায় কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। শুরুর দিকে এর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল একাদশ শ্রেণীতে ৯৯ জন এবং স্নাতক শ্রেণীতে ২৩ জন। ১৯৯১ সালে ৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫ তম স্থান সহ ৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বিভাগে ১৬ জন দ্বিতীয় এবং ২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৯২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিল ৫৬ জন। মেধা তালিকায় ১ম ও ১৬ তম স্থান সহ ৪০ জন প্রথম বিভাগে ১৩জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৯৩ সালে ২৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২০ জনের মধ্যে ১১ স্থান সহ ৫ জন এবং বোর্ডের ৪৩ জন তাঁর প্রাপ্তদের মধ্যে ১৪ জনই ছিল ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।

একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় হলো এই কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা বয়সে [illegible] তরুণ-তরুণীরাই তরুণ [illegible] শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। ৯০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি থাকা বাধ্যতামূলক। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা একটানা ক্লাস চলে। এ সময় বিনানুমতিতে কেউ বাইরে যেতে পারে না। এই কলেজ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নজরুল ইসলাম ফারুকী। বুকের মধ্যে বিস্ময়কর স্বপ্ন নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তিনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সরকারী কোন প্রকার অনুদান গ্রহণ করেনি এই কলেজ। অভিভাবক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য সহযোগিতায় মীরপুরে কলেজের ১০ তলা ভবন নির্মিত হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে ধানমন্ডি থেকে কলেজ স্থানান্তরিত হবে মীরপুরে। ভবিষ্যতে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন নুরুল ইসলাম ফারুকী। দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমাদের সোনার ছেলেরা উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে দেশের বাইরে লেখাপড়া করতে যায়। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চাই।

□ নিজস্ব প্রতিনিধি

ইত্তেফাক
২২.০৭.১৯৯৪

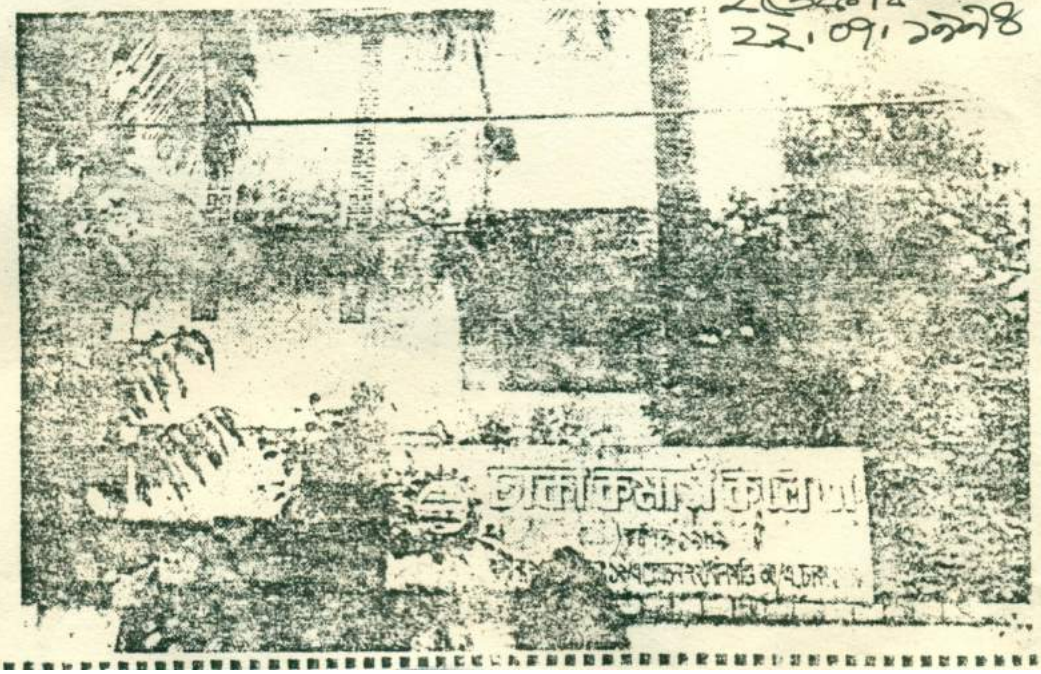

রোববার ঢাকা কমার্স কলেজের পঞ্চম বর্ষপূর্তি ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া পুরস্কার বিতরণ করেন। তার ডানে সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন এমপি, বামে কলেজের চেয়ারম্যান ও সর্ববামে অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম

—দৈনিক বাংলা

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অধিকার কারো নেই ঃ পূর্তমন্ত্রী

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম বলেন, স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার সকল নাগরিকের রয়েছে। তবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অধিকার কারো নেই। মন্ত্রী ধর্মীয় ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি ও তমদ্দুন রক্ষা এবং লালন-পালনে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

ব্যারিস্টার রফিক রোববার সকালে মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন।

খবর তথ্য বিবরণীর ▸

অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রদের চরিত্র গঠনের উপর জোর দিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি আমাদেরকে এইডস ও অন্যান্য ভয়াবহ রোগের কবল থেকে রক্ষা করছে। তিনি মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য ধর্মীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির লালন এবং অনুসরণের আহবান জানান। পরে মন্ত্রী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

Minister for Works and Housing Barrister Rafiqul Islam Mia giving prizes among the students at fifth anniversary and annual prize giving ceremony of Dhaka Commerce College, Mirpur, in the city on Sunday. Sayed Md Mohsin, MP, Principal Kaji Nurul Islam Farooqi and Dr Shahiduddin Ahmed are also seen in the picture.

The Morning Sun 26/4/94

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

ঢাকা কমার্স কলেজের পঞ্চম বর্ষপূর্তি ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে গত রবিবার মিরপুরস্থ কলেজ ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

Foundation stone of Dhaka Commerce College laid

The foundation laying ceremony of the Dhaka Commerce College was held yesterday at Mirpur in the capital, reports BSS.

Works Minister Barrister Rafiqul Islam Miah unveiled the plaque.

The Works Ministry has allotted 3.5 bighas of land there for the college. The college since its establishment in 1989 was carrying out its activities in various rented buildings. The 10-story college building will be constructed at a cost of over Tk 27 crore.

Principal of the college Prof Kazi Mohammad Nurul Islam Faruqui presided over the function while Prof Dr Shaheeduddin Ahmed, chairman, college governing body, AHM Sarwar Kamal, President, Commerce College Alumni Association and Prof Mohammad Motiur Rahman, vice-principal of the college, spoke on the occasion. Besides, teacher's representative Prof Mahfuzul Huq, guardians' representative Shahidul Haq, representative of the locality Abdul Karim Khan and students' representative S M Shamsur Rahman Shimul also spoke.

Emphasising the need for commerce studies Barrister Rafiqul Islam Miah said so long science and technology was regarded as the only means for national development. But at present it was proved that not only science and technology but also better management was a key factor for attaining national progress and prosperity.

The daily Star

Works Minister Barrister Rafiqul Islam Miah offering munazat after unveiling plaque of the foundation stone of the Dhaka Commerce College at Mirpur yesterday. Principal of the college Kazi Nurul Islam Faruqui (Extreme L) and Treasurer of the Dhaka University Dr Shaheed Uddin Ahmed (On Barrister Rafiq's L) are also seen in the picture.

মিরপুরে নিজস্ব জমির ওপর কমার্স কলেজের ভিত্তি স্থাপন

প্রায় সাড়ে ৩ বিঘা নিজস্ব জমির উপর ঢাকা কমার্স কলেজের নবনির্মিতব্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া রোববার মিরপুরে পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত এ জমির উপর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন একটি শোষণহীন সমাজ কায়েমে ছাত্রদেরকে জ্ঞান অর্জন করার আহবান জানান।

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন, অধ্যাপক মতিয়ুর রহমান এবং অভিভাবক ও ছাত্র প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কলেজটির ১০ তলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

সাপ্তাহিক কাগজ ৩/১/৯৪

ঢাকা কমার্স কলেজের ফলক উন্মোচন করছেন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম পাশে কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন পূর্তমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক ঃ পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়তে উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি গতকাল ঢাকার মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। পূর্তমন্ত্রী বলেন, ত্রিশ লাখ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই দেশ। শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে এ দেশকে শোষণহীন সুখী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রী বলেন, উন্নতির জন্যে কেবল বিজ্ঞানে উন্নতিই যথেষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী সারোয়ার কামাল, মাহফুজুল হক, আবদুল করিম খান, মতিয়ুর রহমান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ব্যাচে একাদশ শ্রেণীতে ৯৯ জন এবং স্নাতক শ্রেণীতে ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিলো। বর্তমানে এ কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১২ শ'। ১৯৯১ সালে ৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৪৩ জন প্রথম বিভাগে, ১৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থান লাভ করে প্রথমবারই। ১৯৯২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। মেধা তালিকায় ১ম ও ১৬তম স্থানসহ ৪০ জন প্রথম বিভাগে, ১৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। পাসের হার শতকরা ১শ'। একই বছর স্নাতক শ্রেণীতে পাসের হার ছিলো ৯৮ ভাগ, ১৯৯৩ সালে ২৪৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২০ জনের মধ্যে ২য় স্থানসহ ৫ জন এবং বোর্ডের ৪৩ জন স্টার প্রাপ্তদের ১৪ জনই ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রী।

দৈনিক বাংলা
০৩/১/৯৪

ঢাকা ঃ সোমবার, ২০ পৌষ, ১৪০০

পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া রোববার মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শে মোনাজাত করেন —দৈনিক

ঢাকা কমার্স কলেজের অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ১৩ মে ১৯৯৩

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্ষবরণ ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা

গত ১৪ এপ্রিল ঢাকা কমার্স কলেজে ১লা বৈশাখ ১৪০০ সাল এবং ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত এইচ, এস সি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ মোঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত মন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও ঢাকা কমার্স কলেজের উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ হাবীবুল্লাহ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম, চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ এ্যালামনি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সম্মানিত যুগ্ম সচিব ও ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব এ এফ এম সারোয়ার কামাল এবং ঢাকা কমার্স কলেজের রূপকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী

পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া এ কলেজের দ্রুত অগ্রগতিকে বিস্ময়ের সাথে গ্রহণ করেন। কলেজের ফলাফল নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা সহ সার্বিক অবস্থা অবগত হয়ে আনন্দিত হন তিনি কলেজ পর্যায়ে ১৪০০ সাল বরণকে তিনি সাধুবাদ জানান। কলেজের জমির ব্যাপারে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন। এবং অতিশীঘ্র কলেজ যাতে জমি পায় তার অঙ্গীকার করেন।

স্বাগত ভাষণে কলেজ অধ্যক্ষ কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা সহ ১৪০০ সালের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ কলেজ সরকারী কোনপ্রকার অনুদান বা সাহায্য পাবার প্রত্যাশী নয়। তিনি সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মডেল হিসেবে এ কলেজকে দাঁড় করানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা কমার্স কলেজ এ্যালামনি এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মেহেদী হাসান ভূইয়া। ৪র্থ বর্ষের ছাত্র সিরাজ, ৩য় বর্ষের ছাত্র শিমুল, ২য় বর্ষের ছাত্র সুমন দীপু ও ১ম বর্ষের ছাত্র দীপু।

১৪০০ সাল বরণ উপলক্ষ্যে এ কলেজ নিজস্ব মনোগ্রাম সম্বলিত ডেকোরেশন পিছ ও বিশেষ সংকলন 'কালের যাত্রা' প্রকাশ করে।

কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদেরকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন মাননীয় প্রধান অতিথি। ৯২ সনে ঢাকা বোর্ড থেকে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী কাজী নাঈমা বিনতে ফারুকীকে স্বর্ণপদক, অধ্যক্ষের পূর্বঘোষিত ব্যক্তিগত পুরস্কার ও এ্যালামনি এসোসিয়েনের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঢাকা বোর্ডে ১ম ২য়, ৩য় স্থান অধিকারী ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যক্তিগত ভাবে পুরস্কৃত করার অঙ্গীকার কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই ছিল অধ্যক্ষ সাহেবের।

উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান ১৪০০ সালের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রফেসর ডঃ হাবীবুল্লাহ এ কলেজের দ্রুত উত্তরণের ভূয়সী প্রসংসা করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ একদিন বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব এ এফ এম সারোয়ার কামাল ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যতিক্রমী বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকে সাধুবাদ জানান।

১৯৯২ সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী এ কলেজের ছাত্রী কাজী নাঈমা বিনতে ফারুকী তার প্রশংসনীয় ফলাফলের জন্য কলেজের পরিবেশ, কার্যক্রম, নিয়ম-কানুন সহ সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের অবদানকে স্মরণ করে এবং কলেজের সমস্যা সমাধানে সরকার সহ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানায়।

ঢাকা কমার্স কলেজ
একটি অনন্য বিদ্যাপীঠ

আধুনিক বাণিজ্য শিক্ষার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে বিবেচনায় রেখে ঢাকায় ১৯৮৯ সালে স্থাপিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। দেশের উত্তর ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের বাণিজ্য শিক্ষার জন্য এতদিন যেতে হতো সুদূর চট্টগ্রাম ও খুলনায়। ঢাকা কমার্স কলেজ সেই প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটিয়েছে। এ কলেজটি সর্বোতভাবেই একটি ব্যতিক্রমী বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় করে শিক্ষাদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সাথে রয়েছে শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতার সুষ্ঠু অনুশীলন এবং অনুশাসন। কারণ আমাদের লক্ষ্য একজন ছাত্রকে একই সঙ্গে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

এ কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশ এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় পূর্ব-নির্ধারিত শিক্ষাপঞ্জী (Academic Calendar) এবং পাঠ্যক্রম বিন্যাস (Course Plan) এর উপর ভিত্তি করে। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবেশগত কারণে শিক্ষার মান ও গুণগত দিক বিচার করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রদের পাঠ্যক্রম শেষ করার জন্য শিক্ষাবর্ষে ছুটির পরিমাণ কমানো হয়েছে। অথচ লেখাপড়ার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম তথা শিক্ষা সফর, শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বাধ্যতামূলক হিসেবে রাখা হয়েছে। তাছাড়া সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, টার্ম পরীক্ষা ও শিক্ষার্থীর মেধাভিত্তিক গ্রেড মূল্যায়ণ ও প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট দিক-যার ভিত্তিতে প্রতিটি ছাত্রের পাঠোন্নতি সামগ্রিক অগ্রগতি যাচাই করা সম্ভব।

ঢাকা কমার্স কলেজে আছে একদল নিবেদিতপ্রাণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, কঠোর পরিশ্রমী ও আদর্শ নবীন শিক্ষক—যাদের একমাত্র ব্রত শিক্ষার্থীদেরকে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত হতে সর্বোতভাবে সাহায্য করা। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদেরকে অনারারী ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে এখানে আনা হয় স্ব-স্ব বিষয়ে ভাষণদানের জন্য। তদুপরি দেশের স্বনামখ্যাত শিল্পপতি, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার মানসে।

এই কলেজের প্রথম ব্যাচ ৯১তে এইচ এস সি পরীক্ষায় অসাধারণ ফল লাভ করে। যা থেকে প্রমাণিত হয় শুধু মেধা নয়, সাধনা, অনুশীলন ও অধ্যবসায়ই সফলতার মূলমন্ত্র। এইচ এস সি'তে ৬১জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে ২ জন ও ৪ জন ষ্টার মার্কসহ ৪৩ জন ১ম বিভাগে পাশ করেছে, ২য় বিভাগে ১৬ জন, ৩য় বিভাগে ২ জন।

পৃথিবী সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রসারণ ঘটছে নতুন নতুন শিল্প,কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্যের। আধুনিক বিশ্বের সাথে সমন্বয় করে ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষায় এক মহান তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হবে এ আশা সকলের।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অক্টোবর ১৯৯২

নবীন ঢাকা কমার্স কলেজে প্রবীন বনভোজন

ঢাকা মহানগরীতে বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারও উন্নয়নের প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ সম্প্রতি বনভোজন '৮৯ আয়োজন করে। ছাত্র-শিক্ষক সমন্বিত এ বনভোজন নিয়ম শৃংখলার দিক থেকে ছিল অনন্য উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক।

কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ও আহবায়ক অধ্যাপক কাজী ফারুকীর নেতৃত্বে প্রায় ৮০ জন ছাত্র-শিক্ষক এ বনভোজনে অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা জনাব এম, হেলাল উক্ত বনভোজনে প্রধান অতিথি ছিলেন।

৩১ শে ডিসেম্বর '৮৯ তারিখে জয়দেবপুরস্থ ন্যাশনাল পার্কের শাপলা বিশ্রামাগার চত্বরে সকাল সাড়ে দশটা থেকে গোধূলি লগ্ন পর্যন্ত কমার্স কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিবেশিত অপূর্ব সঙ্গীত, ক্রীড়া-নৈপুন্য, কৌতুক, যেমন খুশী সাজো, সুশৃংখল খাবার পরিবেশনা মুখরিত করে রাখে।

পড়ন্ত বিকেলের সাংস্কৃতিক আয়োজনে ছাত্রদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশৃংখলা লক্ষ্য করা গেলেও জনাব মাহফুজুল হক, জনাব সফিকুল ইসলাম, জনাব আবদুল কাইয়ুম ও জনাব রমজান আলীর পরিবেশিত সঙ্গীত সবাইকে মুগ্ধ করেছে। ক্রীড়াঙ্গনে ছিল ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ডিসকাস থ্রো, দৌড়, দাবা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

সবচাইতে রসাত্মক বিষয় ছিল কলেজ শিক্ষিকা জনাবা রওনক আরা বেগম কর্তৃক কৌতুক পরিবেশন সত্যি মুগ্ধকর ছিল। দিনভর বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিকেলে পুরস্কার বিতরণ করেন বনভোজন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব এম, হেলাল।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই এরূপ সুশৃংখল ও উপভোগ্য বনভোজনের আয়োজন দেখে মনে হল যে অধ্যাপক কাজী ফারুকী তাঁর সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও ভালবাসা দিয়ে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক সুখের একটা পসরা সাজিয়েছেন এবং তা অচিরেই এদেশের একটি অনুসরনীয় ও অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ লাভ করতে যাচ্ছে।

মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

ঢাকা কমার্স কলেজ
দেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

ধূমপানে বিষপান। মানুষ সিগারেট খায় না, সিগারেট মানুষকে খায়। এ নীরব ঘাতক এতই ভয়ংকর যে, ধীরে ধীরে ধূমপায়ীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ধূমপানের কারণে বিশ্বে প্রতি ১৩ সেকেন্ডে ১জন লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, হাইপার টেনশন, পেপটিক আলসার, পুরুষত্বহীনতা, গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি, অকালমৃত্যু, দাম্পত্য কলহ, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি রোগ ও অপরাধের জন্য ধূমপান অনেকটা দায়ী। মূলতঃ কলেজ জীবনে সহপাঠী ও বন্ধুদের প্ররোচনায় ছাত্র বা তরুণরা ধূমপানে আসক্ত হয় এবং আস্তে আস্তে তা সারা জীবনের বদ অভ্যাসে পরিণত হয়। তাই কলেজ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখা অত্যাবশ্যক ।

ঢাকা কমার্স কলেজে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন করা হয়। শিক্ষার্থীরা কলেজের নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ বিনয়ের সাথে পালন করছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি প্রথম থেকেই ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত। ব্যতিক্রম চিন্তাধারার বাহক ও দক্ষ প্রশাসক, কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন "ঢাকা কমার্স কলেজই দেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের পূর্বে অন্য কোন কলেজ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেনি।"

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ সংস্থা ৩১মে '৯৯ স্বীকৃতি ও ঘোষণা প্রদান করে যে বাংলাদেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন হল ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ তার বিভিন্ন প্রোগ্রাম, প্রকাশনাসহ সর্বক্ষেত্রে শুরুতেই 'ধূমপান মুক্ত' কথাটির অবতারণা করে। কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধূমপান বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। কলেজে ছাত্র ভর্তি প্রসপেক্টাসে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কলেজ ক্যাম্পাসে ধূমপান করা যাবে না। এমনকি শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেও শর্ত থাকে 'ধূমপায়ীদের আবেদন করার দরকার নেই'। অভিভাবক সাক্ষাৎকারে লিখিত ও মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়-'শিক্ষার্থী' ধূমপায়ী হতে পারবেনা। শিক্ষকগণ প্রতিদিন গেট ডিউটি পালনকালে এবং কখনও কখনও শ্রেণী কক্ষে 'চিরুনী অভিযান'-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ও পকেট তল্লাশী চালিয়ে নেশা দ্রব্য পেলে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ধূমপানের প্রমাণ বা নেশা দ্রব্য পাওয়ার কারণে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের ধূমপানে বিরত রাখার জন্য এ কলেজই প্রথম বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। তাহল- শিক্ষার্থীকে ক্লাশ শুরুর পূর্বে কলেজে প্রবেশ করতে হবে এবং ছুটি হওয়ার আগে কোন ক্রমেই কলেজ ত্যাগ করতে পারবে না। শিক্ষার্থীকে এক সাথে ৫/৬ ঘন্টা কলেজে থাকতে হয় এবং এ সময়ে ধূমপানের কোন সুযোগ নেই। আর দিবসের প্রথম প্রধান অর্ধাংশে এভাবে ধূমপানে বিরত থাকার কারণে শিক্ষার্থী অটোমেটিক সারাদিনের জন্য ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ ধূমপায়ীরা কেন্টিনে খাওয়া শেষে ধূমপান করে বেশী। তাই ঢাকা কমার্স কলেজের টিফিন বিরতির সময়েও শিক্ষার্থীকে কলেজ ত্যাগ করতে দেয়া হয় না এবং টিফিনের সময় শিক্ষকবৃন্দ কলেজ কেন্টিন ও বারান্দায় নিয়মিত ডিউটি পালন করেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ধূমপান বা অসদাচারণ করতে না পারে। এ ব্যাপারে কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিক-এর সুদক্ষ পরিচালনা, কঠোর নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এবং কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুন্দর ও আদর্শ শিক্ষাঙ্গন গড়ার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে অনেক ধূমপায়ী ছাত্র এ কলেজে ভর্তি হয়েও ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বলে কলেজের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক বললেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের অনুকরণে বর্তমানে দেশে অনেক ধূমপান মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সর্বাগ্রে দরকার বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধূমপান মুক্ত ঘোষণা ও তা কার্যকর করা।

❑ এস এম আলী আজম

ঢাকা কমার্স কলেজ ধূমপান প্রতিরো

ধূমপানের কারণে বিশ্বে প্রতি ১৩ সেকেন্ডে ১ জন লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, হাইপার টেনশন, পেপটিক আলসার, পুরুষত্বহীনতা, গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি, অকাল মৃত্যু, দাম্পত্য কলহ, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি রোগ ও অপরাধের জন্য ধূমপান অনেকটা দায়ী। মূলত কলেজ জীবনে সহপাঠী ও বন্ধুদের প্ররোচনায় ছাত্র বা তরুণরা ধূমপানে আসক্ত হয় এবং আস্তে আস্তে তা সারা জীবনের বদঅভ্যাসে পরিণত হয়। তাই কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখা অত্যাবশ্যক।

ঢাকা কমার্স কলেজে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন করা হয়। শিক্ষার্থীরা কলেজের নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ বিনয়ের সাথে পালন করছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি প্রথম থেকেই ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীর মতে, ঢাকা কমার্স কলেজই দেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের পূর্বে অন্য কোন কলেজ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেনি। ঢাকা কমার্স কলেজ তার বিভিন্ন প্রোগ্রাম, প্রকাশনাসহ সর্বক্ষেত্রে শুরুতেই 'ধূমপানমুক্ত' কথাটির অবতারণা করেছে। কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধূমপানবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। কলেজে ছাত্র ভর্তি প্রসপেক্টাসে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে, কলেজ ক্যাম্পাসে ধূমপান করা যাবে না। এমনকি শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শর্ত থাকে 'ধূমপায়ীদের আবেদন করার দরকার নেই।' অভিভাবক সাক্ষাৎকারে লিখিত ও মৌখিকভাবে

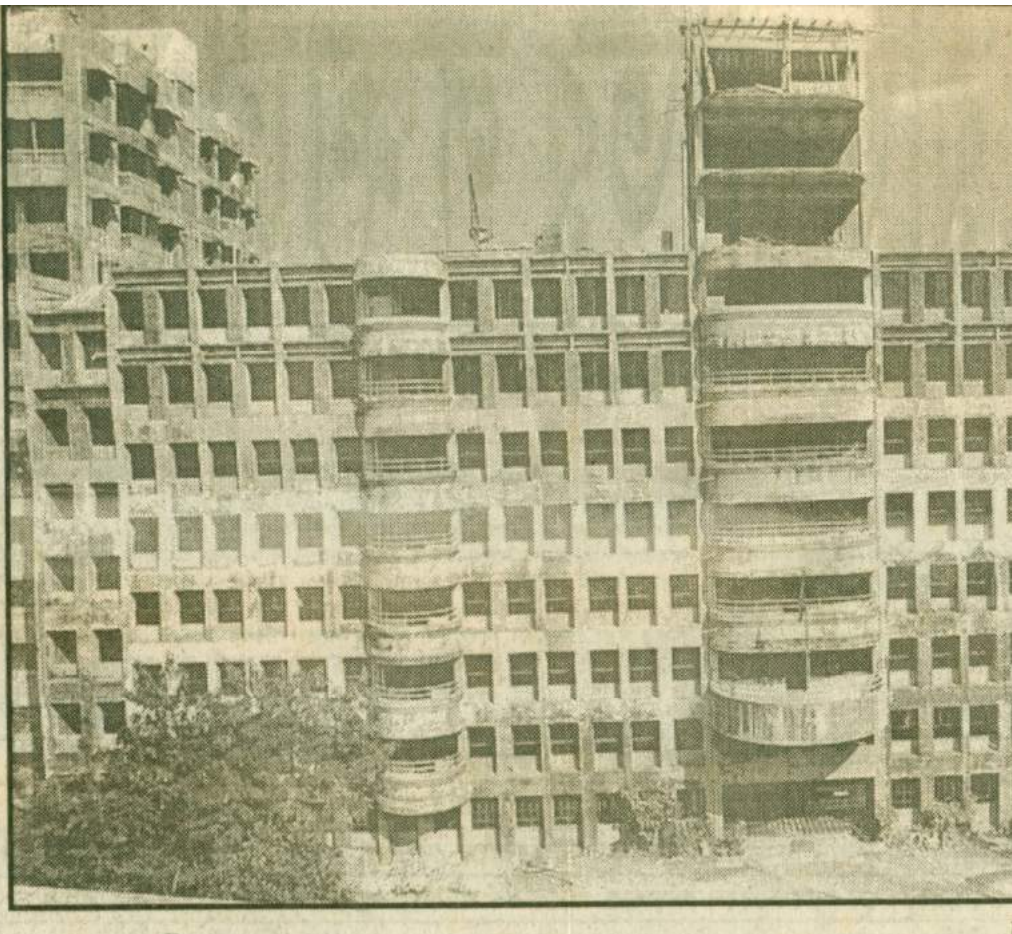

অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়া হয় 'শিক্ষার্থী ধূমপায়ী হতে পারবে না।' শিক্ষকগণ প্রতিদিন গেট ডিউটি পালনকালে এবং কখনও কখনও শ্রেণীকক্ষে 'চিরুনি অভিযান'-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ও পকেট তল্লাশি চালিয়ে নেশাদ্রব্য পেলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ধূমপানের প্রমাণ বা নেশাদ্রব্য পাওয়ার কারণে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। কলেজই প্রথম বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। তা হল শিক্ষার্থীকে ক্লাস শুরুর পূর্বে কলেজে প্রবেশ করতে হবে এবং ছুটি হওয়ার আগে কোনক্রমেই কলেজ ত্যাগ করতে পারবে না। শিক্ষার্থীকে একসাথে ৫/৬ ঘন্টা কলেজে থাকতে হয় এবং এ সময়ে ধূমপানের কোন সুযোগ নেই। আর দিবসের প্রথম প্রধান অর্ধাংশে এভাবে ধূমপানে বিরত থাকার কারণে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই সারাদিনের জন্য ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণত ধূমপায়ীরা কেন্টিনে খাওয়া শেষে ধূমপান করে বেশী। তাই ঢাকা কমার্স কলেজের টিফিন বিরতির সময়েও শিক্ষার্থীকে কলেজ ত্যাগ করতে দেয়া হয় না এবং টিফিনের সময় শিক্ষকবৃন্দ কলেজ কেন্টিন ও বারান্দায় নিয়মিত ডিউটি পালন করেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা ধূমপান বা অসদাচরণ করতে না পারে। এভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষের কৌশল ও শিক্ষকদের তদারকি ব্যবস্থার

মার্কেটিং বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ

(রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সদ্য প্রকাশিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে
মার্কেটিং বিভাগের ১ম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের
অভাবনীয় সাফল্যে আমাদের

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মার্কেটিং (সম্মান) বিষয়ে কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
১ম শ্রেণীতে ১ম

ইয়ামান হোসেন
১ম শ্রেণীতে ২য় (যুগ্মভাবে)

মোঃ শামীম আল মামুন
১ম শ্রেণীতে ২য় (যুগ্মভাবে)

● প্রথম শ্রেণী	০৩ জন	● তৃতীয় শ্রেণী	নেই
● দ্বিতীয় শ্রেণী	২৮ জন	● অকৃতকার্য	নেই

মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা কমার্স কলেজ

(রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)
চিড়িয়াখানা রোড, ঢাকা।

সদ্য প্রকাশিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,কম (সম্মান) পরীক্ষা ৯৮ ও এম, কম পার্ট-২ পরীক্ষা ৯৬-এ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভাবণীয় সাফল্যে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ব্যবস্থাপনা সম্মান, ২য় ব্যাচের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

নাসরিন আক্তার
১ম শ্রেণীতে ২য়

গৌতম কুমার
১ম শ্রেণীতে ৪র্থ

আল-আমিন মাহমুদ
২য় শ্রেণীতে ৪র্থ

এম, কম পার্ট-২ (ব্যবস্থাপনা), ১ম ব্যাচের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

সাদিয়া জামাল
১ম শ্রেণীতে ২য়

নুসরাত জাহান
১ম শ্রেণীতে ৪র্থ

জাহাঙ্গীর রহমান
১ম শ্রেণীতে ৫ম

হাছিনা সুলতানা
১ম শ্রেণীতে ৯ম

আইভি ফেরদৌস
২য় শ্রেণীতে ১ম

মাসিউল মান্নান
২য় শ্রেণীতে ৪র্থ

নাজমুন নাহার
২য় শ্রেণীতে ৬ষ্ঠ

মঈন চৌধুরী
২য় শ্রেণীতে ৯ম

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	অকৃতকার্য
সম্মান	২ জন	৪০ জন	নাই	নাই
এম, কম-পার্ট-২	৪ জন	২৮ জন	নই	নাই

-ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

জনকণ্ঠ ৭ই ডিসেম্বর ২০০৯

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ ❑ Thursday, 30 November, 2000

কমার্স কলেজ ॥ বাণিজ্য শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান

বাণিজ্য শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী ধারার প্রবর্তক ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত মনোরম শিক্ষা পরিবেশ, নিয়ম-শৃংঙ্খলার অনুশীলন, যুগোপযোগী পাঠদান পদ্ধতি এবং বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফলাফলের করণে ইতোমধ্যে কলেজটি সুধীজন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত এ কলেজটির ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে চলছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন ভবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বিশ তলা ভবন'। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের এরূপ নির্মাণ মহাপরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয়নি।

ঢাকা কমার্স কলেজের মাষ্টার প্লান মডেল দেখলে মনেই হবে না এটা বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন। এ যেন কোন টু ইন টাওয়ার বা সিয়ার্স টাওয়ার! আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার আলোর মশাল হাতে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাজধানীর মারপুরে।

নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর মাত্র ৮ বছরেই নির্মাণ মহাপরিকল্পনার বিশেষ অর্ধাংশের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়েছে। কলেজের ১০তলা বিশিষ্ট ১নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট। ভবনে দু'টি অত্যাধুনিক লিফট, ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি জেনারেটর ও ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। ফ্লোর ও সিঁড়ি সম্পূর্ণ মোজাইক কৃত ভবনে উন্নত ফিটিংস সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

২০ তলা বিশিষ্ট ২নং একাডেমিক ভবনের ৯ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর প্রতি তলার মেজ ৭ হাজার ৫শ' বর্গফুট। বিবিএ প্রোগ্রাম এখানে চালু রয়েছে। এ ভবনে স্টুডেন্টস ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেন্টার ও সেমিনার কক্ষ। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজী (BUBT)-এর একাডেমিক কার্যক্রম এ ভবনেই চলবে।

❑ এস এম আলী আজম

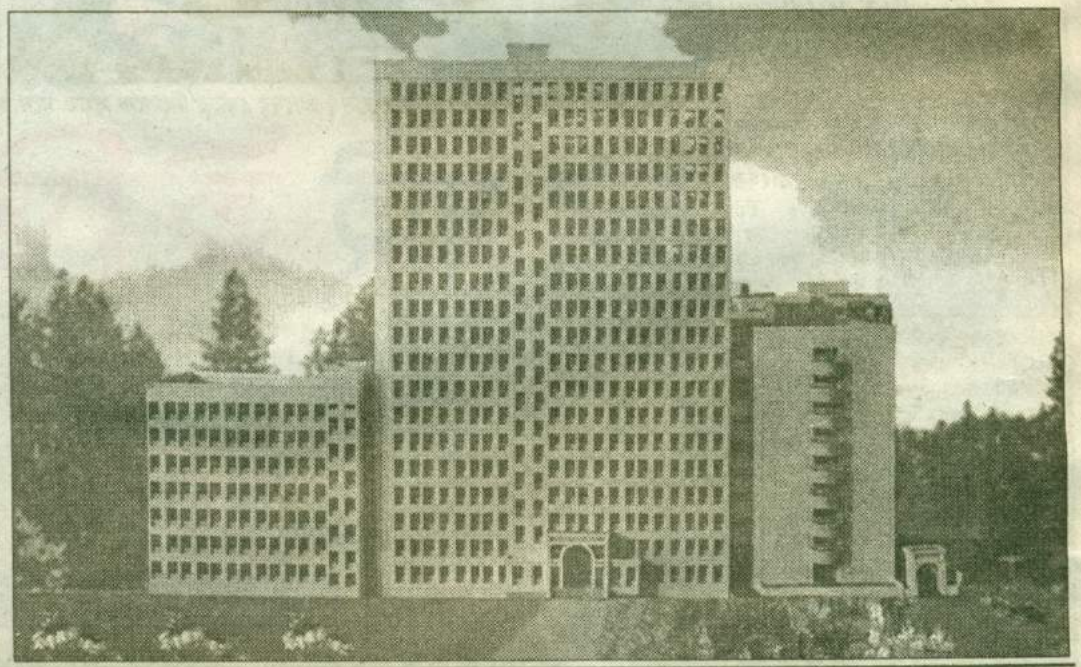

দেশের প্রথম একাডেমিক ক্যালেন্ডার

ক্লাস, পরীক্ষা, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, ছুটি ইত্যাদি পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার কোর্স বিন্যাস, সেশন জ্যাম দূরীকরণ ও যাবতীয় একাডেমিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে বর্তমানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু রয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে কার্যক্রম সম্পাদন করে।

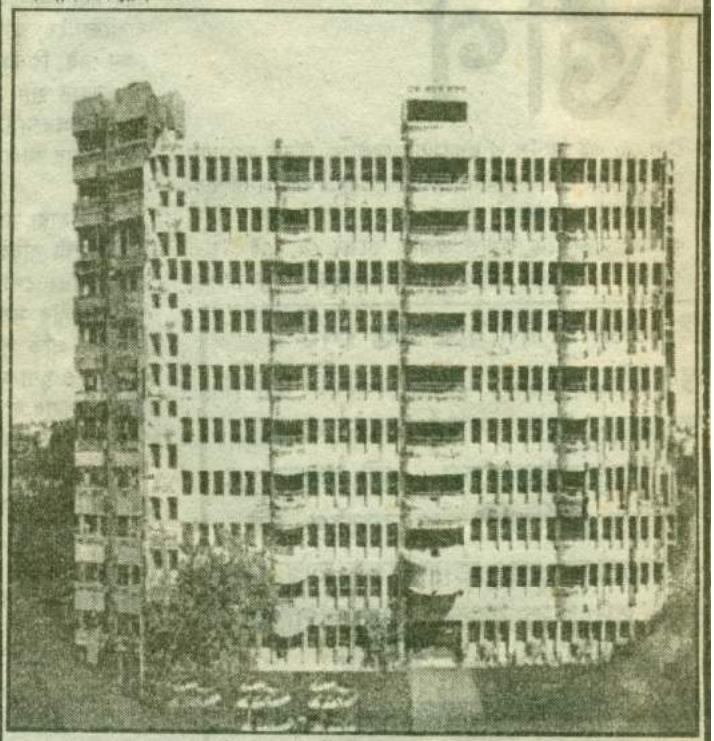

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সর্ব প্রথম একডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান (শিক্ষাপঞ্জী ও পাঠ বিন্যাস) প্রণয়ন করে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবী করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত এবং জাতীয় স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৯-৯০ থেকেই প্রতি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করছে। এতে বিভিন্ন দিবসের কার্যক্রম এবং প্রতি পর্ব পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম বিন্যাস রয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক শ্রেণী কার্যক্রম শুরুতেই জানতে পারে কোন্ দিন কোন্ ক্লাস হবে, কখন পরীক্ষা হবে, কবে ফল প্রকাশিত হবে, কোন্ দিন কোন্ অনুষ্ঠান হবে এবং কোন্ পর্বে পাঠ্যক্রমের কোন্ কোন্ অংশ পড়ানো হবে ইত্যাদি বিষয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের ১৯৯০ সালে ১ জুলাই প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কলেজের একাডেমিক ক্যালেন্ডার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ সময়ে সেশন জ্যামে নিমজ্জিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশের আশা ব্যক্ত করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ১৯৯১-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বারের মত বহু প্রত্যাশিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে। এরপর দ্রুত দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণীত হতে থাকে। সুতরাং 'ঢাকা কমার্স কলেজ একাডেমিক ক্যালেন্ডার' ই এদেশের প্রথম সম্পূর্ণ একাডেমিক ক্যালেন্ডার বলা যায়।

আল মুজাদ্দেদ 22.11.2000

দেশের প্রথম একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নে ঢাকা কমার্স কলেজ

॥ আলী আজম ॥

ক্লাস, পরীক্ষা, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, ছুটি ইত্যাদি পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার কোর্স বিন্যাস, সেশন জ্যাম দূরীকরণ ও যাবতীয় একাডেমিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে বর্তমানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু রয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে কার্যক্রম সম্পাদন করে।

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সর্বপ্রথম 'একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান' প্রণয়ন করে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত জাতীয় স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৯-৯০ থেকেই প্রতি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করছে। এতে বিভিন্ন দিবসের কার্যক্রম এবং প্রতি পর্ব পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম বিন্যাস রয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক শ্রেণী কার্যক্রম শুরুতেই জানতে পারে কোন দিন কোন ক্লাস হবে, কখন পরীক্ষা হবে, কবে ফল প্রকাশিত হবে, কোন দিন কোন অনুষ্ঠান হবে এবং কোন পর্বে পাঠ্যক্রমের কোন অংশ পড়ানো হবে ইত্যাদি বিষয়।

১ জুলাই ১৯৯০-এ ঢাকা কমার্স কলেজ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কলেজের একাডেমিক ক্যালেন্ডার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ঐ সময়ে সেশনজ্যামে নিমজ্জিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশের আশা ব্যক্ত করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো বহু প্রত্যাশিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে। এরপর দ্রুত দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণীত হতে থাকে।

সুতরাং ঢাকা কমার্স কলেজ একাডেমিক ক্যালেন্ডারই এ দেশের প্রথম সম্পূর্ণ একাডেমিক ক্যালেন্ডার।

দৈনিক রূপালীদেশ ২১ নভেম্বর ২০০০ ইং

দৈনিক রূপালীদেশ
১৮ নভেম্বর ২০০০

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন

আলী আজম

বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বাণিজ্য শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী ধারার প্রবর্তক ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। ধুমপান ও রাজনীতিমুক্ত মনোরম শিক্ষা পরিবেশ, নিয়ম শৃংখলার অনুশীলন, যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফলাফলের কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি সুধীজন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যেই এ কলেজটি জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কলেজটির ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে চলছে। এ কলেজের ডেভেলপমেন্ট মাষ্টার প্লান তৈরি করে বিখ্যাত শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীর নেতৃত্বে ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (নির্মাণ) বাহার উল্যা ভূঁইয়াসহ একদল নিবেদিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অবিরাম গতিতে কলেজের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।

১৯৯৩ সালে চিড়িয়াখানা রোডের পাশে কলেজ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজের নির্মাণ মহাপরিকল্পনায় বিভিন্ন ভবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'বিশ তলা ভবন'। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের এরূপ নির্মাণ মহাপরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয়নি। এমনকি আধুনিক বিশ্বের অন্য কোন দেশেও এরূপ সুউচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা জানা যায়নি। হয়তো এটিই বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ উপকণ্ঠে।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ কার্যক্রম শুধু পরিকল্পনা বা মডেল প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অভিক্ষেপিত নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রতিটি নির্মাণ কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর ৮ বছরের মধ্যে কলেজের ভৌত অবকাঠামো ঈর্ষনীয় পর্যায়ে উন্নীত

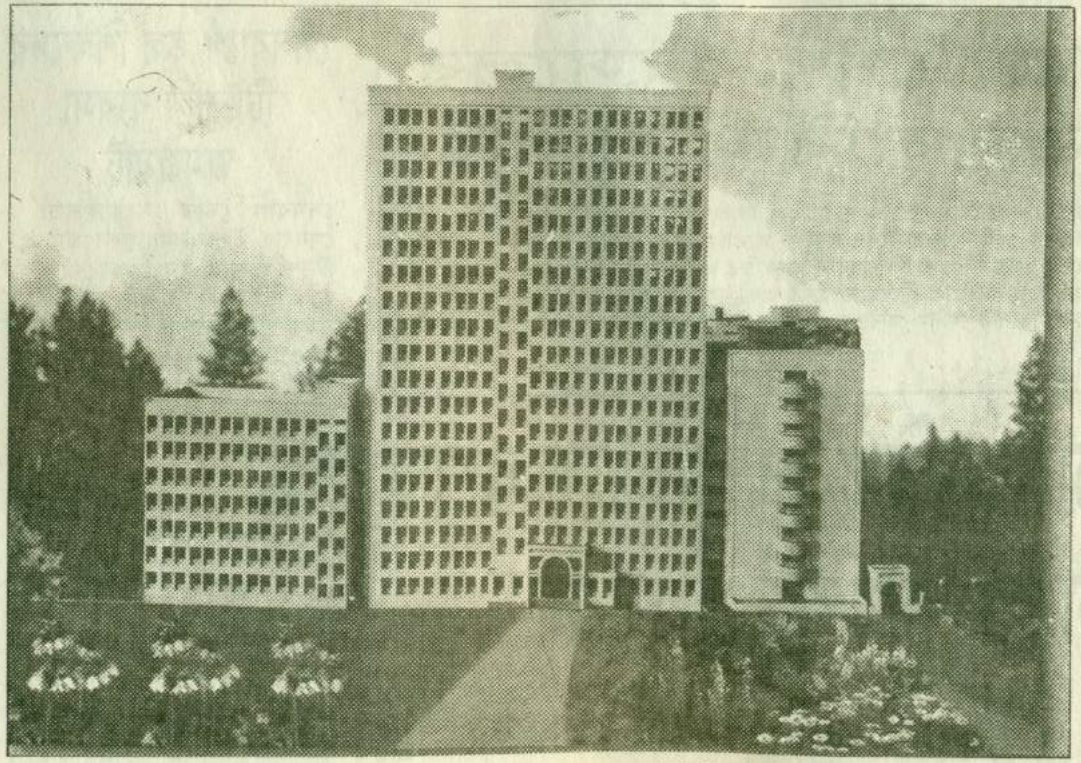

ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর ফ্রন্টভিউ

হয়েছে। আগামী এক দশকের মধ্যেই মহাপরিকল্পনার সম্পূর্ণ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা পোষন

ভবন ঃ কলেজের ১০ তলা বিশিষ্ট ১ নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়েছে। ২ জানুয়ারী ১৯৯৪ এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। ফ্লোর ও সিঁড়ি সম্পূর্ণ মোজাইককৃত এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট। তিনটি সিঁড়ি ছাড়াও ভবনে দুটি অত্যাধুনিক লিফট রয়েছে। ভবনের নীচতলায় বিশাল হলরুম ও কেন্টিন

কক্ষ রয়েছে। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী নির্ধারিত চেয়ার ও ডেস্ক রয়েছে। তাছাড়া প্রতি শ্রেণীকক্ষে ইন্টারনেট, প্রজেক্টর, অডিও-ভিডিও ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নত ওয়াল টাইলস ও আধুনিক ফিটিংস সামগ্রী সজ্জিত পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন টয়লেট রয়েছে। বৈদ্যুতিক সমস্যা মোকাবেলায় এ ভবনে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ষোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ২০ তলা বিশিষ্ট ২ নং একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রতি তলা ৭ হাজার ৫শ বর্গফুট মেঝ বিশিষ্ট এ ভবনের নির্মাণ কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে এ ভবনের ৯ম তলার নির্মাণ কাজ চলছে। এ ভবনে বিবিএ প্রোগ্রাম এর একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। এখানে রয়েছে স্টুডেন্টস কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার ও সেমিনার রুম। প্রস্তাবিত বাংলাদেম ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজী (BUBT) এর কার্যক্রম এ ভবনেই চলার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩. ১২ তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার ঃ শিক্ষক-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য একাডেমিক ভবন সংলগ্ন তিনটি ফ্লাট বিল্ডিং নির্মাণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। জুন ২০০০-এ ১ নং স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে, যার প্রতি ফ্লোরে ২টি ফ্লাট রয়েছে। প্রতি ফ্লাটের আয়তন প্রায় ১ হাজার ৫শ বর্গফুট। কোয়ার্টারে বর্তমানে ২২ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন।

৪. ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ঃ কলেজের ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল প্রায় ৩ হাজার ৩শ বর্গফুট।

৫. অন্যান্য ভবন ঃ শীঘ্রই ছাত্র-ছাত্রী নিবাস, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ কোয়ার্টার নির্মাণ কার্য শুরু হবে।

অতি স্বল্প সময়ে কলেজের এ উন্নয়ন কর্মকান্ডের অর্থায়ন সম্পর্কে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, "ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সরকার বা

শিক্ষাঙ্গন সংবাদ

শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশে ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম

আলী আজম

ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত একটি ব্যাতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ৭ বছরেই (১৯৯৬ সালে) জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করছে। দু'হাজার সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগের মেধাতালিকায় এ কলেজের কৃতি ছাত্রছাত্রীরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানসহ তেরটি স্থান দখল করে।

কেবল লেখাপড়ায়ই নয়, এ কলেজের শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রমও বরাবরই কৃতিত্বের দাবিদার। ছাত্রছাত্রীদের মেধার পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা কমার্স কলেজে বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছানুযায়ী এ সব ক্লাবের সদস্য হতে পারে। এ কলেজের বিভিন্ন ক্লাব হলো ঃ

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব

ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, ভয়েস অব আমেরিকা বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রবণ, অংশগ্রহণ ও মনিটরিংয়ের জন্য ১৫ মে ১৯৯৭ গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব। ১৬ আগস্ট '৯৭ ক্লাবের প্রথম কার্যকরী পরিষদের অভিষেক 'সৃষ্টি ১৯৯৭' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউসিস ডেপুটি ডিরেক্টর রবার্ট কার ও ভয়েস অব আমেরিকার জনপ্রিয় সংবাদ-পাঠিকা রোকেয়া হায়দার। এ ক্লাব ১৫ অক্টোবর '৯৭ যুবপর্যটক ক্লাবের সঙ্গে যৌথভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করে।

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভিওএ'র বাংলা বিভাগের প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী। মঞ্চে উপবিষ্ট রোকেয়া হায়দার ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী

–মিরপুর বার্তা

বিতর্ক ক্লাব

কলেজে নিয়মিত বিতর্ক চর্চা, ছাত্রছাত্রীদের বিতর্কে উৎসাহী করে তোলা, প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ দেয়া ও কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর '৯৩ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ বিতর্ক ক্লাব। এই ক্লাব বিভিন্ন সময়ে বিতর্ক কর্মশালা, ইফতার পার্টি ও অন্যান্য কর্মসূচী পালন করেছে। ৮ জুন '৯৮ ক্লাব আয়োজিত বিতর্ক কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন বিটিভির শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও বিতার্কিক আবদুন নূর তুষার। ক্লাব প্রকাশনা দি ডিবেটরস প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় '৯৮-এ। ২-৩ নবেম্বর '৯৯ ক্লাব আয়োজন করে আন্তঃকলেজ বিতর্ক কর্মশালা; যার উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী এবং সনদপত্র বিতরণ করেন পরিচালনা পরিষদের

ঘন্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ক্লাব সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে নটরডেম বিজ্ঞান ক্লাব, ভিকারুননিসা নুন সায়েন্স ক্লাব এবং অন্যান্য ক্লাব আয়োজিত আন্তঃ কলেজ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব

ছাত্রছাত্রীদের সাইক্লিং ও স্কেটিং প্রশিক্ষণ, সাইক্লিং ও স্কেটিং র‍্যালির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা তুলে ধরা, ক্রীড়া ইভেন্ট ও পরিবেশ দূষণমুক্ত যান হিসাবে সাইকেল ও স্কেটিংয়ের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫ মার্চ '৯৭ গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব। ক্লাব সভাপতি সন্ত্রাস থেকে শিক্ষা বাঁচাতে স্লোগান নিয়ে সাইকেলে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ করেন। ক্লাব সাধারণ সম্পাদক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন স্কেটার এবং এশিয়ান স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ '৯৭-এ দক্ষিণ কোরিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

টেবিল টেনিস ক্লাব

ছাত্রছাত্রীদের টেবিল টেনিস খেলা, প্রশিক্ষণ, খেলায় অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের লক্ষ্যে ৩ আগস্ট '৯৭ গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ টেবিল টেনিস ক্লাব।

বিএনসিসি

১৫ এপ্রিল '৯৮ গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি নৌ প্লাটুন। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস '৯৮ ও '৯৯ উপলক্ষে বাংলাদেশের একমাত্র নৌ ক্যাডেট হিসাবে এ কলেজের ছাত্র যথাক্রমে আবুল ফতেহ ও ত্রাণ বিতরণ, রাঙ্গামাটিতে আনন্দ ভ্রমণসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে।

বন্ধন

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে কলেজের বিকম (পাস) তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা গঠন করে বন্ধন নামে সমাজকল্যাণ সংগঠন।

ঢাকা কমার্স কলেজ

মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত

আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন

২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার মেধাতালিকায় **প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ** এককভাবে **সর্বমোট ১৩টি** স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীগণ। ছাত্র-ছাত্রীদের এ অসাধারণ সাফল্যে আমরা তাদেরকে এবং অভিভাবক, শিক্ষক ও কর্মচারীদের জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

কলেজের পাসের হার ৯৫%। ১ম বিভাগ ৪৮০ জন (৭৭%)। ষ্টার নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫৬ জন।

এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে কলেজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করায় আমরা তাদেরকেও জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও দোয়া।

সাইফুল আলম
প্রথম স্থান

ইমতিয়াজ খান
দ্বিতীয় স্থান

রেজওয়ানুল হক জামী
তৃতীয় স্থান

মনজুর মোর্শেদ
৬ষ্ঠ স্থান

খালেদ মনসুর
৮ম স্থান

নাহিদ আফরোজ
১১তম (মেয়েদের মধ্যে তৃতীয়)

ইশরাত সুলতানা
১২তম (মেয়েদের মধ্যে চতুর্থ)

মোজাহেদ হোসেন
১৩তম

তারিকুল ইসলাম
১৪তম

সাজ্জাদ মোস্তফা
১৫তম

মোশাররফ হোসেন
১৯তম (যুগ্ম)

মাহফুজুর রহমান
১৯তম (যুগ্ম)

মুশফিকুর রশীদ
২০তম

পরিচালনা পরিষদের পক্ষে-

ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক
সভাপতি

অধ্যাপক কাজী ফারুকী
অধ্যক্ষ / সদস্য সচিব

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
অক্টোবর-২০০০

অবদানের জন্য ভাল শিক্ষককে প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট প্রভৃতি দিয়ে উৎসাহিত করা। তৃতীয়তঃ শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে, বিশেষতঃ আবাসিক সুবিধা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। চতুর্থতঃ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাতে যেসব বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল করে তাদের বিশেষ পুরস্কার দেয়া এবং যারা খারাপ করে যেসব বিষয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়া, প্রয়োজনে তিরস্কারের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

বিঃ ক্যাঃ ***ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখতে গভর্নিং বডির কোন পরিকল্পনা আছে কি?***

ডঃ শফিকঃ আমাদের কলেজের মধ্যমমানের ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়। তবে ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। বিশেষ করে ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা দূর করার জন্য হোস্টেল নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিচ্ছি যাতে তাদের আবাসিক তত্ত্বাবধানে রেখে আরো ভালভাবে গড়ে তোলা যায়। দ্বিতীয়তঃ 'স্টুডেন্ট ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেন্টার" গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে, যা থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশে পড়াশোনা, সরকারী-বেসরকারী চাকরী বা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য পাবে।

বিঃ ক্যাঃ ***একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের সঙ্গে জড়িত আছেন বলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?***

ডঃ শফিকঃ আমি অত্যন্ত খুশী যে ব্যবসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা যায় এক নম্বর বিদ্যাপীঠ এর গভর্ণিং বডির সভাপতি হিসেবে গত দু'বছর যাবৎ জড়িত আছি। আমি জড়িত হওয়ার সময় বেশ কিছু সমস্যা কলেজকে ঘিরে রেখেছিল। সেসব সমস্যা পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি বলেই নিজের কাছে ভাল লাগছে।

বিঃ ক্যাঃ ***ঢাকা কমার্স কলেজকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন কি?***

ডঃ শফিক ঃ ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাই স্বপ্ন ছিল, এখন তা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এদেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দুর্বলতার উল্লেখ না করলেই নয়। আমরা দেখি যুক্তরাজ্যের নামকরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো (যা আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের) অথবা আমেরিকার বিখ্যাত কমিউনিটি কলেজগুলো পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশে সে ব্যবস্থা নেই। ১৯৯২ সালের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে নীতিমালা বা পদ্ধতি রয়েছে সে অনুযায়ী কেবলমাত্র টাকাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আর সে কারণে ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, শিল্পপতিগণই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রাধান্য বিস্তার করছেন। সত্যিকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ প্রচলিত নীতিমালায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান না বললেই চলে।

বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ই ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত এবং সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, যেমন লাইব্রেরী, সেমিনার কক্ষ, হোস্টেল, খেলাধূলা ও চিত্ত-বিনোদনের মত ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কিন্তু নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে সেসকল সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত রয়েছে। যে কারণে নামকরা কলেজগুলোকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যায় তাহলে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমত, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজিত সমস্যাসমূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেত। নামকরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর নিজস্ব জমি, ভবন, লাইব্রেরী, খেলার মাঠসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বলে পূর্ণাঙ্গ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রক্রিয়া আমাদের দেশে অবিলম্বে চালু করলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসত। তাই ঢাকা কমার্স কলেজের মত নামকরা কলেজগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সহজ করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে 'Bangladesh University of Business & Technology" নামে বেসরকারী ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইনশাল্লাহ আগামী এক বছরের মধ্যে এটি চালু করতে পারব বলে আশা করছি।

❑ *আলী আজম / তছলিম উদ্দিন*

উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকায় কমার্স বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

মাহবুব আলমঃ অচিরেই ঢাকায় একটি কমার্স ইউনির্ভাসিটি চালু করা হচ্ছে। শিক্ষাবীদ প্রফেসার কাজী ফারুকের পরিচালনায় দীর্ঘদিন ধরে এক স্বতন্ত্র কমার্স কলেজ চালানোর পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গেছে।

ধানমন্ডী আবাসিক এলাকায় প্রায় ৭ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজটি চলতি বছরেই ধানমন্ডী থেকে মিরপুরে কলেজের নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে। ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণাধীন ২৫ তলা বিশিষ্ট ভবনে কমার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে কলেজ সুত্রে জানা গেছে।

অতি সম্প্রতি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ভর্তি প্রাক্কালে অভিভাবকদের এক বৈঠকে বক্তৃতা কালে কলেজের অধ্যক্ষ এ,ওঁ ফারুক এবং সহকারী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান তাদের বক্তৃতাকালে উক্ত কমার্স ইউনির্ভাসিটি স্থাপনের কথা ঘোষনা করেন।

এ ধরনের স্পেশালাইজড কমার্স কলেজের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংক বীমা সহ ব্যবস্থাপনার প্রভুত উন্নতির ফলে বাণিজ্যিক বিভাগে পড়াশুনার ক্ষেত্রে ছাত্র-অভিভাবকদের প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি

দৈনিক নওরোজ ২ কার্তিক ১৪০১

বেসরকারী ও নবীন কলেজ , ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। এ বিরল সাফল্যের পেছনে কি কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উপাধ্যক্ষ মিয়া লুৎফর রহমানঃ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো-শিক্ষকদের জবাবদিহিতা রয়েছে, এখানকার শিক্ষকরা দেশের শিক্ষা কারিকুলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল আছেন এবং তদানুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করে থাকেন। ফলে আমাদের কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবারই ভাল ফলাফল করে থাকে।

বিঃ ক্যাঃ *আপনার কলেজের ভাল ফলাফলের জন্য কার অবদান বেশী বলে একজন উপাধ্যক্ষ হিসেবে মনে করেন?*

উপাধ্যক্ষঃ এ বিরল সাফল্যের পেছনে সার্বিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারো একক প্রচেষ্টায় এত বড় সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। ছাত্র- শিক্ষক-অভিভাবক, গভর্নিং বডির সদস্য, অধ্যক্ষ, কলেজের প্রশাসন ও নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের বাস্তবায়ন এবং তাদের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে এমন চমৎকার ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বিঃ ক্যাঃ *ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন কি?*

উপাধ্যক্ষঃ আপনারা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদের কলেজের এমন সাফল্যের ধারা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চলে আসছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যে কলেজের সকলেই আরো ভাল রেজাল্ট করানোর তীব্রতা অনুভব করে, নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রতিবারই অগ্রসর হয় এবং আগামীতেও সে ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা রাখি।

বিঃ ক্যাঃ *ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের ভবিষ্যৎ ফলাফলের জন্য কিরূপ আশাবাদী?*

উপাধ্যক্ষঃ এ কয় বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে ভবিষ্যতে এ কলেজের ফলাফল আরো বেশী ভাল হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুকী বললেন

ঢাক কমার্স কলেজের সাফল্যের পেছনে যার অবদান বেশী, তিনি হচ্ছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। তিনিই বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন।

বিঃ ক্যাঃ *এবারের এইচ এস সি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের মধ্যেও বেসরকারী ও নবীন কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। এ বিরল সাফল্যের পেছনে কি কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?*

অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীঃ ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে চলতে বাধ্য হয়। তাদের নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক পরীক্ষা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৯০%-৯৫% ক্লাশে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয়, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কেউ খারাপ করলে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ভাল ফলাফল করানোর জন্য বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি শ্রেণী-শিক্ষক, গাইড-শিক্ষক, তাদের ভুলত্রুটি সংশোধন করে ফাইনাল পরীক্ষার উপযোগী করে বলে বরাবরই আমাদের কলেজের ব্যাপক সাফল্যের ধারা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর অন্য কলেজগুলো তা করতে পারছে না বলেই ভাল ফলাফলও করতে পারছে না।

বিঃ ক্যাঃ *ভাল ফলাফলের জন্য একজন অধ্যক্ষের কোন ধরনের ভূমিকা পালন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

অধ্যক্ষঃ কলেজের অধ্যক্ষই মূল, তিনি একজন ব্যবস্থাপকও বটে। একজন অধ্যক্ষ যদি সবদিকে নজর রেখে তদারকি করেন, বিশেষ করে কোন শিক্ষক কখন কলেজে আসছেন, ক্লাশে কখন যাচ্ছেন, পাঠদান ঠিকমত করছেন কি না, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা নিয়ে খাতা মূল্যায়ন করছে কিনা অর্থাৎ অধ্যক্ষ যদি সব দিকে দৃষ্টি রাখেন ও তদারকি করেন, দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করেন-তাহলে ফলাফল অবশ্যই ভাল হবে।

বিঃ ক্যঃ ঃ *ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন কি?*

অধ্যক্ষঃ কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমরা সর্বোত্তম রেজাল্ট করার চেষ্টা করে আসছি এবং প্রতিবারই ভাল করছি। এজন্য শিক্ষকদের যেমন ইনসেনটিভ দিয়ে পাঠদানে গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে গভর্নিং বডি সহযোগিতা করে তেমনি ছাত্রদেরও মেধার ভিত্তিতে গোল্ড মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করে। প্রতিবারই আমরা টার্গেট করে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের ব্যবস্থা করি, যেন মেধা তালিকায় ২০ টার মধ্যে সবগুলোই পাওয়া যায়। এবারও ১/২ মার্কের জন্য মেধা তালিকা থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী বাদ পড়েছে। তবে ভাল ফল করার টার্গেট রেখে পাঠদানের ব্যবস্থা করাই আমার মূল পরিকল্পনা।

বিঃ ক্যাঃ *ঢাকা কমার্স কলেজকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন কি?*

অধ্যক্ষঃ আমরা প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করেছি অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট থেকে শুরু করে ডিগ্রী, অনার্স-মাস্টার্স খুলেছি। তবে আমরা এ প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক ভাবে ব্যবসা শিক্ষার একটা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। ইতোমধ্যে আমরা নামও দিয়েছি 'Bangladesh University of BusinessÅ&Technology" নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আমরা কাজ করে থাকি।

বিঃ ক্যাঃ *আপনার পেশাগত সফলতা ও ব্যর্থতার কথা বলবেন কি?*

অধ্যক্ষ আমি কতটুকু সফল বা ব্যর্থ তা জানিনা তবে আমার শিক্ষকতার যে দায়িত্ব তা যথাযথভাবে পালন করে আসছি। বিশেষ করে আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে নিজের দোষ-ত্রুটি নির্ণয় করে তা সংশোধনের চেষ্টা করি এব সেভাবে সামনে এগিয়ে যাই।

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিক এর প্রতিক্রিয়া

কলেজ পরিচালনা পরিষদ যদি দুর্বল হয়, প্রতিষ্ঠানও নড়বড়ে হয়। তাই ভাল প্রতিষ্ঠান গড়তে পরিচালনা পরিষদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিছু প্রশ্ন নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের বিষয়ে জানতে হাজির হই পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শফিক আহমদ সিদ্দিক-এর।

বিঃ ক্যাঃ *এবারের এইচ এস সি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের মধ্যেও বেসরকারী ও নবীন কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। এ বিরল সাফল্যের পেছনে কি কারণ বা কাদের অবদান বেশী বলে আপনি মনে করেন?*

ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিকঃ ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক সাফল্যের পেছনে কতকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করেছে। প্রথমতঃ আমরা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও নিয়মানুবর্তীতার মাধ্যমে কলেজ পরিচালনা করি। দ্বিতীয়তঃ প্রশাসনিক দক্ষতা। তৃতীয়তঃ শিক্ষকদের পাঠদানে সজাগ দৃষ্টি রাখা, শিক্ষার উচ্চ মান যাতে বজায় থাকে তার জন্য শিক্ষকদেরও উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। চতুর্থতঃ গভর্ণিং বডির পক্ষ থেকে আমরা সর্বদা বিভিন্ন দিক মনিটরিং করে থাকি। বিশেষ করে আমরা কলেজ প্রশাসনের কাজের গতি মন্থর হয়, তেমন কাজ করি না। স্বাধীনভাবে কলেজ প্রশাসন কাজ করে বলেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ফলাফলের জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। আর এ জন্য এবারও বিরল সাফল্যের বিজয় আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বিঃ ক্যাঃ ঃ *একটি কলেজের ভাল ফলাফলের জন্য গভর্ণিং বডির কি কি ভূমিকা থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?*

ডঃ শফিকঃ গভর্ণিং বডিও কলেজের ভাল ফলাফলের জন্য বেশ কতকগুলো পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমনঃ শিক্ষক নিয়োগের সময় মেধা সম্পন্ন শিক্ষক নিতে হবে। অন্য কারো সুপারিশের ভিত্তিতে ডিগ্রীধারী স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কলেজে ভাল

দক্ষ প্রশাসন, সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি, ছাত্র-শিক্ষকের আন্তরিক সহযো

ঢাকা কমার্স কলেজের বিরল সাফল্যের কা

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০০০-এ ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ১ম, ২য়, ৩য় স্থান সহ তেরটি স্থান দখল করে। গত ২৬ আগস্ট প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, এ কলেজের ৬৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮০ জন ১ম বিভাগ ও ১৪৫ জন ২য় বিভাগসহ মোট ৬৩০ জন কৃতকার্য হয়। ষ্টার পায় ৫৬ জন। কলেজের পাশের হার ৯৪.৪%, যেখানে ঢাকা বোর্ডের পাশের হার মাত্র ৩৫.৩৮%।

ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিবছর বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে আসছে। এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় ১৯৯১ সালে ২য় ও ১৫তম স্থান, ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য় সহ ৫টি স্থান, ১৯৯৪ সালে ১ম সহ ৪টি, ১৯৯৫ সালে ১মসহ ১০টি, ১৯৯৬ সালে ১ম সহ ১৩টি, ১৯৯৭ সালে ৪টি, ১৯৯৮ সালে ৭টি, ১৯৯৯ সালে ৮টি ও ২০০০ সালে ১ম, ২য়, ৩য়সহ ১৩ টি স্থান লাভ করে। ডিগ্রী, সম্মান ও মাস্টার্স পরীক্ষায়ও ঢাকা কমার্স কলেজ সাফল্য অর্জন করছে। নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ভাল ফলাফলের কারণে এ কলেজ মাত্র ৭ বছরের মাথায় ১৯৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার লাভ করেন।

মেধাবী ১৩ জন ছাত্রের মতামত

এবারের এইচ এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেছেন এ কলেজের ছাত্র মোঃ সাইফুল আলম। তিনটি বিষয়ে লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬৮। তার পিতা তোজাম্মেল হোসেন লক্ষীপুর সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ও মাতা মারজাহান বেগম গৃহিনী। লক্ষীপুর জেলার সাইফুল কলেজ হোষ্টেলে থেকে নিয়মিত ৫/৬ ঘন্টা পড়াশোনা করতেন। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীও সাইফুলের লেখাপড়া তদারকী করতেন। সাইফুল তার ভাল ফলাফলের জন্য কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষকমন্ডলী ও সহপাঠীদের সহযোগিতা এবং কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করেন। সাইফুল মনে করেন, প্রচলিত ছাত্র-রাজনীতি মুক্ত হয়ে অস্ত্র ফেলে সাধারণ ছাত্রদের কল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসা দরকার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ থেকে বিবিএ করতে চান। ভবিষ্যতে সাইফুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন।

বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মোঃ ইমতিয়াজ খান পার্থ(৮৬১)। তিনি ভবিষ্যতে একজন এমবিএ হতে আগ্রহী। মুন্সীগঞ্জের ইমতিয়াজের পিতা রফিকুল ইসলাম জনতা ব্যাংক ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার ম্যানেজার ও মা জিন্নাতুন নাহার গৃহিনী। ইমতিয়াজ তার ভাল ফলাফলের জন্য কলেজের শিক্ষক ও পিতা-মাতার অবদানের পাশাপাশি কলেজের শৃঙ্খলা ও পাঠদান পদ্ধতিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কারণ এ কলেজের ছাত্র শিক্ষক উভয়েই ভাল ফলাফলের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। তার মতে, বাজারের প্রচলিত গাইড বই না পড়ে টেক্সটবুকবোর্ড অনুমোদিত কয়েকটি বই পড়ে নিজে নোট করে তা শিক্ষকদের দ্বারা সংশোধন করে পড়া উচিত।

বাণিজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মোঃ রেজওয়ানুল হক জামী (৮৪৫)। তার পিতা জোবদুল হক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও মাতা দিলরুবা হক গৃহিনী। জামীর ভাল ফল করার পেছনে শিক্ষকবৃন্দ, পিতা-মাতা ও বন্ধুদের সহযোগিতা রয়েছে। তার মতে, শিক্ষা ব্যবস্থা আরো প্রযুক্তি নির্ভর হওয়া দরকার। তার স্বপ্ন নিজস্ব একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা।

মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন মোঃ মনজুর মোর্শেদ (৮৩৫), তার পিতা তোফায়েল আহমেদ চাকুরীজীবী। সে একজন এমবিএ হতে ইচ্ছুক। তার মতে, ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিক।

৮ম স্থান অধিকার করেন মোঃ খালেদ মনসুর (৮৩২)। তার বাড়ী রংপুর। খালেদের পিতা আইসিডিডিআরবি-এর চাইল্ড হেলথ প্রজেক্ট ম্যানেজার। তার মতে, শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য এসব গ্রুপ থাকা ঠিক নয়। একই সঙ্গে যে কোন গ্রুপের সাবজেক্ট নেয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেন নাহিদ আফরোজ। কুমিল্লার নাহিদের পিতা নিশাত মোহাম্মদ ব্যবসায়ী ও মা আফরোজা নিশাত গৃহিনী। দেশের সমৃদ্ধির জন্য সে প্রচলিত রাজনীতি ছেড়ে ছাত্রদের পাঠে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। নাহিদ এমবিএ হতে চান।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১২তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৪র্থ হয়েছেন ইশরাত সুলতানা (৮২৩)। তার পিতা এম এ সাত্তার উত্তরা ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট।

মেধা তালিকায় ১৩ তম স্থান অধিকার মোঃ মোজাহেদ হোসেন পাভেল। তিনটি লেটার নম্বর সহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮২২। গ্রামের বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তার পিতা জু হোসেন। পাভেলের মতে, জাতীয় রাজনী ছাত্র-রাজনীতিতে বিশুদ্ধতা আসা দরকার।

১৪তম স্থান অধিকার করেন মোঃ তা ইসলাম, তিনটি বিষয়ে লেটারসহ তার প্রাপ্ত ৮২১। তারিকুল বরিশালের উজিরপুরের অ সোবহান হাওলাদার এর পুত্র।

১৫তম স্থান অধিকার করেছে সাজ্জাদ মো তিনটি বিষয়ে লেটারমার্ক সহ তার প্রাপ্ত ৮১৬। সাজ্জাদ এর পিতা মোঃ কামাল চিটাগাং বিল্ডার্স এন্ড মেশিনারীজ লি ডিরেক্টর।

১৯তম স্থান অধিকার করেন মোঃ মোশ হোসেন। তিনটি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ প্রাপ্ত নম্বর ৮০৫। তার বাড়ী চাঁদপুর, দেলোয়ার হোসেন অডিট সুপার।

যুগ্মভাবে ১৯তম স্থান অধিকার করেছে মাহফুজুর রহমান সালমান। কুমিল্লার সালম পিতা আব্দুর রহমান "আর র এসোসিয়েটস" এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। মতে, কলেজের উন্নত পাঠদান পদ্ধতি ও নি শৃঙ্খলার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বরা ভাল ফলাফল অর্জন করছে।

বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালি ২০তম স্থান অধিকার করেন ঢাকা ক কলেজের মুশফিকুর রশীদ রাজী। তার প্রাপ্ত ৮০৪। গ্রামের বাড়ী যশোর। পিতা ইঞ্জি আব্দুর রশীদ। রাজী বলেন, কলে শিক্ষকবৃন্দই আমাদের লেখাপড়া করিয়ে ভাবে তৈরী করেন।

উপাধ্যক্ষ মিয়া লুৎফর রহমান জানান

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে কলেজ প্রশাসন কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তা জানতে কলেজ উপাধ্যক্ষের মুখোমুখি হই।

বিঃ ক্যাঃ *এবারের এইচ এস সি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের মা*

এইচ এস সি পরীক্ষায় ভবানীগঞ্জের সাফল্য

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র সাইফুল আলম ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম

বৃহত্তর নোয়াখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই বলেন, আজকাল আগের মত শিক্ষাবোর্ড আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় নোয়াখালীর সন্তানদের তেমন দেখা যায় না। বিষয়টা তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন। তারা নোয়াখালীর ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা তালিকায় ওঠে আসার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান এবং এর প্রতিকারের কথা বলেন। হতাশা থেকে তাদের মনে সঞ্চারিত হয় ক্ষোভ। এমনি হতাশার মধ্যে এক ঝলক আশার আলো নিয়ে যে ছাত্রটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো, উজ্জ্বল করলো বৃহত্তর নোয়াখালীর মুখ, সে সাইফুল আলম। এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে সে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। ঢাকা কমার্স কলেজ এরই মধ্যে একটি আদর্শ কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। ছাত্র রাজনীতিমুক্ত এবং ধূমপানমুক্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বোর্ডের ২০০০ সালের এইচএসসি বাণিজ্য বিভাগের ফলাফলে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। মেধা তালিকায় ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী স্থান করে নিয়েছে। ছাত্র-রাজনীতি এই প্রতিষ্ঠানটিতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা কম হয়নি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ লক্ষ্মীপুর জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে আজ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি গৌরবজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লক্ষণীয় যে, ছাত্র-রাজনীতি মুক্ত হবার কারণে এখানে সংঘাত, হানাহানি নেই। এজন্য ঢাকা কমার্স কলেজ সন্ত্রাসমুক্তও বটে।

মেধাবী মুখ সাইফুল আলমের সাথে কথা বলেও এ কথার সত্যতা জানা গেছে। সপ্রতিভ সাইফুল আলম গর্বের সাথে বললো- ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষা লাভের সুষ্ঠ পরিবেশ আমার সাফল্যে অনেক সহায়ক হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলাস্থ ভবানীগঞ্জের ছেলে সাইফুল আলম-এর পৈত্রিক নিবাস শরীফপুর গ্রামে। তার পিতা জনাব তাজম্মল হোসাইন। মা মারজাহান বেগম একজন গৃহিনী। তার বাবা সোনালী ব্যাংক লক্ষ্মীপুর শাখার সিনিয়র ক্যাশিয়ার। দুই ভাই, দুই বোন-এর মধ্যে সাইফুল আলম সবার বড়।

এইচ এস সি পরীক্ষায় (বাণিজ্য) তার রোল নং-ছিল ৫৫৬৭২৫, সর্বমোট প্রাপ্ত নাম্বর ৮৬৮, হিসাব বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান এবং সাচিবিক বিদ্যায় সে লেটার পেয়েছে। ঢাকা বোর্ডে এইচ এস সি পরীক্ষায় এবার পাসের হার যেখানে ৩৭.৫০ সেখানে একই পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের পাসের হার হলো শতকরা ৯৫% ভাগ। সাইফুল আলম আলাপ প্রসঙ্গে বললো- আমি কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়ালেখা করেছি। এই কলেজে পড়ালেখার চমৎকার পরিবেশ। এখানে কঠোর নিয়ম-শৃংখলার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক-মধুর। শিক্ষকরা যেমন ছাত্রদের স্নেহের চোখে দেখেন, তাদের পড়ালেখার প্রতি যত্নশীল থাকেন তেমনি ছাত্ররাও শিক্ষকদের দেখেন অবিমিশ্র শ্রদ্ধার চোখে। শিক্ষকগণ সবাই আন্তরিক। পাঠদান পদ্ধতিও উন্নতমানের। সিলেবাস-সাজেশন বা বাছাই করা কোন চ্যাপটার পড়ানো হয় না। পুরো বই পুংখানুপুংখরূপে পড়ানো হয়। আজকাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একশ্রেণীর শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনীতে বেশী মাত্রায় জড়িয়ে যাচ্ছেন, ক্লাসে পাঠদানে তারা তেমন মনোযোগী নন। টিউশনীটা কমার্শিয়াল হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান কি? সাইফুল আলমের জবাব- আমাদের কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে কোন কমার্শিয়াল মনোভাব নেই। এখানে ছাত্রদের মেধা বিকাশে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। যেমন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেতন ফ্রি করা হয়েছে, তাদের আবাসিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, বইপত্রও সরবরাহ করা হয়। কলেজ গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমদ সিদ্দিক এবং কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীর গতিশীল নেতৃত্ব ও দক্ষ পরিচালনায়, শিক্ষকমন্ডলীর আন্তরিক সহযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ এবার এত ভালো রেজাল্ট করতে সক্ষম হয়েছে। সাইফুল আলমের এই চমকপ্রদ সাফল্যের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আন্তরিক স্নেহ ও সহযোগিতা কাজ করেছে। পিতা-মাতার দোয়া এবং উপদেশ তাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়েছে।

মেধাবী ছাত্র সাইফুল আলম কোন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েনি। সে অন্যান্য মেধাবী ছাত্রদের সাথে ব্যাচে পড়েছে। সে বললো, দৈনিক ৫/৬ ঘন্টা পড়েছি। ইংরেজী, পরিসংখ্যান, হিসাব-বিজ্ঞান, বাংলা এসব বিষয়ে আমাদের পড়ানো হয়েছে। সাইফুল আলমের কাছে বর্তমান ছাত্র রাজনীতি মোটেই পছন্দনীয় নয়। বর্তমান ছাত্র রাজনীতি ছাত্রসমাজের কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। সাইফুল আলমের প্রিয় ব্যক্তিত্বঃ হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)। বিশেষ কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি তার কোন দুর্বলতা নেই। ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আশা পোষণ করে সে। সাইফুল আলমের সরল স্বীকৃতি ঃ বৃহত্তর নোয়াখালীর কৃতি সন্তান উইলস গ্রুপের চেয়ারম্যান লক্ষ্মীপুর বার্তার পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ বদরুল আলম সাহেব আমার পড়ালেখার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। যারা নানাভাবে সহযোগিতা করে আমাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রামের প্রতি, বিশেষ করে তার জন্মস্থান ছায়া-ঢাকা, পাখী-ডাকা গ্রামটির প্রতি তার রয়েছে প্রচন্ড আকর্ষণ। সব সময় গ্রামের কথা মনে পড়ে। একটি উন্নত, আলোকিত গ্রাম তার কাম্য। এখনো সব গ্রামে পল্লী বিদ্যুৎ যায়নি। গ্যাসও যায়নি। লক্ষ্মীপুরের প্রতিটি এলাকায় গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা হলে এখানে শিল্প গড়ে উঠবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হবে।

'লক্ষ্মীপুর বার্তা'র পক্ষ থেকে বৃহত্তর নোয়াখালীর গৌরব সাইফুল আলমকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তার আগামী জীবন সাফল্যের সোনায় ভরে উঠুক-এই আমাদের কাম্য। ❑ *বার্তা মনিটর*

মাসিক
লক্ষ্মীপুর বার্তা
বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর ২০০০

ঢাকা বোর্ডের এইচ.এস.সি মেধা তালিকা

দু'টি কলেজের নজীরবিহীন সাফল্য

অধ্যাপক মোঃ হাফিজউদ্দিন
অধ্যক্ষ ঢাকা সিটি কলেজ

অধ্যাপক মতিয়ুর রহমান
উপাধ্যক্ষ ঢাকা কমার্স কলেজ

অধ্যাপক মিঞা লুৎফর রহমান
উপাধ্যক্ষ ঢাকা কমার্স কলেজ

নানা কারণে এবার সারা দেশের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বেশ আলোচিত। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পাশের হার। অন্যটি হচ্ছে একচেটিয়া ভালো অথবা খারাপ ফলাফল। এবার পাশের হার ছিল শতকরা ৩৭.০৩ ভাগ। গত বছর এই হার ছিল ৫৩.৪০ ভাগ। অর্থাৎ পাশের হার এক লাফে প্রায় ৩১ ভাগ কমে গেছে। পাশাপাশি একচেটিয়া ভালো অথবা খারাপ ফলাফল করাটাও বেশ আলোচিত। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় মেধা তালিকার প্রায় পুরোটাই তাদের দখলে। যেমন, চট্টগ্রামের ইস্পাহানী কলেজ মেধা তালিকায় ২৫টি স্থান দখল করে নিয়েছে। কুমিল্লা জেলার অখ্যাত রামচন্দ্রপুর কলেজও দখল করেছে ২৪টি স্থান। অপরপক্ষে এমন সব কলেজও রয়েছে, যেখান থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রীই পাস করে নি। এ সমস্ত কারণে এবারের ফলাফল বেশ আলোচিত। এই ধারা এবার সব বোর্ডেই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। এবার ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য শাখায় ১০ম স্থানটি ছাড়া বাকি পুরো মেধা তালিকাটি দখল করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ঢাকা সিটি কলেজ। প্রথম কলেজটির আধিপত্য এক্ষেত্রে একচেটিয়া। তারা দখল করেছে ১ম, ২য়, ৩য়সহ মোট মেধা তালিকার ১২টি স্থান। আর দ্বিতীয়টি দখল করেছে ৭টি স্থান। ঢাকা কমার্স কলেজের মেধা তালিকাধারীরা হচ্ছেন মোঃ সাইফুল আলম (১ম স্থান), মোঃ ইমতিয়াজ খান (২য় স্থান), রেজওয়ানুল হক জামী (৩য় স্থান), মোঃ মনজুর মোর্শেদ (৬ষ্ঠ স্থান), মোঃ খালেদ মনসুর (৮ম স্থান), নাহিদ আফরোজ (১১তম স্থান), ইশরাত সুলতানা (১২তম স্থান), মোঃ তরিকুল ইসলাম (১৪ তম স্থান), সাজ্জাদ মোস্তফা (১৫ তম স্থান), মোঃ মোশারফ হোসেন (১৯ তম স্থান), মোঃ মাহফুজুর রহমান সালমান (১৯ তম স্থান), মুশফিকুর রশীদ রাজী (২০ তম স্থান)। ঢাকা সিটি কলেজের মেধা তালিকাধারীরা হচ্ছেন হোসাইন মোহাম্মদ শহীদুল হক (৪র্থ স্থান), নাফিজ আহমেদ (৫ম স্থান), আশিষ সাহা (৯ম স্থান), সাজিয়া ফেরদৌস (১৩ তম স্থান), নজরুল ইসলাম (১৪ তম স্থান), মোঃ রবিউল ইসলাম (১৬ তম স্থান) ও মোহাম্মদ সাদ্দাম (১৭ তম স্থান)। এ দুটি কলেজ বাণিজ্য-শাখায় প্রতি বছরই কম-বেশি ভালো ফলাফল করে। কিন্তু এবারের ফলাফল অর্থাৎ মেধা তালিকার প্রায় পুরোটাই দখল চমকে দেয়ার মতোই।

সাম্প্রতিক এই ফলাফল সম্পর্কে ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) অধ্যাপক মিঞা লুৎফর রহমান ও উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক) অধ্যাপক মতিয়ুর রহমানের সাথে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষই কলেজটিকে এই রকম সাফল্য এনে দিয়েছে। ১৯৮৯ সালে অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীর নেতৃত্বে একদল নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, প্রশাসনিক দক্ষতা, যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি, আধুনিক ভৌত অবকাঠামো এই কলেজকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে ৫৫ জন। স্টার পেয়েছে ১৯১ জন, আর প্রথম বিভাগ ২৬১৪ জন। এ বছর পাশের হার ৯৪.৫২%। স্টার পেয়েছে ৫৬ জন, প্রথম বিভাগ ৪৮০ জন, দ্বিতীয় বিভাগ ১৪৫ জন, তৃতীয় বিভাগ ১ জন। কর্তৃপক্ষের মতে এই সাফল্যের মূলে রয়েছে কঠোর নিয়ম শৃংখলা, পর্যাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তিন মাস অন্তর গ্রেড পরিবর্তন, শতকরা ৯০ ভাগ বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, নির্ধারিত আসন বিন্যাস এবং ক্লাস রিপোর্টিং।

মোঃ সাইফুল আলম

মোঃ ইমতিয়াজ খান

রেজওয়ানুল হক জামী

হো. মোহাম্মদ শহীদুল হক

নাফিজ আহমেদ

মোঃ মনজুর মোর্শেদ

মোঃ খালেদ মনসুর

আশিষ সাহা

ইশরাত সুলতানা

সাজিয়া ফেরদৌস

সাজ্জাদ মোস্তফা

মোঃ রবিউল ইসলাম

মুশফিকুর রশীদ

এবারের ফলাফল সম্পর্কে ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ হাফিজউদ্দিনের বক্তব্য : সুদূরপ্রসারী এবং নেতৃস্থানীয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসন পরিচালনা, আন্তরিক, সৎ ও যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর শিক্ষাদান, সুন্দর, স্বচ্ছ ও প্রত্যাশিত পরিবেশ এবং সুপরিকল্পিত প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগই এর মূল রহস্য। তাঁর মতে, এখনকার সিটি কলেজের মধ্যে ১৯৫৭ সালে স্থাপিত নাইট কলেজকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে ৬৭ জন। এবারের ফলাফলে স্টার মার্ক পেয়েছে ৫৬ জন, ১ম বিভাগ ৫০২ জন, ২য় বিভাগ ১৬০ জন। পাশের হার ৯৪.৩৩%।

কর্তৃপক্ষের মতে এই ফলাফলের মূলে রয়েছে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা, উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতির আলোকে লাইব্রেরি ওয়ার্ক, শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেমিনারে পাঠদান, অ্যাসাইনমেন্ট, ফিডব্যাক ক্লাস, ক্লাস টেস্ট, সেমিস্টার ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ, কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ।

তিনটি লেটারসহ ৮৬৮ মার্ক পেয়ে ঢাকা বিভাগে বাণিজ্যে ১ম হয়েছেন ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র সাইফুল আলম। এসএসসিতেও সাইফুল প্রথম হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান ব্যাচে পড়ছেন আর বাকি বিষয়গুলো নিজেই নোট করে পড়েছেন। সাইফুল ব্যবসা প্রশাসন নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী।

বাণিজ্যে ২য় কমার্স কলেজের ছাত্র ইমতিয়াজ খান পার্থ তিনটি লেটারসহ পেয়েছেন ৮৬১ নম্বর। তিনি প্রতিদিন ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছেন বলে জানালেন। তিনি বিবিএ পড়তে চান।

বাণিজ্যে ৩য় কমার্স কলেজের রেজোয়ানুল হক জামি তিনটি লেটারসহ পেয়েছেন ৮৪৫ মার্ক। ভালো ফলাফলের জন্য বাবা-মা, বন্ধুদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তিনি। জামি ভবিষ্যতে ই-কমার্স নিয়ে কাজ করতে চান।

বাণিজ্যে মেয়েদের মধ্যে ৩য় নাহিদ আফরোজ দুই লেটারসহ ৮২৪ নম্বর পেয়েছেন। তার মতে ছাত্ররা রাজনীতির চেয়ে পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হলে দেশের সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব হবে।

■ সাইদুর রহমান, মাসুদুর রহমান শামীম

সংবাদ - ১৫/০৭/২০০০

সাফল্যের ১১ বছর

ঢাকার কমার্স কলেজ

তিথি ফ্লোরা

ঢাকা চিড়িয়াখানায় যাওয়ার পথেই সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ১০ তলা ভবন, নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। ঠিক যেন নজরুলের 'চির উন্নত মম শির'। এর পাশে রয়েছে নির্মাণাধীন ২০ তলা ভবন যা পরিণত হবে বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনকার যুগ বাণিজ্যের যুগ। এর সাথেই তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে এ কলেজ। প্রথম থেকেই এ কলেজটির সফল বিচরণ লক্ষ্য করা গেছে। ঢাকার এক প্রান্তে অবস্থিত হয়েও এটি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে।

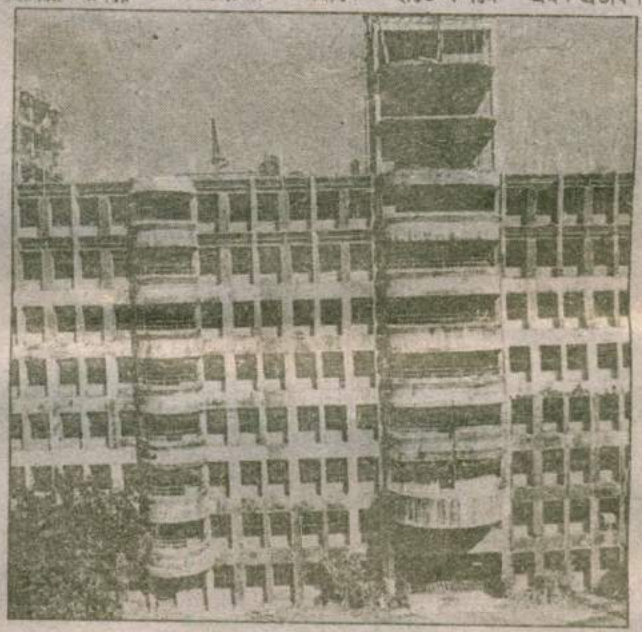

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা কাল থেকে এ পর্যন্ত ফলাফল ভাল করে চলেছে। মাত্র ১২ বছরে এমন সাফল্য প্রায় অভাবনীয়; কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। এর পেছনে রয়েছে এ কলেজের ব্যতিক্রমী পরিচালনা। বর্তমান সময়ের বিভিন্ন বাঁধাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ।

বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও বিশ্ব বাজারে বাণিজ্যের ভূমিকা দেখে অধ্যাপক কাজী ফারুকী একটি কমার্স কলেজ নির্মাণের কথা ভাবনা আনেন। তিনিই '৭৯ সালেই কমার্স কলেজ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এরপর অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১লা জুলাই '৮৯ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ৬ই জুলাই থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। দীর্ঘ ১০ বছর পরিশ্রম করে তবেই এ কলেজ প্রতিষ্ঠা।

মেধা তালিকায় স্থান ঃ

ঢাকা কমার্স কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা '৯১তে মেধা তালিকায় ১ম ও ১৫তম স্থান করে নেয়। এরপর '৯২ সালে ১ম ও ১৬তমসহ দুটি, '৯৩ সালে ২য় স্থানসহ পাঁচটি, '৯৪ সালে ১ম স্থানসহ ৪টি, '৯৫ সালে ১ম ও ৩য় স্থানসহ ১০টি, '৯৬ সালে ১ম স্থানসহ ১৩টি, '৯৭ সালে ৪টি স্থান, '৯৮ সালে ৭টি, '৯৯ সালে ৮টি এবং ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানসহ মোট ১৩টি স্থান দখল করে ঢাকা কমার্স কলেজ। অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষাতে মেধা তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে এ কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এ ধরনের ফলাফলের পেছনে রয়েছে এ কলেজের পরিচালনা পদ্ধতি। এ কলেজ কতগুলো লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

১. ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান।

২. সৌহার্দ্যপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৩. শিক্ষাদানের পাশাপাশি শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষাদান।

৪. রাজনীতি থেকে দূরে থেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

ঢাকা কমার্স কলেজের এ লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন এ কলেজের শিক্ষকমণ্ডলি। আর তাদের সহযোগিতা ও শিক্ষা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই এ কলেজের ফলাফল এত ভাল হচ্ছে। এ কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অত্যাধিক আধুনিক ও সময়োপযোগী। এ শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে -

■ সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ দু পরীক্ষার নম্বর থেকে ৫০% এবং পর্ব পরীক্ষার ৫০% নম্বর নিয়ে রেজাল্ট করা হয়। প্রতি তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়ার টেবিলে বসতে বাধ্য হয়।

■ এ কলেজে ৯৫% উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। উপস্থিতির মাত্রা সন্তোষজনক না হলে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

■ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা হয়। যদি কোন কারণে সিলেবাস শেষ করা না যায় তবে শিক্ষকরা অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করেন।

■ কোন ছাত্রছাত্রী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আবার এ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিতে পারে না, কারণ তাদের শর্তই হলো অন্তত দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে পাস করতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির জন্যই শুধু ভাল ফলাফল করে না; এ কলেজ নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। কলেজ নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যা তাদের ভাল ফলাফল করতে সাহায্য করে।

কলেজের নিয়মগুলোকে শিক্ষার্থীরা হাসিমুখে মেনে চলে। কারণ একজন শিক্ষার্থী জানে এগুলো সবই সাফল্যের জন্য।

শিক্ষকমণ্ডলিও কলেজে ছাত্রদের মত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত। এ কলেজের নিয়মগুলো শুধু কাগজে-কলমে নয়, হাতে-কলমে প্রয়োগ করা হয়। অনেকে বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার থেকে টিকে থাকাই সমস্যা। তাই নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ অন্য কোন কলেজের অনুকরণীয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ঢাকা কমার্স কলেজ শুধু পড়ালেখাতেই সাফল্য লাভ করেনি। এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে এ কলেজের পদাচারণা। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- বিতর্ক ক্লাব, ভয়েস অফ আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, সঙ্গীত ক্লাব, নাট্য পরিষদ, আবৃত্তি পরিষদ, বিএনসিসি ও রোভার স্কাউট, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদ। এ সকল ব্যবহারিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করছে। তারা পড়ালেখার সাথে সাথে অন্য সব বিষয়ে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠছে। তাদের এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানই তাদের ভাল ফলাফল করার জন্য সহায়তা করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে ছাত্র-শিক্ষকের সমপ্রচেষ্টা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনাই তাদের ভাল ফলাফলের চাবিকাঠি। আর এ কলেজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী ১৯৯৩ সালের ৯ই জুন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক এবং ১৯৯৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ ও ক্রেস্ট লাভ করেন।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

দরকার।

বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের নাহিদ আফরোজা। কুমিল্লার নাহিদের পিতা নিশাত মোহাম্মদ ব্যবসায়ী ও মা আফরোজা নিশাত গৃহিণী। দেশের সমৃদ্ধির জন্য প্রচলিত রাজনীতি ছেড়ে ছাত্রদের পাঠে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানায় সে। নাহিদ এমবিএ হতে চায়।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১২তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৪র্থ হয়েছে একই কলেজের ছাত্রী ইশরাত সুলতানা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮২৩। তার পিতা এমএ সাত্তার উত্তরা ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

মেধা তালিকায় ১৩তম স্থান অধিকার করেছে মোঃ মোজাহেদ হোসেন পাভেল। তিনটি বিষয়ে লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮২২। তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। পিতার নাম জুবায়ের হোসেন। পাভেলের মতে, জাতীয় ও ছাত্র রাজনীতিতে বিশুদ্ধতা আসা দরকার।

১৪তম স্থান অধিকার করেছে মোঃ তারিকুল ইসলাম। তিনটি বিষয়ে লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮২১। তারিকুল বরিশালের উজিরপুরের আবদুস সোবহান হাওলাদারের পুত্র।

১৫তম স্থান অধিকার করেছে সাজ্জাদ মোস্তফা। তিনটি বিষয়ে লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮১৬। সাজ্জাদের পিতা মোঃ কামাল উদ্দিন চিটাগাং বিল্ডার্স এন্ড মেশিনারিজ লিঃ-এর ডিরেক্টর।

১৯তম স্থান অধিকার করেছে মোঃ মোশারফ হোসেন। তিনটি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮০৫। তার বাড়ি চাঁদপুর। তার পিতা দেলোয়ার হোসেন অডিট সুপার।

যুগ্মভাবে ১৯তম স্থান অধিকার করেছে মোঃ মাহফুজুর রহমান সালমান। কুমিল্লার সালমানের পিতা আবদুর রহমান, আর রহমান এসোসিয়েটস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তার মতে, কলেজের উন্নত পাঠদান পদ্ধতি ও নিয়ম-শৃঙ্খলার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবরই ভাল ফল অর্জন করছে।

বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২০তম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের মুশফিকুর রশীদ রাজী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮০৪। যশোরের ছেলে রাজীর পিতা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রশীদ। রাজী কৃতজ্ঞতার সাথে জানায়, কলেজের শিক্ষকবৃন্দই তাদের লেখাপড়া করিয়ে নিয়েছেন।

চিরপুর বার্তা ৪.৯.২০০০

ঢাকা বোর্ড : বাণিজ্যে তৃতীয়

জামি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো প্রযুক্তিনির্ভর দেখতে চায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

রেজোয়ানুল হক জামি ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র জামির তিনটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৫। এসএসসি পরীক্ষায় তার স্থান ছিল ১৩তম। ভবিষ্যতে তিনি ই-কমার্সে কাজ করতে চান। তার পছন্দের তালিকায় রয়েছে কম্পিউটার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও ডিবেট। সায়েন্স ফিকশনের বই তার পছন্দের। তার প্রিয় লেখক আইজ্যাক আসিমভ, জাফর ইকবাল। ভালো ফলাফলের জন্য মা-বাবা, বন্ধুদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তিনি। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তার মত, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে। বর্তমানে কমার্স এবং মানবিকে প্রযুক্তিগত তেমন কিছুই নেই। বিজ্ঞানে কিছুটা রয়েছে। তার মতে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তা বর্তমানে প্রচলিত রাজনীতির মতো নয়। জামির বাবা মোঃ আব্দুল হক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক এবং মা দিলরুবা হক রেখা একজন গৃহিণী।

প্রথম আলো
২৭.৮.২০০০

মোঃ মনজুর মোরশেদ ঢাকা বোর্ডের অধীন ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। বাণিজ্য বিভাগ থেকে ৩টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৫। সে ভবিষ্যতে বিবিএ পড়তে আগ্রহী। তার বাবা তোফায়েল আহমেদ একজন চাকরিজীবী।

জনকণ্ঠ
২৯.৮.২০০০

ঢাকা : বাণিজ্যে মেয়েদের মধ্যে তৃতীয়

প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে হতাশ নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী নাহিদ আফরোজের মতে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রেখে পরীক্ষায় নকল রোধ সম্ভব নয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রী নাহিদ আফরোজ দুই বিষয়ে লেটারসহ ৮২৪ নম্বর পেয়েছেন। এসএসসিতে তিনি একই বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। ভবিষ্যতে ব্যবস্থা প্রশাসনে উচ্চতর শিক্ষা নিতে চান নাহিদ।

ব্যবসায়ী নিশাত মোহাম্মদের মেয়ে নাহিদ দেশের প্রচলিত ছাত্র রাজনীতি নিয়ে বেশ হতাশ। তার ধারণা, ছাত্ররা রাজনীতির চেয়ে পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হলে দেশের সমৃদ্ধি লাভ সহজ হবে।

প্রথম আলো
২৭.৮.২০০০

মোঃ মোজাহেদ হোসেন (পাভেল) ঢাকা বোর্ডের ঢাকা কমার্স কলেজ হইতে ৩টি লেটারসহ ৮২২ নম্বর পাইয়া বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৩তম স্থান অধিকার করিয়াছে। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার দেওড়া (হাজীবাড়ী) গ্রামে মোঃ জুবায়ের হোসেন ও দিলারা হোসেনের দ্বিতীয় ছেলে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান (সালমান) ঢাকা বোর্ডের অধীনে ঢাকা কমার্স কলেজ হইতে ৩টি লেটারসহ ৮০৫ নম্বর পাইয়া বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৯তম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পিতা আবদুর রহমান ভুইয়া একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট কনসালটেন্ট এবং মা একজন গৃহিণী। তাহার গ্রামের বাড়ী কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার তেলিগ্রামে।

ইত্তেফাক ৫.৯.২০০০

ঢাকা কমার্স কলেজ ॥ মিরপুরের অহঙ্ক

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফ

আলী আজম ॥ মিরপুরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কর্মাস কলেজ এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ঢাকা বোর্ডের (বাণিজ্য) ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ তেরটি স্থান দখল করেছে।

২৬ আগস্ট প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, এ কলেজের ৬৬৮ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮০ জন ১ম বিভাগ ও ১৪৫ জন ২য় বিভাগসহ মোট ৬০০ জন কৃতকার্য হয়। স্টার নম্বর লাভ করে ৫৬ ছাত্রছাত্রী। কলেজের পাসের হার ৯৪.৪%, যেখানে বোর্ডের পাসের হার মাত্র ৩৫.৪%। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কর্মাস কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুকীসহ অধ্যাপকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতি বছর বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করছে।

এ কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ১৯৯১ সালে ২য় ও ১৫তম স্থান, ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য়সহ ৫টি স্থান, ১৯৯৪ সালে ১মসহ ৪টি, ১৯৯৫ সালে ১মসহ ১০টি, ১৯৯৬ সালে ১মসহ ১৩টি, ১৯৯৭ সালে ৪টি, ১৯৯৮ সালে ৭টি, ১৯৯৯ সালে ৮টি ও ২০০০ সালে ১৩টি স্থান লাভ করে। ডিগ্রী, সম্মান ও মাস্টার্স পরীক্ষায়ও ঢাকা কর্মাস কলেজ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করছে।

নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ভাল ফলের কারণে এ কলেজ মাত্র ৭ বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে। এ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকীও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার লাভ করেছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য সম্পর্কে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, পরিচালনা পরিষদের বিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচালনা, শিক্ষকদের অক্লান্ত শ্রম, শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার সুষ্ঠু অনুশীলন ও নিয়মিত উপস্থিতি, কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি ও লেখাপড়ার সর্বোৎকৃষ্ট পরিবেশের কারণে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা ভাল ফল অর্জন করছে। তিনি এ কলেজের সাফল্যে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এবারের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগ ১ম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র মোঃ সাইফুল আলম। তিনটি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬৮। তার পিতা তোজাম্মেল হোসেন লক্ষ্মীপুর সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ও মা মারজাহান বেগম গৃহিণী। লক্ষ্মীপুরের সাইফুল কলেজ হোস্টেলে থেকে নিয়মিত ৫/৬ ঘন্টা পড়াশোনা করত। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী স্বয়ং সাইফুলের লেখাপড়ার তদারকী করতেন। সাইফুল তার ভাল ফলের জন্য কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ও সহপাঠীদের সহযোগিতা এবং কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করে। সাইফুল প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে। তার মতে ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিমুক্ত হয়ে অস্ত্র ফেলে সাধারণ ছাত্র কল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসা দরকার। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটিএ থেকে বিবিএ করতে চায়। ভবিষ্যতে সাইফুল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হওয়ার আশা ব্যক্ত করে।

বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে একই কলেজের ছাত্র মোঃ ইমতিয়াজ খান পার্থ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮১৬। সে ভবিষ্যতে একজন এমবিএ হতে আগ্রহী। মুন্সীগঞ্জের ইমতিয়াজের পিতা রফিকুল ইসলাম জনতা ব্যাংক ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার ম্যানেজার ও মা জিন্নাতুল নাহার গৃহিণী। ইমতিয়াজ তার ভাল ফলের জন্য কলেজের শিক্ষক ও পিতামাতার অবদানের পাশাপাশি কলেজের শৃঙ্খলা ও পাঠদান পদ্ধতিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কারণ এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই ভাল ফলের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার মতে, বাজারের প্রচলিত গাইড বই না পড়ে টেক্সট বুক বোর্ড অনুমোদিত কয়েকটি বই পড়ে নিজে নোট করে তা শিক্ষকদের দ্বারা সংশোধন করিয়ে পড়া উচিত।

বাণিজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোঃ রেজাওয়ানুল হক জামী। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র জামীর প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৫। তার পিতা জোবায়দুল হক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও মা দিলরুবা হক গৃহিণী। জামীর ভাল ফল পাওয়ার পিছনে শিক্ষকবৃন্দ, পিতামাতা ও বন্ধুদের সহযোগিতা রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা আরো প্রযুক্তি নি দরকার। তার স্বপ্ন নিজ সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট প্রতিষ্ঠা। সায়েন্স ফিকসনের পছন্দ। তার প্রিয় লেখক আসিমভ ও জাফর ইকবাল।

মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিক একই কলেজের ছাত্র মো মোর্শেদ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৩ তোফায়েল আহমেদ চাকুরী এমবিবিএস হতে ইচ্ছুক। তার কমার্স কলেজের শিক্ষকবৃন্দ আ

বাণিজ্য বিভাগে ৮ম স্থান অধিক মোঃ খালেদ মনসুর। প্রাপ্ত ন রংপুরের ছেলে খালেদে আইসিডিডি আরবির চাইল্ড হে ম্যানেজার। তার মতে, শিক্ষ বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য থাকা ঠিক নয়। একই সঙ্গে গ্রুপের সাবজেক্ট নেয়ার ব্য

বাবা-মায়ের সঙ্গে ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে দ্বিতীয় ইমতিয়াজ খান -যুগান্তর

ইমতিয়াজ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়

যুগান্তর রিপোর্ট

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ নয় মোহাম্মদ ইমতিয়াজ খানের। সে এই পদ্ধতির পরিবর্তন চায়। এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় বাণিজ্য বিভাগে তিনটি বিষয়ে লেটারসহ ৮৬১ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ইমতিয়াজ। মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের ব্যাংক কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম ও জিন্নাতুন নাহারের বড় ছেলে ইমতিয়াজ গড়ে ৫/৬ ঘণ্টা লেখাপড়া করত। সে এসএসসিতেও একই বিভাগ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বাংলা, ইংরেজি, একাউন্টিং ও পরিসংখ্যানে প্রাইভেট শিক্ষক ছিল তার। ভবিষ্যতে সে বিবিএতে ভর্তি হবে।

যুগান্তর ২৭ আগস্ট ২০০০

Imtiaz wants to study BBA

Varsity Correspondent

Md. Imtiaz Khan of Dhaka Commerce College stood second in the merit list of the business studies group under Dhaka Board in the Higher Secondary Certificate (HSC) examination 2000 securing 861 marks in total with distinction in three subjects.

He had the same position in his Secondary School Certificate (SSC) examination from the Motijheel Ideal School.

The eldest son of Md. Rafiqul Islam, Managar of the Dhaka Medical College Hospital (DMCH) branch of Janata Bank, and housewife Jinnatun Nahar. Imtiaz wants to continue his studies in business. He wants to study Bachelor of Business Administration (BBA) in the Institute of Business Administration (IBA), Dhaka University.

Imtiaz studied for 5/6 hours a day before the examination regularly.

Talking about student politics, Imtiaz told The Bangladesh Observer that it was now deviated from its value. "And the politicians are responsible for this," he added.

Terming the tendency of adopting unfair means in the examinations as a social menace of the country Imtiaz urged the guardians and the authorities to be highly conscious.

Observer ২৮.৪.২০০০

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে দ্বিতীয় ইমতিয়াজ এমবিএ পড়তে আগ্রহী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারী মোহাম্মদ ইমতিয়াজ খান পার্থ ভবিষ্যতে এমবিএ পড়ে দেশের কোন ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফার্মে উচ্চ পদে চাকরি করতে আগ্রহী। ঢাকা কমার্স কলেজের মেধাবী ছাত্র ইমতিয়াজ ৩টি বিষয়ে লেটারসহ সর্বমোট ৮৬১ নম্বর পেয়েছে। ১৯৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষাতেও সে রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল হতে বাণিজ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকার করেছিল। মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের ছেলে ইমতিয়াজের পিতা রফিকুল ইসলাম খান জনতা ব্যাংক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখার ম্যানেজার এবং মা জিন্নাতুন নাহার খান গৃহিণী। ২ ভাইয়ের মধ্যে সে বড়। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বিবিএ অথবা ফিন্যান্স বিভাগে পড়বে। ইমতিয়াজ তার এই ফলাফলের জন্য কলেজের শিক্ষক ও বাবা-মায়ের অবদানের পাশাপাশি কলেজের শৃঙ্খলা ও পাঠদান পদ্ধতিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কারণ, এখানে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই ভালো ফলাফলের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। প্রতিদিন সে নিয়মিত ৫/৬ ঘণ্টা পড়াশুনা করেছে এবং কলেজের বাইরের শিক্ষকদের কাছে ৪টি বিষয়ে ব্যাচে পড়েছে। ৯ম শ্রেণীতে বিজ্ঞানে ভর্তি হতে না পেরে সে অধিক জোর দিয়ে লেখাপড়া করে এতদূর আসতে পেরেছে। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। ভালো ফলাফলের জন্য

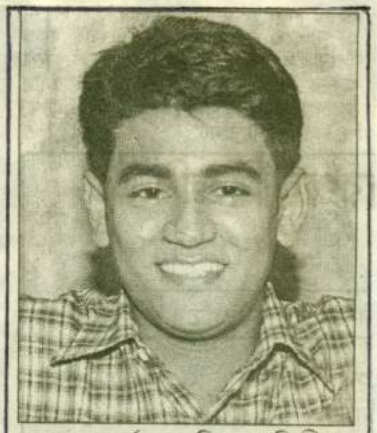

ঢাকা বোর্ড : বাণিজ্যে দ্বিতীয়

ইমতিয়াজ বিবিএ পড়তে চান

নিজস্ব প্রতিবেদক

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন ইমতিয়াজ খান পার্থ। তিনটি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬১।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র ইমতিয়াজ জানান, এ ফলাফলে অবশ্যই খুশি লাগছে। এসএসসি পরীক্ষায় ইমতিয়াজ মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। তার বাবা মোঃ রফিকুল ইসলাম খান জনতা ব্যাংকে কর্মরত, তার মা জিন্নাতুন নাহার একজন গৃহিণী।

ইমতিয়াজ প্রতিদিন নিয়মিত ৫-৬ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করেছেন বলে জানান। পড়াশোনার পাশাপাশি গান শুনতে এবং বই পড়তে ভালোবাসেন। তার প্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ। ইমতিয়াজ তার এ ফলাফলের জন্য তার কলেজের শিক্ষক, বন্ধু ও বাবা-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে তিনি বিবিএ পড়তে চান।

প্রথম আলো ২৭.৮.২০০০

বাণিজ্যে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সে ঢাকা কমার্স কলেজ হইতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াছে। তাহার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬১। ইতোপূর্বে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে পার্থ মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হইয়াছিল। তাহার পিতার নাম মোঃ রফিকুল ইসলাম খান এবং মাতার নাম জিন্নাতুন নাহার খান। তাহার গ্রামের বাড়ী মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার পশ্চিম মুন্সিরা

ইমতিয়াজ খান, সাইফুল আলম ও রেজওয়ানুল হক জামি ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য়

ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে সাইফুল

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম সাইফুল আলম প্রচলিত ছাত্ররাজনীতির ধারার বিপক্ষে। তার মতে, ছাত্ররাজনীতি থাকা উচিত, কিন্তু তা অবশ্যই গঠনমূলক হতে হবে। বর্তমানের সন্ত্রাসভিত্তিক ছাত্ররাজনীতিকে সে মোটেই সমর্থন করে না। এমনকি বর্তমানের রাজনৈতিক নেতানেত্রীদেরও কাউকেই সে পছন্দ করে না।

সাইফুল আলম এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে বাণিজ্যে তিন বিষয়ে লেটারসহ ৮৬৮ নম্বর পেয়ে ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান লাভ করেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ড থেকে সে বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে সে বড়। সাইফুলের বাবা তাজাম্মল হোসেন সোনালী ব্যাংক, লক্ষ্মীপুর শাখার সিনিয়র ক্যাশিয়ার। সাইফুল কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। সে নিয়মিত ৫-৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। মূলত বাব-মা আর শিক্ষকদের প্রেরণাই তাকে এত ভাল করতে উৎসাহিত করেছে। সাইফুল অবসরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে পছন্দ করে। তার প্রিয় খেলা ক্রিকেট। সে ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রী লাভে আগ্রহী। তাই এখন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-তে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিবিএ পড়তে চায় পার্থ

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে দ্বিতীয় ইমতিয়াজ খান পার্থ বিবিএ পড়তে আগ্রহী। সে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে তিন বিষয়ে লেটারসহ ৮৬১ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে বোর্ডে সে দ্বিতীয় হয়েছিল।

দুই ভাইয়ের মধ্যে পার্থ বড়। বাবা রফিকুল ইসলাম খান জনতা ব্যাংক, ডিএমসিএইচ শাখার ম্যানেজার। পার্থ প্রতিদিন ৫-৬ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করত। কোচিং করত না, তবে শিক্ষকদের কাছে ব্যাচে প্রাইভেট পড়ত। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব তার মা জিন্নাতুন নাহার। অবসর কাটে গান শুনে, ক্রিকেট খেলা দেখে। এক প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, নকল বন্ধের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু প্রশ্নের ধারা পরিবর্তন করে নকল রোধ সম্ভব নয়। বর্তমান ধারার ছাত্ররাজনীতিকে সে মোটেও সমর্থন করে না।

জামি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান গড়বে

বাণিজ্য বিভাগ থেকে ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও রেজওয়ানুল হক জামির স্বপ্ন নিজস্ব একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করবার। বাণিজ্য বিভাগে পড়াশোনা করলেও তার কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি ঝোঁক বরাবরই ছিল। সে বিসিএস কম্পিউটার মেলায়ও অংশগ্রহণ করেছেন।

জামি ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে তিন বিষয়ে লেটারসহ ৮৪৫ নম্বর পেয়ে তৃতীয় হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে সে এয়োদশ স্থান অধিকার করেছিল। দুই ভাইয়ের মধ্যে জামি বড়। বাবা জোবদুল হক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রজেক্ট ডিরেক্টর। জামি প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করত। শিক্ষকদের কাছে ব্যাচে পড়লেও বাসায় তার কোন প্রাইভেট টিউটর ছিল না। মূলত বাবা-মা ও বন্ধুদের প্রেরণাই তাকে এত দূর নিয়ে এসেছে বলে সে মনে করে।

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম সাইফুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে আগ্রহী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী সাইফুল আলম ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে আগ্রহী। গ্রামের ছেলে সাইফুল রাজধানীর জিগাতলায় একটি মেসে থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে পড়াশুনা করে এই ফলাফল লাভ করেছে। লক্ষ্মীপুর জেলার ভবানীগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র সাইফুল ১৯৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষাতেও কুমিল্লা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম হয়েছিল। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সে ৩টি বিষয়ে লেটারসহ সর্বমোট ৮৬৮ নম্বর পেয়েছে। ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত সাইফুল শিক্ষা জীবনে কখনো দ্বিতীয় হয়নি। তার পিতা তাজাম্মুল হোসাইন লক্ষ্মীপুর সোনালী ব্যাংকের একজন ক্যাশিয়ার এবং মা মারজাহান বেগম গৃহিণী। তাদের বাড়ী লক্ষ্মীপুর সদরের শরীফপুর গ্রামে। ২ ভাই, ২ বোনের মধ্যে সে সবার বড়। ৫ ওয়াক্ত নামাজী সাইফুল কলেজের পড়ালেখার বাইরে প্রতিদিন নিয়মিত ৫/৬ ঘন্টা পড়াশুনা করেছে এবং ইংরেজী, একাউন্টিং ও পরিসংখ্যান বিষয়ে কলেজের শিক্ষকদের কাছে ব্যাচে পড়েছে। এই ফলাফলের জন্য সে তার মামা এবং একই কলেজের ম্যানেজমেন্টের শিক্ষক গাজী ফয়েজ আহমদের অনুপ্রেরণাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছে। তাছাড়া বাবা-মায়ের অনুপ্রেরণা তো ছিলই। সে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন ইনস্টিটিউটে বিবিএ পড়তে ইচ্ছুক। অবসরে সাইফুল বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়েই সময় কাটায় এবং শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস পড়ে। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহম্মদ (সঃ)। প্রিয় খেলা ক্রিকেট, প্রিয় দল পাকিস্তান এবং প্রিয় খেলোয়াড় ওয়াসিম আকরাম। সে মোহামেডান ক্লাবের সমর্থক। ভালো ফলাফলের জন্য সে ভর্তির পর থেকে নিয়মিত পড়াশুনা করেছে এবং পাঠ্য বইয়ের বাইরেও অন্যান্য রেফারেন্স বই পড়ে নিজে নোট করে অধ্যায়ন করেছে। আর বরাবরের মতো প্রথম হবার দৃঢ় মানসিক প্রস্তুতি

দৈনিক জনকণ্ঠ ২৭ আগস্ট ২০০০

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম সাইফুল

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ মোঃ সাইফুল আলম ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজ হইতে পরীক্ষায় অংশ নিয়াছেন। ৮৬৮ নম্বর পাইয়া তিনি এ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতোপূর্বে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ড হইতে তিনি মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম তোজাম্মেল হোসাইন। গ্রামের বাড়ী লক্ষ্মীপুর জেলার সদর থানা উপজেলায়। সাইফুল ব্যবসা প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি লইতে আগ্রহী।

দৈনিক ইত্তেফাক ২৭ আগস্ট ২০০০

সাইফুলের কথা

প্রভাত রিপোর্ট ঃ ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র মোঃ সাইফুল আলম। ৩টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬৮। ভবিষ্যতে বিবিএ পড়তে আগ্রহী সাইফুল নিয়মিত ৫/৬ ঘণ্টা পড়াশুনা করে। **লক্ষ্মীপুর সদর থানার শরীফপুর গ্রামের তাজাম্মল হোসেন ও মারজাহান বেগমের জেষ্ঠ পুত্র সাইফুল এস এস সি পরীক্ষাতেও ভবানীগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।** ব্যাংকার পিতা ও গৃহিনী মাতার সন্তান সাইফুল ঢাকায় হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত।

দৈনিক প্রভাত ২৭ আগস্ট ২০০০

তাক লাগানো রেজাল্টে নৌবিহার বাতিল

শফিকুল ইসলাম জীবন : গ্রেট সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিলো ঢাকা কমার্স কলেজের চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপালের জন্য। তারা ভাবতেও পারেননি এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে তাদের ৩ ছাত্র বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করবে। ঢাকা ১১ পৃষ্ঠায়

ঢাকা বোর্ডে কমার্সে সেরা তিন

১ম পৃষ্ঠার পর বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম ৩টি স্থানই দখল করে নেবে তারা। তাক লাগানো এ সুসংবাদ যখন চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপালের কাছে পৌছালো তখন তারা নৌবিহারে। ৬৫ জন শিক্ষক ও ৪শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে চাঁদপুর অভিমুখে নদী পথে। সদরঘাট থেকে কেবলমাত্র মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছেন, তখনই সংবাদ পৌছালো। হৈ হৈ আনন্দ উল্লাস ছড়িয়ে পড়লো পুরো নৌযানজুড়ে। কিসের নৌবিহার। তক্ষুণি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে চেয়ারম্যান ড. সাদিক আহমেদ সিদ্দিক ও প্রিন্সিপাল কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুক বিকেল ৪টা নাগাদ সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন কলেজে।

কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল অধ্যাপক মুতিয়ুর রহমান এ চমকপ্রদ ঘটনা সম্পর্কে বলেন, আমরা জানতাম না যে আজ পরীক্ষার ফলাফল দেবে। কারণ এ যাবৎ পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার। শনিবারই যে এটা দেয়া হবে, বুঝতে পারিনি। যে জন্য নৌবিহার প্রোগ্রাম বহাল রাখা হয়েছিলো। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ছাত্রদের বিস্ময়কর ফলাফলের আনন্দে বাতিল হলো নৌবিহার। সবাই ফিরে আসলেন। নৌবিহারের চাইতে আরো বড় আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন তারা। বাণিজ্য বিভাগের ফলাফলে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে যারা চমক দেখালেন, তারা হলেন— সাইফুল আলম ইমতিয়াজ খান এবং রেজওয়ানুল হক জামী। এ বছর কলেজে পাসের হার ৯৪.৫২ শতাংশ। ৬শ' ৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬শ' ৩০ জন। এদের মধ্যে ৫৫ জন স্টার প্রাপ্ত মার্কস। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৪শ' ৮০ জন, ২য় স্থান ১শ' ৪৫ জন এবং ৩য় স্থান অধিকার করেছে মাত্র ১ জন। অন্যদিকে বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ হয়েছে আরো ৪ জন। বাকি ৩৮ জন গেছে অকৃতকার্যের তালিকায়।

বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন কলেজের মোঃ সাইফুল আলম। তার পিতার নাম মোঃ তাজাম্মদ হোসেন। মায়ের নাম মারজাহান বেগম। বাবা-মা আর অন্য ৩ ভাই বোন থাকেন লক্ষ্মীপুর। তার বাবা একজন ব্যাংকার। এবার ৮৬৮ নম্বর পেয়ে তিনি প্রথম হয়েছেন। ৩টি বিষয়ে রয়েছে লেটার মার্ক। ৪ ভাই বোনের মধ্যে বড় সাইফুল কলেজের হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনা করেছেন। পরীক্ষার পর থেকে রয়েছেন ঝিগাতলার একটা মেসে। পরীক্ষার আগে দিনে মাত্র ৫/৬ ঘণ্টা পড়াশুনা করেছেন। এর আগে '৯৮ সালে মেট্রিক পরীক্ষায়ও কুমিল্লা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। এছাড়া ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়েছেন। কখনো প্রাইভেট টিউটর কিংবা কোচিং সেন্টারে পড়া হয়নি।

প্রত্যাশার চাইতে ভালো করেছেন ইমতিয়াজ

একই বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হয়েছেন একই কলেজের মোঃ ইমতিয়াজ খান। পিতা রফিকুল ইসলাম খান একজন ব্যাংকার। মা জিন্নাতুন নাহার গৃহিণী। ইমতিয়াজরা ২ ভাই। তিনি বড়। পরীক্ষা দেবার পর প্রত্যাশা ছিলো এক থেকে ১০ম স্থানের মধ্যে থাকবেন। কিন্তু প্রত্যাশার চাইতেও ভালো ফলাফল হওয়ায় কিছুটা অবাক হয়েছি। ইমতিয়াজ বলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই কলেজে গিয়েছিলাম রেজাল্ট জানতে। কিন্তু এটা শুনে বিশ্বাসই হচ্ছে না— এতো ভালো করবো। ৩টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮শ' ৬১। দিনে ৫/৬ ঘন্টা পড়ালেখা করেছেন ইমতিয়াজ। এরপর বিবিএ পড়ার ইচ্ছে আছে।

জামীর প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে

একই কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেছেন মোঃ রেজওয়ানুল হক জামী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮শ' ৪৫। বাবা মোঃ জোব্দুল হক একজন সরকারি চাকুরে। মা দিলরুবা হক গৃহিণী। পরীক্ষার আগে মাত্র ৪/৫ ঘন্টা পড়ালেখা করেছেন তিনি। এর আগে '৯৮-এর এসএসসি পরীক্ষায় তিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৩তম স্থান অধিকার করেছিলেন। জামী বলেন, আমার যা প্রত্যাশা ছিলো, তা পূরণ হয়েছে। ভবিষ্যতে কম্পিউটার ও ব্যবসা সংক্রান্ত পেশায় যুক্ত হবার ইচ্ছে তার। ভালো ফল করার পেছনে বাবা-মা-শিক্ষক ও বন্ধুদের সহযোগিতা রয়েছে। তিনি ছাত্র রাজনীতিকে সমর্থন করেন।

মানব জমিন
২৭ আগস্ট ২০০০

গাইড বই পছন্দ নয় সাইফুলের

যুগান্তর রিপোর্ট

মূল বই থেকে নোট করে রুটিন মাফিক পড়াশোনা করলেই ভাল রেজাল্ট করা যায়। তবে কোন গাইড বই পছন্দ নয় মোহাম্মদ সাইফুল আলমের।

সাইফুল ঢাকা বোর্ডে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র সাইফুল এসএসসি পরীক্ষায়ও কুমিল্লা বোর্ড থেকে একই বিভাগে প্রথম স্থান দখল করেছিল।

লক্ষ্মীপুর জেলার শরীফপুর গ্রামের ব্যাংক কর্মকর্তা তাজাম্মল হোসাইন ও মারজাহান বেগমের ছেলে সাইফুল আলম ৩টি বিষয়ে লেটারসহ ৮৬৮ নম্বর পেয়েছে। সে প্রত্যহ ৫/৬ ঘন্টা পড়াশোনা করত। থাকত কলেজের হোস্টেলে। ইংরেজি, একাউন্টিং ও পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রাইভেট পড়ত। সে ব্যবসা প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে চায়।

দৈনিক যুগান্তর
২৭ আগস্ট ২০০০

ঢাকা বোর্ড : বাণিজ্যে প্রথম

গ্রামাঞ্চলে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চান সাইফুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী সাইফুল আলম ভবিষ্যতে ব্যবসা প্রশাসনে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে চান।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র সাইফুল ইসলাম তিনটি বিষয়ে লেটারসহ ৮৬৮ নম্বর পেয়েছেন। এসএসসিতে তিনি কুমিল্লা বোর্ডে একই বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন।

লক্ষ্মীপুরের সদর থানার শরিফপুর গ্রামের ছেলে সাইফুল হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন। তার বাবা তাজাম্মুল হোসেন লক্ষ্মীপুরে সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে সাইফুল বড়।

সাইফুল মনে করেন, 'গ্রামের ছেলেদের মধ্যেও প্রচুর মেধা আছে। কিন্তু সেটা সবসময় বিকশিত হতে পারে না মূলত আর্থিক কারণে। প্রত্যেকের পক্ষে শহরে এসে লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না। এজন্য গ্রামাঞ্চলেও ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা জরুরি।'

ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান ব্যাচে পড়লেও বাকি সব বিষয়ে নিজে নোট করে পড়েছেন তিনি।

ছাত্র রাজনীতি সাইফুলের অপছন্দ নয়। তবে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়াকেও পছন্দ করেন না তিনি। তার মতে, এ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্ররা সর্বদাই প্রথম কাতারে ছিল। প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও থাকতে হবে। ফলে ছাত্রদের রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে চলবে না।

প্রথম আলো
২৭ আগস্ট ২০০০

Independent 27.8.2000

ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে বাণিজ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী হাস্যোজ্জ্বল তিন বন্ধু– বাঁ থেকে ইমতিয়াজ খান, সাইফুল আলম ও রেজোয়ানুল হক জামী -যুগান্তর

দৈনিক যুগান্তর ২৭ আগস্ট ২০০০

এইচ. এস. সি. পরীক্ষা ২০০০
মেধাতালিকা

বাণিজ্য

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য শাখায় ১ম ঃ মোঃ সাইফুল আলম- ৮৬৮, ঢাকা কমার্স কলেজ। ২য় ঃ মোহাম্মদ ইমতিয়াজ খান, ৮৬১, ঐ। ৩য় ঃ রেজোয়ানুল হক জামি- ৮৪৫, ঐ। ৪র্থ ঃ হোসেইন মোঃ শহিদুল হক- ৮৪২, ঢাকা সিটি কলেজ। ৫ম ঃ নাফিস আহমেদ- ৮৩৬, ঐ। ৬ষ্ঠ ঃ মোঃ মনজুর মোরশেদ- ৮৩৫, ঢাকা কমার্স কলেজ। ৭ম ঃ নাজিয়া শারমিন হাবিব- ৮৩৪, ভিকারুন্নেসা নূন কলেজ। ৮ম ঃ মুহাম্মদ খালেদ মনসুর- ৮৩২, ঢাকা কমার্স কলেজ। ৯ম ঃ আশীষ সাহা- ৮২৭, ঢাকা সিটি কলেজ। ১০ম ঃ ইশরাত জাহান- ৮২৫, ভিকারুন্নেসা নূন কলেজ। ১১তম ঃ নাহিদ আফরোজ- ৮২৪, ঢাকা কমার্স কলেজ। ১২তম ঃ ইসরাত সুলতানা- ৮২৩, ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৩তম (যুগ্মভাবে) ঃ মোঃ মোজাহেদ হোসেইন- ৮২২, ঢাকা কমার্স কলেজ এবং সাজিয়া ফেরদৌস, ঢাকা সিটি কলেজ। ১৪তম (যুগ্মভাবে) ঃ নজরুল ইসলাম- ৮২১, ঢাকা সিটি কলেজ এবং মোঃ তরিকুল ইসলাম, ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৫তম ঃ সাজ্জাদ মুস্তাফা- ৮১৬, ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৬তম ঃ মোঃ রবিউল ইসলাম- ৮০৮, ঢাকা সিটি কলেজ। ১৭তম ঃ মুহাম্মদ সাদ্দাম- ৮০৭, ঐ। ১৮তম ঃ মোসাম্মৎ উম্মিতা আফরোজ- ৮০৬, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ। ১৯তম (যুগ্মভাবে) ঃ মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেইন- ৮০৫, ঢাকা কমার্স কলেজ এবং মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, ঐ। ২০তম ঃ মুশফিকুর রশীদ- ৮০৪, ঐ।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ আগস্ট ২০০০

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ঢাকা কমার্স কলেজের ৩ ছাত্র যথাক্রমে সাইফুল আলম (মাঝে), ইমতিয়াজ খান পার্থ (বামে) এবং রেজওয়ানুল হক জামি (ডানে)

দৈনিক ইনকিলাব ২৭ আগস্ট ২০০০

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন

কমার্স কলেজ

বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। বাস্তব ভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি অল্প সময়ে বেসরকারী এ প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই অনেকের নজরে এসেছে। ১৯৮৯ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে মাত্র ১০/১১ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য তাই সুবিদিত। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষসহ কতিপয় বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় ১৯৭৯ সালে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন ১৯৮৯ সালে বাস্তবরূপ লাভ করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। কিছুদিন লালমাটিয়ায় ও পরে ধানমন্ডির একটি বাসা ভাড়া করে কলেজের প্রাথমিক কার্যশুরু হয়। এরপর ১৯৯৩ সালে সরকার ঢাকা কমার্স কলেজের নামে মীরপুরে সাড়ে তিন বিঘা জমির একটি প্লট বরাদ্দ দেওয়ার পর থেকে কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম চলতে থাকে। তবে কলেজটি প্রতিষ্ঠার মূলে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব যাদের তারা হলেন ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গভর্নিং বডির।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীতে (বাণিজ্য) পাঠদান করা হচ্ছে। ১৯৯৪ -৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। এখানে ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স ও পরিসংখ্যান বিষয়ে সম্মান কোর্স, বিবিএসহ ইংরেজী অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান কোর্স ও হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এমকম পার্ট-১,২ চালু রয়েছে। এই কার্যক্রমের পরই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলোজী (BUBT)-র কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। কলেজের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষার মত। শিক্ষকরা ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত পড়া আদায় করে নেন- ফাঁকি দেবার কোন সুযোগ নেই। এখানকার শিক্ষার অন্যতম শর্ত হলো, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক নিয়মিত উপস্থিতি। নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটোরিয়াল এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। উপস্থিতি ৯০% বাধ্যতামূলক এবং চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ৪০% নম্বর ছাড়া বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অসুস্থাবস্থায় Sick bed-এ পরীক্ষা দিতে হয় অন্যথায় ছাড়পত্র নিতে হয়। কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা নির্ধারিত আসনে বসে। ছাত্র/ছাত্রীরা ও শিক্ষকগণ নির্ধারিত ইউনিফরম ও এপ্রোণ গায়ে দিয়ে ক্লাসে আসে। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি এখানে সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিতর্ক, আবৃত্তি, নাটক ও শিল্পকলা সহ যাবতীয় কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে ছাত্র রাজনীতি ও ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কলেজে কোন ছাত্র সংসদ নেই তবে ছাত্র/ছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধায়নে ছাত্র/ছাত্রী ক
পরিষদ রয়েছে। এর কাজ হলো শিক্ষা সম
সফল কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ-ছ
ছাত্র/ছাত্রীরা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ক্লা
সদস্য হয়ে মেধার পরিস্ফুটন ঘটাতে পা
কলেজের সার্বিক নিয়মের মধ্যে পোশ
পরিচয়পত্র প্রদান ছাড়াও নির্দিষ্ট কারণ
ক্লাশে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, আচার আচর
যাবতীয় কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালিত হ
ঢাকা কমার্স কলেজের প্রায়ো
শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যে প্রতিষ্ঠানটি আজ
অগ্রগতি লাভ করেছে। ১৯৯১ সালের
থেকে পাসের হার ৯৬% থেকে ১০০%
ছাড়াও প্রতিবছর ১ম, ২য়সহ বো
তালিকায় স্থান পাওয়া সাফল্যের আর
বিরাট অংশ। ১৯৯৬ সালে এ শি
প্রতিষ্ঠানটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিস
নির্বাচিত হয়েছে। এ কলেজেরই প্রথম ব্যা
দুইজন ছাত্র/ছাত্রী ইতিমধ্যেই এ কলেজে
শিক্ষকরূপে যোগদান করাও অল্প সম
কলেজটির আরেক সাফল্য। আস্তে আ
কলেজের একাডেমিক ভবন ১ (১১ তলা)
(২০ তলা) প্রশাসনিক ভবন, প্রচার কেন্দ্র
শিক্ষকদের আবাসিক ভবন (১২ তলা)-
নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন অনেকটা এগি
গেছে। ভবনগুলোতে সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্
জেনারেটর-এর ব্যবস্থাসহ ৩টি লিফট
থেকে চালু হতে যাচ্ছে। এছাড়াও কলে

অডিটোরিয়াম, ছাত্রীনিবাস অধ্যক্ষ
উপাধ্যক্ষদ্বয়ের বাসভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন
ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক বিষয়ে কথা
কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নু
ইসলাম ফারুকীর সাথে। যার দীর্ঘদি
সরকারী কলেজে শিক্ষকতার অভিজ্ঞত
কমার্স কলেজের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত
কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপ
শামসুল হুদা। বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব কা
ফারুকী জানালেন- অনেক সমস্যাকে প
কাটিয়ে উঠে অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সা
গভর্নিং বডি শিক্ষক/ শিক্ষিকাসহ কর্মচারী
আন্তরিক প্রচেষ্টাই আজ সাফল্যের মূলে, যা
সরকারী কোন সাহায্য ছাড়াই স্ব অর্থায়
প্রতিষ্ঠিত। সরকারের একার পক্ষে সব ক
করা সম্ভব নয়। রাজনীতি প্রশ্নে তিনি বলে
ছাত্র/ছাত্রীরা রাজনীতি সচেতন হবে এবং ত
অধিকার ও কর্তব্যবোধে সজাগ হবে- ত
প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত হবে ন
পড়াশোনা ও রাজনীতি এক সাথে চলতে পা
না- এই দিক বিবেচনা করে কলেজটি
সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখা হয়েছে।

❑ আতাউর রহমান কা

ঢাকা কমার্স কলেজের
দশম টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

গত ৪ আগস্ট সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজের দশম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি, যুৎসই প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিবছরই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। দশম শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমন্বয়কারী ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান রওনক আরা বেগম। ট্রেনিং প্রোগ্রাম চারটি অধিবেশনে সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ এ,টি,এম শরিফউল্লাহ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিঞা লুৎফর রহমান, উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক) প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, সমন্বয়কারী রওনক আরা বেগম। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী। প্রফেসর শরিফউল্লাহ তাঁর ভাষণে বলেন, গ্লোবাল ভিলেজের প্রতিযোগিতায় টিকতে যোগ্য ছাত্র তৈরি করতে হবে শিক্ষকদেরকেই। তিনি বলেন, শিক্ষা বোর্ড, প্রশাসন, পরীক্ষা কেন্দ্র সর্বত্রই দুর্নীতিতে ভরে গেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনে শিক্ষকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অরাজকতা ও অনৈতিকতা তার কারণ ধর্ম পালন না করা। তিনি বলেন, শীঘ্রই ঢাকা কমার্স কলেজে ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ রিসোর্স সেন্টার চালু করা হবে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে 'সকল শিক্ষক জীবনের সন্ধানে' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান। প্রবন্ধে তিনি বলেন, শিক্ষককে চিরদিনই গবেষণা করে যেতে হবে। লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করা, গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা– এসবই শিক্ষক জীবনের চলমান কার্যক্রম। প্রবন্ধের উপর আলোচনা শেষে বার জন নতুন শিক্ষকের ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাশ ও মূল্যায়ন করা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন সাবেক উপাধ্যক্ষ আবু আহমদ আবদুল্লাহ।

তৃতীয় অধিবেশনে 'পরীক্ষা পদ্ধতি ও হল ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষিত ঢাকা কমার্স কলেজ' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহার উল্যা ভূঁইয়া। প্রবন্ধে তিনি বলেন, শিক্ষকতা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ছাত্র-ছাত্রদেরকে যা পাঠদান করা হল ছাত্র/ছাত্রীরা তা কতটুকু গ্রহণ করল এবং মনোযোগ দিল সেটি মূল্যায়ন করা। প্রবন্ধের উপর উন্মুক্ত আলোচনা শেষে প্রফেসর লুৎফর রহমান 'ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকঃ সম্পর্ক এবং আচরণ' বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ছাত্র-অভিভাবক ও প্রশাসন সমন্বয়ে পরিচালিত একটি ইনষ্টিটিউশন। এ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান।

সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ডঃ মোঃ শাহাদত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

ডঃ শাহাদত আলী বলেন, ছাত্ররা সবচেয়ে বেশী অনুসরণ করে শিক্ষকদের। তাই শিক্ষক কেবল পাঠদানই করাবেন না, ছাত্রদের নৈতিকতা ও মানবিক আচরণ শিখাবেন। ডঃ শফিক সিদ্দিক বলেন, শিক্ষকতা একটি কৌশল। শিক্ষককে নিজে বুঝলেই হবে না, ছাত্রদের ভালভাবে বুঝাতে হবে। ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য শিক্ষকদের পেশায় কমিটমেন্ট থাকতে হবে।

প্রধান অতিথি ডঃ শাহাদত আলী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

সবশেষে নবীন বার জন শিক্ষকের সৌজন্যে নৈশভোজ হয়।

❑ *আলী আজম*

ঢাকা কমার্স কলেজের টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে (বামে) ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ শরিফ উল্লাহকে ফুলের শুভেচ্ছা , ডানে বক্তব্য রাখছেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক। মঞ্চে উপবিষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ডঃ শাহাদত আলী, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমন্বয়কারী রওনক আরা বেগম

ঢাকা কমার্স কলেজের মত দেশের সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে এদেশের ছাত্ররা বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক জব মার্কেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবে

ডঃ ফরাস উদ্দিন

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

সম্প্রতি ঢাকা কমাস কলেজের বিবিএ প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ব্যাচের পরিচিতি অনুষ্ঠান কলেজ গ্যালারীতে ঢাকা কর্মাস কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শফিক আহমদ সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

বিবিএ প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ব্যাচের পরিচিতি অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট (বা থেকে) অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, প্রধান অতিথি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডঃ ফরাস উদ্দিন, কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক ও বিবিএ কোর্স সমন্বয়কারী জাকির হোসেন

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন কলেজের বিভিন্ন ব্যতিক্রমধর্মী কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মত বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে এদেশের ছাত্ররা বিশ্বের যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক চাকরীর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর ও বর্তমান সময়ের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে বলেন, শিক্ষিত লোক বেশী করে পরিশ্রম করলে খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব থাকবে না। আর এই শিক্ষাটা সারা জীবন ধরে গ্রহণ করতে হবে যে, বিশ্ব জোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র।

অধ্যক্ষের ভাষণে প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, আমরা ছাত্রদের তৈরী করি শুধু তাদের নিজেদের স্বার্থে নয়, সমগ্র দেশের জন্য, সমগ্র বিশ্বের জন্য। তিনি বলেন, এখানে রাজনীতি নেই বলে আমরা রাজনীতিতে যে, বিশ্বাস করি না তা নয় বরং রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে নয়, শিক্ষাঙ্গন ত্যাগের পর তারা রাজনীতি করতে পারে। প্রফেসর কাজী ফারুকী আরো বলেন, গত বছর কলেজের একটি অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বলেছিলাম যে, আমরা ছাত্রদের কোর্স ঠিক সময়ে শেষ করে দেব, আপনারাও ঠিক সময়ে পরীক্ষা নিবেন এবং ফলাফল দিবেন। কথামত কাজ হয়েছে। আমরা এ বছরের মাথায় পরীক্ষা সম্পন্ন করেছি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী মাসের মধ্যেই ফলাফল দিবেন।"

সভাপতির ভাষণে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শফিক আহমদ সিদ্দিক ছাত্রদের ভবিষ্যৎ দিকের ঈঙ্গিত করে বলেন, অন্যের উপর নির্ভর করে ছাত্ররা গড়ে উঠুক তা আমি চাইনা। ছাত্ররা নিজেকে গড়ে তুলতে চায়, তাই এই কলেজে কোন দিক পড়াশোনা করলে ছাত্ররা ভাল করবে তা "কাউন্সেলিং এন্ড গাইডেন্স" নামক টিম ওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিবিএ কোর্স কো-অর্ডিনেটর জাকির হোসেন, বিবিত্র কোর্স ডাইরেক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফর রহমান, প্রোগ্রাম প্রফেসর অধ্যাপক আবু সালেহ, বিএ দ্বিতীয় ব্যাচের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদের মধ্যে সৌমিত্র বড়ুয়া এবং ছাত্রীদের মধ্যে রোখসানা জাফর লিমা। ❑

ঢাকা কমার্স কলেজ

গত ১ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজে বি,বি,এ প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ব্যাচের ওরিয়েন্টশন কোর্স উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ডঃ মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। নবীন শিক্ষার্থীদেরকে আগামী শতাব্দীর যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শফিক আহমেদ ছিদ্দিক। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী ও বিবিএ কোর্স কো-অর্ডিনেটর জাকির হোসেন, বিবিএ কোর্স ডাইরেক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফর রহমান, কোর্স কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক জাকির হোসেন, বিবিএ প্রোগ্রাম প্রফেসর আবু সালেহ, নবাগত ছাত্র সৌমিত্র বড়ুয়া ও কলেজ ছাত্রী ফারজানা জাফর লিমা।

দৈনিক দিনকাল
4 July 1999

বহির্জগতের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে, এটা করতে গেলে একজন শিক্ষককে রিসার্চ করতে হবে, কনসালটেন্সী করতে হবে। এটা ঢালাওভাবে বলা যাবে না যে, শিক্ষকরা কনসালটেন্সী করছেন। এসব কিন্তু শিক্ষক নিজের স্বার্থে করেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেও করেন। এজন্য পৃথিবীর সবদেশেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কনসালটেন্সী স্বীকৃত। তবে কথা আছে কেউ যদি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বা মূল কাজ বাদ দিয়ে অতিরিক্ত কনসালটেন্সী নিয়ে মেতে থাকেন তবে সেটা ঠিক নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সেরা অধ্যাপক আছেন তাদের ক্লাসও তত কম দেখেছি। এক্ষেত্রে ক্লাস কম দেবার কারণ হলো বিশ্ববিদ্যালয় চায় তিনি বাইরে কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুনাম বয়ে আনুক। ঐ শিক্ষক বা প্রফেসর বেশী বেশী আর্টিকেল লিখুক। তো আর্টিকেল লিখতে হলে তাঁকে বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, ঐ বিষয়ে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানতে হবে। আমাদের দেশে কিন্তু নিয়ম আছে, যিনি কনসালটেন্সী করবেন তিনি তাঁর অর্জিত আয় থেকে ১০% বিশ্ববিদ্যালয়কে দেবেন। আমরা বললাম, আমাদের এখানে কোন শিক্ষক কি তাঁর আয়ের ১০% দেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেউ কেউ দিচ্ছে।

ডঃ সিদ্দিক বললেন, কনসালটেন্সী তো চাইলেই পাওয়া যায় না। যোগ্য শিক্ষক না হলে কনসালটেন্সী পাবেন না। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কনসালটেন্সীর জন্য যোগ্য শিক্ষক না হলে তো ডাকবে না। সেজন্য সবাই কিন্তু কনসালটেন্সী করতে পারেন না। তবে আগেও বলেছি যে, বাড়াবাড়ি ভাল নয় অর্থাৎ মূল পেশাকে উপেক্ষা করে ফুল টাইম এতে এনগেজড থাকা ঠিক নয়।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠল। বললাম, এই সম্পর্ক আর আগের মত নেই বলে বলা হচ্ছে অর্থাৎ ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে দূরত্ব বাড়ছে। এ ব্যাপারে একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার মতামত কি? ডঃ সিদ্দিক বললেন, আমি বিদেশে দেখেছি একটি ক্লাসে মাত্র ২০/২৫ জন ছাত্র থাকে। ফলে একজন শিক্ষক সকল ছাত্রকে যেমন চিনতে পারেন তেমনি তাদেরকে সময় দিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে দেখা যায় ১০০-১৫০ জন ছাত্র। এত ছাত্রকে চেনা যেমন কষ্টকর তেমনি সবার প্রতি আলাদা মনোযোগ দেয়াও কঠিন।

পরীক্ষায় নকলের বিষয়টি নিয়ে কথা তুললাম। বললাম, ইদানীং কালে নকলের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নকল প্রতিরোধ করা যায় কিভাবে? তিনি বললেন, নকলের প্রবণতা শুধু আমাদের এখানেই নয় বাইরের দেশগুলোতেও আছে। তবে সেখানে শিক্ষকগণ এত কড়াকড়ি করে থাকেন যে, ছাত্ররা নকলের কোন সুযোগ পায় না।

বললাম, তাহলে আপনি বলছেন, নকল প্রতিরোধে শিক্ষকদেরই দায়িত্ব রয়েছে সবচেয়ে বেশী?

ডঃ সিদ্দিক বললেন, শিক্ষকদের মূল দায়িত্ব রয়েছে এটা অস্বীকার করা যায় না তবে এর পাশাপাশি প্রশ্নপত্রের ধরণও পরিবর্তন করতে হবে। ট্রাডিশনাল প্রশ্ন পরিহার করে ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন করতে হবে। এখন শুনি, প্রশ্নপত্র পরীক্ষার হলে বিলি করার সাথে সাথে তা বাইরে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পর উত্তর সহ আবার ফেরত আসে। এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র যদি এমনভাবে করা যায় যে, ছাত্রটিকেই নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তা লিখতে হবে। তাহলে সে কিন্তু নকলের সুযোগ পাবে না। বাইরে থেকেও ঐভাবে আর নকল সরবরাহ হবে না।

ডঃ শফিক সিদ্দিক সম্প্রতি ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। এ কলেজকে ঘিরে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলাম। তিনি একটু ভূমিকা টেনে বললেন, সত্যি কথা বলতে কি আমি কিন্তু প্রথমে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হতে চাইনি। আমার শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি আসলে নতুন কোন দায়িত্বে জড়াতে চাইছিলামনা। কিন্তু ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি ও এই কলেজের সাবেক চেয়ারম্যান, কলেজটির বেশ প্রশংসা করে আমাকে এ দায়িত্ব নেবার জন্য বললেন। তখন আমি শর্ত দিলাম যে, কলেজটি আগে আমি দেখব। একদিন হুট করে কলেজে চলে এলাম। তখন ক্লাস চলছিল। আমি এসে তো অবাক। আমি যখন ঘুরে ঘুরে ক্যাম্পাস দেখছিলাম তখন করিডোরে বা ক্লাসের বাইরে কোথাও একটি ছাত্রকেও দেখিনি। খেয়াল করে দেখলাম দেয়ালে কোন লেখা অথবা পোষ্টার নেই। পরে জেনেছিলাম কলেজটি ধূমপানমুক্ত ও রাজনীতিমুক্ত। এজিনিষগুলো আমাকে মুগ্ধ করে। আমি তখন ভাবলাম, এরকম একটি কলেজের সাথে নিজেকে জড়াতে পারলে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করব। আর সেই চিন্তা থেকে আমার এ দায়িত্ব নেয়া। কলেজের গভর্ণিং বডির ইচ্ছা কলেজটিকে বাণিজ্য শিক্ষার একটি উচ্চ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা। আমরা এখন এটাকে সে পর্যায়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি।

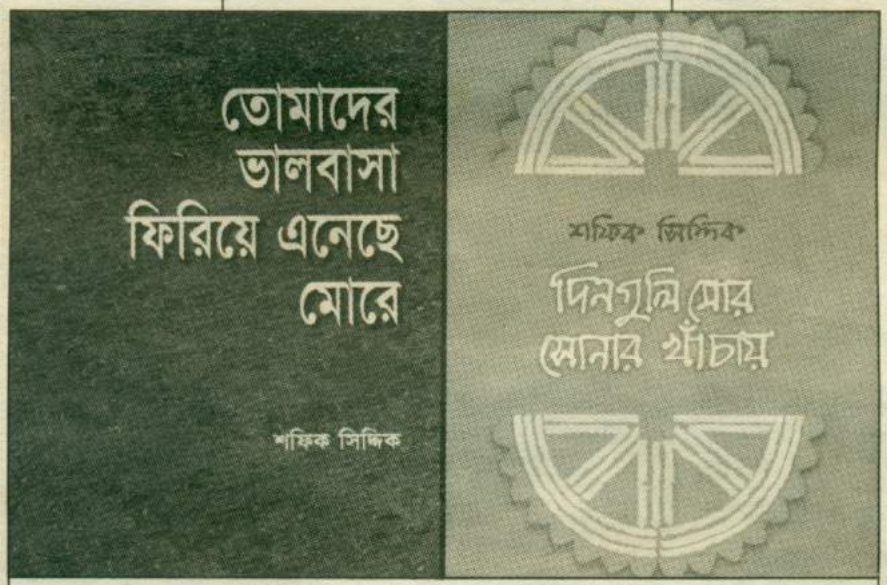

ডঃ শফিক সিদ্দিক-এর গ্রন্থ দুটি সর্বমহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে এলাম এবার। বললাম, আপনি তো মূলত একজন শিক্ষক। একজন শিক্ষক হিসেবে কিসে আপনার তৃপ্তি? ডঃ সিদ্দিক বললেন, শারিরীক অসুস্থতার কারণে আমি এখন ছাত্রদের পড়াতে পারি না। কিন্তু আমি সবসময় ছাত্রদেরকে পড়াতে সবচেয়ে বেশী তৃপ্তিবোধ করি।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে বললাম, ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ দিন। ডঃ শফিক সিদ্দিক বললেন, জগৎ দ্রুত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ছাত্রদের নিজেদেরকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হবে। অন্যদিকে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রদের সামনে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এখন তারা একটি স্বাধীন ভূখন্ডের ছাত্র। স্বাধীন ভূখন্ডের নাগরিক হিসেবে প্রাপ্ত সকল সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। নতুন প্রযুক্তি যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহার করে তাদের জ্ঞান কে যুগপোযোগী করে তুলতে হবে। লেখাপড়ার মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ছাত্রদেরকে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম, খেলাধুলা, সাহিত্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। লেখাপড়া করার পাশাপাশি ছাত্রদের অবশ্যই এইসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। ❑

আমাদেরও সমর্থন আছে। এ ব্যাপারে আমরা একটি সম্পাদকীয়ও লিখেছিলাম যেখানে সামান্য ছাত্র বেতন বৃদ্ধিকে সমর্থন করা হয়েছিল।

ডঃ সিদ্দিক আবার বলা শুরু করলেন- দুনিয়ার সব কিছু বাড়ছে, তাহলে আপনি ছাত্রবেতনকে স্থির রাখবেন কেন? সেজন্য আমি যেটা মনে করি তাহচ্ছে, সমাজের অন্যান্য ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছাত্র বেতনও বাড়ানো উচিত, একই সাথে মেধাবী ও গরীব ছাত্রদের জন্য প্রচুর স্কলারশীপের ব্যবস্থা করা উচিত।

এরপর '৭৩ এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ নিয়ে কথা তুললাম। বললাম, '৭৩ এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সময়ের প্রেক্ষিতে সংশোধন, পরিমার্জন বা সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করেছেন–এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন? ডঃ শফিক সিদ্দিক বললেন, আমি মনে করি অধ্যাদেশ ঠিকই আছে। '৭৩-এর অধ্যাদেশে শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা দেয়ার জন্য প্রচুর স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এখন ধরুন আপনাকে একটি লাঠি দেয়া হলো, তো এই লাঠি দিয়ে আপনি সাপও মারতে পারেন, আবার অপরের মাথায় আঘাতও করতে পারেন। এই অধ্যাদেশ জারির আগে শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অত্যাচারিত হতেন। তখন বিভাগীয় প্রধান, ডীন কিংবা ভাইস চ্যান্সেলরের ইচ্ছা অনিচ্ছায় অনেক শিক্ষককে ভোগান্তির শিকার হতে হত। এধরনের পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক অধ্যাদেশ চেয়েছিলাম। এ প্রেক্ষিতে '৭৩ এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হয়। এটা যখন কার্যকরী হয় তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি দেখেছি, আমরা তখন অনেক মুক্ত পরিবেশে কাজ করতে পেরেছি। তবে এখন কোন কোন ক্ষেত্রে এটার অপব্যবহার হচ্ছে। এক্ষেত্রে অধ্যাদেশের মূল কনসেপ্ট ঠিক রেখে ছোটখাট পরিমার্জন করা যায়। এ অধ্যাদেশের মূল কনসেপ্ট কি ছিল? কনসেপ্ট ছিল যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেন স্বাধীনভাবে জ্ঞান চর্চার এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ পান। তাদেরকে যাতে সরকারী দলের তোয়াজ করতে না হয়, বিভাগীয় প্রধানের বা ডীনের বা ভিসির ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার না হতে হয়। সেজন্য এ অধ্যাদেশ করা হয়েছিল। এখন যদি কোন পরিমার্জন করা বা সংশোধন আনতে হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতামত নিয়ে তা করা উচিত। যেহেতু এটা তাদের ইচ্ছাতেই হয়েছিল।

এ সময় প্রফেসর সালেহ আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নেন। তিনি বললেন, আমি

স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একজন হেড মাষ্টার, প্রিন্সিপাল কিংবা ভাইস চ্যান্সেলরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা হচ্ছেন কান্ডারী। তাঁদের সততা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, দক্ষতার উপর নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠানটির ভালো চলা না চলা। দেশের যতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুনামের সাথে চলছে খোঁজ নিয়ে দেখবেন সেখানে প্রতিষ্ঠান প্রধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এটা কিন্তু পরীক্ষিত।

নিজের জন্মদিনে বাসায় আগত পারিবারিক স্বজনদের সাথে এক আনন্দঘন মুহূর্তে ডঃ শফিক সিদ্দিক

ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিক্ষকের সাথে আলাপ করেছি, তারাও চাচ্ছেন এ অধ্যাদেশটার সংশোধন করা হোক- এ কারণে যে, ২৫ বছর আগে যে অবজেকটিভ নিয়ে এটা করা হয়েছিল আমরা কেন জানি তা থেকে দূরে সরে এসেছি। সেজন্য দূরে সরে যাওয়াটাকে রোধ করার জন্য এর কিছুটা সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

ডঃ শফিক সিদ্দিককে বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অতিমাত্রায় আভ্যন্তরীন বিভিন্ন নির্বাচন, প্রজেক্ট-কনসালটেন্সীতে জড়িত হয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে-একজন শিক্ষক হিসেবে এ সম্পর্কে বলবেন কি? তিনি বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে যারা শিক্ষক হতেন তাদের তুলনায় বর্তমান শিক্ষকরা কোন অংশেই কম মেধাবী নন। বরং আগে দেখেছি মেধাবী ছাত্ররা সিভিল সার্ভিসে চলে যেত কিন্তু এখন যারা শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করে তারা পরীক্ষায় ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড স্থান প্রাপ্ত। সেজন্য আমি কখনই স্বীকার করব না যে, আগের শিক্ষকরা মেধাবী ছিলেন, কিন্তু এখনকার শিক্ষকরা মেধাবী নন। আমি মনে করি বর্তমান শিক্ষকরা আরো মেধাবী। আমি যখন শিক্ষক ছিলাম, আর এখন যারা শিক্ষক, আমি তো মনে করি এরা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানে। কারণ তার জানার অনেক সুযোগ রয়েছে, যেটা আমরা পাইনি।

শিক্ষকদের কন-সালটেন্সীর কথা বলেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কনসালটেন্সী করে কেন? করে আসলে বাধ্য হয়ে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের যে বেতন তা দিয়ে একটি শিক্ষক পরিবারের জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা খুবই কষ্টকর। একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সব ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকদের কনসালটেন্সী বা বাইরে কাজ করার অনুমতি রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষকরা যে জ্ঞান আহরণ করেন তা ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু শুধু সিলেবাস অনুসরণ, বই অনুসরণ করে পড়ানোর নিয়ম নেই। ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের কিন্তু দুটি দায়িত্ব। শিক্ষকতা করা আর রিসার্চ করা। কলেজের শিক্ষকদের রিসার্চ করার বাধ্যবাধকতা নেই, তারা ইচ্ছে করলে করতেও পারেন, আবার নাও করতে পারেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রিসার্চ করবেন এটা সর্বজন স্বীকৃত। কনসালটেন্সী কিন্তু রিসার্চ কাজে সহায়তা করে, এর সুফল জাতি যেমন পায়, ছাত্ররাও তেমন পায়। শুধু বই নিয়ে থাকলে তো চলবে না,

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন এবং অন্যান্য ফি মাসে গড়ে ৫০/৬০ টাকার মত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই নিয়ে ছাত্ররা হৈ চৈ, ধর্মঘট পর্যন্ত ডেকেছিল। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন এক বোতল কোকাকোলার দাম ছিল আট আনা, আর সে সময় আমরা ছাত্র বেতন দিতাম মাসে ১০ টাকা। আর আজ কোকাকোলার দাম হয়েছে ১০ টাকা। কিন্তু ছাত্রবেতন রয়ে গেছে সেই ১০ টাকাতে। কোকাকোলা এখানে একটা উদাহরণ। প্রত্যেকটি জিনিষের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি বর্ধিত মূল্যে সব কিছু কিনছেন অর্থাৎ ঐ বর্ধিত মূল্য আপনি সহ্য করে নিয়েছেন অথচ বেতন সামান্য বাড়লে তা সহ্য করবেন না কেন?

ইংল্যান্ডের কথা বলছি-সেখানে ছাত্র সংসদ এমনভাবে চলে যাতে তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক ও যোগ্য নেতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। এখানে ছাত্র সংসদ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এখানে ছাত্র সংসদ স্পোর্টস সেন্টার থেকে শুরু করে, ক্যাফেটেরিয়া, বিভিন্ন ক্লাব, ছাত্র কল্যাণ পরিষদ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন তাদের সকলকে পরিচালনা করার দায়িত্ব ছাত্র সংসদের। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট প্রস্তুত থেকে শুরু করে সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় ছাত্র সংসদ দ্বারা। এটার মধ্য দিয়ে ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য একটি সুন্দর দিক নির্দেশনা ও শিক্ষা পেয়ে থাকে।

ছাত্র সংসদের। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট প্রস্তুত থেকে শুরু করে সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় ছাত্র সংসদ দ্বারা। এটার মধ্য দিয়ে ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য একটি সুন্দর দিক নির্দেশনা ও শিক্ষা পেয়ে থাকে। ছাত্র সংসদের যে বাজেট হয় সেটাও হয় পার্লামেন্টের মতো এক বিতর্কের মাধ্যমে। ছাত্র সংসদের বাজেট অনুমোদনের দিন সকল ছাত্র উপস্থিত থাকে। কোন্ খাতে কত টাকা দিবে, কেন দিবে এসব নিয়ে সাধারণ ছাত্ররাও প্রশ্ন তুলতে পারে। যেমন ধরুন ক্রীড়া সম্পাদক তাঁর ক্রীড়ার জন্যে বাজেট পেশ করবে, আপ্যায়ন সম্পাদক তার ক্যান্টিনের জন্য বাজেট পেশ করবে তখন সাধারণ ছাত্ররা এর পক্ষে-বিপক্ষে আর্গুমেন্ট দিবে। এভাবে অন্যান্য সম্পাদকরাও তাদের বাজেট পেশ করবে। সেখানে ছাত্র সংসদের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত থাকে। এই বাজেট অধিবেশন এতো চমৎকার হয় যে, মনে হয় তারা কোন পার্লামেন্ট পরিচালনা করছে। বাজেট অধিবেশনে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে বাজেট পাশ করা হয়।

এই যে ছাত্র সংসদের কথা বললাম, আমাদের দেশের ছাত্রসংসদের সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে আমাদের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আগে ছাত্রনেতারা ভোটের জন্য সাধারণ ছাত্রদের কাছে আসে। এরপর ভোট হয়ে গেলে তাদেরকে আর ক্যাম্পাসেই দেখা যায় না। তখন ছাত্ররা তাদের পিছে পিছে ঘোরে। বিদেশে ছাত্র সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আমাদের এখানেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় কিন্তু নির্বাচনের পর নির্বাচিত কর্মকর্তাদের আচার-আচরণ, সংসদ পরিচালনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় না।

ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রসংসদের আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে-ছাত্র সংসদের যারা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়, ধরুন সভাপতি, তিনি প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে একটি শিক্ষা বছরের ক্লাশ বিরতি দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে পারেন। এর জন্য তিনি বেতন পাবেন। এরপর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় ছাত্র হিসেবে তার শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারবেন। এতে যে সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে প্রথমত ছাত্রনেতৃবৃন্দকে অর্থের জন্য অন্য উৎসের খোঁজে থাকতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ সে মনোযোগ সহকারে ছাত্র সংসদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

সেখানে আমি আরেকটি বিষয় দেখেছি তাহচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র অঙ্গ সংগঠন আছে কিন্তু সেসব ছাত্র সংগঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। যেমন ধরুন-লেবার পার্টির একটি ছাত্র শাখা আছে। তো ঐ ছাত্রশাখা শুধুমাত্র লেবার পার্টির নীতিটা অনুসরণ করে। কিন্তু দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় কখনো সরাসরি ছাত্র সংগঠনগুলি মূল দলের লেজুড়বৃত্তি করে না। অপর দিকে রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের কর্তৃত্ব এই ছাত্রসংগঠন গুলির উপর ফলাতে চায় না।

আমি ৮ বছর সেখানকার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিলাম, বহুবার নির্বাচন দেখেছি, কিন্তু কোন নির্বাচনে একটি মিছিল, শ্লোগান, পোষ্টার লাগানো, ইত্যাদি দেখিনি। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। সেখানে নির্বাচনে কোন প্রার্থী নিজে

তিউনেশিয়ায় পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এর সাথে (পিছনে দাঁড়িয়ে বা থেকে) ডঃ শফিক সিদ্দিক, শেখ হাসিনার পুত্র জয়, (সামনে বসা বা থেকে), শেখ হাসিনার কন্যা পুতুল, ইয়াসির আরাফাত ও তার কোলে সিদ্দিক দম্পত্তির পুত্র ববি এবং ডানে শেখ রেহেনা

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে যারা শিক্ষক হতেন তাদের তুলনায় বর্তমান শিক্ষকরা কোন অংশেই কম মেধাবী নন। বরং আগে দেখেছি মেধাবী ছাত্ররা সিভিল সার্ভিসে চলে যেত কিন্তু এখন যারা শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করে তারা পরীক্ষায় ফার্ষ্ট, সেকেন্ড, থার্ড স্থান প্রাপ্ত। সেজন্য আমি কখনই স্বীকার করব না যে, আগের শিক্ষকরা মেধাবী ছিলেন, কিন্তু এখনকার শিক্ষকরা মেধাবী নন। আমি মনে করি বর্তমান শিক্ষকরা আরো মেধাবী। আমি যখন শিক্ষক ছিলাম, আর এখন যারা শিক্ষক, আমি তো মনে করি এরা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানে। কারণ তার জানার অনেক সুযোগ রয়েছে, যেটা আমরা পাইনি।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
ফেব্রুয়ারি ৯৯ (২)

গিয়ে অথবা তার প্রতিনিধি যেয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারতো। সেখানে নির্বাচনে নিয়ম হলো প্রার্থী লিফলেট দিতে পারে, রুমে রুমে যেতে পারে। নির্দিষ্ট জায়গায় পোষ্টার প্রদর্শন করতে পারে। একবার একজন প্রার্থী নিয়ম ভঙ্গ করে তার হলের দরজায় একটি পোষ্টার লাগিয়েছিল তাকে ভোট দেবার জন্য। সে কেন এভাবে ভোট চাইল একারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার নমিনেশন বাতিল করে দেয়। সেখানে নির্বাচন বিধি খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়।

আরেকটি বিষয় সেখানে দেখেছি, ওখানে ছাত্রদের এক সমন্বিত ইউনিয়ন আছে যার নাম 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর ষ্টুডেন্ট।' যেটা এপেক্স বডি হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে এটা গঠিত। এটা ছাত্রদের সেন্ট্রাল বডি। আমাদের এখানে যেমন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির সংগঠন রয়েছে- এফবিবিসিআই। এই সংগঠন ব্যবসায়ীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখে থাকে তেমনি ওখানে ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর ষ্টুডেন্ট-এরকম সেন্ট্রাল ষ্টুডেন্ট ফেডারেশন হিসেবে কাজ করে। এ সংগঠন সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া, তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

আমি মনে করি, আমাদের এখানেও ছাত্রদের এমন একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকা উচিত। আমাদের দেশে আমরা দেখেছি যে, ব্যবসায়ীদের সমন্বিত সংগঠন আছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন রয়েছে, দেশের স্কুল কলেজগুলোর শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন রয়েছে। কিন্তু ছাত্রদের কোন সংগঠন নেই। কোন এপেক্স বডি নেই। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং অন্যান্য নির্বাচিত সংসদের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই এপেক্স বডি গঠন করা যেতে পারে। এই সংগঠন ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন-বৃত্তি, বাসস্থান, বেতন ইত্যাদি বিষয়ে সমাধানের চেষ্টা চালাতে পারে। এ সংগঠন কিন্তু কোন বিশেষ ছাত্র সংগঠনের স্বার্থ দেখবে না, তারা এদেশের ছাত্র সমাজের স্বার্থ দেখবে।

ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক ছাত্রদের রাজনীতি করা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে চমৎকার দিক নির্দেশনা দিলেন। ছাত্রসংসদের বিষয়ে বিস্তারিত বলার পর ডঃ সিদ্দিককে বললাম, আমাদের দেশে শিক্ষকদের বৃহৎ অংশ জাতীয় রাজনীতি, আভ্যন্তরীন রাজনীতি, গ্রুপিং, কোন্দলে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এতে শিক্ষাঙ্গনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে-একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে এ বিষয়ে বলবেন কি?

ডঃ সিদ্দিক বললেন, শিক্ষকদের দলাদলি আমার মনে হয় একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং থাকতে পারে, তাদের মধ্যে সাদা, নীল, গোলাপী দলও থাকতে পারে তবে সেটা শিক্ষকদের মধ্যেই থাকতে হবে। কোনভাবেই ছাত্রদেরকে এই দলাদলির মধ্যে আনা উচিৎ হবে না। কারণ শিক্ষকদের রাজনৈতিক বিশ্বাস অথবা গ্রুপিং এ ছাত্রদের অংশগ্রহণ শিক্ষাগ্রহণের আইন-শৃংখলা ও নৈতিকতা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এর কিছু কিছু প্রমাণ আমরা অতীতে পেয়েছি।

আলোচনা এবার ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলো। বললাম, উচ্চ শিক্ষা সীমিত না উন্মুক্ত এরকম একটি বিতর্ক বর্তমানে চলছে—এ সম্পর্কে বলবেন কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার তুখোড় বিতার্কিক (এ সময় প্রফেসর সালেহ জানালেন, ডঃ সিদ্দিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটে বরাবরই চ্যাম্পিয়ন হতেন, এজন্য তারা তাঁকে ঈর্ষাও করতেন) ডঃ শফিক সিদ্দিক বললেন, উচ্চ শিক্ষা কোন দেশেই উন্মুক্ত নয়। উচ্চ শিক্ষা আবার সীমিতও নয়, এ অর্থে যারা যোগ্য বা মেধাবী তারা শুধু উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও বলব, উচ্চ শিক্ষা অবশ্যই উন্মুক্ত থাকবে তবে মেধাবীদের জন্য।

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই, সেটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলেন বা গণতান্ত্রিক দেশ বলেন কোথাও উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতনের কথা এসে যায়। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন এবং অন্যান্য ফি, মাসে গড়ে ৫০/৬০ টাকার মত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই নিয়ে ছাত্ররা হৈ চৈ, ধর্মঘট পর্যন্ত ডেকেছিল। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন এক বোতল কোকাকোলার দাম ছিল আট আনা, আর সে সময় আমরা ছাত্র বেতন দিতাম মাসে ১০ টাকা। আর আজ কোকাকোলার দাম হয়েছে ১০ টাকা। কিন্তু ছাত্রবেতন রয়ে গেছে সেই ১০ টাকাতে। কোকাকোলা এখানে একটা উদাহরণ। প্রত্যেকটি জিনিষের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি বর্ধিত মূল্যে সব কিছু কিনছেন অর্থাৎ ঐ বর্ধিত মূল্য আপনি সহ্য করে নিয়েছেন অথচ বেতন সামান্য বাড়লে তা সহ্য করবেন না কেন?

ছাত্র বেতন সামান্য বৃদ্ধি আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বেতন মওকুফ করে দেয়া যায়। যাতে বর্ধিত বেতন তাদের জন্য কোন বোঝা হয়ে না পড়ে।

প্রসঙ্গক্রমে ডঃ সিদ্দিক বললেন, আমাদের সময় হলে প্রতি মাসে খরচ পড়ত ১৫০/২০০ টাকা। তো এখন কত পড়ে? পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন তিনি। তাঁকে বললাম, ন্যূনতম ১৫০০ টাকা। তখন তিনি বললেন, আপনার হলে থাকার খরচও বেড়ে গেছে ৮/১০ গুণ, তবে বেতন বাড়াবেন না কেন? ডঃ সিদ্দিক-এর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক টুকরো হাসি দিয়েই বুঝিয়ে দিলাম বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে

'৭৩-এর অধ্যাদেশে শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা দেয়ার জন্য প্রচুর স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এখন ধরুন আপনাকে একটি লাঠি দেয়া হলো, তো এই লাঠি দিয়ে আপনি সাপও মারতে পারেন, আবার অপরের মাথায় আঘাতও করতে পারেন। এই অধ্যাদেশ জারির আগে শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অত্যাচারিত হতেন। তখন বিভাগীয় প্রধান, ডীন কিংবা ভাইস চ্যান্সেলরের ইচ্ছা অনিচ্ছায় অনেক শিক্ষককে ভোগান্তির শিকার হতে হত। এধরনের পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক অধ্যাদেশ চেয়েছিলাম। এ প্রেক্ষিতে '৭৩ এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হয়। এটা যখন কার্যকরী হয় তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি দেখেছি, আমরা তখন অনেক মুক্ত পরিবেশে কাজ করতে পেরেছি। তবে এখন কোন কোন ক্ষেত্রে এটার অপব্যবহার হচ্ছে। এক্ষেত্রে অধ্যাদেশের মূল কনসেপ্ট ঠিক রেখে ছোটখাট পরিমার্জন করা যায়।

ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন ঈদের দিনে ডঃ সিদ্দিকের বাসায় আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে স্বপরিবারে ডঃ শফিক সিদ্দিক

ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিক এর জীবন-বৃত্তান্ত

১৯৫০ সালে ডঃ শফিক আহমদ সিদ্দিক ঢাকাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোঃ আবু সিদ্দিক সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। মা সামসুন নাহার সিদ্দিক। ডঃ সিদ্দিক-এর ২ ভাই ১ বোন। ভাই-বোনদের মাঝে তিনি দ্বিতীয়।

বাবা সরকারী চাকুরী করতেন বলে জনাব শফিক সিদ্দিক-এর শৈশব, কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। তিনি ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। মানুষকে জানার, চেনার তার সুযোগ হয়েছে। পরিচিত হয়েছেন তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে। জনাব সিদ্দিক ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম মুসলিম হাইস্কুল থেকে এসএসসি ও ১৯৬৮ সালে পটুয়াখালী কলেজ হতে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগ হতে অনার্স ও এম কম ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি চৌকষ ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম ছিল।

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাজ্যে যান। সেখানে সাউথ হ্যাম্পটন ভার্সিটি হতে ১৯৭৭ সালে এমএসসি এবং ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি হতে ১৯৮৫ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। পিএইচডি করার সময় তিনি ইংল্যান্ডের ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি, সিটি কলেজ, অক্সফোর্ড কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৮৬ সালে তিনি দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে পুনরায় শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত অবস্থায় লিয়েনে ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে শিক্ষকতা করাকালীন সময়ে ১৯৯১ সালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর থেকে শিক্ষকতা পেশা হতে দূরে আছেন, তথাপি তিনি নিজেকে এখনও একজন শিক্ষক হিসেবে ভাবেন এবং এ পরিচয়ে তৃপ্তিবোধ করেন। বর্তমানে তিনি কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এ্যাডভাইজার এবং কনসালটেন্ট হিসাবে জড়িত আছেন। ১৯৭৭ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহেনার সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পত্তির ১ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তান রয়েছে। সবাই অধ্যয়নরত। ডঃ সিদ্দিক বঙ্গবন্ধু ট্রাষ্টের জেনারেল সেক্রেটারী সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। ডঃ শফিক ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও আহমদ সিদ্দিক, একজন লেখকও। এ যাবত তাঁর দুটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ দুটির নাম- তোমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে এনেছে মোরে এবং দিনগুলো মোর সোনার খাঁচায়। ডঃ সিদ্দিকের অবসর কাটে গান শুনে, টিভি দেখে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে অবসর কাটানোটাও তাঁর খুব প্রিয়।

চৌধুরীর কিছু সুপারিশের আলোকে বলছি– হলগুলোতে ছাত্র ভর্তি করা উচিত অনুষদভিত্তিক। এই হলের প্রভোষ্ট, হাউস টিউটর থাকবেন এই অনুষদের শিক্ষকরা। আমার শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, ছাত্ররা আজও বিভাগীয় অথবা অনুষদীয় শিক্ষকদের অবাধ্য হয় না। সে জন্য তারা যখন দেখবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে যেখানে তাদের থাকতে হবে সেখানকার প্রভোষ্ট, হাউজ টিউটরগণ তাদেরই বিভাগের অথবা অনুষদের শিক্ষক, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। অন্যদিকে এতে করে বিভাগ অথবা অনুষদের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে।

এমন সময় আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন ডঃ সিদ্দিক এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর সালেহ। প্রফেসর সালেহ ডঃ সিদ্দিক-এর বক্তব্যের সমর্থন করে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বললেন। ডঃ সালেহ বলেন, একবার ক্যাম্পাসে দুটি ছাত্রসংগঠনের মাঝে বন্দুক যুদ্ধ চলছে। এক পক্ষ সূর্যসেন হলে, অপর পক্ষ মহসীন হলে অবস্থান নিয়ে গোলাগুলি করছে। আমি তখন রেজিষ্ট্রার ভবনের উত্তর গেটে আটকা পড়েছি। এমন সময় দেখলাম, আমার বিভাগের এক ছাত্র ষ্টেনগান হাতে লুঙ্গীপরা অবস্থায় সূর্যসেন থেকে বেরিয়ে মহসীন হলের দিকে যাচ্ছে। আমি দেখামাত্র এ গোলাগুলির মধ্যেও রেজিষ্ট্রার ভবন থেকে বেরিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়ালাম। সে আমাকে দেখা মাত্র দ্রুত তার ষ্টেনগানটি পিছন দিক লুকাবার চেষ্টা করল। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছ তুমি? সে বলল, স্যার আমাদের সংগঠনের ছাত্রদের উপর আক্রমণ হয়েছে। আমি বললাম, সেটা দেখার জন্য পুলিশ আছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আছে। যাও, তুমি হলে ফিরে যাও। আমি বলার পর সে কোন বাক্য ব্যয় না করে হলে ফিরে গেল। তো এরকম আরো ঘটনা আছে। সেজন্য বলব ডঃ সিদ্দিক যে কথা বলছিলেন , হল গুলোতে অনুষদ ভিত্তিক ছাত্র ভর্তির কথা-এটা করা গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস অনেকাংশেই কিন্তু কমানো যাবে। ডঃ শফিক সিদ্দিকও তাঁর সমর্থন জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

ডঃ শফিক আহমদ সিদ্দিক ঘুরেছেন বহু দেশ-বিদেশ। তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার হয়েছে সমৃদ্ধ। শুধু ঘোরাই নয়, তিনি বিদেশে ছাত্র হিসেবেও কাটিয়েছেন বেশ ক'বছর। আবার শিক্ষক হিসেবেও কাটিয়েছেন অনেকটা সময়। ফলে বিদেশের অনেক শিক্ষাঙ্গনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তো এ কারণে তাঁর কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল যে, আপনি তো বহু দেশ ঘুরেছেন, আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে বলবেন কি–আমাদের শিক্ষাঙ্গনের সাথে সেখানকার শিক্ষাঙ্গনের পার্থক্য কিরূপ?

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সিদ্দিক বললেন, আমি এখানে মেইনলি দুটি দেশের কথা বলব। একটি উন্নত দেশ–ইংল্যান্ডের কথা, অন্যটি উন্নয়নশীল দেশ ব্রুনাইয়ের কথা। এ দু'দেশেই আমি শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি। এরমধ্যে ইংল্যান্ডে আমি ছাত্র হিসেবেও কাটিয়েছি। আমাদের এখানকার শিক্ষাঙ্গনের সাথে সেখানকার পার্থক্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসবে ছাত্র রাজনীতির কথা। ইংল্যান্ডের কথা বলছি–সেখানে ছাত্র সংসদ এমনভাবে চলে যাতে তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক ও যোগ্য নেতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। এখানে ছাত্র সংসদ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এখানে ছাত্র সংসদ স্পোর্টস সেন্টার থেকে শুরু করে, ক্যাফেটেরিয়া, বিভিন্ন ক্লাব, ছাত্র কল্যাণ পরিষদ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন তাদের সকলকে পরিচালনা করার দায়িত্ব

ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি হতে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভের পর গাউন পরিহিত ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিক, প্রফেসর ম্যালকম ওয়ার্নার এবং শেখ রেহানা সিদ্দিক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র কাউন্সিল আমাদের দেশে থাকা উচিত

আমাদের দেশে শিক্ষকদের কল্যাণে ফেডারেশন আছে, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ফেডারেশন আছে, কিন্তু ছাত্র সমাজের স্বার্থ দেখার জন্য কোন ছাত্র ফেডারেশন নেই

ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিক

চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা কমার্স কলেজ

মনে প্রাণে তিনি এখনও নিজেকে শিক্ষক ব্যক্তিত্ব মনে করেন। শিক্ষক পরিচয়ে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তেমনি ছাত্রদের পড়ানোর মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী তৃপ্তিবোধ করেন। যদিও শারিরীক অসুস্থতার জন্য তিনি এখন শিক্ষকতা পেশা থেকে দূরে আছেন তবে মনের দিক থেকে নয়। কোন ছাত্র বা কোন শিক্ষক সহকর্মী পেলে কিংবা কোন শিক্ষাঙ্গনে গেলে তিনি যেন নিজেকে ফিরে পান, তাঁর মনে হয় এটাই তার আপন নীড়। তিনি প্রাণ ফিরে পান। আশাবাদী এই মানুষটি শিক্ষাঙ্গনের দুঃসংবাদে ভীষণ পীড়িত হন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রিয় পাঠক, আজকের এই ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিক, বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও কয়েকটি বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এ্যাডভাইজর এবং কনসালটেন্ট হিসেবে জড়িত আছেন। কিন্তু আপাদমস্তক তিনি একজন শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ইংল্যান্ড ও ব্রুনাই-এর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন। জীবনে সঞ্চয় করেছেন ব্যাপক অভিজ্ঞতা, সমৃদ্ধ করেছেন জ্ঞানের ভান্ডার।

পৌষের এক সন্ধ্যায় আমরা তাঁর মুখোমুখি হই। সুদর্শন এই ব্যক্তিত্বের মুখে সরল একটা হাসি যেন সব সময় লেগে থাকে। শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের কথা শুনে তাঁর চোখে-মুখে এক উচ্ছলতা জ্বলে উঠতে দেখলাম। যদিও তিনি প্রচন্ড ব্যস্ত মানুষ, তবুও সকল ব্যস্ততা উপেক্ষা করে তিনি মেতে উঠলেন আমাদের সাথে এক দীর্ঘ আলোচনায়, মিশে গেলেন একাত্ম হয়ে। মনে হলো এটাই তার জগৎ, এটাই তার ঠিকানা।

শিক্ষাঙ্গন নিয়ে আলাপের শুরুতেই ডঃ সিদ্দিক বললেন, আমি নৈরাশ্যবাদী নই, আশাবাদী মানুষ। আশাবাদী হবোই বা না কেন? লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন আমাদের দেশে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ বেসরকারী পর্যায়ে খুব ভালো চলছে। যেখানে সন্ত্রাস নেই, চাঁদাবাজী নেই, টেন্ডারবাজী নেই। সুষ্ঠ পরিবেশে লেখাপড়া হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীরাও চমৎকার ফলাফল করছে। এই যেমন ঢাকা কমার্স কলেজের কথাই ধরুন, এরকম আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে–যেমন ভিকারুননেসানুন, ঢাকা সিটি কলেজ, সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ, নটরডেম কলেজ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি। এতে আমার একটা বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, এসব প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে চললে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো চলবে না কেন? প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে সাগরে অবস্থানরত একটি জাহাজ কূলে ভিড়তে পারবে কি পারবে না তা অনেকাংশেই নির্ভর করে নাবিকের দক্ষতার উপর। তেমনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো চলবে কি চলবে না সেটা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের উপর, অর্থাৎ যিনি কান্ডারী। কান্ডারী যদি সৎ, নীতিবান, নিরপেক্ষ, দৃঢ়চেতা হন তাহলে সে প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ভালো চলবে। যদি ছাত্ররা জানে কর্তৃপক্ষ নীতিবান নয়, নিরপেক্ষ নয় তবে তারা কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা তেমন মানবে না। এ প্রেক্ষিতে আবারও ঢাকা কমার্স কলেজের প্রেক্ষাপট টেনে বলছি-আমাদের এখানে সকাল ৮টার পর কলেজের গেট বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ের পর কেউ আসলে তিনি ঢুকতে পারবেন না, তা তিনি শিক্ষকই হন বা ছাত্রই হন। সবার ক্ষেত্রে একই নিয়ম হওয়ায় সকলেই আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কারণ এখানে কারো প্রতি ইন-জাস্টিস করা হচ্ছে না। তেমনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে যদি প্রভোষ্ট কঠোর হন, নীতিবান হন তাহলে হলগুলোতেও অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ডঃ সিদ্দিকের কথার মাঝখান দিয়ে বললাম, তাহলে আপনি বলছেন যে, একটি সুন্দর শিক্ষাঙ্গন গড়তে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা কি গুরুত্বপূর্ণ? তিনি বললেন, অবশ্যই। একটি জাতিকে বা একটি রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবার জন্য একজন যোগ্য নেতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা বঙ্গবন্ধুর মত নেতা পেয়েছিলাম। তো তেমনি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একজন হেড মাষ্টার, প্রিন্সিপাল কিংবা ভাইস চ্যান্সেলরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা হচ্ছেন কান্ডারী। তাঁদের সততা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, দক্ষতার উপর নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠানটির ভালো চলা না চলা। আমি একটু আগেই কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বলেছিলাম–শুধু এগুলিই নয়, দেশের যতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুনামের সাথে চলছে খোঁজ নিয়ে দেখবেন সেখানে প্রতিষ্ঠান প্রধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এটা কিন্তু পরীক্ষিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-গুলোকেও সন্ত্রাসমুক্ত ও বহিরাগতমুক্ত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী অধ্যাপক আবদুল মান্নান

সাউথ হ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটির এমএসসি কোর্সের সহপাঠীদের সঙ্গে ডঃ শফিক সিদ্দিক -১৯৭৭

পৃষ্ঠা- ২৫

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২৭ ভাদ্র ১৪১৫
THURSDAY 11 SEPTEMBER 2008
দৈনিক ইত্তেফাক

চতুর্থ ঢাকা কমার্স কলেজ

রাজধানীর কলেজগুলোর মধ্যে বাণিজ্য শাখায় সেরা কলেজ হিসাবে পরিচিত ঢাকা কমার্স কলেজ এবার চমক দেখিয়েছে। বাণিজ্য শাখায় সারা দেশের মধ্যে প্রথম এবং সম্মিলিতভাবে চতুর্থ স্থান দখল করেছে। গতবছর তাদের অবস্থান ছিল ৭ম। এ বছর এ কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫১৮ জন। এ বছর তাদের পরীক্ষার্থী ছিল ১৯২৪ জন যার মধ্যে ১৯২৩ জনই পাস করেছে। একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার মধ্যে অনুপস্থিত না হলে এ কলেজের পাসের হার থাকত শতভাগ। কমার্স কলেজের এ বছর পাসের হার ৯৯ দশমিক ৯৫ ভাগ। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিগত ১৮ বছর এ কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে বলে জানালেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী। তিনি বলেন, আমরা কম মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে তাদের ভাল ফলাফল করতে সহায়তা করি। তিনি বলেন, আমাদের কলেজে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা নেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা কোন সাবজেক্টে খারাপ করলে তার জন্য স্পেশাল কেয়ার নেয়া হয়। তিনি জানালেন শহর থেকে কিছুটা দূরে কলেজের অবস্থান হওয়ায় এখানে অনেকেই ভর্তি হতে চায় না। তবে ভাল ফলফলের প্রত্যাশায় অনেক দূর দূরান্ত থেকেও কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি হয় বলে জানালেন আর্মিতে কর্মরত এক অভিভাবক মোঃ শহিদুল্লাহ। তিনি বলেন, ভাল ফলাফলের প্রত্যাশার জন্য গাজীপুর থেকে আমার মেয়ে এ কলেজে ভর্তি হয়েছিল এবং প্রত্যাশিত ফলও পেয়েছে। কলেজের জিনিয়া নাজনীন মুন্নি, সুমাইয়া আমেনা, নাদিয়া তাবাসুম, সাকিবা মাহজাবিন, মেহেনাজ, আব্দুল্লাহ আল মনসুর, শোয়েব মোহাম্মদ, রাকিব, নওফেল, নাজমুল, আব্দুল্লাহ ফারুক, ইবনে মাহমুদ, শাহরিয়ার, শাহরিয়ার রওশন, মঞ্জুর হোসেন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএতে বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হওয়া। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সবার পরিশ্রমের ফল এটি। ছাত্র-শিক্ষক সবাই জানালেন, এ

বৃহস্পতিবার ২৭ ভাদ্র ১৪১৫, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সমকাল

ঢাকা কমার্স কলেজ : বরাবরের মতো এবারো ভালো ফল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। মিরপুরের ঐতিহ্যবাহী কলেজটি থেকে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের বাংলা মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৯২৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। পাস করেছে ১ হাজার ৯২৩ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫১৮ জন। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক দিয়ে সেরা দশে কলেজটির অবস্থান চতুর্থ। এ ছাড়া কলেজটি থেকে ইংরেজি মাধ্যমে ১৮ পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন। গত বছর এ কলেজ থেকে ১ হাজার ৫০৫ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ হাজার ৫০৫ জনই পাস করে। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২২৪ জন।

বুধবার ফল প্রকাশের পরপরই কলেজটিতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ফল জানার জন্য দুপুর ১২টা থেকেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকরা অপেক্ষা করতে থাকেন কলেজ প্রাঙ্গণে। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী ইয়ামিন, মেহেদী, ওয়ালিদ ও মোস্তানছির জানায়, 'আমাদের এ ফলের জন্য কলেজের শিক্ষকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। সব বিষয়েই আমাদের শিক্ষকরা খুব আন্তরিক। কেবল ক্লাসের সমস্যায় নয়, ক্লাসের বাইরের যে কোনো সমস্যা নিয়েও আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারি।'

ভালো ফল সম্পর্কে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, 'আমরা সাপ্তাহিক, মাসিক ও ক্লাস-পরীক্ষা কড়াকড়িভাবে নিয়ে থাকি। কোনো ছাত্র কোনো পরীক্ষায় খারাপ করলে আমরা তার অভিভাবককে জানাই। এখানে সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে গড়ে তোলা হয়।'

The Daily Star

ঢাকা কমার্স কলেজ : জিপিএ-৫-এর ভিত্তিতে ঢাকা বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ এবার চতুর্থ স্থানে। এক হাজার ৯২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন অসুস্থতার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। বাকি সবাই উত্তীর্ণ হয়েছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৫১৮ জন।

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভালো ফল করে আসছে কমার্স কলেজ। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শিক্ষার্থীদের সাফল্যে গর্বিত কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলে আমি খুশি। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।'

অধ্যক্ষ জানান, এক হাজার ৯২৪ জনের মধ্যে ৫১৮ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। অথচ তাঁদের মধ্যে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ১৯৭ জন।

জিপিএ-৫ পাওয়া মারজান হিবা, সিহানুক, ফারুক হোসেন, সোনিয়া, শোয়েব, শিমা ও শানিলা এনাম জানান, শিক্ষকদের নিয়মিত পরিচর্যা, কড়া শাসন, ক্লাস পরীক্ষা, টেস্ট পরীক্ষার পর বিশেষ কোচিং, কলেজের লাইব্রেরি ব্যবহার আর অভিভাবকদের যত্ন তাঁদের ভালো ফল পেতে সাহায্য করেছে।

মহিউদ্দীন রাসেল ও পপি বলেন, এসএসসি পরীক্ষায় তাঁরা জিপিএ-৫ পাননি। কিন্তু এবার পেয়েছেন। এর পেছনে রয়েছে শিক্ষকদের নিয়মিত তত্ত্বাবধান। কে কোন বিষয়ে দুর্বল, তা

শিক্ষাঙ্গন পরিচিতি

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ

এম এন মানিক

এক দশক আগেও আমাদের দেশে বাণিজ্য শিক্ষার তেমন প্রসার ছিল না। দেশের দুই প্রান্তে (চট্টগ্রাম ও খুলনা) দুই বন্দর নগরীতে সরকারিভাবে দু'টি ক্ষুদ্র বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল যা নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। রাজধানী ঢাকা দেশের প্রাণকেন্দ্র হলেও এখানে বাণিজ্য শিক্ষার কোন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু এর অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল ব্যাপকভাবেই। কেননা, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ বাণিজ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে করেছে ত্বরান্বিত। এসব বিবেচনায় এ দেশেরই একজন ডায়নামিক শিক্ষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রফেসর কাজী ফারুকী তাঁর সমমনা ব্যক্তিদের উৎসাহ, সহযোগিতা ও নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেন ঢাকা কমার্স কলেজ। উল্লেখ্য, ১ জুলাই '৮৯ তারিখে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন প্রখ্যাত শিল্পপতি সামসুল হুদা এফসিএ।

যাদের সহযোগিতায় ও অনুপ্রেরণায় কলেজটি ধন্য তারা হচ্ছেন প্রফেসর সিদ্দিকী, প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী, ডঃ হাবিবুল্লা, প্রফেসর আলী আযম, এম হেলাল, ডঃ আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রফেসর লতিফুর রহমান, এম আর মজুমদার প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যঃ

১। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান,

২। ছাত্র-শিক্ষকদের আনুপাতিক হারে কাম্যস্তরে রেখে শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে পাঠদান,

৩। সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে সময় ভিত্তিক পাঠদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ,

৪। নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ ও

৫। আত্মিক বিকাশের সুযোগ দান।

বিশেষ পদ্ধতিঃ

* তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান,
* নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ,
* ভর্তি হলেই পাস করতে হবে- এরূপ মূলনীতি পালন।

ক্লাব কার্যক্রমঃ

* সাধারণ জ্ঞান ক্লাব– প্রতিদিন প্রথম ঘন্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাস হয়।
* বিতর্ক ক্লাব-নিয়মিত বিতর্ক চর্চা করা হয়।
* আবৃত্তি পরিষদ- আবৃত্তি চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়।
* সঙ্গীত ক্লাব- নিয়মিত সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহিতকরণ।
* নাট্য পরিষদ- নাট্যচর্চা করা হয়।
* BNCC ও রোভার স্কাউট।
* বন্ধন- গরীব ও মেধাবীদের জন্য আর্থিক সহায়তাকারী সংগঠন।
* টেবিল টেনিস ক্লাব।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ

* ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের শুধু নিয়মিত চর্চাই হয় না, প্রতি বছর আয়োজন করা হয় অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সপ্তাহ।

অন্যান্য কার্যক্রম

* শিক্ষা সফর,
* সেমিনার সিম্পোজিয়াম আয়োজন,
* আন্তঃশাখা প্রতিযোগিতা,
* ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক দিব

শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

ঢাকা কমার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রীসহ ৯টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চ রয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে– ব্যবস্থাপ হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যা বাংলা পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, ইংরে

দৈনিক দিনকাল 9 September 1998

কলেজ সংবাদ

ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিককে ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় মনোনয়ন দিয়েছে। গত ৬ জুলাই ডঃ সিদ্দিক গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

ডঃ সিদ্দিক ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তিত্ব। তিনি চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ায় কলেজের ছাত্র শিক্ষক সকলেই আন্তরিকভাবে খুশী। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা ডঃ সফিক সিদ্দিক এর সহধর্মিণী।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
আগষ্ট '৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের পঞ্চম বর্ষপূর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা।। ঢাকার মীরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজের পঞ্চম বর্ষপূর্তিও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গত ২৫শে জুলাই। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় এমপি সৈয়দ মোঃ মোহসীন, সভায় সভাপতিত্বে করেন ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ। উল্লেখ্য, নতুন হলেও ঢাকা কমার্স কলেজ প্রথম বছরের এইচ,এস, সি, পরীক্ষা থেকে বোর্ড স্ট্যান্ড করতেছে।

দৈনিক বর্তমান বাংলা
১৫ই আগস্ট ১৯৯৯

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংবাদ

বিঃ ক্যাঃ সম্পাদক এম হেলাল ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম, হেলাল সম্প্রতি ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, জনাব হেলাল এ কলেজ প্রতিষ্ঠার একজন উদ্যোক্তাও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভগ্নিপতি ডঃ শফিক সিদ্দিকী ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সম্প্রতি নিযুক্তি লাভ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা এবং সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের সাবেক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব এম, হেলাল শিক্ষা ও যুব উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ সেবায় নিজকে নিবেদিত রেখেছেন। তিনি ঢাকা শহর সমাজসেবা প্রকল্প-৪ এর সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, বৃত্ত বহুমুখী উন্নয়ন সমিতির পরিচালক এবং বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি, সিগা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ বুক ক্লাবের আজীবন সদস্য। জনাব হেলাল শেরে বাংলা জাতীয় একাডেমী, বাংলাদেশ এক্স-ক্যাডেট এসোসিয়েশন, লক্ষীপুর জেলা সমিতি, বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতিসহ বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। ❑

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
জুলাই'৯৮

কলেজ সংবাদ

ঢাকা কমার্স কলেজে রবীন্দ্র চিত্র প্রদর্শনী

বিশ্বকবি চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৮ আগষ্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজে রবীন্দ্র চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়। ব্যবস্থাপনা সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এ ব্যতিক্রমী প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রায় পাঁচশত চিত্র ও আলোকচিত্র স্থান পায়। অধিকাংশ ছবি সরাসরি কোলকাতা থেকে সংগৃহীত। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠে গাওয়া গানের ও কবিতার ক্যাসেট এবং রবীন্দ্র রচনা প্রদর্শিত হয়। ছাত্রশিক্ষক, অতিথিসহ প্রায় তিন সহস্রাধিক লোক প্রদর্শনী উপভোগ করে।

গত ৮ আগষ্ট অধ্যক্ষ মোঃ সামছুল হুদা প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এ সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু আহমদ আবদুল্লাহ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম। প্রদর্শনী সমন্বয়কারী ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক এস.এম.আলী আজম। পরিকল্পনা সহকারী কবীর হোসেন, প্রদর্শনী সজ্জায় এলিসা সমাদ্দার ও সুরাইয়া খন্দকার।

প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে অধ্যক্ষ সামছুল হুদা বলেন, বাণিজ্য শিক্ষার সাথে সাথে এ কলেজের শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্র চিত্রকর্মের বিশাল সংগ্রহ ও ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক অনুরাগ দেখে আমি খুবই অভিভূত।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
বর্ষ ১৫ ○ সংখ্যা ২ ○ সেপ্টেম্বর '৯৮

পড়া লেখা

এগিয়ে চলেছে কমার্স কলেজ

সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিবেচিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে।

মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের পাশে রাইনখোলা। রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ে একটি ভবন। এখনও নির্মাণ কাজ চলছে। ভবনের বাইরে একটি সাইনবোর্ড- ঢাকা কমার্স কলেজ। খুব অল্প সময়ে এ কলেজের আশাতীত সাফল্যে সবাই অভিভূত হয়েছে। অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের এখানে ভর্তি করে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। উদ্দেশ্য মহৎ হলে ব্যর্থ হবার অবকাশ নেই- এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ।

শুরুর কথা ঃ

১৯৯৩ সালে কলেজের বর্তমান অবস্থানে সরকার সাড়ে তিন বিঘা জমি প্রদান করে। শুরু হয় কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম। কোন সরকারী সাহায্যে নয়। নিজস্ব আয় এবং ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদান থেকে। অবশেষে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীসহ আরও কয়েকজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ। বর্তমানে এর ১১ তলার নির্মাণ কাজ চলছে। সেই সঙ্গে চলছে ২০ তলাবিশিষ্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি ভবনের নির্মাণ কাজ। উদ্দেশ্য ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ।

পড়াশোনার হাল-হকিকত ঃ

এটি একটি ভিন্ন ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয় এখানে। নিয়মিত ক্লাস করা বাধ্যতামূলক। শিক্ষকগণ পাঠদানে যেমন আন্তরিক, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠ গ্রহণে সচেষ্ট থাকে। নিয়ম অনুসারে সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম ও টিওটোরিয়ালে ওদের অংশ নিতে হয়। এসব পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের অংশ নিতে দেয়া হয় না। এখানে যে ভর্তি হবে, ভাল ফলাফল নিয়ে তাকে পাস করতেই হবে।

এক নজরে ফলাফল ঃ

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ১৯৯১ সালের এইচএসসিতে এখান থেকে ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। উত্তীর্ণ হয় সবাই। এমনকি মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থানও অধিকার করে। পরের বছরও উত্তীর্ণ হয় সবাই এবং ১ম ও ১৬তম স্থান অধিকার করে। এভাবে প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় স্থান অর্জনসহ ভাল ফলাফল অর্জন করে। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিবেচিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ কলেজের ক্রেস্ট ও সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। তাছাড়া অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী '৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। শি
এইচএসসি ফলাফলে
করার জন্য কলেজটি
ইসলাম মহাবিদ্যালয়
'৯৫' প্রাপ্ত হয়। আবার
মেধা তালিকায় স্থান ল
স্বর্ণপদক প্রদান করা হ
সাহায্য করা হয় গরিব
ছাত্রীদের।

অন্যান্য কর্মকান্ড ঃ

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের
কলেজে ছাত্রদের জ্ঞান
বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া
রয়েছে সাধারণ জ্ঞান
ভয়েস অফ আমেরিকা
পরিষদ, সঙ্গীত পরিষ
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক
স্কেটিং ক্লাব, বিএনসি
স্কাউটিংসহ নানা ধরনে
প্রায়োগিক শিক্ষা কার্য
ব্যবহৃত হচ্ছে তিনটি এ
ভিডিও সিস্টেম। ৪র্থ
কম্পিউটার বিষয়ের প
কম্পিউটার ল্যাব।
প্রতিবছরই ছাত্র-ছাত্রী
শিক্ষা সফরে নিয়ে যা
হয় দেশের বিভিন্ন ঐতি
পড়াশোনার দিক দিয়ে
চলেছে ঢাকা কমার্স ক
ছাত্রীরা। তেমনি এগি
বিকাশের ক্ষেত্রেও।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজঃ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে এবং শিক্ষকদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সে প্রতিষ্ঠানটি যে অনন্য হয়ে উঠতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঢাকা কমার্স কলে বছরের ব্যবধানে এ কলেজটি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সাফল্যের শীর্ষে অবস্থান কর হবে না। শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান অবস্থাতেও চেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করা যায় তার সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ। এ কলেজটির সাফল্যের নেপথ্য কা প্রতিবেদন রয়েছে ভেতরে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের সাফল্য চায়, ভালো পরিবেশ সৃষ্টি যেসব উদ্যোক্তা ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে চান তাদের জ খুবই সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ■ সম্পাদকীয় ■

বায়রা সদস্য প্রতিষ্ঠিত
লায়ন নজরুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজ, ট
ও
ঢাকা কমার্স কলেজ-এর
সচিত্র প্রতিবেদ
দেখুন ATN বাংলা চ্যানেলে
অর্থনৈতিক পরিক্রমা
আগামীকাল ২১শে জানুয়ারী ২০০
শুক্রবার রাত ১০টায়
পুনঃপ্রচার ২২শে জানুয়ারী ২০০
শনিবার সকাল ১০টায়
সৌজন্যে ঃ নাজ এসোসিয়েটস
বনানী, ঢাকা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ তৎপরতা

মিরপুরে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত আছেন কামাল মজুমদার এম পি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি সি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলে

দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্যে মাননীয় মন্ত্রীর আহবানে সা ঢাকা কমার্স পরিচালনা পরিষদ শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্ত ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

৩ সেপ্টেম্বর কলেজ ভবনে ত্রাণ কার্যক্রম করেন আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ইসলাম ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম শফিক আহমেদ সিদ্দিক। মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাড্ডা, বাসাবো ও মিরপুরে বন জন্য রুটি, গুড়, চিড়া, চাল, আটা, স্যালাইন পানি, পুরান কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া কলেজ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবি লক্ষ টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

বর্ষ ১৫ ○ সংখ্যা ৩ ○ অক্টোবর '৯৮

ত্রাণ তৎপরতা

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করিয়াছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর কলেজ ভবনে ত্রাণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম পি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক। বন্যার্তদের মধ্যে প্রত্যহ দুই সহস্রাধিক রুটি, গুড়, চিড়া, স্যালাইন, বিশুদ্ধ পানি, পুরান কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

5 September, 1998

ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

যে সকল সংগঠন ত্রাণ বিতরণ করিয়াছে উহার মধ্যে রহিয়াছে উত্তরবঙ্গ জনকল্যাণ সমিতি মেডিকেল এসোসিয়েশন, বাসর হ্যাবিটাট কাউন্সিল, মহিলা আওয়ামী লীগ শাজাহানপুর, গভঃ অফিসার্স কলোনী কল্যাণ সমিতি, স্কাউটস ফুলবাড়ীয়া থানা শাখা, নিউ এরা হাসপাতাল, ছাত্রলীগ ডেমরা শাখা সাভার থানা ও পৌর টিকাদার কল্যাণ সমিতি, আরশি, সিদ্দিক বাজার পাদুকা ব্যবসায়ী সমিতি।

এনডিপি, মনসুর স্পোর্টিং ক্লাব, বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, মাতুয়াইল হাজী আবদুল লতিফ ভূইয়া কলেজ, বাংলাদেশ ট্রাক মালিক সমিতি, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ঢাকা রিকশা ও ভ্যান চালক বহুমুখী সমবায় সমিতি, ওয়াল্ড ন্যাশন গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ, বুদ্ধিষ্ট ইয়ুথ ফেডারেশন, ক্রেওস এসোসিয়েশন, জাকের পার্টি ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, সন্ধানী জাতীয় চক্ষু দান সমিতি। বঙ্গবন্ধু পরিষদ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন শাখা, বাস্তব ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ক্রিসেন্ট ক্লাব, আমরা পুলিশের সন্তান, ঢাকা কমার্স কলেজ, বগুড়া সাংস্কৃতিক ফোরাম, ঢাকা, ঢাকাবাসী প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা মেট্রোপলিটন, দিগন্ত থিয়েটার, বাস্তহারা সমাজকল্যাণ সমিতি, ফুড রিলিফ প্রোগ্রাম বাংলাদেশ, সন্ধানী, বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশন, হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার, চাঁদপুর আর,কে কল্যাণ ট্রাষ্ট ইসকন।

দৈনিক ইনকিলাব ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের পুনর্মিলনী

ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ২০০৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন 'প্রত্যয়' এর উদ্যোগে সম্প্রতি কলেজ হল রুমে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে পুনর্মিলনী ২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম

ত্রাণ তৎপরতা

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী-বৃন্দ সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করিয়াছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর কলেজ ভবনে ত্রাণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার এম পি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক। বন্যার্তদের মধ্যে প্রত্যহ দুই সহস্রাধিক রুটি, গুড়, চিড়া, স্যালাইন, বিশুদ্ধ পানি, পুরান কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
5 September, 1998

ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

যে সকল সংগঠন ত্রাণ বিতরণ করিয়াছে উহার মধ্যে রহিয়াছে উত্তরবঙ্গ জনকল্যাণ সমিতি মেডিকেল এসোসিয়েশন, বাসর হ্যাবিটাট কাউন্সিল, মহিলা আওয়ামী লীগ শাজাহানপুর, গভঃ অফিসার্স কলোনী কল্যাণ সমিতি, স্কাউটস ফুলবাড়ীয়া থানা শাখা, নিউ এরা হাসপাতাল, ছাত্রলীগ ডেমরা শাখা সাভার থানা ও পৌর ঠিকাদার কল্যাণ সমিতি, আরশি, সিদ্দিক বাজার পাদুকা ব্যবসায়ী সমিতি।

এনডিপি, মনসুর স্পোর্টিং ক্লাব, বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, মাতুয়াইল হাজী আবদুল লতিফ ভূঁইয়া কলেজ, বাংলাদেশ ট্রাক মালিক সমিতি, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ঢাকা রিকশা ও ভ্যান চালক বহুমুখী সমবায় সমিতি, ওয়ার্ল্ড ন্যাশন গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ, বুদ্ধিষ্ট ইয়ুথ ফেডারেশন, ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন, জাকের পার্টি ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, সন্ধানী জাতীয় চক্ষু দান সমিতি। বঙ্গবন্ধু পরিষদ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন শাখা, বাস্তব ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ক্রিসেন্ট ক্লাব, আমরা পুলিশের সন্তান, ঢাকা কমার্স কলেজ, বগুড়া সাংস্কৃতিক ফোরাম, ঢাকা, ঢাকাবাসী প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা মেট্রোপলিটন, দিগন্ত থিয়েটার, বাস্তহারা সমাজকল্যাণ সমিতি, ফ্রাড রিলিফ প্রোগ্রাম বাংলাদেশ, সন্ধানী, বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশন, হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার, চাঁদপুর আর,কে কল্যাণ ট্রাষ্ট ইসকন।

দৈনিক ইনকিলাব ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

আর্তমানবতার ডাকে যারা সাড়া দিল

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের বন্যার্তদের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন সংগঠন সম্পৃক্ত হচ্ছে এ ত্রাণ কার্যক্রমে। সমাজের অনেকে আবার ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছেন ত্রাণ কার্যক্রমে লিপ্ত নিকটস্থ কোন সংগঠনে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ত্রাণ কর্মকাণ্ড চলছে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে। রাজধানী ও তার আশপাশের এলাকার বন্যার্তদের মধ্যে শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি বিতরণ করে যাচ্ছে তারা অবিরামভাবে। ইস্কাটনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রতিদিন সরবরাহ করছে তারা ৩০ হাজার রুটি, এর সঙ্গে পর্যাপ্ত গুড় এবং ৫০ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি। এছাড়া তারা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকেও ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ করছে। শনিবার যাঁদের কাছ থেকে সংসদ ত্রাণসামগ্রী নিয়েছে তাঁরা হচ্ছেন মিসেস খায়রুন্নেসা, কুতুবউদ্দিন আহমেদ, মিসেস তাইফুর রহমান, এম খায়ের ভূঁইয়া, নবী মল্লিক, ডাঃ আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

ঢাকা সিটি করপোরেশন গতকাল শনিবার থেকে নগর ভবনে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে রুটি বানানো ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র মহানগরীর বস্তিবাসী বন্যার্তদের মধ্যে প্রতিদিন ২০ হাজার রুটি এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রতিদিন ২০ হাজার করে রুটি বিতরণ করছে। আরও যে সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তি ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নিচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে– ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, সিপিবি, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সবুজমতি ট্রাস্ট, পঙ্গু হাসপাতাল, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, আবাহনী সমর্থক গোষ্ঠী, আনসার-ভিডিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন, ঢাকা যুব ফাউন্ডেশন, আমরা পুলিশের সন্তান, বগুড়া সাংস্কৃতিক ফোরাম– ঢাকা, ট্রাক মালিক সমিতি, ছাত্রলীগ ডেমরা শাখা, ঢাকা কমার্স কলেজ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ইউনানী মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন মহানগরী শাখা, তাড়াইল থানা যুব সমিতি ঢাকা, গ্রীন ভিলেজ মিরপুর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, পূজা উদযাপন পরিষদ, ইসকন, বাস্তব– ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট, নিরিবিলি– সমাজকল্যাণ সংগঠন, নিউ এরা হাসপাতাল, ফ্রেন্ডস এ্যাসোসিয়েশন, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ– লালবাগ, ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশ স্কাউটস–ফুলবাড়িয়া থানা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ঢাকা সিটি রিক্সা ও ভ্যানচালক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, ক্রিসেন্ট ক্লাব–লালবাগ, ভাট মসজিদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু পরিষদ– ঢাকা মহানগর, ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন গ্রুপ, মাষ্টার মজিবুর রহমান এমপি, জাতীয় গণফ্রন্ট, আমির হোসেন আমু, ডেমরা সমাজ কল্যাণ সংঘ, ইসলামপুর ক্রিকেট ক্লাব, হ্যাবিটাট কাউন্সিল, কেয়ার বাংলাদেশ,

অন্যান্য সংগঠন

ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার ত্রাণ তৎপরতায় আরো যেসব সংগঠন অংশ নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাসদ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ইসকন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ ট্রাক মালিক সমিতি, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, ন্যাশনাল বুদ্ধিষ্ট ইয়ুথ ফেডারেশন, আনসার ভিডিপি সদর দপ্তর, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ, জামাতে ইসলামী ঢাকা নগর, সন্ধানী, জাতীয় চক্ষুদান সমিতি, জাতীয় গণফ্রন্ট, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা আন্তঃজেলা বাস, মাইক্রো, মিনিবাস সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ইউনানী চিকিৎসক সমিতি, মানবসেবা সংস্থা, প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার অ্যাসোসিয়েশন, বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, লিও ক্লাব অব ঢাকা গোল্ডেন, লিও ক্লাব অব ঢাকা পরিবাগ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জাতীয় ওলামা পার্টি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা কমার্স কলেজ, সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার, ধানমন্ডি গভঃমেন্ট বয়েজ ক্লাব, ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন, ইসলামপুর ক্রিকেট ক্লাব, সাভার থানা ও পৌর ঠিকাদার কল্যাণ সমিতি, আল মারকাজুল ইসলামী, আড়াইহাজার থানা চাকরিজীবী সমিতি, নিউ এরা হসপিটাল, হান্নান কুংফু স্কুল, ভাট মসজিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমরা পুলিশের সন্তান, বগুড়া সাংস্কৃতিক ফোরাম, তাড়াইল থানা যুব সমিতি, বাস্তব, সিদ্দিক বাজার পাদুকা ব্যবসায়ী সমিতি, হ্যাবিটাট কাউন্সিল বাংলাদেশ মধুবাগের শিল্পপতি শফিকুর রহমান, ঢাকা মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন সন্ধানী, উত্তরবঙ্গ জনকল্যাণ সমিতি, অ্যাসোসিয়েশন অফ কুমিল্লা ওল্ড ক্যাডেটস (একক) ইত্যাদি।

জনের কণ্ঠস্বর
১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজ ঃ গত তিন সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সাভার, মুন্সীগঞ্জ, বান্ডরা ও মিরপুরে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। গত ৮ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে বন্যার্তদের মধ্যে রুটি, চিড়া, গুড়, স্যালাইন, বিশুদ্ধ পানি ও কাপড় বিতরণ করা হয়।

মুক্তকণ্ঠ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজে বিবিএ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন এ্যাইডেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী জাফরুল্লাহ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও বিবিএ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জাকির হোসেন। মঞ্চে উপবিষ্ট (বা থেকে) কলেজের অধ্যক্ষ শামসুল হুদা ও গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক

ঢাকা কমার্স কলেজে বিবিএ প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

গত ২৬ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজে বিবিএ প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিমন্ত্রী কাজী জাফরুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদ্যবিদায়ী সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ শামছুল হুদা, বিবিএ কোর্স কোঅর্ডিনেটর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ শিক্ষক মোঃ জাকির হোসেন, কলেজ ছাত্র মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও বিবিএ এর নবীন ছাত্র আনিসুল হক চৌধুরী। বিবিএ নবীন ছাত্রদের শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা।

প্রধান অতিথি কাজী জাফরুল্লাহ বলেন, গ্লোবালাইজেশন, স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের কারণে বর্তমানে বিশ্বটা খুবই ছোট হয়ে আসছে। বর্তমান শিক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিবিএ শিক্ষার্থীদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সেজন্য বিবিএ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সরকার বাজেটে কম্পিউটার আমদানী সম্পূর্ণ করমুক্ত করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব চালু করছে জেনে আমি আনন্দিত। জনাব জাফরুল্লাহ বলেন, এখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চলছে সন্ত্রাস ও সেশন জট, শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে চাকুরী পাচ্ছেনা। ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পূর্ণ বেসরকারী অর্থায়নে দেশের একমাত্র কলেজ। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত এ কলেজের ছাত্ররা কর্মক্ষেত্রে সফল হবে বলে আমার ধারণা।

প্রফেসর আমিনুল ইসলাম বলেন, বিশেষ করে ঢাকা কমার্স কলেজের সুষ্ঠু পাঠদান পদ্ধতি রয়েছে জেনে আমি এ বছর থেকে এ কলেজসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিবিএ কোর্সের অনুমোদন দিয়েছি। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিবিএ শিক্ষার্থীরা যোগ্য রূপে গড়ে উঠবে বলে আমি মনে করি।

ঢাকা কমার্স কলেজকে কেন্দ্র করে একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে ডঃ শফিক সিদ্দিক তাঁর বক্তব্যে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডঃ শহীদ উদ্দিন বলেন, বেসরকারীকরণের যুগে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য ও দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরী করবে ঢাকা কমার্স কলেজ।

প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, এ কলেজ একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সম্পন্ন করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবিএ পরীক্ষা নেয়ার জন্য তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিকে অনুরোধ করেন।

অধ্যক্ষ শামছুল হুদা বলেন, এখন যুব সমাজের জন্য চলছে বড়ই দুঃসময়, সবর্ত্র নৈতিক অধঃপতন ঘটছে। শিক্ষকদের মত অভিভাবকদেরও দেখা উচিত তার সন্তান নিয়মিত কলেজে আসছে কিনা, ঠিকভাবে লেখাপড়া করছে কিনা বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে কিনা।

বিবিএ কোর্স কোঅর্ডিনেটর জাকির হোসেন বলেন, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মান ও পদ্ধতি অনুযায়ী এবং সম্পূর্ণ ইংরেজী মাধ্যমে এ কলেজে বিবিএ কোর্স অনুষ্ঠিত হবে। সব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

❑ *আলী আজম*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম কম ১ম পর্ব পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের অভাবনীয় সাফল্য

সদ্য প্রকাশিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমকম ১ম পর্ব পরীক্ষায় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। প্রথম ব্যাচের ফলাফলেই এ কলেজটি দেশবাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সারা দেশে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে ৫ জন, যারা সকলেই এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। এছাড়া এ কলেজই লাভ করেছে ২য় শ্রেণীতে ২য় ও ৩য় স্থান। এ বিভাগের পাশের হার ১০০%। অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৫৮%। হিসাববিজ্ঞান বিভাগেও ৫জন প্রথম শ্রেণী লাভ করেছে। এছাড়া ২য় শ্রেণীতে ৭ম ও ৯ম এ কলেজের ছাত্রছাত্রী। পাশের হার ৯৩%। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৮০%।

ঢাকা কমার্স কলেজের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আমরা কথা বলি

ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকারী সাদিয়া জামাল দিনা বলল, তার ভাল ফলাফল সম্ভব হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজের সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত পাঠদান পদ্ধতি ও নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশ অনুসরণের মাধ্যমে। ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থানকারী নুসরাত জাহান নীতু নিয়মিত ক্লাস ও পড়াশুনা করার মাধ্যমে ভাল ফলাফল অর্জন করেছে। ১ম শ্রেণীতে ৩য় স্থানকারী এস.এম. মঈন চৌধুরী বলল, অধ্যক্ষ প্রফেসর ফারুকীর সহযোগিতা এবং বিভাগীয় শিক্ষকদের নিয়মতান্ত্রিক পাঠদান পদ্ধতি তার সাফল্য বয়ে এনেছে। ১ম শ্রেণীতে ৪র্থ স্থানকারী জাহাঙ্গীর রহমান সাগর নিয়মিত কলেজ পরীক্ষায় অংশগ্রহণও অনুশীলনকে তার সাফল্যের কারণ হিসেবে উল্লেখ করল। ১ম শ্রেণীতে ৫ম স্থান অধিকারী হাছিনা সুলতানা রুমু বলল, বিভাগীয় শিক্ষকদের আন্তরিকতাপূর্ণ পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণেই তার এ সাফল্য। ২য় শ্রেণীতে ২য় স্থানকারী আইভি ফেরদৌস পিউ বলল, শিক্ষা পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ঢাকা কমার্স কলেজের মত দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতি মুক্ত হওয়া দরকার। ২য় শ্রেণীতে ৩য় স্থানকারী মোহাম্মদ ফাত্তাহ্ উদ্দিন জয় বলল, এ কলেজের শিক্ষকদের আন্তরিকতাপূর্ণ পাঠদান ও বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ এবং সহপাঠীদের সহযোগিতা আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে।

হিসাববিজ্ঞানে ১ম শ্রেণী লাভকারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাগর বলল, ঢাকা কমার্স কলেজের পাঠদান পদ্ধতি ও অভ্যন্তরীন পরীক্ষাসমূহ নিয়মিত অনুসরণ করলে যে কেউ অত্যন্ত ভাল ফলাফল করতে পারে। ১ম শ্রেণী অর্জনকারী ফারজানা আলী রিয়া বলল, এ কলেজ ব্যতীত অন্য কোথাও পড়লে আমার পক্ষে ১ম শ্রেণী লাভ সম্ভব হত না বলে মনে করছি। ১ম শ্রেণী প্রাপ্ত এমবিএ পড়তে ইচ্ছুক মোঃ আশেকুর রহমান আশিক বলল, ঢাকা কমার্স কলেজে লেখাপড়ার যে রকম সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ রয়েছে অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। ১ম শ্রেণী প্রাপ্ত সৈয়দ শাহাদত আলী জন বলল, কলেজের পাঠদান পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসরণেই তার এ সাফল্য। ১ম শ্রেণী লাভকারী আলী ফাতেমা কামরুন নাহার ঝিনুক বলল, এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মজীবনে অত্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করবে, পরিশ্রমী ও সফল হবে। হিসাববিজ্ঞানে ২য় শ্রেণীতে ৭ম স্থান অর্জন কারী আফরোজা বেগম স্নিগ্ধা তার মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অর্জনের কারণ উল্লেখ করল ঐকান্তিক ইচ্ছা, অধ্যবসায় ও শিক্ষকদের আন্তরিকতাকে। ২য় শ্রেণীতে ৯ম স্থানকারী ইসরাত জাহান মিতু বলল, অন্য কলেজে পড়লে আমার এত ভাল ফলাফল সম্ভব হত না।

ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত এ ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ বেসরকারী অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া সর্বত্রই এ কলেজের জয়গান। প্রতি বছরই এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল সংখ্যক স্থান লাভ করছে। বিকম পরীক্ষায়ও মেধা তালিকায় স্থান লাভ করছে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা। অনার্স ১ম ও ২য় বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%। এ কলেজের শিক্ষার্থীরা এখনো অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত ভাল করবে বলে শিক্ষকদের ধারণা। কলেজে বর্তমানে ৯টি বিষয়ে অনার্স, ৪টি বিষয়ে মাস্টার্স ও বিবিএ কোর্স রয়েছে। কলেজে এই প্রথম ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে এম.কম. ১ম পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল।

ঢাকা কমার্স কলেজের ফলাফলে সকলেই আশ্চার্যান্বিত। শ্রেণীকক্ষে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি, একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিয়মিত ক্লাস ও সাপ্তাহিক-মাসিক পর্ব পরীক্ষা, নিয়মিত উপস্থিতি, কলেজের সুস্থ-সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি ছাত্র অভিভাবকদের গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং এক ঝাঁক নিবেদিত শিক্ষকের নিরলস প্রচেষ্টা ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য বার বার অভাবনীয় সাফল্য বয়ে আনছে।

আলী আযম

এম.কম. ১ম পর্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাফল্য লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

সাদিয়া জামাল
১ম শ্রেণীতে ১ম

নুসরাত জাহান
১ম শ্রেণীতে ২য়

মঈন চৌধুরী
১ম শ্রেণীতে ৩য়

জাহাঙ্গীর রহমান
১ম শ্রেণীতে ৪র্থ

হাছিনা সুলতানা
১ম শ্রেণীতে ৫ম

আইভি ফেরদৌস
২য় শ্রেণীতে ২য়

ফাত্তাহ্ উদ্দিন
২য় শ্রেণীতে ৩য়

এম.কম. ১ম পর্ব হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্য লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

মোঃ ইব্রাহীম
১ম শ্রেণী

ফারহানা আলী
১ম শ্রেণী

আশেকুর রহমান
১ম শ্রেণী

সাহাদত আলী
১ম শ্রেণী

আলী ফাতেমা
১ম শ্রেণী

আফরোজা বেগম
২য় শ্রেণী ৭ম

ইসরাত জাহান
২য় শ্রেণীতে ৯ম

ঢাকা কমার্স কলেজ বিবিএ প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখেন প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিমন্ত্রী কাজী জাফরুল্লাহ

ঢাকা কমার্স কলেজে বিবিএ প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন

ইনকিলাব
২৮ জুলাই ৯৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ২৬ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজে বিবিএ প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিমন্ত্রী কাজী জাফরুল্লাহ। বিশেষ অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলেজের প্রাক্তন পরিচালনা পরিষদ সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী, প্রিন্সিপাল অধ্যাপক মোঃ শামসুল হুদা, বিবিএ কোর্স কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক মোঃ জাকির হোসেন, কলেজ ছাত্র মোঃ গিয়াস উদ্দীন ও বিবিএ- এর নবীন ছাত্র আনিসুল হক চৌধুরী।

কাজী জাফরুল্লাহ বলেন, বর্তমান শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে বিবিএ শিক্ষার্থীদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজ দেশে স্ব- অর্থায়নে পরিচালিত একমাত্র কলেজ। গ্লোবালাইজেশন, স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের কারণে ছোট হয়ে আসছে বিশ্ব। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্ররা কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

০ ঢাকা কমার্স কলেজের বিবিএ প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম কলেজ অডিটরিয়ামে বেলা ১১টায়।

সংবাদ
২৬ জুলাই ৯৮

President's call to develop self-reliance

President Abdur Rahman Biswas on Thursday said educational institutions of the country should develop self-reliant attitude to reduce dependence on the government, says UNB.

"We need good managerial skills and spirit of entrepreneurship in every sphere to expand commercial ventures for smooth economic development", the President told a 25-member delegation of teachers and students of Dhaka Commerce College which called him at Bangabhaban.

Biswas advised the students of the college to apply their imagination and knowledge in developing managerial skills and help establish more commercial institutions in the country.

He stressed on taking initiatives in the fields of commerce and industry keeping in mind the resource constraints of the country.

The delegation apprised the President of previous results of their college and informed that the institution is still free from smoking and politics. They sought his help to resolve their transport problems.

President Biswas praised the students for playing positive role in maintaining academic atmosphere.

College Governing Body Chairmen and Treasurer of Dhaka University Prof. Shahid Uddin Ahmed led the delegtion.

Principal Prof. Kazi Nurul Islam Faroqui, Vice Principal Prof Mohammad Mutiur Rahman and a number of students of the college were also present.

Bangladesh Observer
15 October 1994

Dhaka Commerce College team

BSS report adds: A 25-member delegation of the teachers and students of Dhaka Commerce College called on President Abdur Rahman Biswas at Bangabhaban on Thursday.

Prof Dr. Shahid Uddin Ahmed, Chairman of the College Governing Committee and Treasurer of Dhaka University, led the delegation.

Talking to them, President Biswas said that self-reliant attitude instead of dependence on the government has to be developed in running the educational institutions of the country. He said that in every sphere, we need good managerial skills and spirit of entrepreneurship to expand

গভর্নিং বডি'র চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার

ঢাকা কমার্স কলেজ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে শিক্ষাঙ্গনে আরো উৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করবে

অধ্যাপক ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ

চেয়ারম্যান, ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পর্ষদ
এবং প্রো-ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্নঃ ঢাকা কমার্স কলেজ এর প্রাথমিক উদ্যোগ, ক্রমবিকাশ এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলুন?

চেয়ারম্যানঃ ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত দেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের সরকারী বাণিজ্য কলেজের আমরা কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র উক্ত কলেজের মান এবং গুণগতদিকের সুনামকে অনুসরণ করেই ঢাকাতে কিছু একটা করার কথা ৮০'র দশকের শেষদিক থেকেই ভাবছিলাম। যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে দুটি সংগঠন। একটি হল চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন এবং অন্যটি হলো ঢাকা কমার্স কলেজ। এলামনাইদের একজনের উপর অধ্যক্ষের দায়িত্বভার ন্যস্ত করেই প্রথম শুরু হয় এ ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা, তিনি ছিলেন আমাদের ছাত্র জীবনের সহপাঠী এবং পরবর্তীতে পেশাজীবি চাটার্ড একাউন্টেন্ট জনাব শামসুল হুদা। পরবর্তীতে কলেজের কলেবর এবং শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবার ফলে এবং জনাব হুদার পেশাগত কারণে ব্যস্ত থাকার জন্যে তাঁর ইচ্ছাতেই অন্য একজনকে এ কলেজের দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন এ দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন ঢাকায় এ ধরনের একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা, বর্তমান অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী। তিনি সরকারী কলেজের অধ্যাপক এবং সরকার থেকে ডেপুটেশন নিয়ে তাঁকে এ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে আনা হয়। তিনিও চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজের এলামনাই। তিনি আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসলেন এ কলেজকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে। এরপর থেকে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অন্যান্য সকল উদ্যোক্তা ও শুভাকাঙ্খীদের প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতায় গড়ে উঠে আজকের এ ঢাকা কমার্স কলেজ। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজের কয়েকজন অধ্যক্ষ/অধ্যাপক যেমন অধ্যাপক সাফাত আহমদ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুর রসিদ চৌধুরী, অধ্যাপক আলী আজমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ তাঁদের উৎসাহ আমাদের যাত্রাপথে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে বিরাট চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফলাফল এবং নিয়ম-শৃংখলার এক ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমেই এ অবস্থানে আসা সম্ভব হয়েছে। ছাত্র অভিভাবক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কলেজের নিয়ম শৃংখলার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কলেজ উন্নয়নের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ ছিল এ কলেজের উন্নতির পর্যায়ে আসায় বিরাট সহায়ক শক্তি।

প্রশ্নঃ আপনি কবে থেকে এ কলেজ পরিচালনা পরিষদে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন?

চেয়ারম্যানঃ ঢাকা কমার্স কলেজ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রী পর্যায়ে এফিলিয়েশন লাভ করতে যাচ্ছিল, সে মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট সকলের আগ্রহ ও অনুরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আমি এ কলেজের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করি।

প্রশ্নঃ ঢাকা কমার্স কলেজ অতি অল্প সময়ে সাফল্য লাভ করেছে। এ সাফল্যের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

চেয়ারম্যানঃ আমি পূর্বেই বলেছি ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কঠোর নিয়ম শৃংখলা, শিক্ষাদানের অভিনব পদ্ধতি, অধ্যক্ষ-শিক্ষকমন্ডলী এবং পরিচালনা পরিষদের দৃঢ় প্রত্যয় এটি সফল করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্নঃ ঢাকা কমার্স কলেজকে কি দেশের অন্যান্য কলেজের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করেন? কেন?

চেয়ারম্যানঃ হ্যাঁ, তাই মনে করি। যারা এ কলেজ সম্পর্কে অবগত আছেন তারা জানেন কলেজটির একটি শ্লোগান রয়েছে। তা'হল 'ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত'। তাছাড়া এর শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জোরালো পদক্ষেপ এবং 'ফলো আপ' ও 'ফীড ব্যাক' এবং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় অন্যদের জন্য অবশ্যই অনুকরণীয় হওয়া উচিৎ। তাছাড়া কোন সরকারী সাহায্য না নিয়েই কলেজের আয়ের উৎস থেকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে অতি চমৎকার ফলাফল লাভ করা এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলেজের কাঠামোগত-ভৌত ও বুদ্ধিদীপ্ত সমৃদ্ধির এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ যা কলেজ প্রাঙ্গনে গেলেই সবাই দেখতে পান। তা অবশ্যই অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হওয়া উচিৎ।

প্রশ্নঃ ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার মান, পরিবেশ সম্পর্কে বলবেন কি?

চেয়ারম্যানঃ উপরোল্লিখিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজের মান সম্পর্কে বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। তা যথার্থই রয়েছে। পরিবেশ অনেক শিক্ষাঙ্গনের তুলনায় সর্বোৎকৃষ্টই বলা চলে। যদিও মাঝে মধ্যে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়।

প্রশ্নঃ সর্বোপরি এই কলেজ সম্পর্কে আপনার আশাবাদ কি?

চেয়ারম্যানঃ কলেজটি প্রাইভেট সেক্টরে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে মানে উন্নীত হতে পেরেছে তার ফলে জনগণের যে উপকার হবে তা জনগণ বিশেষ করে অভিভাবক মহল সচেতন থাকলে এ কলেজের সুনাম অবশ্যই অক্ষুন্ন থাকবে এবং কলেজটি আরো উচ্চ পর্যায়ে এমনকি একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে জনগণকে শিক্ষাক্ষেত্রে আরো উৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করার সম্ভাবনা বহন করছে। ❑

ক্যাম্পাস বিতর্কে অংশ নিন

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার জনপ্রিয় কলাম 'ক্যাম্পাস বিতর্ক' পাঠকদের ব্যাপক আগ্রহের প্রেক্ষিতে পুনরায় চালু হচ্ছে। দেশব্যাপী বিতর্ক চর্চায় ব্যাপক ছাত্র-ছাত্রী এগিয়ে আসছে। এটা বেশ আশার কথা। সেজন্য 'বিতর্ক' কে আরো জনপ্রিয় এবং বিতার্কিকদের সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের এই 'ক্যাম্পাস বিতর্ক' এর আয়োজন। ক্যাম্পাস বিতর্কের এবারের বিষয় - **'শিক্ষা মানের অবনতির জন্য ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বহুলাংশে দায়ী।'**

আপনিও এই বিতর্কে অংশ নিন এবং আপনার শাণিত যুক্তি, তথ্য নির্ভর মতামত প্রদান করে বিতর্ক কলামটিকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলুন। বিষয়ের পক্ষে/বিপক্ষে অনুর্ধ ২০০ শব্দের লেখা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পাঠান।

সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেজন্য আমি চেষ্টা করেছি, এখানে এমন কোন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে যাতে কিছুটা হলেও ছাত্র-ছাত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ দিয়ে ধরে রাখতে।

বিঃক্যাঃ কলেজটিকে রাজনীতিমুক্ত করার কথা ভাবলেন কেন?

অধ্যক্ষঃ এ প্রশ্নের উত্তরে সামান্য ভূমিকার অবতারণা করছি। আমাদের দেশ দরিদ্র একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুতকরণ যা শিক্ষার হার বৃদ্ধি ছাড়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে শিক্ষার্থীগণ যথাপোযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। ঢাকা ও জগন্নাথ কলেজে দীর্ঘদিন থাকা অবস্থায় দেখেছি-এর প্রধানতম কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ছাত্ররাজনীতি। আর তাই আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত হওয়া দরকার। আরো একটি ঘটনা এক্ষেত্রে আমাকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল যা না বললেই নয়। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের কথা। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন এক উপলক্ষে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের একটি অংশ আমার স্মৃতিতে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষাঙ্গন রাজনীতি মুক্ত না হলে ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার জন্য যোগ্য লোক পাওয়া সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষাঙ্গনে কঠোরভাবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে। আপনারা প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।" বঙ্গবন্ধুর একথা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যা আজও আমি মনে ধারণ করে অনুসরণ করছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ছাত্ররা পড়াশুনা না করলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি সম্ভব নয়। শিক্ষার হার বৃদ্ধি না পেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও সম্ভব নয়। এসব কারণে কলেজটিকে রাজনীতিমুক্ত কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বিঃক্যাঃ আপনাদের কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, আপনাদের এখানকার নিয়মকানুন অত্যন্ত কড়া, যা অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে- এ অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনার বক্তব্য কি?

অধ্যক্ষঃ উন্নতির একমাত্র সোপান হচ্ছে কঠোরভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা। নিয়মশৃঙ্খলা ছাড়া উন্নতি করা কখনই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নিয়মশৃঙ্খলার কঠোর অনুসরণকে যদি বাড়াবাড়ি বলা হয়, তবে আমার বলার কিছু নেই। আজ এখানে কঠোরভাবে নিয়মশৃঙ্খলা অনুসরণ করা হচ্ছে বলেই ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের ব্যতিক্রমধর্মী মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে। নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা না হলে এটাও গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যেত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মডেল হতে পারত না।

বিঃক্যাঃ একটি সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্বশর্ত কি কি?

অধ্যক্ষঃ রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠদান প্রক্রিয়া পরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। তাছাড়া নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি কঠোর ভাবে অনুসরণ করা।

বিঃক্যাঃ ছাত্র ও শিক্ষকদের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি করাকে কতটুকু যৌক্তিক বা সমীচিন বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যক্ষঃ ছাত্র-শিক্ষক সবাই রাজনীতি সচেতন হবে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করা উচিত নয়। ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চা হতে বিরত থাকা উচিত। এ ব্যাপারে কিন্তু মহামান্য প্রেসিডেন্টও ইদানীং বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন। আমি মনে করি, প্রত্যক্ষ রাজনীতি আর শিক্ষা একই সাথে চলতে পারে না।

ছাত্র-শিক্ষক সবাই রাজনীতি সচেতন হবে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করা উচিত নয়। ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চা হতে বিরত থাকা উচিত। আমি মনে করি, প্রত্যক্ষ রাজনীতি আর শিক্ষা একই সাথে চলতে পারে না।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ছাত্র মোশাররফ হোসেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক কাজী ফারুকী'র কাছ থেকে ভর্তি নির্বাচনী ফরম নিচ্ছে। মাঝে কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা জনাব এম, হেলাল

বিঃক্যাঃ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রায়শই অভিযোগ পাওয়া যায়, প্রতিষ্ঠান প্রধানদের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় কিন্তু সমভাবে ক্ষমতা অর্পিত হয় না- যা সু-ব্যবস্থাপনার অন্তরায়। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে এ সম্পর্কে বলবেন কি?

অধ্যক্ষঃ একটি কথা আছে- 'Responsibility Without Authority is meaningless' অর্থাৎ দায়িত্ব দেয়া হলো কিন্তু পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া হলো না এটা ঠিক নয়। দায়িত্ব দেয়া হলে, দায়িত্ব পালনে সমপরিমান ক্ষমতাও দেয়া উচিত। তবে আমাদের দেশে এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ফলে সকল ক্ষেত্রে সকলের দ্বারা সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় না বা দক্ষতার সাথে কার্য পরিচালনা করা যায় না।

বিঃক্যাঃ ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন ?

অধ্যক্ষঃ তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে যেটা অনুভূত হচ্ছে সেটা হচ্ছে অর্থ ও ভূমি।

বিঃক্যাঃ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-সরকার-এরমধ্যে কার কিরূপ সহযোগিতা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন? এ সম্পর্কে বলবেন কি?

অধ্যক্ষঃ পরিচালনা পরিষদ, ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক এদের সকলের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহযোগিতা পেয়েছি। এদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। তারা সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে আমার শিক্ষক ও কর্মচারীগণ এবং পরিচালনা পরিষদ।

বিঃ ক্যাঃ এ কলেজকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন কি?

অধ্যক্ষঃ এ কলেজটিকে দেশের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং এ কলেজকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে বাণিজ্য শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং যার নাম হবে BANGLADESH UNIVERSITY OF BUSINESS & TECHNOLOGY (BUBT).

ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোর অনুসরণ হয় বলেই কলেজটি দেশের শিক্ষাঙ্গনে ব্যতিক্রমধর্মী মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে

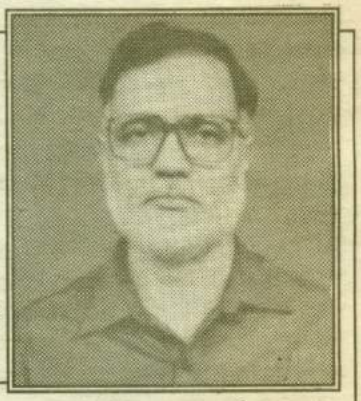

অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী
কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ও বর্তমান অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং ঢাকা কমার্স কলেজ আজ এক সত্ত্বায় মিশে গেছে। মিরপুরের নীচু, ডোবা নালা, পরিত্যক্ত এক খন্ড ভূমি দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যার খনি রূপে আজ পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করতে পারার যে কৃতিত্ব তার সিংহভাগই যে ব্যক্তিত্ব দাবী করতে পারেন তিনি হচ্ছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী। যদিও তিনি এককভাবে কোন কৃতিত্বের দাবীদার হতে চান না। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের যে বৃহৎ অট্টালিকা গড়ে উঠেছে তার প্রতিটি কণায় অধ্যক্ষ ফারুকী'র শ্রম মিশে রয়েছে। তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনই হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজের সুনাম-সাফল্যের সাথে জড়িয়ে রয়েছে এই ব্যক্তিত্বের মেধা ও মনন।

ভূমিষ্ট হবার পর সন্তানকে যেমন বাবা-মা শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শাসনে-আদরে, যত্নে প্রতিপালন করে বড় করে তোলেন তেমনি জনাব কাজী ফারুকী আজকের ঢাকা কমার্স কলেজকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। এই গড়ার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি গৌরবময়। আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে প্রতিবেদন করতে গিয়ে অধ্যাপক কাজী ফারুকী'র মুখোমুখি হই। তবে এমন এক সময় আমরা তাঁর মুখোমুখি হই যখন তিনি মানসিকভাবে খানিকটা বিধ্বস্ত। যেমনটি একজন পিতা হতে পারে, যখন তার সন্তান তার পিতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এরকম অবস্থার মধ্যেও তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এখানে তাঁর সাক্ষাৎকার পর্বটি উপাস্থাপন করা হলো।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের কথা। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন এক উপলক্ষে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের একটি অংশ আমার স্মৃতিতে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'শিক্ষাঙ্গন রাজনীতি মুক্ত না হলে ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার জন্য যোগ্য লোক পাওয়া যাবে না। তাই শিক্ষাঙ্গনে কঠোরভাবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে। আপনারা প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।' বঙ্গবন্ধুর একথা আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, যা আজও আমি মনে ধারণ করে অনুসরণ করছি।

বিঃক্যাঃ ঢাকা কমার্স কলেজ খুব অল্প সময়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে, এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে?

অধ্যক্ষঃ যে কোন বৃহৎ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি, পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হয়। পাশাপাশি লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে জড়িতদের আন্তরিক প্রচেষ্টা দরকার হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের ক্ষেত্রে এর ব্যতয় ঘটেনি। ঢাকা কমার্স কলেজ সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত হয়েছে এবং এই কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে লক্ষ্য অর্জনে দারুণভাবে সহায়তা করেছেন। আমি বেশ গর্বের সাথে বলতে পারি, কলেজের লক্ষ্য অর্জনে সম্মিলিতভাবে সকলে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাছাড়া পরিচালনা পরিষদ, অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ সুষ্ঠুভাবে কলেজটি পরিচালনায় আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করেছেন। সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এধরনের অনুকূল পরিবেশ বেশ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তবে আমি আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছি যে, সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা ও সততার সাথে কাজ করলে সাফল্য অবধারিত।

বিঃক্যাঃ আপনি তো সরকারী কলেজে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত। তথাপি একটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন কেন?

অধ্যক্ষঃ আমি দীর্ঘদিন ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার সাথে জড়িত। জগন্নাথ কলেজেও বেশ কিছু সময় ছিলাম। সে সময় এই কলেজ দু'টিতে শিক্ষার তেমন পরিবেশ ছিল না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে উদ্যোগ নিয়েও নানা কারণে কাংখিত পরিবেশ আনতে ব্যর্থ হই। আর এই ব্যর্থতা থেকেই একটি ব্যতিক্রমধর্মী কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা আসে। আর এই চিন্তা থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসি।

এছাড়া আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, দেশের শিক্ষাঙ্গন গুলোতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' এর সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী

কলেজটি চমৎকারভাবে পরিচালিত হচ্ছে

আবু আহমদ আবদুল্লাহ
উপাধ্যক্ষ,ঢাকা কমার্স কলেজ

বিঃক্যাঃ এই কলেজে যোগদানের পর কলেজকে কেমন দেখতে পেয়েছেন?

উপাধ্যক্ষঃ গত ১৪-৭-৯৬ তারিখে এই কলেজে যোগদানের পর কলেজটিকে একটি রাজনীতিমুক্ত, ধূমপানমুক্ত, আদর্শ বাণিজ্য কলেজ হিসেবে দেখতে পেয়েছি।

বিঃ ক্যাঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ চরম বিশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করছে। এক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ চমৎকারভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এর কারণ কি বলে মনে করেন?

উপাধ্যক্ষঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করার কারণ হলোঃ ছাত্র রাজনীতি, ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাস না করা, শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, নিয়মিত পরীক্ষা না নেয়া, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব এবং পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা। উক্ত কারণগুলো দূর করতে সক্ষম হওয়ায় ঢাকা কমার্স কলেজ চমৎকারভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, সেমিস্টার পদ্ধতি, সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষা, নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে এসে ছুটির পূর্বে ছাত্রছাত্রীদেরকে বাহির হতে না দেয়া, ৯০% ক্লাসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি কারণে কলেজটির পরিবেশ চমৎকার।

বিঃ ক্যাঃ এখানকার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সম্বন্ধে বলবেন কি?

উপাধ্যক্ষঃ এখানকার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক খুবই ভাল। ছাত্রছাত্রী ও শ্রেণী প্রতিনিধিগণ শিক্ষকদের সহায়তায় শিক্ষা সফর, দেয়াল পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা, আন্তঃখেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করছে।

বিঃ ক্যাঃ *সুন্দর শিক্ষাঙ্গন গড়তে আপনার পরামর্শ কি?*

উপাধ্যক্ষঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সুন্দর শিক্ষাঙ্গন গড়ার জন্য আমার পরামর্শ নিম্নরূপ ঃ

(ক) শিক্ষাঙ্গনটি সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত হতে হবে। (খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকতে হবে। (গ) ক্লাসে সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকবে। (ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল ভৌত কাঠামো পরিকল্পনা মাফিক গড়ে উঠেছে

এ বি এম আবুল কাশেম
সদস্য, পরিচালনা পরিষদ ও
আহবায়ক, উন্নয়ন উপ-কমিটি
এবং উপ-সচিব ত্রাণমন্ত্রণালয়

বিঃ ক্যাঃ ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নের কিছু ইতিহাস ও আপনার ভূমিকা সম্পর্কে বলবেন কি?

আবুল কাশেমঃ '৮০-র দশকের প্রথম দিক হতে আমরা ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষার একটি বিশেষায়িত কলেজ স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করি, এ লক্ষ্যে অধ্যাপক কাজী ফারুকীসহ অন্যান্যদের বাসায় আমরা দিনের পর দিন মিলিত হই। ডঃ হাবিবুল্লাহ, অধ্যাপক এস,এ, সিদ্দিকীসহ দেশের বাণিজ্য শিক্ষায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন আমরা তাদের পরামর্শ নেই। অনেকের থেকেই আমরা আশানুরূপ উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি। কেউ কেউ আবার আমাদের বিশাল চিন্তাভাবনায় নিরুৎসাহিতও করেছেন। '৮৭-'৮৮-র দিকে আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেই ঢাকা কমার্স কলেজ স্থাপন করবই। সে অনুযায়ী আমরা ১৬৫০/- টাকায় প্রাথমিক তহবিল তৈরি করি। অধ্যাপক কাজী ফারুকী, শাহীন, শফিকুল ইসলাম, এম.হেলাল এ প্রাথমিক তহবিলে অর্থ প্রদান করেন। ঢাকা কমার্স কলেজের এ প্রাথমিক তহবিলে আমারও ১০০ টাকা দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। পরে ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে আমরা কলেজ কার্যক্রম শুরু করি। কিং খালেদ ইন্সটিটিউশনে আমরা প্রথম ক্লাস কার্যক্রম শুরু করি এবং এখানে কলেজের প্রথম সাইন বোর্ড উত্তোলন করি। সেই সাইনবোর্ড উত্তোলনের সময় আমারও থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। কলেজ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় এরপর কলেজ এ বিশাল অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

বিঃ ক্যাঃ উন্নয়ন উপ-কমিটির আহবায়ক হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্সের বিশাল নির্মাণ কার্য সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

আবুল কাশেমঃ ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ কার্য বিশাল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কলেজ পরিচালনা পরিষদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছে। অধ্যক্ষ ও সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের সহযোগিতায় এ বিশাল নির্মাণ কাজ সম্পাদন সম্ভব হচ্ছে। এ নির্মাণ কাজের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে কম খরচে গুণগত মান বজায় রেখে কি করে বেশী সুবিধা অর্জন করা যায়। পরিচালনা পরিষদের প্রতিটি সভায় অন্তবর্তীকালীন সময়ের যাবতীয় নির্মাণ ব্যয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অনুমোদন করানো হয়।

বিঃ ক্যাঃ নিয়মিত ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ না করিয়ে নিজেরা কেন লেবারের মাধ্যমে কষ্ট করে নির্মাণ কাজ করাচ্ছেন? এতে কি কোন আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন?

আবুল কাশেমঃ কম খরচে ভাল মান সম্মত কাজ করার জন্য আমরা কোন নিয়মিত ঠিকাদার নিযুক্ত করছি না। বিখ্যাত শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটস-এর বরেণ্য উপদেষ্টা প্রকৌশলী জনাব শহীদুল্লাহর তদারকী ও পরামর্শক্রমে আমরা প্রতিটি নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করি ও নির্মাণ কার্যে লাগাই। আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ না করে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শ্রমিক নিয়োগ করে উন্নয়ন কাজ করানো হচ্ছে। যথাযথভাবে মূল্যায়ন করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, কাজের গুণগত মান অনুযায়ী তুলনামূলক খরচের পরিমান অনেক কম।

বিঃক্যাঃ ঢাকা কমার্স কলেজ ও প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

আবুল কাশেমঃ ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল ভৌত কাঠামো অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক গড়ে উঠছে। দেশের অন্য কোন কলেজের নির্মাণ কার্য পরিকল্পনানুযায়ী এত দ্রুত গড়ে উঠছে বলে আমার জানা নেই। ভাবতে অবাক লাগে এক পুকুরের মধ্যে অনেকগুলো বাঁক সম্পন্ন এক খন্ড জমিতে এ বিশাল কমপ্লেক্স গঠিত হয়েছে। এখানে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে, তাহলো ভবিষ্যতে এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর। সে লক্ষ্যে আমরা নির্মাণ কার্য চালিয়ে যাচ্ছি। এ প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ও পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের জন্য আবাসিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা চলছে। সর্বমহলের সহযোগিতা পেলে আমরা অচিরেই একটি বাণিজ্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হব।

শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনে ব্রতী এবং শিক্ষককে গুরুদায়িত্ব পালনে আন্তরিক হতে হবে

প্রফেসর শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী

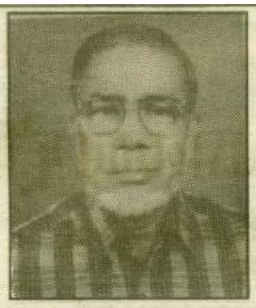

ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং অধ্যক্ষ, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম

অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী একজন প্রবীণ ও প্রথিতযশা শিক্ষক। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগের সাথে প্রথম থেকেই জড়িত। তাই এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার উপস্থাপিত হলো।

***বিঃ ক্যাঃ** ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ আপনারা নিয়েছিলেন তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই উদ্যোগ এত দেরীতে নিয়েছিলেন কেন?*

এস. এ সিদ্দিকীঃ সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কর্মসূচী সর্বপ্রথম অতি অল্প সংখ্যক লোক অনুধাবন করেন-তাঁরা কিছুকাল এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। যাতে অধিক সংখ্যক লোক এ বিষয়ে উৎসাহী হন। যাতে করে কাজ শুরু হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী ও সমর্থক পাওয়া যায়। ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক গুরুত্ব খুব কম সংখ্যক উদ্যোক্তাই প্রথমে অনুধাবন করেছিলেন। আমরা তাই এ বিষয়টি সর্বসাধারণের মধ্যে গুরুত্ব পাবার জন্য অপেক্ষা করি। প্রসঙ্গতঃ ঢাকায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জায়গা সমস্যা অন্যতম। এ সমস্যায় ঢাকা কমার্স কলেজও পতিত হয়। তাই শুরু করতে এত দেরী হয়ে গেল।

***বিঃক্যাঃ** কলেজের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা রেজুলেশন খাতায় দেখতে পেলাম যে, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ঢাকা কমার্স কলেজের যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব পালনে সম্মত হয়। কিন্তু কলেজের চরম আর্থিক সংকটকালে তারা এগিয়ে এলেন না কেন?*

এস.এ. সিদ্দিকীঃ কথা ছিল চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ঢাকা কমার্স কলেজের কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক যোগান দেবে। এটা সত্য যে, পরবর্তীতে এসোসিয়েশন আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারেনি।

***বিঃক্যাঃ** আমরা দেখেছি ডোনার তালিকা মোতাবেক অন্য দাতাদের সাথে এসোসিয়েশনের কিছু সদস্য ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু আর্থিক সহায়তা করেছেন। তাছাড়া দুই কিস্তিতে এসোসিয়েশন ৬৫,০০০ টাকা প্রদান করলেও কলেজের আর্থিক সংকটকালে তাদের পিছিয়ে যাবার বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন?*

এস.এ. সিদ্দিকীঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্মসূচীর ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে যত লোক/প্রতিষ্ঠান/ সংগঠন যতোভাবে আর্থিক সাহায্য-সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে তাদের কেউ কেউ সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন না অথবা করেন না।

***বিঃ ক্যাঃ** ঢাকা কমার্স কলেজের একজন উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কলেজের বর্তমান অগ্রগতির ধারায় এর ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন করুন।*

এস.এ. সিদ্দিকীঃ কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী) এ যাবৎ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং সযত্ন প্রয়াস পেয়েছেন তা অব্যাহত রাখলে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল-এমন আশা করা অমূলক হবে না।

বিঃ ক্যাঃ দেশের বাণিজ্য শিক্ষার উন্নয়নে ঢাকা কমার্স কলেজ কেমন ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন?

এস.এ. সিদ্দিকীঃ ঢাকা কমার্স কলেজ এ ব্যাপারে উপযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

***বিঃ ক্যাঃ** বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আপনার মূল্যবান উপদেশ।*

এস.এ. সিদ্দিকীঃ জাতির ভবিষ্যৎ যোগ্য নাগরিক হিসাবে নিজেদেরকে তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীগণ যথারীতি জ্ঞানার্জনে ব্রতী হবে এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ তাঁদের গুরুদায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে যত্নবান হবেন।

সাহস ও সৎ উদ্যোগ থাকলে আর্থিক সীমাবদ্ধতার মাঝেও এগিয়ে যাওয়া যায়

মোঃ সামসুল হুদা

সদস্য, কলেজ পরিচালনা পরিষদ ও পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস লিঃ

জনাব সামসুল হুদা কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং একজন উদ্যোক্তাও। কলেজ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে তাঁর অনেক শ্রম, মেধা জড়িয়ে রয়েছে। এখানে তাঁর কিছু কথা তুলে ধরা হলো।

***বিঃক্যাঃ** একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ও ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও নূতন একটি কলেজের অধ্যক্ষের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কেন?*

সামসুল হুদাঃ এ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনাব মোহাম্মদ তোহার সভাপতিত্বে বিভিন্ন সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট জনাব মফিজুর রহমান মজুমদারের নেতৃত্বে একটা অর্থ কমিটিও গঠন করা হয়। এ সমস্ত সভায় জনাব কাজী ফারুকী অভিমত প্রকাশ করেন যে, কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে এর সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময় ও মেধা ব্যয় করবেন। তবে একজন অধ্যক্ষের প্রয়োজন হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এলামনিতে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়।

***বিঃক্যাঃ** ঢাকায় বিভিন্ন কলেজে কমার্স বিষয় থাকা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন কেন?*

সামসুল হুদাঃ বিশ্বের সর্বত্র বাণিজ্য বিপ্লব চলছে। এ বিপ্লবের সাথে তাল মিলাতে হলে বাণিজ্য শিক্ষাকে আমাদের দেশে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। স্বতন্ত্র কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে বিশ্বাস নিয়ে আমরা উদ্যোগী হয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস আমরা সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি।

***বিঃ ক্যাঃ** সরকারী অনুদান ছাড়া স্ব-অর্থায়নে কিভাবে কলেজটিকে আপনারা পরিচালনা করেছেন?*

সামসুল হুদাঃ প্রত্যেক কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে অর্থ সব সময় সব কিছুর সমাধান দিতে পারে না। সাহসী ও সৎ উদ্যোগ থাকলে এবং এ উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য নিরলস ও নিঃস্বার্থ কর্মীর অভাব মোচন হলে অর্থের টানাপোড়নের মধ্যেও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। নিরলস ও নিঃস্বার্থ কর্মী হিসাবে জনাব কাজী ফারুকীর ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়।

***বিঃ ক্যাঃ** কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে আপনাদের ধারণা ছিল কি - এত অল্প সময়ে কলেজটি এত উন্নতি লাভ করতে পারবে?*

সামসুল হুদাঃ আমাদের মধ্যে মতের বৈপরীত্য আছে। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং তার কার্যক্রম নিয়ে চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ এলামনি এসোসিয়েশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা ছিল না বিধায় আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এছাড়া কলেজের চালকের ভূমিকায় রয়েছেন জনাব কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী এবং তাকে এ কাজে সর্বাত্মক সহায়তা দান করার জন্য কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমদ প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এছাড়া অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আলী আজম প্রতিনিয়ত কাউন্সিলিং করে যাচ্ছেন।

আজকের দিনে বেশী করে মনে পড়ছে আমাদের বন্ধু জনাব এ, এফ, এম সরওয়ার কামালকে যিনি আজ অনেক দূরে অবস্থান করছেন। তিনি বর্তমান অবস্থানে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত কলেজের সব কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এখনও তিনি সে সুদূর জাপান হতে কলেজের খবরাখবর নিয়ে চলেছেন। বন্ধুবর জনাব আহমেদ হোসেন তাঁর ব্যবসায়িক ব্যস্ততার মাঝেও কলেজের প্রাত্যহিক কাজে জড়িত থেকে অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছেন। সর্বজনাব আবুল কাসেম উপসচিব ও বদরুল আহসান এফসিএ'র নাম ও উল্লেখ করতে হয় তাদের অনুদার সংশ্লিষ্টতার জন্য।

সকল শিক্ষকই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ আন্তরিক। উল্লেখ্য যে, শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবছরই শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং কোর্স ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের আয়োজিত এসব ট্রেনিং কোর্সে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ উন্নততর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ফলে কলেজের শিক্ষার মান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম সুন্দর ও সঠিকভাব পরিচালিত হচ্ছে।

কলেজে প্রকাশনা ও শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে

এস.এম. আলী আজম

সম্পাদক, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ।

মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস.এম. আলী আজম বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজে প্রকাশনা ও শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করণে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে এবং অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এমনকি শিক্ষকদের এ.সি.আর.-এ শিক্ষকদের মূল্যায়নের ২৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রকাশনা ক্ষমতা এবং শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে আগ্রহ ও তৎপরতা বিষয়দ্বয় গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কলেজের সাম্প্রতিক হাজারো ঘটনার প্রকাশ এবং শিক্ষার্থীদের সাহিত্য প্রীতি ও মননশীলতার বিকাশের লক্ষ্যে নভেম্বর '৯৬ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ। প্রতি বছর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ কলেজ বার্ষিকী। বার্ষিকী 'প্রগতি'তে ছাত্র-শিক্ষকদের সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশ হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে স্মৃতি এ্যালবাম, ক্লাব বুলেটিন ও বার্ষিকী, বিভাগীয় বার্ষিকী, স্যুভেনীর ও দেয়ালিকা-যাতে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার লালন হচ্ছে।

গত বছর খানেক ধরে কলেজ প্রকাশনা কার্যে উন্নয়নের বিপ্লব ঘটছে। প্রকাশনা কার্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যের আরো উন্নয়ন ও ঢেলে সাজাতে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শীঘ্রই গবেষণা পত্রিকা, সাহিত্য পত্রিকাও জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে। জনাব আলী আজম আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ও সচেতন করার লক্ষ্যে লেখাপড়ার পাশাপাশি এ কলেজের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। প্রতি বছর নিয়মিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মউন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরনের লক্ষ্যে সারা বছর ধরে ডজনখানেক ক্লাব কাজ করে যাচ্ছে। সকল শ্রেণীতে নিয়মিত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাস হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে বেরিয়ে পড়েন বনভোজন, শিক্ষা সফর ও শিক্ষা সফরে। সুন্দরবন বনভোজন, পদ্মায় ইলিশ ভ্রমণ, রাজশাহী আম্র ভ্রমণ, সিলেটে চা ভ্রমণ, কক্সবাজারে সৈকত ভ্রমণ, উত্তরবঙ্গ সীমান্ত ভ্রমণ, দক্ষিণ বঙ্গ নৌ ভ্রমণ,-এসব যেন কেবল এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্যই সম্ভবপর।

ইসলামী বিশ্ববিদ

১৫৪/এ, কলেজ রোড, চব

ফোনঃ ০৩১-৬১০০৮৫, ৬১০৩০৮

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রা

স্নাতক কোর্সে যে সব বি

১। কুরানিক সায়েন্সেস এন্ড ইস
২। দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক সি
৩। বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন (বি
৪। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেক
৫। ইকনোমিক্স এন্ড ব্যাংকিং,
৬। ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশন্স এন্ড পলিটিক্স।

এছাড়াও পেশাজীবীদের জন্য এবং ডিপ্লোমা ও সার্টিফি

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

- ❑ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক ক্যাম্পাস।
- ❑ সেশনজটমুক্ত ও সেমিস্টার পদ্ধতির অনুসারী
- ❑ আই ইউ সি সম্পূর্ণ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত
- ❑ শিক্ষা ব্যয় অত্যন্ত কম। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের সামর্থের মধ্যে।
- ❑ শিক্ষা কার্যক্রম বিদেশী ডিগ্রীধারী সুদক্ষ শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত।
- ❑ ওপেন ক্রেডিট আওয়ার সিস্টেম মেনে চলায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচুর পড়তে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

বর্ষ ১৪ ○ সংখ্যা ১০ ○ মে '৯৮

'১৪ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান, ইউসিসিবি কানাডা এবং ইউনিটেল (UNITEL) মালয়েশিয়া কর্তৃক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী স্বীকৃত এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ।

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় উদ্যোগ

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার এপ্রিল '৯৮ সংখ্যায় ঢাকা কমার্স কলেজের একটি বিশালাকৃতির প্রতিবেদন দেখে প্রথমটায় একটু খটকা লেগেছিল। কি ব্যাপার এত বড় প্রতিবেদন? তাও আবার একটি কলেজকে নিয়ে? যাহোক, খুঁত খুঁতে মন নিয়ে প্রতিবেদনটি পড়া শেষ করলাম। এরপর মনের অজান্তেই বেরিয়ে এলো– না, এরকম একটি কলেজকে নিয়ে ক্যাম্পাসের এই আয়োজন আসলেই ক্ষুদ্র। আমার সঙ্কীর্ণ মন তা বুঝতে পারেনি। সে জন্য পরে নিজেই বেশ লজ্জিত হয়েছি।

সত্যিই, ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বিস্ময়কর উদ্যোগ। আমাদের দেশে শিক্ষানুরাগী ও উদ্যোক্তা ব্যক্তিগণের কাছে এটা একটা মডেল। ঢাকা কমার্স কলেজ ক্ষয়িষ্ণু সময়ে একটি প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় উদ্যোগ। এ রকম উদ্যোগ দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও নেয়া হবে– এ প্রত্যাশা সকলের।

মামুন

ইংরেজী বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।

নিজেরাই ভর্তির পোষ্টার লাগিয়েছি, পিওন-কেরানী শিক্ষক-প্রশাসক সকলের কাজই করেছি

মোঃ শফিকুল ইসলাম
ডীন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিঃক্যাঃ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় কলেজের প্রথম শিক্ষক হিসেবে আপনার ভূমিকা কি ছিল?

শফিকুল ইসলামঃ ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান শিক্ষকদের মধ্যে আমি প্রথম শিক্ষক। কলেজ কার্যক্রম শুরুর আগে থেকে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের ছাত্র হিসাবে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়। দূরদর্শী অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যারের আহবানে এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সঙ্গে শলা পরামর্শ করি। খেয়ে-না খেয়ে দিবানিশি কাজ করি, সংসার, পারিবারিক কার্য, পরিবারের সদস্যদের কথা উপেক্ষা করে যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করেছি এ কলেজ প্রতিষ্ঠায়। উৎসাহ, আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা খুব কম লোকের থেকেই পেয়েছি। কেউ কেউ কলেজ প্রতিষ্ঠায় বাঁধা হয়েও দাঁড়িয়েছিল। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের হামলাও এসেছে। নিজেরাই ভর্তির পোষ্টার লাগিয়েছি। পিওন, কেরানী, শিক্ষক, প্রশাসক সবার কাজই করেছি। কোন কাজটি সম্মানের, কোনটি অসম্মানের তা ভেবে দেখিনি। আমাদের সামনে ছিল এক অজানা অন্ধকার। ফারুকী স্যারের সাহস-মনোবলে আমরাও হয়েছিলাম বলীয়ান, আশা ছিল আমরা সফল হব। কলেজের বর্তমান ক্যাম্পাসের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য দিনের পর দিন বিভিন্ন অফিস, মন্ত্রণালয়ে ঘুরেছি। বনবাদাড়, জঙ্গল, বস্তিবাসীর ল্যাট্রিন নিজেরাই পরিষ্কার করি। ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও মাটি কাটার কাজ ও তদারকি করেছি। অধ্যক্ষ স্যারের নেতৃত্বে ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালনা পরিষদ সদস্য সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় এ কলেজ আজ আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, হতে যাচ্ছে, ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার লাভ করেছে।

বিঃক্যাঃ কলেজের শৃঙ্খলা কমিটির আহবায়ক হিসেবে কলেজের আইন-শৃঙ্খলা কার্যক্রম সম্পর্কে বলুন।

শফিকুল ইসলামঃ দেশের শিক্ষাঙ্গন জুড়ে যখন সন্ত্রাস, অস্ত্রের ঝনঝনানি, খুনাখুনি, সেশন জ্যামে আটকা পড়ছে সাধারণ ছাত্রসমাজ সেই অস্থির পরিবেশে আশার আলো নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ। এখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা অন্য যে কোন কলেজ থেকে কড়াকড়িভাবে মানা হয় যা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তম ফলাফলেরই সহায়ক হয়নি, উত্তম চরিত্র গঠন ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করছে।

বিঃক্যাঃ একজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে কলেজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

শফিকুল ইসলামঃ বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কলেজের ভবিষ্যত অবস্থান আরো ভাল হবে ইনশাল্লাহ্। এ কলেজ এখন দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ। খুব শীঘ্রই এ কলেজ প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে পরিণত হবে বলে আমার ধারণা। তবে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিবর্গ ও কতিপয় হীন স্বার্থপর রাজনীতিবিদদের প্রভাব কলেজের ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়। রাজনীতিমুক্ত থাকতে পারলে এবং সর্বমহলের সহযোগিতা থাকলে আমরা অবশ্যই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হব।

বর্তমানে বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী শেখা বা জানার চেয়ে পাস বা ভালো রেজাল্টের প্রতি আগ্রহী

মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
ডীন, কলা অনুষদ

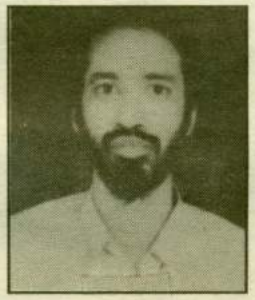

ঢাকা কমার্স কলেজের কলা অনুষদের ডীন ও ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল কাইয়ুমের সাথে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা হলো। প্রশ্ন ছিল- ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীতে দুর্বল কেনো? জনাব কাইয়ুম বললেন, ইংরেজী বিষয়ে Skilled Competent শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমাগত কমে আসছে। এ বিষয়ে ভালো রেজাল্টধারী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিচ্ছেন না। যাঁরা আসছেন তাঁরা রাতারাতি শিক্ষক বনে যাচ্ছেন। যোগ্য শিক্ষক করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সুতরাং উক্ত বিষয়ের শিক্ষকদের Comptetence নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এছাড়া ইংরেজী বিষয়ের Syllabus এমনভাবে Design করা হয়েছে এবং প্রশ্নপত্রের ধারা এতই traditional যে, ইংরেজীতে উচ্চ নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরাও যে ইংরেজি জানে এমনটি বলার উপায় নেই। আবার ইংরেজি বিষয়ে জ্ঞান নেই এমন ছাত্র-ছাত্রীও গুটিকয়েক প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের Motivate করাটা সত্যিই শক্ত। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী শেখা বা জানার চেয়ে পাস বা ভালো রেজাল্টের প্রতি আগ্রহী, যেটা বর্তমান System এ সম্ভব। ছাত্র-ছাত্রী কেনো– ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলকে এ একই প্রশ্নের অধীনে কম বেশি আনা যেতে পারে বলে মনে করি।

জানতে চাইলাম, কমার্স কলেজের ইংরেজি শিক্ষার মান ও অবস্থা সম্পর্কে- জনাব কাইয়ুম বললেন, কমার্স কলেজে ইংরেজি শিক্ষার মান ও অবস্থা অন্য দশটি কলেজের মতোই। মানের ব্যাপারটা আগের আলোচনায় স্পষ্ট। অবস্থার পার্থক্যকারী একমাত্র নিয়ামক হলো পরীক্ষা পদ্ধতি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্য হয়ে গতানুগতিক প্রশ্নোত্তরগুলো মুখস্থ করে। এক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও তারিফযোগ্য। ফলে পাসের হার ও ভালো রেজাল্ট আশাব্যঞ্জক হলেও মানের ব্যাপারটা ঠিক ওইরকম ভাবে এখনো সমানুপাতিক হতে পারেনি।

শিক্ষার মানোন্নয়নে, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়

মোঃ বাহার উল্যা ভুঁইয়া
প্রফেসর ইনচার্জ (নির্মাণ ও একাডেমী)

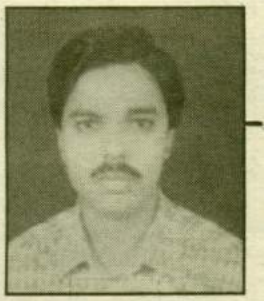

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রফেসর ইনচার্জ (নির্মাণও একাডেমী) এবং ভূগোল বিভাগের চেয়ারম্যানের সাথে এই কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে আলাপ হয়। জনাব মোঃ বাহারউল্যা ভূঁইয়া বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম একটু ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে ক্লাস কার্যক্রম ধারাবাহিক। দুটো ক্লাসের মাঝে কোন বিরতি নেই। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময় ৩০ মিনিটের একটা টিফিন আছে। ক্লাস কার্যক্রম ধারাবাহিক হওয়ায় একজন শিক্ষক একটা ক্লাস থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে অন্য শিক্ষক প্রবেশ করেন। কলেজের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ঠিক রাখার স্বার্থে অধ্যক্ষ মহোদয় সরাসরি ক্লাসে যান। শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বাণিজ্য অনুষদের ডীন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম ও কলা অনুষদের ডীন জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। তাছাড়া সকল বিভাগীয় প্রধান/ চেয়ারম্যানও নিজ নিজ অবস্থান থেকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো কলেজের

হুমায়রা মতিন

তখন কলেজের পরিসর আজকের মতো এত বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু তবুও ধানমণ্ডির সেই ছোট জায়গায় আমরা যেভাবে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করেছিলাম, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষিকার guidence, এমনকি প্রশাসনিক অবকাঠামো এত সুদৃঢ় ছিল যে সেই ক্ষুদ্র পারিপার্শ্বিকতায় কোন দিক দিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

অন্যদিকে কলেজের প্রতিকূল দিক নিয়ে আলোচনায় আসলে যে ব্যাপারটা সবার চোখে প্রথমেই ধরা পড়তো তা ছিল নিয়মের কড়াকড়ি কিন্তু যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কলেজের সুপ্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানসিকতা গড়ে তোলার পিছনে কাজ করেছে।

(৩) দীর্ঘ কয়েক বছরের উজ্জ্বল সাফল্যই এই কথাই প্রমাণ করে যে, ঢাকা কমার্স কলেজের স্থান অন্যান্য কলেজের তুলনায় শীর্ষে রয়েছে। নিয়মনীতি, শৃঙ্খলাবোধ, পরিপূর্ণ শিক্ষা দানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সুযোগ এ কলেজে রয়েছে।

(৪) জীবনের সাফল্য একটি ব্যাপক ব্যাপার। তবুও আজকে আমি যতদূর এসেছি এবং ভবিষ্যতে যতদূর যেতে পারব, সবকিছুর পিছনে ঢাকা কমার্স কলেজের অপরিমেয় অবদান অকপটে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই। বিশেষত এইচএসসি পরীক্ষায় আমার ভাল ফলাফল এই কলেজের সার্বিক, সুন্দর ব্যবস্থাপনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে আমি মনে করি।

কলেজ কর্তৃপক্ষের অপূর্ব ব্যবস্থাপনা প্রশংসার দাবিদার

স্নিগ্ধা খন্দকার

(এইচ এস সি '৯৫ বাণিজ্য শাখায় মেধা তালিকায় ১৪তম)

২য় বর্ষ, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ঢাঃ বিঃ

(১) ঢাকা কমার্স কলেজে আমার শিক্ষাজীবনে এক উজ্জ্বল নাম। বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য সাধনে এই কলেজের দান অপরিসীম। ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেকে যাতে সফল করে তুলতে পারি তার অনেকখানি শিক্ষা ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে আমি পেয়েছি।

(২) কলেজের উন্নয়নে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সকলের সমন্বিত আগ্রহে খুব অল্প সময়ে ঢাকা কমার্স কলেজ এ প্রশংসার সাথে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এই উন্নয়নের ধারায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত, আমার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, নতুন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে যতটুকু প্রতিকূলতা সময়ে সময়ে দেখা যায় তা একদিন সমূলে নির্বাসিত হবেই, তাই ঢাকা কমার্স কলেজের কোন দুর্বলতা আমার কাছে অসহনীয় মনে হয়নি।

(৩) অন্যান্য কলেজের তুলনায় ঢাকা কমার্স কলেজ বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী। এই কলেজের সার্বিক শৃঙ্খলাবোধ, ছাত্র-ছাত্রীর মঙ্গলার্থে উপযোগী সব নিয়ম-কানুনের সফল বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের অপূর্ব ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কলেজের তুলনায় অধিক প্রশংসার দাবিদার।

(৪) আমার জীবন এখনও গঠনমূলক পর্যায়ে আছে, তবে এ জীবনের যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি তাতে কলেজের ভূমিকা অনেকখানি। এছাড়াও এ কলেজে শিক্ষাকালীন সময়ে শেখা শৃঙ্খলাবোধ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে বলে আমি মনে করি।

কলেজের সুন্দর পরিবেশ আমার ভাল ফলাফলে সহযোগিতা করেছে

মোঃ আবদুস সোবহান

(এইচ এস স '৯৬, বাণিজ্য শাখায় মেধা তালিকায় ১ম স্থান)

১ম বর্ষ, হিসাব বিজ্ঞান, ঢাঃ বিঃ

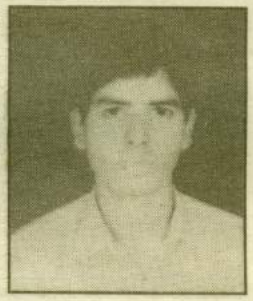

১। আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পাথেয় সংগ্রহে কমার্স কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কমার্স কলেজ পড়ালেখার একটি সুষ্ঠু, সুন্দর পরিবেশ দান করে আমার পড়ালেখার অগ্রগতি সাধন করেছে এবং ভাল ফলাফল অর্জনে সহযোগিতা করেছে।

(২) কমার্স কলেজের ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ, শিক্ষকদের অফুরন্ত আন্তরিকতা, নিয়মিত পরীক্ষা, নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসে প্রবেশ, অধ্যক্ষ স্যারের ভাল ছাত্রদের খোঁজখবর নেয়া ইত্যাদি আমার কাছে ভাল লেগেছে। কমার্স কলেজের আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি আমার খারাপ লেগেছে।

(৩) ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ততা, নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা, সাপ্তাহিক, মাসিক ও টার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম, ইত্যাদি বিষয় অন্যান্য কলেজের সাথে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছে।

(৪) আমার এইচএসসি পরীক্ষার সাফল্যের দাবিদার একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজ, কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ। আমার বিশ্বাস আমি ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যয়ন না করলে এত ভাল ফলাফল অর্জনে সমর্থ হতাম না।

লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতার দেশে কঠোর নিয়ম দরকার আছে

সরকার আরিফ মাহমুদ

এইচএসসি '৯৭ মেধা তালিকায় ১০ম স্থান

১। ঢাকা কমার্স কলেজে লেখাপড়ার মাধ্যমে আমি উচ্চতর বাণিজ্য শিক্ষার দিক নির্দেশনা পেয়েছি।

২। এ কলেজের শিক্ষকদের আন্তরিকতা আমার ভাল লেগেছে। খারাপ দিক এখানে তেমন পাইনি। কঠোর নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশকে কেউ কেউ খারাপ দিক বলতে পারে। তবে বর্তমান লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতার দেশে এ কঠোর নিয়মের দরকার আছে।

৩। এ কলেজে অন্য অনেক কলেজ থেকে বেশী ক্লাস, পরীক্ষা হয় এবং ক্লাসে উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক।

৪। আমার ভাল ফলাফলে এ কলেজের অবদান সর্বাগ্রে। আমার আজো ধারণা অন্য কোন কলেজ থেকে এত ভাল ফলাফল করতে পারতাম না।

প্রতিনিধি আবশ্যক

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, যশোর এম, এম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-এর জন্য প্রতিনিধি আবশ্যক। আগ্রহীদের উদ্যমী, সংস্কৃতিমনা ও লেখালেখিতে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নমুনা সংবাদ/প্রতিবেদন, দু'কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জীবন বৃত্তান্তসহ সম্পাদক বরাবরে শীঘ্রই লিখুন।

সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

মডার্ন ম্যানসন (১৫ তলা), ৫৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

আমার সাফল্যের পিছনে কলেজের অবদান গুরুত্বপূর্ণ

মাসুদা খানম নিপা

(এইচ এস সি '৯১-তে মেধা তালিকায় ২য় স্থান)

কলেজের প্রথম ছাত্রী এবং বর্তমানে প্রভাষক, ঢাকা কমার্স কলেজ

১. ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হিসেবে আমি শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, অধ্যবসায় এবং একতা সংগ্রহ করেছি।

২. সার্বিকভাবে এই কলেজের সবকিছুই আমার ভালো লেগেছে এবং কোন কিছুই খারাপ লাগেনি।

৩. অন্যান্য কলেজের তুলনায় কলেজটির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) সুন্দর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক (খ) শৃঙ্খলা (গ) শিক্ষা ব্যবস্থা (ঘ) পরীক্ষার ফলাফল (ঙ) গঠনমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদি।

৪. আমার জীবনের সাফল্যের পিছনে কলেজের ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ স্যার এবং কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিক সহযোগিতার জন্যই আমি ভালো ফলাফল করতে পেরেছি এবং সফল হয়েছি।

ভাল ফলাফলের জন্যে উত্তম পরিবেশ আবশ্যক

কাজী নাঈমা বিনতে ফারুকী

(এইচ এস সি '৯২-তে ঢাকা বোর্ডে প্রথম)

এম কম (শেষ বর্ষ), হিসাব বিজ্ঞান, ঢাঃ বিঃ

(১) ঢাকা কমার্স কলেজে ছাত্রী হিসেবে কাটানো পুরো সময়টা আমার শিক্ষা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঢাকা কমার্স কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের পর আমি উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা পেয়েছি। এছাড়া ছাত্রী হিসেবে শিক্ষকদের যে সহযোগিতা, দোয়া ও ভালবাসা পেয়েছি তা-ও আমার জীবনে ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে থাকবে।

(২) এই কলেজের যে দিকটা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে, তাহলো কলেজের শিক্ষকদের আন্তরিকতা। আমরা যখন কমার্স কলেজে পড়ি তখন, অর্থাৎ ১৯৯০-৯১ সালের দিকে কলেজটি ছিল ধানমণ্ডির ছোট একটি বাড়িতে। সীমিত

প্রাক্তন মেধাবী শিক্ষার্থীদের কথা

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় (বাণিজ্য বিভাগ) ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে একাধিক শিক্ষার্থী মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে আসছে। এসব মেধাবী নক্ষত্রগুলো ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আমরা এখানে কয়েকজনকে উপস্থাপন করেছি। তাদের মুখে শুনবো ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে।

প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রশ্ন ছিলঃ

(১) ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে আপনি আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের কি পাথেয় সংগ্রহ করেছেন?

(২) এই কলেজের কোন দিক আপনার ভালো লেগেছে এবং কোন্ দিক আপনার খারাপ লেগেছে?

(৩) কলেজটি অন্যান্য কলেজের তুলনায় কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যে ব্যতিক্রম বলে মনে করেন?

(৪) আপনার জীবনের সাফল্যের পিছনে কলেজের কোন ভূমিকা আছে কি?

সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও আমাদের শিক্ষকরা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন যাতে কলেজের ছাত্রদের রেজাল্ট ভাল হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। কলেজের প্রথমদিককার ছাত্রী হিসেবে বলতে পারি, যথেষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও যে সহযোগিতা ঢাকা কমার্স কলেজ আমাদের করেছে তা সত্যি অতুলনীয়।

(৩) ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম যে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য তাহলো এটি রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত। অন্যান্য কলেজের তুলনায় এর স্বকীয়তা সহজেই চোখে পড়ে কলেজের নানা কর্মকাণ্ডে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ, ছাত্রদের জন্য লাইব্রেরী ওয়ার্কের ব্যবস্থাগ্রহণ ছাড়াও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয় হিসেবে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও শিক্ষা সফরের আয়োজন ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে এই কলেজ এ সময়ের অন্যান্য কলেজ হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা কলেজের আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য।

(৪) হ্যাঁ, আমি মনে করি আমার জীবনের সাফল্যের পিছনে কলেজের ভূমিকা ব্যাপক। এইচএসসি পরীক্ষায় আমি যে গৌরবোজ্জ্বল সফলতা অর্জন করেছি তার পিছনে ছিল মূলত আমার শিক্ষকদের আন্তরিকতার সাথে পাঠদান, নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা শেষে আমার বিভিন্ন দুর্বলতা চিহ্নিতকরণে সহায়তা, নোট তৈরিতে সাহায্য ইত্যাদি।

আমার সফলতার বড় অংশীদার ঢাকা কমার্স কলেজ

দেওয়ান মাহমুদুল হক দ্বীপু

(এইচ এস সি- '৯৪ তে মেধা তালিকায় পঞ্চম)

আইন বিভাগ, ২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১। ঢাকা কমার্স কলেজে দু'বছরের ছাত্রজীবনে যা অর্জন করেছি তা অল্প কথায় নির্ণয় অসম্ভব। ঐতিহ্য-বাহী বাঙালীত্বের অলসতা দূর হয়েছে এখানেই। শিখেছি পরিশ্রম আর প্রতিকূলতার সাথে নিয়ত সংগ্রামই জীবন। আর শিখেছি কিভাবে স্বাবলম্বী হতে হয়, এগুলোই কলেজ জীবনে অর্জিত আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়।

২। ঢাকা কমার্স কলেজের সবচেয়ে ভালো দিকটি হলো এখানে ছাত্রত্বের কোন অপরিপূর্ণতা নেই।

৩। ঢাকা কমার্স কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের দিক থেকে এতোটাই স্বাতন্ত্র্য যে, এ দেশের অন্যান্য কলেজগুলোর কোনটিই এর সঙ্গে তুলনা করার যোগ্য নয় (ক্যাডেট কলেজ ব্যতীত)। এখানে প্রকৃত অর্থেই শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চা হয়; অন্যান্য কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো 'শিক্ষা নামের প্রহসন' এখানে কল্পনাও করা যায় না। বস্তুত বাংলাদেশের প্রচলিত ঘুণেধরা শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিকতার মাঝে ঢাকা কমার্স কলেজে শুধু একটি কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়; একটি জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত, একটি উজ্জ্বল আদর্শ।

৪। ছাত্রজীবনের যে সময়টুকু আমি ঢাকা কমার্স কলেজে কাটিয়েছি (এইচএসসি পর্যায়ে) সেই সময়ে এই কলেজটি আমাকে দিয়েছে এ পর্যন্ত অর্জিত আমার শ্রেষ্ঠ ফলাফল। আর আমার শিক্ষা সম্পূরক প্রতিভার স্ফূরণও ঘটেছে এই কলেজের মাধ্যমেই। তাই জীবনের এই ক্ষুদ্র পরিসরে আমার সফলতার এক বড় অংশীদার ঢাকা কমার্স কলেজ এবং এর সঙ্গে জড়িত আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং আরও অনেকে।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আমি এ কলেজ থেকে শিখেছি

হুমায়রা মতিন

(এইচ এস সি '৯৫ মেধা তালিকায় প্রথম)

২য় বর্ষ, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ঢাঃ বিঃ

১। আমি এখানে থাকাকালীন অবস্থায় শিখেছিলাম শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং এই দুই গুণাবলী অবশ্যই আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

(২) ১৯৯৩ সালে যখন আমি কলেজে ভর্তি হই,

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক চমৎকার

হাফিজ মোঃ হারুনুর রশীদ
বি কম অনার্স, ফিন্যান্স ১ম বর্ষ

১। এ কলেজ সম্পর্কে আমার অনুভূতি এক কথায় চমৎকার। অবশ্যই আমি তৃপ্ত। কারণ এ কলেজে রয়েছে সন্ত্রাস ও ধূমপানমুক্ত এক অনন্য পরিবেশ এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পাঠদান পদ্ধতি।

২। লেখাপড়ার বাইরে অনেক শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম রয়েছে। যেমনঃ শিক্ষা সফর, আবৃত্তি পরিষদ, ডিবেটিং ক্লাব, টেবিল টেনিস ক্লাব ও ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব। এ সমস্ত থেকে আমরা পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব শিক্ষা ও বিনোদন অর্জন করতে পারি।

৩। এ কলেজে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক থাকায় একটি চমৎকার পরিবেশ বিদ্যমান।

৪। কলেজে একটানা ক্লাস হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা সব সময় ১০০% পাঠ গ্রহণ করতে পারে না।

ইন্টারমিডিয়েট ও অনার্সে পৃথক শিক্ষক পাঠদান করলে ভাল হয়

মঈনুদ্দীন মোঃ আল-ফারুকী
ব্যবস্থাপনা (সম্মান), ২য় বর্ষ

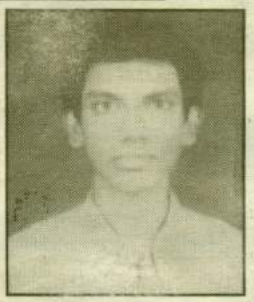

১। কলেজ সম্পর্কে আমার অনুভূতি ভালই। ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হতে পেরে আমি তৃপ্ত। কেননা এখানকার ডিসিপ্লিন ভালো, নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা হচ্ছে, পড়াশুনা হচ্ছে।

২। লেখাপড়ার বাইরে ক্রীড়া, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিষয়েও জোর দেয়া হয়। তাছাড়া নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দীক্ষা পাচ্ছি।

৩। এ কলেজের পরিবেশ, শিক্ষা পদ্ধতি ভালোই।

৪। সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন কয়েক মিনিট দেরীতে গেলে কলেজে ঢুকতে না দেয়া, একের পর এক ক্লাস হওয়া, প্রতিদিন যাওয়া বাধ্যতামূলক প্রভৃতি। এছাড়া আরেকটি সমস্যা উপলব্ধি করি তা হলো একই শিক্ষক ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার্স ক্লাসে পড়িয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েটের জন্য পৃথক ও অনার্সের জন্য পৃথক শিক্ষক থাকলে ভালো হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন।

মেধা বিকাশের শিক্ষা এখানে পাচ্ছি

নাহিদা মাহমুদা আক্তার, একাদশ শ্রেণী

১। ঢাকা কমার্স কলেজ শুধুমাত্র শিক্ষায় নয়, সব ক্ষেত্রেই আদর্শের পূর্ণ পরিচয় দেয়। এ কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত এবং কলেজ সম্পর্কে আমার অনুভূতি পূর্ণতার শীর্ষে। যেহেতু সবক্ষেত্রেই কলেজের অবস্থান শীর্ষে, তাই আমি এ কলেজে অধ্যয়ন করতে পেরে তৃপ্ত।

২। এখানে সর্বপ্রথম যে শিক্ষা পেয়েছি তাহলো শৃঙ্খলা জ্ঞান। এছাড়া বর্তমানে আমি আরো অনেক শিক্ষা পাচ্ছি। যেমন লেখাপড়া ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমে কিভাবে মেধার বিকাশ ঘটানো যায়, ইত্যাদি।

৩। আমার দৃষ্টিতে এ কলেজের অন্তর্নিহিত পরিবেশ অত্যন্ত শোভনীয় এবং কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিও আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছুতে সক্ষম। এ কারণে আমার মনোভাব সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক।

৪। এখনও তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি।

EAST WEST UNIVERSITY

একবিংশ শতাব্দীর নতুন প্রজন্ম গড়ার প্রত্যয়ে

ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

৪৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। ফোনঃ ৮৭২৩৩৫/৮৭২৩৩৬, ফ্যাক্সঃ ৮৭২৩৩৬

আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানে আমরা আঙ্গীকারাবদ্ধ

বিষয় সমূহঃ

✔ বি.বি.এ. (একাউন্টিং, বিজনেস ফাইন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং ও এম.আই.এস), বিএ (ইংলিশ), বিএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) ও বিএসএস (অর্থনীতি)।

✔ শীঘ্রই শুরু হবে বিএসসি (কম্যুনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজী) এবং বিএসসি মানবসম্পদ (জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, নার্সিং, পরিবেশ ও জেন্ডার) এবং এম.বি.এ.।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

❑ আর্ন্তজাতিক মানের পূর্ণ কালীন শিক্ষক। ❑ ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। ❑ সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ও উন্নতমানের কম্পিউটার ল্যাব। ❑ শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। ❑ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা। ❑ যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোলাবোরেশন।

ভর্তির যোগ্যতাঃ

✔ এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/ইংরেজী মিডিয়ামের শিক্ষার্থীদের জন্য 'ও' লেভেলে ৫টি বিষয় অথবা 'এ' লেভেলে ২টি বিষয় অথবা GCE আমেরিকান হাইস্কুলের ডিপ্লোমা বা সমমান।

ভর্তির সময়ঃ

✔ বছরে ৩বার ভর্তি হওয়া যায়। ফল সেমিষ্টারে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) ভর্তির জন্য জুলাই-আগষ্ট, স্প্রিং সেমিষ্টারের (ফেব্রুয়ারী-মে) জন্য জানুয়ারী এবং সামার সেমিষ্টারের (জুন থেকে আগষ্ট) জন্য মে মাসে যোগাযোগ করতে হবে। পরবর্তী ভর্তি পরীক্ষা ২৪ শে মে।

এ কে এম মকবুল ইসলাম
রেজিষ্ট্রার

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন পিএইচডি
ভাইস-চ্যান্সেলর

বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের কথা

ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের, বিভিন্ন বর্ষের কয়েকজন শিক্ষার্থীর মুখে এ কলেজের ভাল দিক ও মন্দ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল

(১) এ কলেজ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কি? এ কলেজে অধ্যয়ন করে আপনি কি তৃপ্ত? কেন?
(২) লেখাপড়ার বাইরে আর কি শিক্ষা এখান থেকে আপনি পাচ্ছেন?
(৩) এ কলেজের পরিবেশ, শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি?
(৪) কলেজের অসুবিধাগুলো সম্পর্কে বলবেন কি?

এ কলেজে ছুটি কম

সুলতানা আজীম সাথী
ব্যবস্থাপনা বিভাগ, এম কম পার্ট-১

(১) এ কলেজ সম্পর্কে আমার অনুভূতি খুব ভাল, আমি অবশ্যই তৃপ্ত। কারণ এই কলেজে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করানো হয় যা প্রায় কলেজেই বিরল।

(২) লেখাপড়ার বাইরে আরো অনেক শিক্ষা এখান থেকে পাচ্ছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুষ্ঠ Management-এর মাধ্যমে কিভাবে কাজ সম্পাদন করা যায় সে শিক্ষা এ কলেজ থেকে আমরা পাচ্ছি।

(৩) এ কলেজের পরিবেশ, শিক্ষা পদ্ধতি খুবই উন্নত।

(৪) এ কলেজের একটাই অসুবিধা তা হলো ছুটি খুব কম।

এখানকার পড়াশোনার মান খুব উন্নত

মোফাজ্জল হোসেন (লিটন)
১ম পর্ব, এম কম (মার্কেটিং)

(১) এটি একটি আদর্শ এবং সন্ত্রাসমুক্ত কলেজ। অবশ্যই আমি তৃপ্ত, কারণ এখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং পড়াশোনার মান খুবই উন্নত।

(২) লেখাপড়ার বাইরে এখান থেকে আমি নিয়ম-শৃঙ্খলা, সাধারণ জ্ঞান, বিভিন্ন খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি শিক্ষা পাচ্ছি।

(৩) এ কলেজের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর এবং এখানে প্রতি সপ্তাহে টিউটোরিয়াল এবং প্রত্যেক মাসে মাসিক পরীক্ষা হচ্ছে, যার দরুন পড়াশোনার প্রতি ছেলেমেয়েদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৪) সমস্যা হল এখানে মাঝে মাঝে পান করার উপযোগী পানি থাকে না। তাছাড়া ক্যান্টিনে ভাল খাবার দরকার। এছাড়া কলেজে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না আসলে ঢুকতে দেয়া হয় না।

এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি এমন যে খারাপ ছাত্রও ভাল রেজাল্ট করে

শেখ মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন সুমন
দ্বাদশ শ্রেণী

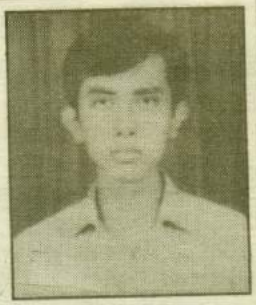

১। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র হতে পেরে আমি গর্বিত ও তৃপ্ত। কারণ পড়ালেখা ও জ্ঞান অর্জনের সুষ্ঠ পরিবেশ এই কলেজে রয়েছে।

২। ছাত্রদের জীবনে লেখাপড়ার বাইরে প্রথমত তাদের মনোবিকাশ এবং দ্বিতীয়ত বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতি ও সমীক্ষার। আমাদের কলেজে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, ভ্রমণ ক্লাবসহ অসংখ্য ক্লাব রয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি।

৩। আধুনিক কলেজগুলোর মডেল বলা যায় আমাদের কলেজকে। আমাদের কলেজে এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে একজন খারাপ ছাত্র অতি সহজে ভাল রেজাল্ট করতে পারে। সাপ্তাহিক, মাসিক, পর্ব পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে ব্যস্ত রাখা হয়। এছাড়া রয়েছে অডিও ভিডিও সিস্টেম। আবার প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদেরকে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়।

৪। আমাদের কলেজটি ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অর্থাৎ মিরপুরে অবস্থিত। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই, মতিঝিল, গুলিস্তান, মালিবাগ, শান্তিনগর প্রভৃতি স্থানে বাস করে। কলেজের নির্দিষ্ট কোন যানবাহন না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনেক কষ্টে কলেজে পৌছতে হয়।

এ কলেজে মেয়েদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে

রোকসানা জাফর লিমা
হিসাব বিজ্ঞান, সম্মান ২য় বর্ষ

১। আমি এই কলেজকে খুব পছন্দ করি কারণ এখানে লেখাপড়ার সুষ্ঠ পরিবেশ আছে। বিশেষ করে এটি মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে।

২। লেখাপড়ার পাশাপাশি এখান থেকে শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তীতা সম্পর্কে জানতে পারছি, সাধারণ জ্ঞান চর্চার সুযোগ পাচ্ছি। এর পাশাপাশি এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক বিরাজমান তা আমাদের সত্যিই আনন্দিত করে।

৩। এ কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি খুব ভাল। তবে মাঝে মাঝে একঘেঁয়েমি হয়ে পড়ে, অবশ্য তখন এই একঘেঁয়েমি দূর করতে আমাদের জন্য শিক্ষা সফর, পিকনিক, নৌবিহার, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সপ্তাহ– এসবের আয়োজন করা হয়।

৪। একটি Coin -এর যেমন head, tail আছে তেমনি এখানেও কিছু কিছু অসুবিধা আছে। তবে অসুবিধার তুলনায় সুবিধাগুলোই বেশি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে (বা থেকে) কলেজ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ ও প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রশাসন

মোঃ রোমজান আলী
প্রফেসর ইনচার্জ, এডমিনিষ্ট্রেশন

দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা যে-কোন প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি বয়ে আনে। ঢাকা কমার্স কলেজ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানকার প্রশাসনিক কাঠামো যে-কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা একটু ভিন্নতর। ঢাকা কমার্স কলেজের মূল আদর্শ হচ্ছে ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ। এ সুন্দর পরিবেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠে শিক্ষার্থী; ফলাফলও হয় চমৎকার।

প্রশাসনিক কাঠামো

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ছাড়াও এখানে প্রশাসনের অনেক রকম শাখা প্রশাখা রয়েছে। নিম্নের ছক থেকে প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে-

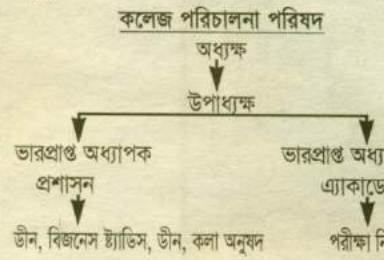

কলেজের প্রশাসনিক সর্বোচ্চ বডি হচ্ছে, কলেজ পরিচালনা পরিষদ। মোট ১৫ জন সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত। বর্তমানে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভিসি প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ। অধ্যক্ষ কলেজের স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি।

অধ্যক্ষঃ মূলতঃ অধ্যক্ষই হচ্ছেন কলেজের স্থানীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ অধ্যক্ষই সার্বক্ষণিক কলেজের সংস্পর্শে থাকেন। কলেজের অগ্রগতি, উন্নতির সার্বিক পরিকল্পনা এখান থেকেই জন্ম নেয়। তবে তাঁর ভাষায় অধ্যক্ষ বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়; অধ্যক্ষ হচ্ছেন কলেজের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর সার্বিক সহযোগিতার মিলিত বিশেষ একটি সত্তা। অধ্যক্ষ একটি স্বর্ণালী লক্ষ্যের ইঙ্গিত করবেন এবং সেটাকে প্রাপ্তির লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও কর্মনিষ্ঠা দিয়ে একজোটে কাজ করবেন-এখানেই কমার্স কলেজ পরিবারের সার্থকতা, এখানেই একজন সফল অধ্যক্ষের পরিচয়। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ সফলতার একমাত্র গর্বিত দাবীদার অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী।

উপাধ্যক্ষঃ অধ্যক্ষকে প্রশাসনের সকল কাজে সহযোগিতা করা উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব। কমার্স কলেজের সুষ্ঠু প্রশাসনিক পরিচালনার জন্য চাকুরী বিধিতে দু'জন উপাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। সরকারী কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসনঃ কমার্স কলেজ প্রশাসনের ধারায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন-এক অভিনব ও শিক্ষার আধুনিকায়নে একটি যুগপোযোগী সংযোজন। কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অধ্যক্ষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাস এ পদটি কলেজ প্রশাসনে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন অধ্যক্ষ/ উপাধ্যক্ষের পরামর্শ ও নির্দেশ মোতাবেক অধ্যক্ষের প্রশাসনিক কাজের সহায়তা করেন।

(ক) **ছাত্র-ছাত্রী হাজিরাঃ** ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন হাজিরা তদারকি করা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসনের অন্যতম দায় ও দায়িত্ব। কলেজ কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত না করে শিক্ষার্থী একটানা অনুপস্থিত থাকলে অধ্যক্ষের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর অভিভাবককে জ্ঞাত করার জন্য চিঠি ইস্যু করেন। চিঠি প্রাপ্তির পর অভিভাবক কলেজে উপস্থিত অধ্যাপক-প্রশাসন অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ মোতাবেক গ্রহণযোগ্য কারণের ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান করেন। তাছাড়া, প্রত্যেক টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের পর ছাত্র-ছাত্রীদের রিপোর্ট কার্ডে উপস্থিতি-অনুপস্থিতি উল্লেখ করে অভিভাবককে জ্ঞাত করানো হয়।

(খ) **ছুটিঃ**

(i) **তাৎক্ষণিক ছুটিঃ** ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে আসার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তা অধ্যক্ষের নির্দেশ মোতাবেকই ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন-এর দৃষ্টিতে আনা হয়। কলেজে একজন মেডিকেল অফিসার নিয়মিত বসেন। ডাক্তারী পরীক্ষার পর শিক্ষার্থী সত্য-সত্যই ক্লাস করতে অসমর্থ হলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন-এর লিখিত নির্দেশে ছুটি পেয়ে শিক্ষার্থী বাসায় যেতে পারে।

কোন শিক্ষার্থীর বাসায় জরুরী কোন কাজ থাকলে অধ্যক্ষ বরাবরে দরখাস্ত লিখে প্রকৃত অভিভাবকের স্বাক্ষর ও সুপারিশসহ ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন-এর কাছে জমা দিলে অভিভাবকের অনুরোধে ও গ্রহণযোগ্য কারণে এবং ভর্তি রেকর্ডে অভিভাবকের স্বাক্ষরের মিল থাকা সাপেক্ষে ক্লাসের ২/১ ঘন্টা পর ছুটি পেয়ে শিক্ষার্থী বাসায় যেতে পারে।

(ii) **অসুস্থতাজনিত ছুটিঃ** শিক্ষার্থী বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়লে সাথে-সাথেই কলেজ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে কেউ এসে অধ্যক্ষ বরাবরে লিখিত দরখাস্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসনকে জ্ঞাত করেন। অধ্যক্ষের নির্দেশ মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিক্ষার্থীর কমন এটেনডেন্স খাতায় তা রেকর্ড করেন। অতঃপর শিক্ষার্থী সুস্থ হয়ে এসে মেডিকেল সার্টিফিকেট জমা দেয়। এভাবে শিক্ষার্থীর অসুস্থতার ছুটি মঞ্জুর হয়।

(iii) **অগ্রীম ছুটিঃ** কলেজের নিয়ম-অনুযায়ী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের আবেদনের গুরুত্ব অনুধাবন করে গ্রহণযোগ্য কারণের ভিত্তিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রশাসন অধ্যক্ষের নির্দেশ মোতাবেক সর্বোচ্চ তিনদিনের ছুটি মঞ্জুর করতে পারেন। এর বেশী হলে অধ্যক্ষের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

(iv) **দীর্ঘ ছুটিঃ** দীর্ঘ ছুটি ছাত্র-ছাত্রীদের হয়ই না বলা চলে। কখনো-কখনো কোন-কোন ছাত্র-ছাত্রী দেশের বাইরে যেতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন, শিক্ষার্থী/অভিভাবকের অধ্যক্ষ বরাবরে লিখিত দরখাস্ত প্রাপ্তির পর সরাসরি তা অধ্যক্ষকে জ্ঞাত করেন। অধ্যক্ষ মহোদয় এ ধরনের আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

(গ) **ছাড়পত্র (T.C.) :** (i) এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলেজের নিয়মশৃংখলা পরিপন্থী মূলক শাস্তি প্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী অথবা বিভিন্ন পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোন শিক্ষার্থী কিংবা স্বেচ্ছায় T.C নিতে আগ্রহী কোন শিক্ষার্থী শিক্ষাবোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন অধ্যক্ষের নির্দেশেই কলেজের প্রচলিত নিয়মে অধ্যক্ষের পক্ষে সুপারিশ করেন।

(ii) শিক্ষার্থী শিক্ষাবোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের অর্ডার নিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন-এর নিকট উপস্থিত হলে, অধ্যক্ষের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন শিক্ষার্থীর অফিসে রক্ষিত রেকর্ড যাচাই করে ছাড়পত্র (T.C) ইস্যু করেন।

(ঘ) **অভিভাবক সভাঃ** অধ্যক্ষের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন কলেজের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত ১/২/৩ বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের সভা আহবান করেন। নির্ধারিত দিন ও সময়ে অভিভাবকবৃন্দ সভায় উপস্থিত হলে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এ্যাকাডেমিক ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন তাঁদের সাথে এ বিষয়ে সার্বিক আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান উন্নয়নে কলেজের বিধি-বিধান অনুযায়ী একটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অতঃপর অধ্যক্ষের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

(ঙ) **কলেজ অফিস কার্যক্রমে সহায়তাঃ** অধ্যক্ষের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন কলেজ অফিসের যাবতীয় কার্যে সরাসরি সহায়তা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং এ সম্পর্কিত অফিসে রক্ষিত বিভিন্ন রেজিষ্টার দেখাশুনার দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রশাসন-এর।

কমার্স কলেজে বাংলা সাহিত্যে অনার্স কেন?

ঢাকা কমার্স এর সাংগঠনিক নীতিমালায় উল্লেখ আছে যে, এ কলেজে বাণিজ্য শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি বাণিজ্য-বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়েও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সাহিত্য চর্চা যে সকল সচেতন মানুষের জন্য অপরিহার্য তা বলা বাহুল্য। বাণিজ্য শিক্ষার এক ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলা বিষয়ে অনার্স-কোর্স খুলে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ কলেজ যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাতেও পিছিয়ে নেই তাই প্রমাণিত হলো এই পদক্ষেপের মাধ্যমে। সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রাণ চাঞ্চল্য থাকতে পারে না। সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা, আবৃত্তি, নাটক, প্রভৃতি বাংলা বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। কাজেই বাংলা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে এসব বিষয় অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও উপযুক্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটি কলেজ অধ্যক্ষের মহৎ উদ্যোগ।

ঢাকা কমার্স কলেজ
এক নজরে নির্মাণ প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা

১। প্রশাসনিক ভবন ঃ প্রতি তলায় ৩,৪০০ বর্গফুট মেঝে বিশিষ্ট একটি ৮ তলা ভবন। নির্মানাধীন এই ভবনের কাজ দোতলা পর্যন্ত প্রায় সমাপ্ত।

২। একাডেমিক ভবন-১ ঃ প্রতি তলায় ১০,৬৫০ বর্গফুট মেঝে বিশিষ্ট একটি ১১ তলা ভবন। নির্মানাধীন ভবনটির কাজ ৬ তলা পর্যন্ত সমাপ্ত।

৩। একাডেমিক ভবন-২ ঃ প্রতি তলায় ৮,০০০ বর্গফুট মেঝে বিশিষ্ট একটি বিশতলা ভবন। ভবনটির পাইলিং এর প্রাথমিক কাজ চলছে।

৪। স্টাফ কোয়ার্টার ঃ প্রতি তলায় ২,৪২০ বর্গফুট মেঝে বিশিষ্ট প্রত্যেকটি ১২ তলার ৩টি ভবন। প্রতি তলায় ২টি করে ফ্ল্যাট থাকবে। একটি ভবনে ইতিমধ্যে শিক্ষকগণ বসবাস করছেন।

৫। পাম্প স্টেশনঃ ২০০ বর্গফুট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ১টি পানির পাম্প স্টেশন।

৬। ফোয়ারা ঃ মাঝে একটি পানির ফোয়ারা নির্মাণ করা হবে।

৭। তাছাড়া বাস্কেট বল, লন টেনিস, ভলিবল ও হ্যান্ডবল খেলার কোর্ট নির্মিত হবে।

৮। পরবর্তীকালে কলেজে মেয়েদের জন্য ১নং একাডেমিক ভবনের ছাদের উপর এবং কলেজের জন্য নিচে মাঝারি আকৃতির সুইমিং পুল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৯। উভয় একাডেমিক ভবনের সামনে ৪ ফুট চওড়া ও ৪ ফুট গভীর দু'টি ছোট জলাধার নির্মাণ করা হবে। যা বিবিধ জলজ লতা-গুল্মে সুসজ্জিত হবে এবং ফোয়ারার সাথে সংযুক্ত থাকবে। এতে নানা রং-এর দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মাছ থাকবে। চলমান ফোয়ারার পানি এই জলাধারেই আসবে এবং এখান থেকেই আবার ফোয়ারায় যাবে। এর উদ্দেশ্য হবে পানির অপচয় রোধ ও পরিবেশ ঠান্ডা রাখা।

১০। ক্যাম্পাসের বাকী অংশকে পরিকল্পিত উপায়ে নানা জাতের বৃক্ষে সুশোভিত করা হবে। যার প্রক্রিয়া এখনই শুরু হয়েছে।

১১। প্রত্যেক বিল্ডিং এর প্রতি তলার লবিতে ফুলবাগান করা হবে। যা ইতোমধ্যেই আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে।

১২। প্রতি তলার লবিতে মাছের অ্যাকোয়েরিয়াম্ রাখা হবে।

১৩। লবীর দুই পাশের খালি জায়গায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চিত্র অংকিত হবে। যেমন-জাতীয় পতাকা, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন চিত্র ইত্যাদি।

১৪। কলেজের দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারী দেয়ালে বাহিরের দিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মুরাল চিত্র অংকিত থাকবে।

১৫। সিঁড়ির দর্শনীয় স্থান বিভিন্ন বাণী ও তৈলচিত্র দ্বারা সজ্জিত করা হবে।

নিয়মিত বিভিন্ন উপায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া হবে।

৭। **গবেষণা কার্যক্রমঃ**

এ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করবেন।

৮। **উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনঃ**

শিক্ষকদেরকে দেশ এবং বিদেশে M.B.A.; M.Phil. এবং Ph.D. ডিগ্রী অর্জনের জন্য বিধি মোতাবেক ছুটি ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।

খ) ভৌত চাহিদা নির্মাণ মহাপরিকল্পনা ঃ

ঢাকা কমার্স কলেজ এর মহা পরিকল্পনা (Master Plan)-এর ভৌত চাহিদার রূপরেখা হবে নিম্নরূপঃ

১. **প্রশাসনিক ভবন (৮ তলা) ঃ** এ কলেজে একটি পৃথক বহুতল প্রশাসনিক ভবন থাকবে। ইতিমধ্যে প্রতি তলায় প্রায় চার হাজার বর্গফুট মেঝে সম্পন্ন ৮ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ দোতলা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এ ভবনের নীচ তলায় জিমনেসিয়াম এবং বিভিন্ন তলায় মেডিকেল সেন্টার, নামাজের ঘর ও অতিথি কক্ষ থাকবে।

২. **একাডেমিক ভবনঃ** কলেজের ভূমির স্বল্পতা এবং অসম প্রকৃতির কারণে বহুতল ভবন নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রাথমিকভাবে বর্তমান স্থানে দুটো বহুতল একাডেমিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ক) ১নং একাডেমিক ভবন (১১ তলা)-সম্পূর্ণ মোজাইককৃত এ ভবনের দৈর্ঘ্য ২১৩ ফুট এবং প্রস্থ ৫০ ফুট। অর্থাৎ প্রতি তলায় মেঝের পরিমাণ ১০, ৬৫০ (২১৩ X ৫০) বর্গফুট। ইতিমধ্যে ৬ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। তিনটি প্রশস্ত সিঁড়ি ছাড়াও এ ভবনে থাকবে দুটো লিফ্ট। এ ভবনের প্রতি তলায় সুপরিকল্পিতভাবে কক্ষগুলোকে বিন্যাস করা হয়েছে। পৃথক বিভাগীয় কক্ষ ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য থাকছে সুপরিসর আলাদা কক্ষ। টয়লেটগুলোর ওয়াল টাইলসে আবৃত এবং আধুনিক সেনেটারী ফিটিংস দ্বারা এগুলো সুসজ্জিত। একটি শ্রেণী কক্ষে সর্বোচ্চ ৫০ জন শিক্ষার্থী বসতে পারবে। সবুজ চক বোর্ডগুলো দেয়ালে স্থায়ীভাবে নির্মিত। তাছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে রয়েছে ইন্টারকম সংযোগ এবং অডিও-ভিডিও ব্যবহারের সুযোগ। এর নীচ তলায় ক্যাফেটেরিয়া, ১০ ও ১১ তলায় অডিটরিয়াম ও সুইমিংপুল থাকবে। এ ভবনের দোতলায় রয়েছে একটি সুসজ্জিত কনফারেন্স রুম, একটি সেমিনার রুম ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস।

খ) ২নং একাডেমিক ভবন (২০ তলা)ঃ অত্যাধুনিক এ ভবনের প্রতি তলায় প্রায় ৮ হাজার বর্গফুট মেঝে থাকবে। তাছাড়া এ ভবনের নিচতলার মাঝখানে রয়েছে কলেজে প্রবেশের মূল ফটক। তিনটি সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ছাড়াও এ ভবনে থাকছে দুটি বিশাল লিফ্ট। মূল প্রবেশদ্বারের একপাশে থাকবে অভ্যর্থনা কক্ষ এবং অপর পাশে থাকবে কলেজ মিউজিয়াম। এই ভবনেই বিশ্ববিদ্যালয় (BUBT) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

গ) প্রচার কেন্দ্রঃ যেহেতু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষে অডিও-ভিডিও সিস্টেম থাকছে, তাই কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রচার কেন্দ্রের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ এ কেন্দ্রটি অডিও-ভিডিও প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসাবে কাজ করবে।

[বিঃদ্রঃ প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনগুলোতে পৃথকভাবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।]

৩। **আবাসিক পরিকল্পনাঃ**

ক. **স্টাফ কোয়ার্টার (১২ তলা)ঃ** শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য প্রতিটি বার তলা বিশিষ্ট তিনটি ফ্ল্যাট বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে। প্রতি ফ্লোরে থাকবে১০০০-১২৫০ বর্গফুটের দুটো করে ফ্ল্যাট। প্রত্যেক ফ্ল্যাটে থাকবে ৩টি বেড, ৩টি বাথ, ১টি ড্রয়িং, ১টি ডাইনিং, ১টি কিচেন কক্ষ ও বারান্দা। প্রত্যেক ভবনে সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ছাড়াও একটি করে লিফ্ট থাকবে। ইতিমধ্যে ১নং স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। এই তিনটি দালানের নির্মাণ কাজ শেষ হলে সর্বমোট ৬৬টি পরিবার বসবাস করতে পারবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আরো আবাসিক ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

খ. **ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনঃ** ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক হল নির্মাণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ আবাসিক করারও পরিকল্পনা রয়েছে। তদুপরি ঢাকা শহরের অদূরে একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ক্যাম্পাস গড়ে তোলা।

৪। **পরিবহন ব্যবস্থাঃ**

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকও কর্মচারীদের আনা নেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বর্তমানে একটি মাইক্রোবাস দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মহা পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয়

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্পের শিক্ষা ও ভৌত কাঠামো পরিকল্পনানুযায়ী গড়ে তুলতে হলে বর্তমান বাজার দরে আপাততঃ আনুমানিক প্রায় ৭০ (সত্তর) কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে ৭টি লিফ্ট, অডিও-ভিডিও ও প্রচার সিস্টেম-এর সরঞ্জামাদি, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, লাইব্রেরীর বই ইত্যাদির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে। অবশিষ্ট কাজ দেশীয় মুদ্রায় সম্পন্ন করা যাবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ
উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার রূপরেখা

যে কোন প্রতিষ্ঠানের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। সে লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানটির সকল কার্যক্রম ও শ্রমশক্তি নিয়োজিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজেরও একটি সুদূরপ্রসারী ও কল্যাণমুখী লক্ষ্য রয়েছে। আংশিক লক্ষ্য ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য রয়েছে একটি মহা পরিকল্পনা।

কলেজ উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য এদেশের বাণিজ্য শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ এবং বাস্তবানুগ করে কলেজটিকে পর্যায়ক্রমে এক পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর।

ঢাকা কমার্স কলেজ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে নিম্নোক্ত ভাবেভাগ করা হয়েছে।

ক) শিক্ষা পরিকল্পনা।

খ) ভৌত চাহিদা নির্মাণ মহাপরিকল্পনা।

ক) শিক্ষা পরিকল্পনা

যেহেতু ঢাকা কমার্স কলেজের মূল লক্ষ্য ব্যবহারিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে বাণিজ্য শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধন এবং কলেজটিকে পর্যায়ক্রমে বাণিজ্য শিক্ষায় একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ। তাই প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী দুটো পরিকল্পনা সামনে রেখে কাজ শুরু করা হয়েছে।

১। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাঃ

প্রথম পর্যায়ঃ ১৯৮৯ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল হতে H.S.C. এবং B.Com. (Pass) কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

ক) ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ হতে ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালু।

খ) ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ হতে ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালু।

গ) ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ হতে পরিসংখ্যান, ভূগোল, অর্থনীতি, বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন।

তৃতীয় পর্যায়ঃ দেশের বাণিজ্য শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতে B B A ও M B A কোর্স প্রবর্তন। এ পর্যায়ে ধীরে ধীরে সম্মান কোর্সসমূহ তুলে দেয়া হবে।

চতুর্থ পর্যায়ঃ পরিকল্পনানুযায়ী উপরোক্ত পর্যায় -গুলো অতিক্রমকালে কলেজের শিক্ষকগণ কেবল অভিজ্ঞতাই অর্জন করবেনা, যথেষ্ট দক্ষও হয়ে উঠবে। তাছাড়া এ সময়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী কলেজের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্বনামখ্যাত বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদগণকে সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন ও ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে পাঠদানের জন্য নিয়োগ দান ও আমন্ত্রণ জানানো হবে। কেবল তাই নয় ব্যাংক, বীমা, ব্যবসায় ও শিল্প এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে Resource Person হিসেবে Lecture দেয়ার জন্য আনা হবে। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সবাই উপকৃত হবেন। এসব কিছু করার মূল লক্ষ্য হল ঢাকা কমার্স কলেজকে কেন্দ্র করে Bangladesh University of Business and Technology (BUBT) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

ঢাকা কমার্স কলেজে এবং পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যের তাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে প্রয়োগভিত্তিক করে পাঠদান করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

ক) Dummy Bank, Insurance Company, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, পোল্ট্রি ফার্ম, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা।

খ) বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জ্ঞানদানের লক্ষ্যে শ্রেণীকক্ষে উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে Demonstration- এর ব্যবস্থা।

গ) শিল্প কারখানা ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা।

ঘ) দেশের সংবিধান এবং কোম্পানী, অংশীদারী, সমবায়, আয়কর, কারখানা ইত্যাদি আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান।

ঙ) পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও সভা অনুষ্ঠান সম্পর্কে ক্লাসে ডেমোনেষ্ট্রেশন।

চ) বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কার্যে কম্পিউটারের ব্যবহার।

ছ) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অডিও/ভিডিও সিস্টেমের ব্যবহার।

জ) নিজস্ব বাস্তবসম্মত পাঠ্যক্রম তৈরীর পূর্ব পর্যন্ত দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ইত্যাদির চাহিদানুযায়ী কর্ম তৈরীর লক্ষ্যে বর্তমান চালু পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত Need based Syllabus তৈরি এবং তদনুযায়ী পাঠদান।

ঝ) জ্ঞানের আন্তঃ বিনিময়ের জন্য এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালু।

ঞ) শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ট) দেশ ও বিদেশে নিয়মিত ভ্রমণের মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তির সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং জীবনবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসচেতনা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।

৪। *নিয়ম শৃঙ্খলাঃ*

এ প্রতিষ্ঠানে ধূমপান ও ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ছাত্রদের রাজনীতি সচেতন করার লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ পরিষদ থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চুল ছোট করে রাখতে হয় এবং নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন College Uniform পরিধান করে কলেজে আসতে হয়। শিক্ষকগণও এ্যাপ্রণ গায়ে দিয়ে ক্লাস করেন। নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে মূল গেটে নির্ধারিত স্থানে জুতা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে এবং কেবল ভেতরে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরনের জুতা পরতে হবে। কারণ ভবনের অভ্যন্তরে ধূলাবালি নিয়ন্ত্রণের জন্য সিঁড়ি ও করিডোরসহ সকল স্থানের মেঝে কার্পেটে আবৃত থাকবে।

৫। *আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পঃ*

দেশের শিক্ষার্থীদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে পরীক্ষা পাসের পরই চাকুরীপ্রাপ্তি। কিন্তু এ কলেজের লক্ষ্য হলো দেশে বেকারত্ব সৃষ্টি না করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। যেমন-

ক) ঢাকার অদূরে একটি Rural Campus প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন খামার, কুটির শিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এখানে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ যৌথভাবে কাজ করবে এবং মুনাফা অর্জন করবে।

খ) প্রতি বছর ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি করে কোম্পানী গঠন এবং কোম্পানীর শেয়ার তাদের মধ্যে বন্টন। এতে করে শিক্ষা জীবন শেষে প্রত্যেক ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ একটি করে কোম্পানীর মালিক হবে। পরীক্ষা পাশের পর ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত কোম্পানীর পরিচালনা ও মালিকানা লাভ করবে।

গ) এ প্রতিষ্ঠানে পড়াকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদেরকে পর্যায়ক্রমে কলেজ, অফিস, ডামি ব্যাংক, ক্যাফেটেরিয়া ও অন্যান্য সংগঠনে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করতে হবে এবং এ কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক পাবে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

এসব আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সংগঠিত করার জন্য একটি পৃথক আত্মকর্মসংস্থান সেল থাকবে।

৬। *শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ*

শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকালঃ জুলাই ১৯৮৯

উদ্দেশ্যঃ বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

শিক্ষক সংখ্যাঃ ৮০ জন (নিয়মিত), ৫ জন (অতিথি শিক্ষক)।

কর্মচারী সংখ্যাঃ ৪০ জন।

শিক্ষা কোর্সঃ উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), ৯টি বিষয়ে অনার্স; বিবিএ ও ৪টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স।

বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যাঃ একাদশ-৬৭৬, দ্বাদশ-৫০০, বিকম (পাস) ১ম বর্ষ ৩৩, ২য় ১৩। স্নাতক সম্মান- ১ম বর্ষ- ব্যবস্থাপনা ৫২, হিসাব বিজ্ঞান ৫১, মার্কেটিং ৫৪, ফিন্যান্স ৫৬, পরিসংখ্যান ৩৫, বাংলা ৮, ২য় বর্ষঃ ব্যবস্থাপনা ৪৯, হিসাববিজ্ঞান ৫৬, মার্কেটিং ৪৬, ফিন্যান্স ৪১, ৩য় বর্ষঃ ব্যবস্থাপনা ৪৪, হিসাববিজ্ঞান ৩৫। স্নাতকোত্তর ১ম পর্বঃ ব্যবস্থাপনা ৩৭, হিসাববিজ্ঞান ২৬, মার্কেটিং ৪৮, ফিন্যান্স ১৮। ২য় পর্বঃ ব্যবস্থাপনা ৪১, হিসাববিজ্ঞান ২৭। কলেজের মোট ছাত্রছাত্রী ১৯৪৬।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ (ক) পরীক্ষাঃ সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস পর পর পর্ব পরীক্ষা। (খ) উপস্থিতিঃ ৯০% বাধ্যতামূলক। (গ) আসন বিন্যাসঃ নির্ধারিত। (ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন ঃ টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে। (ঙ) ফলাফল ঃ উচ্চ মাধ্যমিক- ১৯৯১-৯৭ সাল পর্যন্ত মেধা তালিকায় স্থান লাভ ৪০, স্টার- ১৫০, ১ম বিভাগ ১৯২০, পাশের হার ৯৬%। স্নাতকঃ বিশ্ববিদ্যালয় মেধা তালিকায় ৪ জনের স্থান লাভ। পাশের হার ৯৬%। (চ) কলেজ ইউনিফর্ম ঃ নির্ধারিত।

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমঃ শিক্ষা ও শিল্প সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, মাসিক পত্রিকা ও বার্ষিক প্রকাশনা, বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম, সেমিনার, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি।

নাট্য পরিষদঃ নাট্য চর্চার জন্য রয়েছে নাট্য পরিষদ।

সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাবঃ ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল ও স্কেটিং প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সাইক্লিং ও স্কেটিং র‍্যালীর মাধ্যমে তুলে ধরা, ক্রীড়া ইভেন্ট হিসেবে সাইক্লিং ও স্কেটিং এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে এই সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব।

বি এন সি সি ও রোভার স্কাউটিংঃ কলেজে BNCC ও রোভার স্কাউটিং কার্যক্রম চালু হয়েছে।

বন্ধনঃ গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কলেজের বিকম (পাস) ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছে ১৯৯৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী।

রেড ক্রিসেন্টঃ আন্তর্জাতিক যুব রেড ক্রিসেন্টের একটি শাখা ঢাকা কমার্স কলেজে পরিচালিত হচ্ছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সরাসরি অংশগ্রহণে এ ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে।

টেবিল টেনিস ক্লাবঃ ছাত্র-ছাত্রীদের টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ, খেলায় অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতার জন্য গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ টেবিল টেনিস ক্লাব।

এছাড়া কলেজে শীঘ্রই রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, বাংলাদেশ যুব পর্যটক ক্লাব, দাবা ক্লাব, বিজনেস স্টাডিজ ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব ইত্যাদি ক্লাব গঠন করা হবে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর তাই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের নিয়মিত চর্চা ছাড়াও ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিবছর আয়োজন করে থাকে অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সপ্তাহ।

অন্যান্য কার্যক্রম

শিক্ষা সফরঃ বছরের বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য শিল্প কারখানা, ব্যাংক, শেয়ার বাজার এবং দেশের ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট স্থানসমূহে সময় সুযোগমত শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়।

সেমিনারঃ বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

আন্তঃশাখা শ্রেণী প্রতিযোগিতাঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তঃশাখা ও শ্রেণী বিতর্ক, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যোগ্যতম প্রতিযোগী ও শ্রেণীকে যথোপযুক্ত পুরস্কারসহ সনদ প্রদান করা হয়।

নেতৃত্ব বিকাশঃ ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলী বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে কলেজের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং শ্রেষ্ঠকর্মী ও ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করা হয়।

ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক দিবসঃ কলেজ কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন দিনে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক দিবস পালিত হয়। এই দিবসে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত বিনিময় করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ

ঢাকা কমার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী ৯টি বিষয়ে অনার্স ও ৪টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। অনার্সের বিষয়গুলি হচ্ছে- ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, বাংলা, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি ও ইংরেজী কোর্স এবং বিবিএ কোর্স।

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকঃ

কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে ১৯৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। বর্তমানে শিক্ষক আছেন নিয়মিত ৭০ জন ও অতিথি শিক্ষক ২০ জন। কলেজে কর্মচারীর সংখ্যা ৪৫ জন।

অবস্থানঃ

ঢাকা কমার্স কলেজ মিরপুর ১ নম্বর থেকে চিড়িয়াখানার দিকে যেতে এক সুন্দর পরিবেশে নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবস্থিত। শিক্ষাকার্যক্রমের পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নেও ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য আশাতীত। অতি অল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র কয়েক বছরের মাথায় কলেজ তার নিজস্ব ক্যাম্পাসে মহাপরিকল্পনানুযায়ী কাজ শুরু করে দিয়েছে। কলেজের ২০ তলা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন তথা Bangladesh university of Business & technology ভবন এবং দোতালার নির্মাণ কাজ চলছে। কলেজের ১১ তলা একাডেমিক ভবনের ৮ তলার কাজ '৯৬ সালেই হয়। এ ভবনের লিফট কোর এর ৯ তলার কাজ চলছে। ৮ তলা প্রশাসনিক ভবনের দোতলার কাজ শেষ হবার পর তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে ৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে। কলেজের স্টাফ কোয়ার্টারের ৮ তলার নির্মাণ কাজ চলছে।

লাইব্রেরীঃ

প্রত্যেক বিভাগের নিজস্ব বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী ছাড়াও কলেজের চারতলায় রয়েছে অত্যাধুনিক বিশাল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বর্তমানে প্রায় দশ হাজার বই রয়েছে। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। খুব শীঘ্রই ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিকে ইন্টারনেটে সংযোগের আওতায় আনা হবে।

কম্পিউটারঃ

শিক্ষার্থীদের চতুর্থ বিষয় হিসেবে চালু রয়েছে কম্পিউটার বিষয়ের পাশাপাশি কম্পিউটার ল্যাব। ইতোমধ্যেই কলেজের হিসাবসহ বিভিন্ন কার্যক্রমকে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে।

অডিও-ভিডিও এবং প্রজেক্টর সিস্টেমঃ

ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার যুগের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাবার জন্য ক্রয় করা হয়েছে কলেজের নিজস্ব ভিডিও ক্যামেরা ও প্রজেক্টর। বর্তমানে কলেজে রয়েছে ৩টি প্রজেক্টর ও অডিও-ভিডিও সিস্টেম। প্রায়োগিক শিক্ষা কার্যক্রমে এ যন্ত্রগুলো নিয়তই ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকাশনাঃ

ঢাকা কমার্স কলেজে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো।

প্রগতিঃ প্রতি বছর কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রগতি' বের করা হয় বর্ণাঢ্যভাবে।

দর্পণঃ নভেম্বর '৯৬ থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ। এতে থাকে কলেজের প্রতিমাসের কার্যক্রম, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাপঞ্জী, কুইজ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

অতনু ও প্রতনুঃ আবৃত্তি পরিষদ 'অতনু' নামে একটি বার্ষিকী ও 'প্রতনু' নামে দেয়ালিকা প্রকাশ করছে।

দ্য সেক্ষ রিল্যায়্যান্টঃ প্রতি মাসের ক্লাব কার্যক্রম ও সদস্যদের সফলতার সংবাদ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের বুলেটিন 'দ্য সেক্ষ রিল্যায়্যান্ট'।

ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট ও দি একাউন্টেন্টঃ ব্যবস্থাপনা বিভাগের বার্ষিকী 'ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট' ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বার্ষিকী 'দি একাউন্টেন্ট' '৯৬ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিভাগ দেয়ালিকা প্রকাশ করেছে। অন্যান্য বিভাগও বার্ষিকী ও দেয়ালিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

পরিচালনা পরিষদঃ

ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদ ১৫

সদস্যবিশিষ্ট। এই পরিষদের সভাপতি হিসেবে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর **ডঃ শহীদউদ্দিন আহমেদ**। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন– **প্রফেসর আলী আজম** (সাবেক চেয়ারম্যান, এনসিটিবি), **জনাব এম এ খালেক** (অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক), **জনাব মোঃ সামসুল হুদা** (পরিচালক, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস লিঃ), **জনাব এবিএম আবুল কাশেম** (পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), **জনাব আহমেদ হোসেন** (ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস), **জনাব বদরুল আহসান** (সাবেক প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্সি), **জনাব খন্দকার শাহ আলম** (কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে), **জনাব মোঃ মহিবউল্যা** (কর্মকর্তা, বিআইএসএফ), **ডাঃ আবদুর রহমান** (প্রাইভেট প্র্যাক-টিশনার), **জনাব মোঃ রোমজান আলী** (চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ), **জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার** (চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ), **জনাব মোঃ আবু তালেব** (বিভাগীয় প্রধান, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স বিভাগ), **জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ** (প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ) ও **প্রফেসর কাজী ফারুকী** (অধ্যক্ষ)।

বার্ষিক আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ এস এম শাহজাহান

সাফল্যের ইতিবৃত্ত

ঢাকা কমার্স কলেজ মাত্র ৭ বছরে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা যেমন অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয়, তেমনি এ সাফল্য ঈর্ষণীয়। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ব্যাচ থেকেই এ সাফল্য শুরু হয়। প্রথম ব্যাচ অর্থাৎ ১৯৯১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৬১ জনই কৃতকার্য হয়। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে ২ জন মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থান লাভ করে। এছাড়া ৪৩ জন প্রথম বিভাগ (৪ জন স্টারসহ), ১৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ২ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। ১৯৯২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ৫৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই কৃতকার্য হয়। এ বছরও মেধা তালিকায় ১ম ও ১৫তম স্থান লাভ করে এ কলেজের দু'জন ছাত্র। এছাড়া প্রথম বিভাগে পাস করে ৪০ জন (২ জন স্টার), দ্বিতীয় বিভাগে ১৩ জন ও ৩য় বিভাগে ৩ জন পাস করে। ১৯৯৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ২৪৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৯৭% ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়। এর মধ্যে মেধা তালিকায় ২য়, ৮ম, ১১তম, ১৪তম ও ১৬তম স্থান দখল করে ৫ জন পরীক্ষার্থী। এছাড়া ১৪ জন স্টারসহ সর্বমোট ১৬৯ জন প্রথম বিভাগ, ৬২ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৭ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৯৪ সালে এই কলেজ থেকে সর্বমোট ৪০৮ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে মেধা তালিকায় ১ম, ৫ম, ১৪তম ও ১৬তম স্থান লাভ করে ৪জন, ৩০ জন স্টারসহ ৩৬৬ জন প্রথম বিভাগ ও ১০৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৯৩.৩১%। ১৯৯৫ সালে ৫০৮ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়, এর মধ্যে মাত্র ১ জন অকৃতকার্য হয়। এ বছর ১ম ও ৩য়সহ সর্বমোট ১০ জন মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। এছাড়া ৪৭ জন স্টারসহ ৪৪৫ জন প্রথম বিভাগ এবং ৫৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৯৬ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ৬৯৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এ বছর ১ম স্থানসহ মেধা তালিকায় ১৩ জন স্থান পায়। ২৮ জন স্টারপ্রাপ্তসহ ৪৭০ জন প্রথম বিভাগ, ১৫১ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪৭০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৫৬ জন উত্তীর্ণ হয়। মেধা তালিকায় ৪ জন ও ২৫ জন স্টারপ্রাপ্তসহ প্রথম বিভাগে পাস করে ৩৮৮ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে ৬৮ জন।

উচ্চ মাধ্যমিক ছাড়াও বি কম পরীক্ষায়ও এ কলেজের ছাত্ররা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। ১৯৯১ সালে এ কলেজের পাসের হার ৫০% হলেও ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পাসের হার গড়ে ৯০%-এর অধিক।

১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম সাইনবোর্ড উত্তোলন। অন্যান্যদের মাঝে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম. হেলাল, অধ্যাপক আবুল কাশেমকে দেখা যাচ্ছে

আমাদের কথা ঃ ঢাকা কমার্স কলেজের এই যে অব্যাহত সাফল্য এর পিছনে রয়েছে কলেজ অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবকের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ইচ্ছা করলেই যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই কলেজ। সেজন্য আমাদের প্রত্যাশা, ঢাকা কমার্স কলেজের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসবে, সকলের প্রচেষ্টায় শুরু হবে এক নতুন ধারা। সন্ত্রাস, সেশনজট, দলীয় রাজনীতির যে ধারা আজ বহমান, আমরা সে ধারা চাই না। আসুন, আজ আমরা সকলে মিলে ঢাকা কমার্স কলেজের মতো শিক্ষার অনন্য ধারা প্রবর্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। গড়ে তুলে আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য সত্যিকারের শিক্ষাঙ্গন।

❑ এ প্রতিবেদনের তথ্য, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক জনাব আলী আজম।

শিক্ষার্থীদের ভুলত্রুটি দূর করে মেধা উন্নয়ন সম্ভব হবে। অন্যদিকে তাদের পরীক্ষা ভীতি দূর করা সম্ভব হবে। ফলে শিক্ষার্থী নকল হতে বিরত থাকবে।

৭। নিয়মিত শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন।

৮। শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা, অথচ রাজনীতি সচেতন করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। অর্থাৎ ঢাকা কমার্স কলেজের মূল লক্ষ্য হলো শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান দান করা, যাতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে সফল নির্বাহী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। মোট কথা, দেশ ও জাতির কৃতি সন্তান, তথা সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ তার শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছিল, আজও এ ধারা বহমান।

শিক্ষা পদ্ধতি

এই কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত আধুনিক ও সময়োপযোগী। তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে অত্যন্ত আন্তরিক। রীতিমত পড়া আদায় করে নেন, ফাঁকি দেয়ার সুযোগ নেই। এখানকার শিক্ষার অন্যতম শর্ত হলো শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম ৯০ ভাগ ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হয়। এছাড়া নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটোরিয়াল এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রতিটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি পর্বশেষে মেধানুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভক্ত করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এখানে আভ্যন্তরীন পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোন ছাত্র-ছাত্রী আবার এ কলেজে পরীক্ষা দিতে পারে না। কারণ এ কলেজের মূলনীতি হলো ভর্তি হলেই পাস করতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকাশনা 'দর্পণ'এর প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী। মঞ্চে উপবিষ্ট (বা থেকে) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এবং কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এম হেলাল, দৈনিক ইনকিলাব-এর মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন ও সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান

বিভাগীয় শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীতে সপ্তাহে ৪/৫টি টিউটোরিয়াল ক্লাস নিয়ে থাকেন। তাছাড়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে ৪/৫টি ক্লাশ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরী ওয়ার্ক করা বাধ্যতামূলক।

নিয়ম শৃঙ্খলা

নিয়ম শৃঙ্খলার দিক থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কলেজ ইউনিফর্ম পরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সকাল আটটার মধ্যে কলেজে প্রবেশ করতে হয় এবং ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে হয়। এসময় বিনা অনুমতিতে কেউ বাইরে যেতে পারে না। ক্লাশে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট আসনে বসতে হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে রাজনীতি ও ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাজেই কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র শিক্ষক প্রত্যেককেই এ দুটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। কলেজের প্রত্যেক ছাত্রকে চুল ছোট রাখতে হবে ও প্রতি মাসে তা কাটাতে হবে। ছাত্রীদের প্রসাধনী ছাত্রীসুলভ হতে হবে। বিনানুমতিতে ৩ দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে নাম কাটা যায়। নাম কাটা গেলে একবারের জন্য নাম উঠানো যাবে; বিনানুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য দৈনিক ১০ টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম। এসব কার্যক্রম থেকে একজন শিক্ষার্থী সহজেই নিজেকে আগামীর জন্য তৈরী করে নিতে পারে।

ক্লাব কার্যক্রম

সাধারণ জ্ঞান ক্লাবঃ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান বিষয়টির প্রতি আগ্রহ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিদিনের নিয়মিত সাধারণ জ্ঞান ক্লাশের সুষ্ঠ পরিচালনা, এ বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন, মান উন্নয়ন এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদি লক্ষ্যে রয়েছে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব। তাছাড়া **প্রতিদিন প্রথম ঘন্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাশ হয়।**

বিতর্ক ক্লাবঃ কলেজে নিয়মিত বিতর্কচর্চা, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিতর্কে উৎসাহী করে তোলা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ দেয়া, কর্মশালা আয়োজন ইত্যাদি কাজগুলো নিয়মিত সুসম্পাদন করে ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাব।

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবঃ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, ভয়েস অব আমেরিকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রবণ, অংশগ্রহণ ও রেকর্ডিং এর জন্য গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব ফ্যান ক্লাব।

আবৃত্তি পরিষদঃ ১৯৯৫ সালের ৯ই আগষ্ট আবৃত্তি পরিষদের জন্ম। আবৃত্তি চর্চাকে উৎসাহিত করাই এর অন্যতম লক্ষ্য।

সঙ্গীত ক্লাবঃ কলেজের নিজস্ব ভবনে ৪ তলায় রয়েছে সঙ্গীত ক্লাবের নিজস্ব কক্ষ। সঙ্গীত ক্লাব নিয়মিত সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহিত করে। কলেজের যে কোন অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে সঙ্গীত ক্লাবের।

কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী '৯৭ অনুষ্ঠানে (বা থেকে) অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, কামাল মজুমদার এমপি, পূর্ত ও গৃহায়ন এবং টি এন্ড টি মন্ত্রী মোঃ নাসিম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন এম পি ও ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ

চলতে শুরু করে। ছাত্রদের মধ্যে ক্লাস শুরুর প্রারম্ভে একটি সুন্দর ফাইলে করে কলেজের মনোগ্রাম অংকিত বলপেন, একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের ভর্তিকৃত **প্রথম ছাত্র** হওয়ার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী ছাত্রটির নাম মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। আর ঢাকা কমার্স কলেজের **প্রথম ছাত্রী মাসুদা খানম নিপা**। সে এসএসসিতে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিল এবং ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ব্যাচ হতে এইচএসসি পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখা হতে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

সূচনালগ্নের সময়টা কলেজের জন্য ছিল বিপদসংকুল। তবে **প্রথম অধ্যক্ষ মোঃ শামসুল হুদার অক্লান্ত পরিশ্রম** এবং উদ্যোক্তাদের আপ্রাণ সহযোগিতা কলেজের বিপদ সংকুল পথকে করে তোলে মসৃণ।

যাহোক '৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ধানমন্ডিতে কলেজের জন্যে একটি বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়। এরপর দ্রুতগতিতে চলতে থাকে শিক্ষা কার্যক্রম। সাফল্যের অগ্রযাত্রায় ধাবিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৯৯৩ সালে সরকার ঢাকা কমার্স কলেজের নামে মীরপুরে সাড়ে তিন বিঘার একটি প্লট বরাদ্দ দেয় এবং '৯৪ সালের জানুয়ারী থেকে কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৫ সালের ২২শে জানুয়ারী হতে মিরপুরে নিজস্ব ভবনে কলেজটির কার্যক্রম চলছে।

যাঁদের সহযোগিতা স্মরণীয়

ঢাকার বুকে ব্যতিক্রমধর্মী ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রফেসর কাজী ফারুকীকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। আবার কেউ কেউ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েও হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। তবে যাঁদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় কলেজটি ধন্য তাঁরা হচ্ছেন- প্রফেসর সাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী, ডঃ মোঃ হাবিবউল্লা, জনাব মোহাম্মদ তোহা, প্রফেসর মোঃ আলী আযম, প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম, জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ, ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ, ডঃ খন্দকার বজলুল হক, জনাব এএফএম সরওয়ার কামাল, জনাব এম হেলাল, প্রফেসর আবুল বাশার, অধ্যাপক এবিএম আবুল কাশেম, জনাব জিয়াউল হক, জনাব মুজাফফর আহমেদ, জনাব মফিজুর রহমান মজুমদার, জনাব বদরুল আহছান, এ এইচ এম মোস্তাফা কামাল, এজেডএম হোসাইন খান, এম ওমর ফারুক, মজিবুল হায়দার চৌধুরী, আফজালুর রহমান, অধ্যাপিকা জিনাত শাহজাহান, জনাব ইফতেখাব হায়দার চৌধুরী, জনাব পিয়ার আলী এফসিএ, জনাব অলিউর রহমান, ডাঃ আবদুল্লাহ আল-ফারুক, জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, জনাব একেএম রফিকুল হক, বেগম সামছুন নাহার ফারুকী, বেগম আফসারুন্নেসা, ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জনাব এবিএম সামছুদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর আহছানউল্লা, প্রফেসর গোলাম মোস্তাফা, জনাব আবদুল মতিন, প্রফেসর লতিফুর রহমান, জনাব মোজাহার জামিল, জনাব সাদেকুর রহমান মজুমদার, জনাব আবদুল বাকী, জনাব আবুল এহসান ও আরো অনেকে।

ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে সুধীজনের মন্তব্য

ঢাকা কমার্স কলেজে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। প্রত্যেকেই কলেজের সাফল্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কলেজ সম্পর্কে বহু সুধীজনের মধ্যে কয়েকজনের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করা হলো।

'সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগেও এত কিছু করা সম্ভব- ঢাকা কমার্স কলেজ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ' *শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক।*

'যে কোন উপায়ে হোক রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজে রাজনীতি ঢুকতে দেয়া যাবে না-।' *ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং পূর্তমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।*

'অনেক বিশাল বিশাল পরিকল্পনা দেখেছি কিন্তু বাস্তবে তা পরিনত হচ্ছে না। অথচ ঢাকা কমার্স কলেজ তার পরিকল্পনা পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পেরেছে।' *বিরোধী দলের উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী।*

'ব্যতিক্রমী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা শুনে আমি আনন্দে স্বেচ্ছায় এ কলেজে আসলাম।' *সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার।*

'এই একখন্ড জমিতে ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল পরিকল্পনা অতি দ্রুত বাস্তবে রূপ নিবে বলে আমার বিশ্বাস।' *সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম।*

'এ কলেজে আমি ইতোপূর্বে না আসলেও এ কলেজ সম্পর্কে অনেক জানি। কিছুদিন পূর্বে আমি এক ছাত্র ভর্তির বিষয়ে এই কলেজের অধ্যক্ষকে অনুরোধ করি কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে বললেন, এখানে নিয়মনীতি অনুসারে ভর্তি হতে হয়। অধ্যক্ষের এ কথায় আমি একজন আদর্শ সাহসী শিক্ষকের পরিচয় পেয়েছি এবং এ কলেজের প্রশাসন সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।' *আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম পি।*

'লেখাপড়ার পাশাপাশি ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা, সংস্কৃতিতেও ভাল করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।' *যুব ও ক্রীড়া সচিব এ এস এম শাহজাহান।*

'আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত কলেজ লাইব্রেরীতে কিছু বই দিব এবং তা ঢাকা কমার্স কলেজ লাইব্রেরীতে দিয়েই শুরু করব।' *জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম*

'ঢাকা কমার্স কলেজ অত্যন্ত উন্নতমানের কলেজ। এই কলেজটি অন্যান্য কলেজের জন্য একটি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত।' *নায়েম মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম।*

'ঢাকা কমার্স কলেজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে আমি অভিভূত।' *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মরহুম ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক।*

'ঢাকা কমার্স কলেজের মত একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শুরুর দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে গর্ববোধ করছি।' *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ এম হাবিবুল্লাহ।*

'ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সবাই উদ্যমী, উদ্যোগী ও খুবই সিরিয়াস।' *উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের কনসালটেন্ট ডঃ মেরিয়াম বেলী।*

'ইচ্ছা আর কর্মপ্রচেষ্টা থাকলে অনেক কিছুই সম্ভব। আর ঢাকা কমার্স কলেজই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।' *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞা।*

'আমি আগে কখনও ভাবতে পারিনি মিরপুরে এমন এক বিশাল কলেজ রয়েছে।' *জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও নাট্যকার ডঃ হুমায়ুন আহমেদ।*

'ঢাকা কমার্স কলেজ আজ এক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক সম্ভাবনাময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।' *দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন।*

'ঢাকা কমার্স কলেজ এমন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরনীয় মডেল হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।' *বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রত্রিকার সম্পাদক এম, হেলাল।*

'ঢাকা কমার্স কলেজ স্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ জেনে আমি আনন্দিত। চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকলে এ দেশেও ভাল কিছু করা সম্ভব।' *ভোয়া'র বাংলা বিভাগের প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী।*

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

১। ধূমপান ও রাজনীতির কলুষমুক্ত আদর্শ পরিবেশে শিক্ষাদান।

২। সৌহার্দ্যপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক দ্বারা আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি।

৩। ছাত্র শিক্ষকদের আনুপাতিক হার কাম্যস্তরে রেখে শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে পাঠদানের মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য করে তোলা। এতে শিক্ষার্থীর গৃহ শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা কমবে।

৪। বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ্য বিষয়কে প্রয়োগভিত্তিক করে এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদানের পর ছাত্রদের সেটা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

৫। সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে সময় ভিত্তিক পাঠদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং পাঠদান। অর্থাৎ Lesson or course planning অনুসরণ।

৬। পঠিত বিষয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে নিয়মিত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এতে একদিকে পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে

কলেজের ২০ তলা দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর মোনাজাত করছেন ডাক, তার, টেলিযোগাযোগ ও পূর্তমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁদের সাথে আলোচনা করা হয় এবং এরই প্রেক্ষিতে ১৯৮২ সালের ৫ই মার্চ প্রফেসর সাফায়াত আহমদ সিদ্দিকীর ধানমন্ডিস্থ বাসায় ডঃ হাবিবুল্লাহ, অধ্যাপক আবুল বাশার, অধ্যাপক হোসেন আহমেদ, অধ্যাপক আনোয়ার, জনাব এম হেলাল ও প্রফেসর ফারুকীসহ আরো কয়েকজন এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। এভাবে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বহু বৈঠক ও মত বিনিময় সভার মধ্যেই কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৬ সালের জুন মাসে প্রফেসর সিদ্দিকীর মনেশ্বর রোডের বাসায় অনুষ্ঠিত সভায় ডঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৪০ লক্ষ টাকার একটি বাজেট পেশ করেন। এ সভায় উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন খুলনা আযম খান কমার্স কলেজ এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মরহুম আবুল বাশার, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম.হেলাল, এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন, জনাব খ. ম. কামাল, জনাব মাহফুজুল হক, প্রফেসর কাজী ফারুকী প্রমুখ।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় টাকা সংগ্রহের জন্য এবং দানশীল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিকট থেকে ডোনেশন সংগ্রহের বিষয়ে। এক পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের মনে হতাশার সঞ্চার হয়। কিন্তু আশায় বুক বেধে থাকেন প্রফেসর কাজী ফারুকী। ঢাকা কমার্স কলেজের পরিকল্পনা যখন ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম ঠিক তখন ১৯৮৫ সালে প্রফেসর সিদ্দিকী ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বদলী হয়ে আসেন। প্রফেসর ফারুকী পুনরায় আশান্বিত হন। এ পর্যায়ে আবারো স্তিমিত আলোচনা পর্বটি সরব হয়ে উঠে কখনো প্রফেসর সিদ্দিকীর বাসায়, কখনো প্রফেসর ফারুকীর বাসায়। তাঁদের সাথে যুক্ত হন প্রফেসর ডঃ শহীদউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক এ.বি.এম আবুল কাশেম, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম হেলাল, জনাব খ. ম. কামাল, জনাব গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, জনাব মাহফুজুল হক, জনাব শফিকুল ইসলাম প্রমুখ। ১৯৮৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত নানা পরিকল্পনা, চিন্তা ভাবনা করেই কেটে গেল। এরপর ১৯৮৭ সালের ১৫ জুন জনাব কাজী ফারুকীর বাসায় উদ্যোক্তারা এক সভায় মিলিত হন এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে , ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষ থেকে **লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে** সাময়িকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের নৈশকালীন একাডেমিক কার্যক্রম চালানো হবে। সে অনুযায়ী উক্ত নৈশ কলেজ পরিচালনার অনুমতি চেয়ে তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রী গোলাম সরোয়ার মিলনের সুপারিশসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উদ্যোক্তাদের পক্ষে দরখাস্ত করেন জনাব এম. হেলাল। কিন্তু এতে অনুমতি না পাওয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আবারও পিছিয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে **লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি বয়েজ হাই স্কুলে** বৈকালিক শিফটে কলেজটি প্রতিষ্ঠার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা হয় এবং তারা কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে স্থান দিতে সম্মত হলেও পরবর্তীতে অপরাগতা প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে প্রফেসর সিদ্দিকী ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে যান; ফলে সার্বিক কার্যক্রমে আবারো ভাটা পড়ে। তথাপি অন্যান্য উদ্যোক্তাগণ মনোবল হারালেন না। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। এরপর ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহবায়ক করা হয় কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীকে। এছাড়া এ.বি.এম অধ্যাপক আবুল কাশেম যুগ্ম আহবায়ক,এম হেলাল সদস্য এবং মাহফুজুল হক শাহীন সদস্য সচিব মনোনীত হন। ৬ অক্টোবর ১৯৮৮ প্রফেসর কাজী ফারুকীর বাসায় আহবায়ক কমিটির সভায় ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলেজের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই নিম্নোক্ত চাঁদা প্রদান করেন। অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী ১০০০ টাকা, জনাব এম হেলাল ২০০ টাকা, অধ্যাপক আবুল কাশেম ১০০ টাকা, মাহফুজুল হক ৫০ টাকা, শফিকুল ইসলাম ১০০ টাকা এবং নূরুল ইসলাম সিদ্দিকী ১০০ টাকা। এই ১৫৫০ টাকা নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হয়। তাছাড়া কলেজের প্যাড এবং সীল নিজ খরচে তৈরি করে দেন জনাব এম, হেলাল। এবার কলেজের জন্য বাড়ী খোঁজার পালা শুরু হয়, যার অগ্রিম ভাড়া বাবদ ধানমন্ডির একটি বাড়ীর জন্যে৭০ হাজার টাকার একটি চেকও প্রদান করা হয়। কিন্তু চেক প্রদানের পর দিন বাড়ীওয়ালা চেকটি ফেরত দিয়ে যান এবং জানিয়ে দেন কলেজের জন্য তিনি বাড়ী ভাড়া দেবেন না। আবার হোচট খেতে হল উদ্যোক্তাদের। এভাবে যত হোচট খেয়েছেন উদ্যোক্তাগণ ততই তারা অধিক উদ্যেমে সফলতার প্রান্তে পৌঁছতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। এক্ষেত্রে কাজী ফারুকীর তারুণ্য-দীপ্ত মন কখনই ভেঙ্গে পড়েনি। অবশেষে সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটিয়ে **লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে** বৈকালীন শিফটে কলেজ পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। **১লা জুলাই '৮৯ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ৬ই জুলাই থেকে ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।** দীর্ঘ এক দশক বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে উদ্যোক্তাগণ লাভ করেন সাফল্যের স্বাদ। সাফল্যের হাসিতে উদ্ভাসিত হয় তাঁদের মুখাবয়ব। উদ্যোক্তাদের কঠোর অধ্যবসায়, দীর্ঘ সাধনা, আন্তরিক চাওয়ার প্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজ আলোর মুখ দেখতে পায় এবং প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন প্রখ্যাত শিল্পপতি জনাব সামসুল হুদা এফ. সি. এ.। ঢা .ক. ক. প্রতিষ্ঠার পর কলেজের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ এ্যালামনী এসোসিয়েশন ও এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। প্রসঙ্গত এ্যালামনী এসোসিয়েশন কলেজের Sponsor হিসেবে দায়িত্ব পালনে সম্মত হয় এবং তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমে ৫০ হাজার এবং পরে ১৫ হাজারসহ সর্বমোট ৬৫ হাজার টাকা ধার দেন, যা ১৯৯৫ সালে অনুদান হিসেবে কলেজকে দেয়া হয়। তাছাড়া এ্যালামনির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক তাজুল আলম কলেজকে ব্ল্যাক বোর্ড, বদরুল আহসান একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ও নগদ ২০ হাজার টাকা, জনাব ইফতেখার আলম একটি আলমিরা, কলেজের অফিস কার্যক্রম চালানোর জন্য দান করেন। কলেজের অন্যতম ডোনার বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব এ এইচ এম মোস্তফা কামাল লক্ষাধিক টাকা অনুদান দেন। এছাড়াও শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বাবদও কিছু টাকা প্রদান করেন। এইচএসসি'র প্রথম ব্যাচে ৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ঐ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি কমও চালু করা হয়।

১১ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে আর একটি গৌরবময় দিন। কারণ এদিন এক মহতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানপত্র ও রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদেরকে বরণ করে নেয়া হয় এবং এই দিনই ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেণী কার্যক্রমের ঢাকা

শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক একমাত্র নিয়মিত ম্যাগাজিন
মাসিক
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

ঢাকা কমার্স কলেজ

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ॥ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

ঢাকা কমার্স কলেজকে নিয়ে এবার আমাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। প্রশ্ন হতে পারে একটি কলেজকে নিয়ে কেন এই বিশাল আয়োজন? এ ব্যাপারে আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অতি অল্প সময়ে এই কলেজটির বিস্ময়কর সাফল্য আমাদের শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এটা একটা মাইল ফলক। যারা আমাদের শিক্ষাঙ্গন নিয়ে শুধুই হতাশা প্রকাশ করছেন- তাদের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি আশার আলো। ইচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে যে আমাদের শিক্ষাঙ্গনও হয়ে উঠতে পারে মসজিদ-মন্দির-গীর্জার মত পবিত্র স্থান, ঢাকা কমার্স কলেজ তার উদাহরণ। আমাদের সমাজে যেসব বিত্তবান বা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন তারা নিঃসন্দেহে ঢাকা কমার্স কলেজকে আদর্শ মডেল ভাবতে পারেন। আর সে লক্ষ্যেই এই কলেজের সাফল্যের নেপথ্য কারণ, নিয়মকানুন প্রভৃতি বিষয় এখানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সরকারী অর্থ সাহায্য বা অনুদান না নিয়েও একটি সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তাঢাকা কমার্স কলেজ প্রমাণ করেছে। প্রতিবছর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী পরীক্ষায় তাদের সাফল্য অন্যদের ঈর্ষণীয়। আমরা আশাকরি ঢাকা কমার্স কলেজের মত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুন্দর শিক্ষাঙ্গন হিসেবে গড়ে উঠবে। আর এ প্রত্যাশা করেই ঢাকা কমার্স কলেজের বিস্তারিত প্রতিবেদন আমরা এখানে উপস্থাপন করছি। ❑ **মনিরুজ্জামান টিপু**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সমানতালে পাল্লা দিয়ে বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যক্ষেত্রেও দ্রুতলয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্যের চেনাজানা পথঘাটগুলো দ্রুত বদলে যাচ্ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। আর এ কারণে উন্নত বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারেও জোর দিচ্ছে ব্যাপকভাবে। কিন্তু আমাদের দেশে এ চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। এইতো কয়েক বছর আগেও বাণিজ্য শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন কোন ঝোঁক পরিলক্ষিত হতো না। এছাড়া যারা বাণিজ্য শিক্ষা লাভে আগ্রহী হতো তারাও পেত না কোন আধুনিক শিক্ষা। ফলে বাণিজ্য শিক্ষা অনাদরে, অবহেলায় একসময় খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলেছে। বিশ্ব পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এখন আমাদের দেশে অবস্থার কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় বটে কিন্তু গর্ব করার মত তেমন কিছু ঘটেনি। তবে এমন দিন নিশ্চয় দূরে নয় যেদিন বাণিজ্য শিক্ষার জন্য আমরাও গর্ব করতে পারব- আর এই গৌরবের কাজটিই করতে চলেছে ঢাকা কমার্স কলেজ- বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষার এক অসাধারণ, অনন্য প্রতিষ্ঠান। যেখানে সন্ত্রাস নেই, সেশনজট নেই, নেই কোন বিশৃঙ্খলা। তার বদলে আছে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, আছে স্নেহ-প্রীতি ভালবাসার এক অপূর্ব মিলন।

শক্ত ও মজবুত ভিতের উপর এভাবে একের পর এক গড়ে উঠছে ঢাকা কমার্স কলেজের বহুতল ভবন

প্রতিষ্ঠার পটভূমি

এক দশক আগেও আমাদের দেশে বাণিজ্য শিক্ষার তেমন প্রসার ছিল না। দেশের দুই প্রান্তে, দুই বন্দর নগরীতে (চট্টগ্রাম ও খুলনা) সরকারীভাবে দু'টি মাত্র বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল যা নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত ছিল। রাজধানী ঢাকা দেশের প্রাণকেন্দ্র হলেও এখানে বাণিজ্য শিক্ষার কোন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল না। যদিও এর অভাব অনেকদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। কারণ পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ঘটছে। এই প্রেক্ষাপটে এই দেশেরই একজন ডাইনামিক শিক্ষক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা প্রফেসর কাজী ফারুকী এগিয়ে এলেন। তিনি এদেশে বাণিজ্য শিক্ষার অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই ব্যক্তি তাঁর সমমনা ব্যক্তিদের সাথে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। ১৯৭৯ সালের কথা, যখন প্রফেসর ফারুকী ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। অবশেষে ১৯৮১ সালের ৭ই জুলাই প্রফেসর ফারুকীর লালমাটিয়াস্থ বাসায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে মরহুম মোঃ আসাদুল্লাহ, অধ্যাপক জামিল ও অধ্যাপক মজুমদার এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষার অন্যতম অগ্রনায়ক প্রফেসর সাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের প্রফেসর ডঃ হাবিবুল্লাহ প্রমুখ বাণিজ্য শিক্ষা বিশারদদের সাথে

শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক একমাত্র নিয়মিত ম্যাগ
ম

বিশ্ববিদ্যাল
ক্যাম্পাস

● বর্ষ ১৪ ● সংখ্যা ৯ ● এপ্রিল '৯

শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে হলে এ পেশায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

ডঃ আয়েশা খাতুন
অধ্যক্ষা, ইডেন মহিলা বিশ্বঃ কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোর অনুসরন হয় বলেই এটি এখন দেশের শিক্ষাঙ্গনের ব্যতিক্রমী মডেল

অধ্যাপক কাজী ফারুকী
অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

শাহ্‌জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব

চাঁদাবাজি ও লালফিতার দৌ
বৃদ্ধি, উন্নয়ন কাজ ব

ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান ?

ঢাকা কমার্স কলেজ
আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
অনুকরণীয়

ইত্তেফাক

ার, ১১ই পৌষ, ১৪০৪ □ Thursday, 25 December, 1997 ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ১১ই ে

পড়াশুনা

আছে কী কোন যাদুর চেরাগ

ঢাকা কমার্স কলেজের

আজ থেকে ৮ বছর আগে ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে তাত্ত্বিক শিক্ষার সংগে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কলেজ অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীসহ আরো কয়েকজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ। উদ্যোক্তাদের চাঁদা দিয়ে শুরু এই কলেজ আজ প্রায় পরিপূর্ণ ভবনে। ভাবতে অবাক লাগে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রমাণ করিয়ে দেয় যেকোনো মহতী উদ্যোগ কখনো টাকার অভাবে থেমে থাকেনি।

মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের পাশেই রাইনখোলায় অবস্থিত কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ে কলেজের সাইনবোর্ড। নির্মাণ কাজ চলছে এখনো। কলেজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই বুঝা যায় এটি একটি ভিন্ন ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয় এই কলেজে। পাঠদানে শিক্ষকগণ যেমন আন্তরিক তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠগ্রহণে সচেষ্ট থাকে। তাছাড়া বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটোরিয়ালেও অংশ নিতে হয়। এসব পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। এখানে যে ভর্তি হবে তাকে পাস করতেই হবে। গত কয় বছরে এখানকার আশাতীত সাফল্যে সবাই অভিভূত হয়েছে। অভিভাবকগণ এই কলেজে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চান এখন।

ঢাকা কমার্স কলেজের ফলাফল সাফল্য দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ১৯৯১ সালের এইচএসসিতে এই কলেজ থেকে ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশনেয়, যাদের সবাই উত্তীর্ণ হয়। এমনকি মেধাতালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থানও অধিকার করে। এরপরের বছরও সবাই উত্তীর্ণ হয় এবং মেধাতালিকায় ১ম ও ১৬তম স্থান অধিকার করে। এভাবে প্রতিবছরই এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মেধাতালিকায় বিশেষ স্থান অর্জনসহ ভালো ফলাফল করে থাকে। এসব ছাত্র-ছাত্রী মতে, এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়ম-শৃংখলা খুবই চমৎকার। এই কলেজের পড়াশুনার পদ্ধতি এমন যে, ফাঁকি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। স্যারদের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতাও থাকে খুব বেশী।

সরকার ১৯৯৩ সালে কলেজের বর্তমান অবস্থানে সাড়ে তিন বিঘা জমি প্রদান করে। এরপর শুরু হয় কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম। কোনো সরকারী সহযোগিতা নয় নিজস্ব আয় এবং ব্যক্তিপ্রদত্ত অনুদান

এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। সম
যাচ্ছে ক্রমশ। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ স
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রধ
আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন
এছাড়াও কলেজ অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী '৯৩ স
ঢাকা কমার্স কলেজ বিদ্যাশিক্ষার অনন্য পাদপীঠ হিসেবে
শিক্ষাব্যবস্থা ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষে অবস্থ
মহাবিদ্যালয় শিক্ষা স্বর্ণপদক '৯৬ প্রাপ্ত হয়। আবার কলেজ
স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদলের আর্থি
শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বাইরেও এই কলেজে ছাত্রদের জ্ঞান
এখানে রয়েছে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, ভয়েস অব
পরিষদ, নাট্য পরিষদ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
রোভারস্কাউটিংসহ নানান ধরনের কার্যক্রম। প্রায়োগিক
প্রজেক্টর ও অডিও-ভিডিও সিস্টেম। শিক্ষার্থীদের ৪র্থ বি
কম্পিউটার ল্যাব। প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব বিভাগীয় সেমিন
অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে লাই
এই লাইব্রেরীতে বর্তমানে [illegible] হাজারেরও বেশী বই রয়ে
নেয়া হবে বলে জানা গেছে। প্রতিবছরই কলেজ থেকে ব
দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে
আলোকপাত করা হয়। এতে করে সহজে ছাত্র-ছাত্রীদের মে

ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠিত

গত ১৬ আগষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের প্রথম অভিষেক 'সৃষ্টি-৯৭' অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের এ বছরের মূলভাব 'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বাবলম্বী হও।' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রধান আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাংবাদিক জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউসিস ডেপুটি ডিরেক্টর ও আমেরিকান এম্বাসীর প্রতিনিধি মিঃ রবার্ট কার এবং ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাংবাদিক, প্রাক্তন বেতারও বিটিভি সংবাদ পাঠক মিসেস রোকেয়া হায়দার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলাদেশ সংবাদদাতা ও বাসস সাংবাদিক জনাব জহিরুল আলম, ভিওএ ফ্যান ক্লাব কেন্দ্রীয় সংগঠক ও ইউএস ট্রেড সেন্টারের কমার্শিয়াল এসিসট্যান্ট জনাব শফিকুর রহমান এবং ভিওএ ফ্যান ক্লাব সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আজহারুল ইসলাম। স্বাগত ভাষণ দেন অনুষ্ঠানের আয়োজক, ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্পাদক জনাব এস.এম. আলী আজম। আগামী এক বছরের ক্লাব কর্মসূচী ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক জনাব ফয়সাল উদ্দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক প্রফেসর কাজী ফারুকী। অনুষ্ঠানে নব গঠিত ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

প্রধান অতিথি জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী তাঁর মূল্যবান ভাষণে বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজ স্ব-অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ জেনে আমি আনন্দিত। চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকলে এদেশেও ভাল কিছু করা সম্ভব যা বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারে। যেমন-গ্রামীণ ব্যাংক মডেল আজ আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তিনি আরো বলেন, ভিওএ-এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি ভয়েস অব আমেরিকা থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রচারের আশ্বাস দেন।

সভাপতি আলী আজম

মিঃ রবার্ট কার বলেন, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী অবহিত হবে। মিসেস রোকেয়া হায়দার বলেন, এ শ্রেষ্ঠ কলেজে একটি ভিওএ ফ্যান ক্লাব গঠিত হয়েছে দেখে আমি অভিভূত। আমি আশা করি ছাত্রদের স্বার্থে ছাত্রীরাও এ ক্লাবের সদস্য হবে। ক্লাব সভাপতি জনাব আজম বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার পরিস্ফুটন, মননের বিকাশ, আত্মউন্নয়ন ও আত্মতৃপ্তি, পেশা উন্নয়ন, নেতৃত্বের গুণাবলী জাগ্রতকরণ, বন্ধুত্বের বিকাশ, জাতীয়-আন্তর্জাতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরন, ভিওএ-এর বিভিন্ন সংবাদ ও অনুষ্ঠান সংগ্রহ, ধারণ, প্রকাশ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব। অভিষেক অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ ফারুকী বলেন, আমরা স্বাবলম্বী হতে চাই। অন্যের দ্বারে ভিক্ষার হাত পাততে চাই না। সবাই সরকারের সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করছে। সরকারের সাহায্য ছাড়াই আমাদের কলেজ অবকাঠামো অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছে।

ক্লাবের কার্যকরী পরিষদ

সভাপতিঃ এস.এম. আলী আজম, সহ-সভাপতিঃ নাঈম মোজাম্মেল, সুভাষ চন্দ্র দাস ও এইচ.এম গোলাম কবীর, সাধারণ সম্পাদকঃ ফয়সাল উদ্দীন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদকঃ শেখ মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ, সহকারী সম্পাদকঃ এ. জেড. এম. আহসান বখত, সাংগঠনিক সম্পাদকঃ সাখাওয়াত হোসেন মামুন, ভিওএ মনিটরঃ সাদিক ইবনে রউফ, ভিওএ সহকারী মনিটরঃ জহির আহসান, কোষাধ্যক্ষঃ আবুল কাশেম, সাহিত্য সম্পাদকঃ মামুন উর রশিদ মুরাদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ উম্মে কুলসুম রুমা, ক্রীড়া সম্পাদকঃ হাফিজ হারুনুর রশীদ সুমন, সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ শাফকাত মোস্তফা, আপ্যায়ন সম্পাদকঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, আন্তর্জাতিক সম্পাদকঃ হাবীব শরিফ উল্লাহ টিপু, অনুষ্ঠান ও জনসংযোগ সম্পাদকঃ হাসান নূরুদ্দিন চৌধুরী, প্রচার সম্পাদকঃ নাহিদ হোসেন, দপ্তর সম্পাদকঃ খুরশিদ আলম খান জাই, কার্যকরী সদস্যঃ মাসুম রাবিব, সাফায়েত-এ-হাবিব জয়, রাকিব উদ্দিন খান, বিশ্বজিৎ সাহা ও হাসিব কামাল।

অভিষেক অনুষ্ঠান (বা থেকে) ভিওএ সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার, প্রধান অতিথি ভিওএ প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও ইউসিস ডিপুটি ডিরেক্টর মিঃ রবার্ট কার

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
বর্ষ ১৪ ○ সংখ্যা ২ ○ সেপ্টেম্বর '৯৭

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব
ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরি

ফ্যান ক্লাবের প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠিত

গত ১৬ আগস্ট ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের প্রথম অভিষেক 'সৃষ্টি '৯৭' অনুষ্ঠিত হয়।

ক্লাবের এ বছরের মূলভাব 'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বাবলম্বি হও'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রধান জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউসিস ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ রবার্ট কার ও ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাংবাদিক মিসেস রোকেয়া হায়দার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভিওএ বাংলা বিভাগের বাংলাদেশ সংবাদ দাতা জহিরুল আলম এবং ভিওএ ফ্যান ক্লাব কেন্দ্রীয় সংগঠক সফিকুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আজহারুল ইসলাম। স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এস এম আলী আজম। আগামী এক বছরের কর্মসূচী ঘোষণা করেন ক্লাব সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ

প্রধান অতিথি জনাব চৌধু
ভাষণে বলেন, ঢাকা কমার্স ক
অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রেষ্ঠ
জেনে আমি আনন্দিত। চেষ্টা
থাকলে দেশেও ভাল কিছু করা
বিদেশে আমাদের ভাব মূর্তি
করতে পারে। যেমন-গ্রামীণ
মডেল আজ আমেরিকাসহ বি
সমাদৃত। তিনি আরো বলেন,
মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা এ
শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেল
প্রত্যয়ী হবে বলে আমার বিশ্বা

উল্লেখ্য, ঢাকা কমার্স কলে
ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত
শিক্ষায় বিশেষায়িত শিক্ষা প্র
এই কলেজে রয়েছে নয়টি
অর্নাস-মাস্টার্স ও বি,বিএ
শিগগিরই কলেজটি বিশ্ব
উন্নীত হতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার
বছরই এ কলেজের ছা
এইচ,এসসি পরীক্ষায় প্রথম
স্থানসহ মেধা তালিকায় বিপু
স্থান লাভ করছে। গত
এইচ,এস,সি পরীক্ষায় বাণিজ্য
প্রথম স্থানসহ ১৩ জন ছ

ঢাকা কমার্স কলেজে ওয়াইটিসি ও ভিওএ ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী '৯৭

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর প্রাক্কালে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ

যুব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অবসরে বনায়ন কর্মসূচীতে আত্মনিয়োগ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সহ দেশ উন্নয়নে অংশ নেয়া যায়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ওয়াইটিসি বৃক্ষরোপন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ১৫ অক্টোবর বুধবার বাংলাদেশ যুব পর্যটন ক্লাব মিরপুর শাখা ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব আয়োজিত বৃক্ষরোপন কর্মসূচী '৯৭ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথি ওয়াইটিসি'র চেয়ারম্যান ডঃ সৈয়দ রাশিদুল হাসান এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ওয়াইটিসির এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এ সময়ের আলোচিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। তিনি বলেন ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দেয়াই নয়, জাতীয় পর্যায়ে আরো এ কর্মসূচীর গতিশীলতার সাথে আনার জন্য আহবান জানান।

উদ্বোধনীর এ আলোচনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ইনডিজিনাস মেডিকেল কলেজ ডাঃ আতাউর রহমান, ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু আহমদ আবদুল্লাহ, মিরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ব্যাংক বীমা শিল্প ডাইজেস্ট সম্পাদক গোলাম কাদের, সেক্রেটারী জেনারেল বাংলাদেশ যুব পর্যটন ক্লাব আহমদ শহীদুল হক, ভিওএ ফ্যান ক্লাব কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ শফিকুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের প্রাণপুরুষ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন অক্সিজেন বিহীন আমরা বাঁচতে পারবো না, বাঁচা মরার সাথে গাছের সম্পর্ক আছে। গাছ অক্সিজেন ছাড়বে, আমরা পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রেহাই পাবো, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। এ উদ্যোগের সাথে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক ভিত্তিতে বৃক্ষরোপন আয়োজন হবে এটা আশা করি। পরে কলেজ প্রাঙ্গণে কিছু মেহগনি ও কৃষ্ণচূড়ার গাছ লাগানো হয়।

..... কে এম শফিকুর রহমান

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে বৃক্ষরোপন করা হচ্ছে

Young Tourist Club and VOA Fan Club will jointly organise a tree plantation programme at 9 am today (Wednesday) at the premises of Dhaka Commerce College.

BANGLADESH OBSERVER
OCTOBER 15, 1997

বাংলাদেশ যুব পর্যটক ক্লাব (ওয়াইটিসি)

বাংলাদেশ যুব পর্যটক ক্লাব, মিরপুর শাখা এবং ভয়েস অফ আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, ঢাকা কমার্স কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ অক্টোবর ঢাকা কমার্স কলেজ এলাকায় এক স্বেচ্ছা বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী। কর্মসূচিতে ৩২ জন স্বেচ্ছাকর্মী প্রায় ৩ শত বৃক্ষ চারা রোপণ করে।

ভোরের কাগজ
১৯৯৭ ঢাকা রোববার ২৬ অক্টোবর

মাসিক

কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞানে প্রথম সাহেদ কামাল মজুমদার

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে প্রথম মোহাম্মদ মুনিরুল হক

চট্টগ্রাম বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম রাগিব হাসান

যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগে প্রথম শরিফ মোহাম্মদ ফয়সাল

কুমিল্লা বোর্ডের মানবিকে প্রথম কাজী এস এম সায়েম

ঢাকা বোর্ডে মানবিকে প্রথম আলী সাবের মোঃ মনজুরুল আবেদীন

চট্টগ্রাম বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-জাবের

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে মেয়েদের মধ্যে প্রথম মৌসুমী শারমীন

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম মোঃ আবদুস সোবহান

ইত্তেফাক

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে

ছাত্র রাজনীতি দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারে নাই ৬।৭।৯৭

[illegible] মোহাম্মদ নাসিম

ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলিয়াছেন, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের পথকে নিষ্কলুষ করার লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখিতে হইবে।

মন্ত্রী গতকাল মীরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ শহীদউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন বিশেষ অতিথি ছিলেন এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা পূর্বকালে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ প্রতিটি আন্দোলনে ছাত্রসমাজ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গণতন্ত্রের লড়াইয়ের কথা বাদ দিলে ছাত্র রাজনীতি বিশেষ করিয়া শিক্ষাংগনে ছাত্র রাজনীতি দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারে নাই। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জনগণ শিক্ষাংগনকে দেখিয়াছে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র হিসাবে। রাজনীতির নামে বিভিন্নভাবে দেশের শিক্ষাংগনকে বার বার কলুষিত করা হইয়াছে। মন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসীরা কখনও কাউকে ক্ষমতায় বসাইতে পারে না। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন আপোষ নাই। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সাথে যাহারা জড়িত তাহাদের অবশ্যই ইহার পরিণাম ভোগ করিতে হইবে। মন্ত্রী শিক্ষকসমাজকে ছাত্র-ছাত্রীদের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান।

পরে মন্ত্রী কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি কলেজের ২০ তলা একাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি কলেজে ডাকঘর ও কার্ডফোন স্থাপনের আশ্বাস দেন।

—তথ্য বিবরণী

ভোরের কাগজ। ৬।৭।৯৭

ঢাকা কমার্স কলেজে বার্ষিক অনুষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত হওয়া উচিত : মোহাম্মদ নাসিম

ঢাকা কমার্স কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী গতকাল ৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে ২০ তলা দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন ও সাংসদ আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মতিয়ুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, 'আমার বলতে দ্বিধা নেই- আমাদের দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত হওয়া উচিত। যেকোনো উপায়ে হোক রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজে রাজনীতি ঢুকতে দেওয়া যাবে না।' তিনি বলেন, ছাত্রদের প্রদান ধ্যান হলো লেখাপড়া।

তিনি বলেন, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে একটি শিক্ষিত জাতি।

স্থানীয় এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার মিরপুর এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাবেন বলে অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী মন্ত্রীকে কলেজের জায়গা সমস্যার কথা জানালে মন্ত্রী কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিগত শিক্ষাবর্ষের কৃতী শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি। তিনি কলেজের ২০তলা দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সাংস্কৃতিক পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। বিজ্ঞপ্তি।

দেশের শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে ৬।৭।৯৭

ইনকিলাব

— মোহাম্মদ নাসিম

ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের পথকে নিষ্কলুষ করার লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।

মন্ত্রী গতকাল মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে একথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি এবং কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান

প্রফেসর ডঃ শহীদউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার এবং ঢাকা কমার্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী কলেজ ক্যাম্পাসে একটি কার্ডফোন ও একটি পোস্ট অফিস স্থাপনের আশ্বাস দেন। তথ্য বিবরণী।

Bangladesh - 6/7/97 observer

...ep campuses free from politics: Nasim

Staff Correspondent

The Minister for Posts, Telegraphs, Telecommunications, Housing and Works Mohammad Nasim emphasised the need for keeping all campuses free from politics and terrorism.

Speaking at the 8th founding and Annual prize giving ceremony of Dhaka Commerce College at Mirpur on Saturday as the chief guest, Mohammad Nasim said that without containing these the nation could not achieve its goal.

Presided over by Prof Shahiduddin Ahmed, Pro-Vice-Chancellor of Dhaka University and President of the collage Governing Body, the function was addressed among others by special guests Alhaj Syed Abul Hossain, State Minister for Local Government, Rural Development and Cooperatives and Alhaj Kamal Ahmed Majumder MP, Prof Kazi Md Nurul Islam Faruqi and Prof Md Motiur Rahman, Principal and Vice-Principal respectively of Dhaka Commerce College and Dodul, a student of the collage.

Récalling the role of the students in all progressive movements of the country including Liberation struggle, the minister asserted that the students had lost their glorious past during post liberation period. In this context, he said that democracy was not practicised particulary during the last 21 years.

Mohammad Nasim said that the country's independence was achieved under the leadership of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He remarked by saying, terrorism is no contribution of any political party. The minister called upon all to build the country by giving up all pretty political differences.

He said we must build up the Sonar Bangla as was dreamt of by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The minister informed that many countries having no much resources now turned to be rich countries of the world. He mentioned names of Singapore, Malaysia, Taiwan and Hong Kong. In this context, he said Bangladesh had vast resources and we can change our fate through concerted and sincere efforts.

He also assured the college authority of handing over a plot of Khas land adjacent to the college through due process and set up a Card Phone at the college premises.

The State Minister Syed Abul Hossain said, we must adopt the latest technology to face the challenge of the 21st century.

Alhaj Kamal Ahmed Majumder in his speech said that the real history of our War of Independence should be upheld and taught to the present generation. Mr Majumder told that he had taken up all measures to keep the institutions in his constituency Mirpur free from politics and terrorism.

Later Mohammad Nasim laid the foundation stone of the 20-storey Academic Building of the collage and distributed prizes among the students.

The Daily Star
Founder-Editor : Late S. M. Ali
Dhaka, Sunday, July 6, 1997

Edn institutions must be free from politics: Nasim

Educational institutions should be spared from political influence to free the path of pursuit of knowledge from vices and ensure congenial academic atmosphere, said Post and Telecommunications Minister Mohammad Nasim yesterday in the city, reports UNB.

He recalled that the student community had played a glorious role in all movements during the pre-independence period and in the struggle for freedom.

"But student politics, especially on the campus, in the post-liberation time could not fulfill the aspiration of countrymen, barring the democracy movement," the minister said.

Addressing the 8th founding anniversary function of Dhaka Commerce College at Mirpur, the ruling Awami League stalwart said the nation witnessed campuses as arena of "terrorism" in the post-independence period.

The educational institutions have repeatedly been tainted in various ways in the name of politics, he told the function.

"Terrorists cannot take anyone to power. So there cannot be any compromise with the terrorists. Those who are involved in campus terrorism must bear the consequence," Mohammad Nasim said.

He urged the teachers community to build their pupils as worthy citizens of the country.

Presided over by Chairman of the College Managing Committee and Dhaka University Pro-Vice Chancellor Prof Shahiduddin Ahmed, the function was also addressed, among others, by State Minister for LGRD and Cooperatives Syed Abul Hossain, local MP Kamal Ahmed Majumder and Principal of the college Prof Kazi Mohammad Nurul Islam Faruque.

Khawaza Mohammad meets Samad Azad

The visiting Indian Rajya Sabha member Khawaza Mohammad Khan called on Foreign Minister Abdus Samad Azad at the state guest house Padma yesterday, reports UNB.

They discussed matters of mutual interest with special reference to the Palestine issue, said an official handout.

Khan, the chairman of the Palestine Solidarity Committee of Asia region, proposed organising a regional conference to express solidarity with the people of Palestine.

The Foreign Minister reiterated his and Awami League's total support to the just cause of the Palestinian people.

THE BANGLADESH OBSERVER
DHAKA SATURDAY JULY 5 1997

Dhaka Commerce College founding anniversary today

Varsity Correspondent

The 8th founding anniversary and annual prise-giving ceremony of Dhaka Commerce College will be held today (Saturday) at 12 noon at the college premises.

The Minister for Telecommunication, Housing and Works Mohammad Nasim will attend the function as chief guest while President of the College Governing Council Prof. Shahiduddin Ahmed, Pro-Vice Chancellor of Dhaka University will preside over the meeting.

State Minister for LGRD and Cooperative Ministry Alhaj Syed Abul Hossain and Kamal Ahmed Majumder (MP) will attend the function as special guest.

ঢাকা কমার্স কলেজ ঃ একটি সফল উদ্যোগ

সৈয়দ মুঃ মিজানুর রহমান

ঢাকা কমার্স কলেজের ২০তলা দ্বিতীয় একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৯ সালে "ঢাকা কমার্স কলেজ স্থাপিত। ১৯৮৯ প্রধান কার্যালয় ব্লক এফ ৫/৭ লালমাটিয়া ঢাকা কিং খালেদ ইনষ্টিটিউট ভবন" নামে সাইনবোর্ড উত্তোলনের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়।

তারপর ১৯৯৩ সালে ধানমন্ডি ভবনে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। আর সেখান থেকেই বর্তমানে মিরপুর চিড়িয়াখানা রোড়ের রাইনখোলাতে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে ১টি ১১ তলা ভবনসহ নির্মাণাধীন ২০ তলা ভবনের কাজ অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ভবনটির নির্মাণ কাজের কিয়দাংশ সম্পন্ন হলেই বিবিএ কোর্স চালু হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ কার্যক্রম শেষ হলে কলেজটিকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হবে "বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিসনেস এন্ড টেকনোলজি (বি, ইউ, বি, টি)। আর ঠিক এ কারণেই ভৌত চাহিদার মাত্রাও বেড়ে গেছে ব্যাপকভাবে। যার কিছুটা হয়তোবা পূরণ হবে নির্মাণাধীন বিশ তলা দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর নেতৃত্বে এক দল তরুণ শিক্ষকদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় অত্যান্ত সন্তোষজনক ফলাফল অর্জন করে যাচ্ছে এ কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা। বিগত বছরগুলোর তুলনায় ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ ছিল ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য একটি প্রাপ্তি ও সাফল্যের বছর। কারণ সে বর্ষে কলেজের কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার লাভ করেছে এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থানসহ এককভাবে মোট ১৩টি স্থান দখলের অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। কেবল তাই নয় এ বর্ষে স্নাতক (পাস এবং সম্মান) শ্রেণীর ফলাফলও ঈর্ষণীয়ভাবে চমৎকার।

দৈনিক শক্তি
১৬ মার্চ ১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি

ঢাকা কমার্স কলেজে পরিসংখ্যান বিষয়ে সম্মান শ্রেণীতে শূন্য আসনে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। সম্মান কোর্সের সাথে কম্পিউটারের বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ ঢাকা কমার্স কলেজ, রাইনখোলা, চিরিয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ৮০১৫৬১০।

জনকণ্ঠ ২৩ জানুয়ারী

দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন গতকাল ঢাকা কমার্স কলেজের মাসিক পত্রিকা 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (মাঝে বসা) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন —ইনকিলাব

অর্থের আকর্ষণ আজ সকল মানবিক আবেদনই ম্লান করে দিয়েছ

—এ, কে, এম মহিউদ্দিন

ষ্টাফ রিপোর্টার ঃ দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক এ, কে, এম মহিউদ্দিন বলেছেন, আমাদের দেশ কেবল সম্পদের দিক থেকেই দরিদ্র নয়, ব্যবস্থাপনার দারিদ্র্যও তার অন্যতম। বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ভুগছে কালো টাকা ও হলুদ মানসিকতায়, সরকার ভুগছে অনুৎপাদনশীল ব্যয় ও লোকসানসর্বস্বতায়, জনগণ ভুগছে অভাব-অনটন-অনিশ্চয়তা-অনিরাপত্তা; আর অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং আদর্শহীন অপরিকল্পিত শিক্ষানীতি দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে শিক্ষাজীবনে।

তিনি গতকাল ঢাকা কমার্স কলেজের মাসিক পত্রিকা 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের এক উৎসবমুখর সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রকাশনা উৎসবে মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সম্পাদক এম. হেলাল, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মতিয়ুর রহমান এবং সদ্য প্রকাশিত কলেজ দর্পণের সম্পাদক এস, এম আলী আজম বক্তব্য রাখেন।

জনাব মহিউদ্দিন বলেন, অর্থের আকর্ষণ আজ সকল মানবিক আবেদনকেই ম্লান করে দিচ্ছে। অপরদিকে অর্থনৈতিক দুর্গতি সমাজে সৃষ্টি করছে অস্থিরতা, বেকারত্ব ও অনৈতিকতা এবং রাষ্ট্রকেও করে তুলেছে বিদেশী ঋণ তথা খয়রাতনির্ভর। এই সুযোগে উন্নয়নের অবতার সেজে সমাজ-মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবকের নামধারী কতিপয় ধান্দাবাজ এনজিও। তিনি সুখী এবং সুন্দর সমাজ গঠনে শিক্ষা ও সচ্চরিত্র- উভয় গুণেরই প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বলেন, মানুষের সুনীতি, সুকুমার মনোবৃত্তি, আত্মবিশ্বাস, উচ্চ-নৈতিকতা ও সকল মহৎ মানবিক গুণের অর্থপূর্ণ বিকাশের জন্যই আদর্শের পাশাপাশি জ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা অপরিহার্য। শিক্ষা ও জ্ঞান ভুলপথে পরিচালিত এবং মন্দ লক্ষ্যে অর্জিত হলে তাতে মানুষের বিপদের সম্ভাবনাই বেশী। এ জন্য শিক্ষা ও মানব আদর্শের সম্মিলন সাধনের লক্ষ্যে উপযুক্ত গুরুর নেতৃত্বে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরুরী। আর ঢাকা কমার্স কলেজ সেই লক্ষ্য আদর্শের এক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক সম্ভাবনাময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্প-সংস্কৃতি ও সুকুমারবৃত্তি চর্চার লক্ষ্যে এ জাতীয় পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে অনেক সুপ্ত প্রতিভাকেই এ প্রশংসিত কর্মশালায় প্রস্ফুটিত করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। কেননা, স্কুল-কলেজই হলো- সুশৃঙ্খল উপায়ে সামষ্টিক প্রতিভা লালন ও বিকাশের যথার্থ কর্মশালা।

কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ফারুকী পত্রিকাটিকে ধীরে ধীরে দৈনিকে রূপান্তরের আহবান জানিয়ে বলেন, জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে কলেজটিকে আমরা এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত করতে চাই।

দৈনিক ইনকিলাব
৩০ কার্তিক, ১৪০৩, ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৬

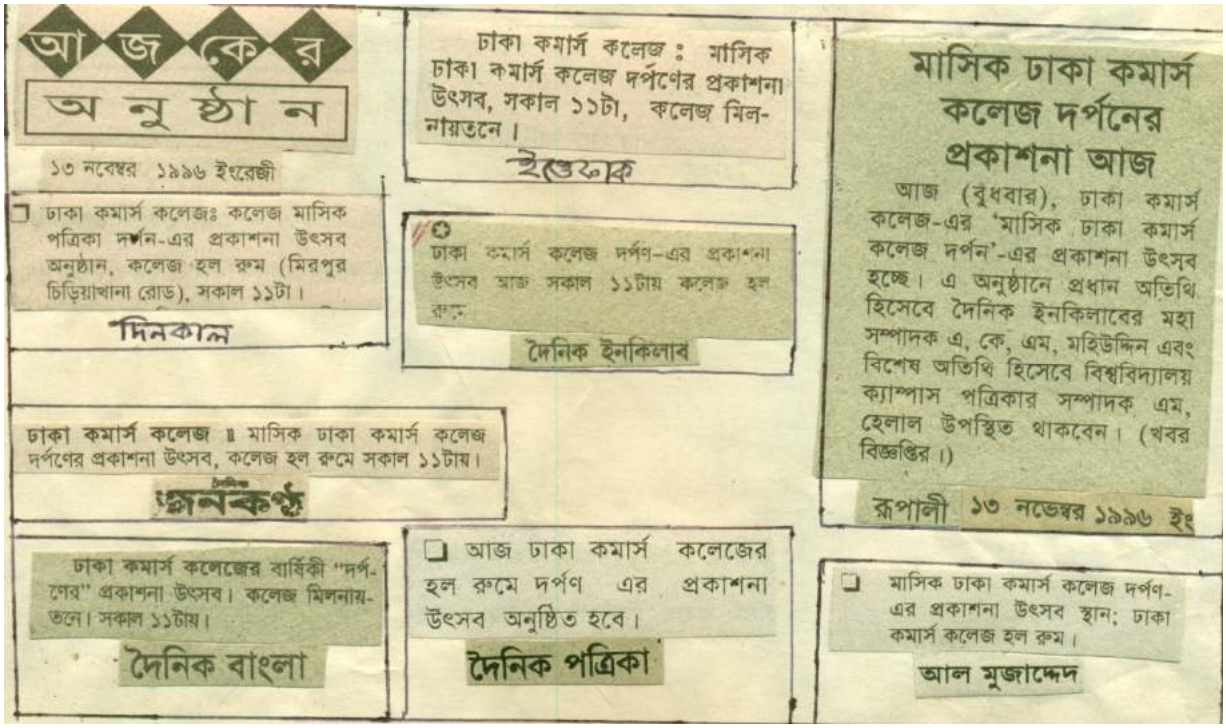

আজকের অনুষ্ঠান

১৩ নবেম্বর ১৯৯৬ ইংরেজী

ঢাকা কমার্স কলেজঃ কলেজ মাসিক পত্রিকা দর্পন-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠান, কলেজ হল রুম (মিরপুর চিড়িয়াখানা রোড), সকাল ১১টা।

দিনকাল

ঢাকা কমার্স কলেজ : মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের প্রকাশনা উৎসব, সকাল ১১টা, কলেজ মিলনায়তনে।

ইত্তেফাক

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসব আজ সকাল ১১টায় কলেজ হল রুমে

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা কমার্স কলেজ ॥ মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের প্রকাশনা উৎসব, কলেজ হল রুমে সকাল ১১টায়।

নীলকণ্ঠ

ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিকী "দর্পণের" প্রকাশনা উৎসব। কলেজ মিলনায়তনে। সকাল ১১টায়।

দৈনিক বাংলা

আজ ঢাকা কমার্স কলেজের হল রুমে দর্পণ এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

দৈনিক পত্রিকা

মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পনের প্রকাশনা আজ

আজ (বুধবার), ঢাকা কমার্স কলেজ-এর 'মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পন'-এর প্রকাশনা উৎসব হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে দৈনিক ইনকিলাবের মহা সম্পাদক এ, কে, এম, মহিউদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম, হেলাল উপস্থিত থাকবেন। (খবর বিজ্ঞপ্তির।)

রূপালী ১৩ নভেম্বর ১৯৯৬ ইং

মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসব স্থান: ঢাকা কমার্স কলেজ হল রুম।

আল মুজাদ্দেদ

পত্রিকা পরিচিতি

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

মোঃ রিয়াজ

মনেশ্বর রোড, ঢাকা থেকে

নভেম্বর '৯৬ প্রকাশিত হল ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রথম সংখ্যা। এটি ঢাকা কমার্স কলেজের একটি মাসিক মুখপত্র। ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য-শিক্ষার একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাত্র সাত বছরেই এ কলেজ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রতি বছরই মেধা তালিকায় স্থান লাভ করছে। এইচএসসি পরীক্ষা '৯৬-এ ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে এ কলেজের ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছে। '১৯৯৮ সাল থেকে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হতে যাচ্ছে বলে আশা করা যাচ্ছে।

'শুধু লেখাপড়াতেই নয়, ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ইতোমধ্যে খেলাধুলা, সংস্কৃতি, প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সফলতা দেখিয়েছে। এরি ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা সম্পাদক, কলেজ উপাধ্যক্ষ ও কলেজ অধ্যক্ষের বাণী রয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় কলেজ সংবাদ ছাড়াও দর্পণে রয়েছে প্রবন্ধ, রচনা, বিদেশে শিক্ষা, লেখাপড়া, ব্যক্তিত্ব অর্থনীতি, বিজ্ঞান, গল্প, রূপকথা, ম্যাজিক, কবিতা, ধর্ম, ক্রীড়া, অন্য ক্যাম্পাসের সংবাদ, বিচিত্র সংবাদ, মুখোমুখী, কৌতুক কার্টুন, কুইজ ইত্যাদি। এককথায় দর্পণ তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সংবাদে ভরপুর।

দর্পণের চার রঙের তিন ফর্মার প্রথম সংখ্যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পত্রিকাটির লেখার বিষয় নির্বাচন, শ্রেণীবিন্যাস, মেকআপ, ছবির যথোপযুক্ত উপস্থাপনা ইত্যাদি প্রায় সকল দিকই প্রশংসার দাবিদার। দর্পণের পৃষ্ঠপোষক অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান। দর্পণ সম্পাদনায় সাহসী উদ্যোগ নিয়েছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের নবীন প্রভাষক এসএম আলী আজম।

গত ১৩ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজ ভবনে দর্পণের প্রকাশনা উৎসবে হাজারো ছাত্র-শিক্ষকদের উপস্থিতিতে দর্পণের প্রথম সংখ্যার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, 'আজকে ঢাকা কমার্স, কলেজের জন্য এক আনন্দের দিন। এ দিনের কথা ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' তিনি দর্পণকে দৈনিকে রূপান্তরের জন্য সম্পাদক আজমকে আহবান জানান।

দৈনিক রূপালী

৩০ নভেম্বর ১৯৯৬ ইংরেজী

Niyamul wants to study business administration

Niyamul Haq stood fifth in the combined merit list from Commerce group in Dhaka Board.

Niyamul, who was a student of Dhaka Commerce College secured 827 with letter marks in four subjects.

He is the son of Md Obaidul Haq, Deputy Commissioner of Customs, Excise and VAT and Sania Haq.

He wants to study Business Administration in future.

Daily Star
29.8.1999

এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের একক সাফল্য

মোহাম্মদ সরওয়ার

১৯৯৬ সালের এইচ. এস. সি পরীক্ষার ফলাফলে যেখানে সারাদেশে ধ্বস নেমেছে, সেখানে ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য সবাইকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে। মাত্র সাত বৎসর বয়স ঢাকা কমার্স কলেজের। কিন্তু এ অল্প সময়েই প্রতিষ্ঠানটি দেশের শিক্ষা প্রক্রিয়া ও শিক্ষা কার্যক্রমে যে ব্যতিক্রম ও ঔজ্জ্বল্যময় অবস্থানে উপনীত হয়েছে তা সত্যিই অনন্য।

বিগত ১৯৯৫ সালে ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে মেধা তালিকার ২০ জনের মধ্যে এককভাবে ১০ জনই ছিল ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে। অন্যদিকে ঢাকা বোর্ডে মোট ৮৭ জন স্টার মার্কস প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ৪৭ জনই ছিল ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র ছাত্রী। ঢাকা কমার্স কলেজ তার এই ব্যতিক্রমী গৌরবময় সাফল্যকে এ বছর করেছে আরো শাণিত, প্রদীপ্ত। চলতি বছর এইচ. এস. সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে ২০টি মেধা তালিকার মধ্যে ১১ টিই দখল করে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। মেয়েদের মেধা তালিকায় কলেজের অতিরিক্ত আরো দুইজন ছাত্রীসহ ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডে এবার মেধা তালিকায় স্থানলাভকারী মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ১৩ জন। যা ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগের কোন কলেজের একক সর্বোচ্চ সাফল্য। বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম স্থানটি চলতি বছরসহ পরপর ৩ বার এবং মোট ৪ বার প্রাপ্ত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ।

কলেজের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র মোঃ আবদুস সোবহান এ বছর মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সোবহানের মতে, কলেজ শিক্ষকদের আন্তরিকতা, সহযোগিতা এবং প্রিন্সিপাল স্যারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানের ফলেই সে তার সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এই গৌরবময় ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কলেজের বিশেষ দৃষ্টি ও শিক্ষা পদ্ধতির ফলেই কলেজের শিক্ষার্থীদের ফলাফল দিনে দিনে আরো অধিক সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১০ম এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকারী সারওয়াত আমিনা (রুবাব) বলে, "ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলেজের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতার কারনেই আমার ফলাফল ভালো হয়েছে।"

এ বছর ঢাকা বোর্ডে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রাপ্ত অন্যান্য মেধাস্থানগুলো হলোঃ ৭ম, ৮ম, ১০তম, ১১তম, ১৪তম, ১৫তম, ১৭তম, ১৮তম (২ জন) ও ১৯ তম। মেয়েদের মেধা তালিকায়ও রয়েছে ৪ জন। মেধাস্থানগুলো হলো ৩য়, ৫ম, ৯ম ও ১০ম।

রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন। ছাত্র ছাত্রীদেরকে কমপক্ষে ৯০% ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হয়। নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ এখানে বাধ্যতামূলক। শিক্ষার্থীদের শিক্ষামান ধরে রাখা ও সাফল্য নিশ্চিত করনের জন্য তাদের অভিভাবকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। ফলে অভিভাবকগণও শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সর্বদাই ওয়াকিবহাল থাকেন। যা তাদের নিয়মিত পড়াশুনা ও ভালো ফলাফল নিশ্চিত করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে **Management, Accounting, Marketing** ও **Finance** বিষয়ে সম্মান ও মাষ্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। দেশে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যের এই সবক'টি বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স নেই। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজে **Statistics** ও **Economics** বিষয়ে সম্মান কোর্স প্রবর্তিত হবে। পর্যায়ক্রমে কলেজে **B.B.A** ও **M.B.A.** কোর্সও প্রবর্তনের পরিকল্পনা নিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মোঃ আবদুস সোবহান
বাণিজ্যতে মেধা তালিকায় প্রথম

সারওয়াত আমিনা
বাণিজ্যতে মেধা তালিকায় ১০ম

এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিক্ষা পরিবেশ ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমানে কলেজে প্রায় ১১,০০০ বর্গফুট মেঝে বিশিষ্ট একটি ১১ তলা একাডেমিক ভবনের ৭ম তলা এবং ৩,৪০০ বর্গফুট মেঝে বিশিষ্ট একটি ৮ তলা প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলার নির্মাণ কাজ চলছে। পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পিত ২০ তলা বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের পাইলিং কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে রয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

শামীমা সিদ্দিকা (লুনা)
বাণিজ্যতে মেধা তালিকায় ১৯ তম

কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, তাঁদের এই ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য হলো কলেজটিকে অচিরেই **Bangladesh University of Business & Technology (BUBT)** নামে বাণিজ্য শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা। যেখানে ছাত্র ছাত্রীদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হবে দেশের আর্থ সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে।

এক নজরে ফলাফল

মেধা তালিকায় স্থান ঃ
১ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৪তম ১৫তম, ১৭তম, ১৮তম (২জন) ও ১৯তম = ১১ জন

মেয়েদের মেধা তালিকায় স্থান ঃ
৩য়, ৫ম, ৯ম ও ১০ম = ৪ জন।
স্টার নম্বর প্রাপ্ত - ২৮ জন।
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ - ৪৭০ জন।
দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ - ১৫১ জন।
পাশের হার - ৯০% (প্রায়)।

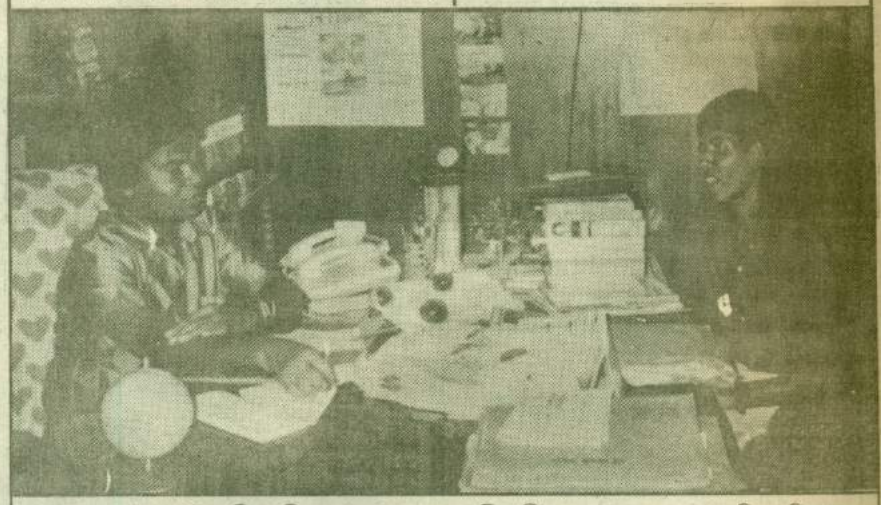

ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারী আবদুস সোবহান তার প্রিয় পত্রিকা 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস' কার্যালয়ে এলে সম্পাদক এম. হেলাল তাকে অভিনন্দিত করেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

গত ১৩ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজ ভবনে 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখন থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ সংবাদ সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংবাদ ছাড়াও অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয় ভিত্তিক সংবাদ নিয়ে প্রতিমাসে প্রকাশিত হবে 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'।

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক এ. কে. এম. মহিউদ্দীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম. হেলাল ও কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ছাত্র শিক্ষকদের করতালিতে মুখরিত কলেজ হলরুমে দর্পন এর উদ্বোধন করেন জনাব মহিউদ্দীন। স্বাগত ভাষণ দেন দর্পণ সম্পাদক ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস এম আলী আজম।

প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি এ কে এম মহিউদ্দিন বক্তব্য রাখছেন, মঞ্চে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস' পত্রিকার সম্পাদক এম হেলাল, কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুকী এবং সর্বডানে কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান

প্রধান অতিথির ভাষনে বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার ও সফল সংবাদপত্র ব্যবস্থাপক জনাব এ. কে. এম. মহিউদ্দীন বলেন, "আমি জেনে সত্যিই আনন্দিত হয়েছি যে, এই কলেজের মাসিক পত্রিকা হিসেবে 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' নিয়মিত প্রকাশনার এক সাহসী পদক্ষেপ আপনারা নিয়েছেন। আমি এই প্রকাশনাটির সর্বাঙ্গীন অঙ্গসৌষ্ঠব ও ধারাবাহিকতা কামনা করি এবং এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষক, ছাত্র ছাত্রী ও কলেজ কর্মীদের মধ্যেও যাতে মৌলিক রচনা শৈলী বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয় সেজন্য আপনাদের নিবিড় চিন্তাভাবনা ও সংশ্লিষ্টতা কামনা করি।"

বিশেষ অতিথির ভাষনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক, প্রাক্তন ছাত্রনেতা, বিশিষ্ট যুব সংগঠক এম. হেলাল বলেন, 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' এর প্রকাশনাকে আমি স্বাগত জানাই। বিষয় নির্বাচন, তথ্যের প্রাচুর্যতা ও শ্রেণীবিন্যাসগত দিক সহ সামগ্রিক ক্ষেত্রেই ১ম সংখ্যা হওয়া সত্বেও এটি হয়েছে যথেষ্ট মান সম্পন্ন। আমি দর্পণ এর আরো সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি। জনাব হেলাল ছাত্র শিক্ষক সকলকে তাদের এই নিজস্ব পত্রিকাটিতে লেখা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দিয়ে এর নিয়মিত প্রকাশনায় সহযোগিতার আহ্বান জানান। জনাব এম হেলাল আরো বলেন, "অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর সুদক্ষ পরিচালনায় ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ শুধু লেখাপড়াই নয় বরং প্রকাশনা ক্ষেত্রেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দর্পণ সে কার্যক্রমেরই নবতর সংযোজন। বিশেষ অতিথির ভাষনে উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান কলেজের নিজস্ব পত্রিকা দর্পণ এর উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

দর্পণ সম্পাদক ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক এস. এম. আলী আজম বলেন, 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ মূলতঃ ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতি মাসের ঘটনার সমাহার। পত্রিকাটি ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। দি পাকিস্তান অবজারভার, দি মর্নিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা), দৈনিক আজাদী, পূর্বদেশ, উদয়ন ইত্যাদি পত্রিকায় এক সময়ের নিয়মিত লেখক, বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রফেসর কাজী ফারুকী দর্পণ প্রকাশনার উদ্যোগকে একটি ব্যতিক্রমী ও সাহসী প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করেন। সভাপতির ভাষনে তিনি বলেন, দর্পণ প্রকাশনা উপলক্ষে আজকের দিনটি ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। তিনি এ দিনটিকে Red Letter Day আখ্যা দিয়ে বলেন, দর্পণের প্রকাশনা ঢাকা কমার্স কলেজের আর এক মাইল ফলক।

ছাত্র ছাত্রীদের মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে তিনি জোর দিয়ে তিনবার বলেন, ইনশাআল্লাহ ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ একদিন দৈনিকে রূপান্তরিত হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের পৃষ্ঠপোষক কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। উপদেষ্টা সর্বজনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, মোঃ রোমজান আলী, মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া ও মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা। সম্পাদক এস. এম. আলী আজম, সহযোগী সম্পাদক সাদিক মোঃ সেলিম ও বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ সরওয়ার।

দর্পণের প্রথম সংখ্যায় কলেজ সংবাদ ছাড়াও রয়েছে প্রবন্ধ, রচনা, বিদেশে শিক্ষা, লেখাপড়া, ব্যক্তিত্ব, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, গল্প, কবিতা, রূপকথা, ম্যাজিক, ধর্ম, ক্রীড়া, অন্য ক্যাম্পাস ইত্যাদি বিষয়। দর্পণের চার রঙা তিন ফর্মার প্রথম সংখ্যা বেশ আকর্ষণীয়। প্রথম সংখ্যা হিসাবে পত্রিকাটির লেখার বিষয় নির্বাচন, মান ও শ্রেণী বিন্যাস ইত্যাদি সকল দিকই প্রশংসার দাবীদার। বিশাল পত্রিকা জগতে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের মতো তথ্য ও তত্ত্ববহুল পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনা ও দর্পনের দৈনিকে রূপান্তর আমাদের কাম্য।

মাসিক
বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসবে অতিথিবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গত ১৩ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজ ভবনে 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দর্পণ ঢাকা কমার্স কলেজের মাসিক মুখপত্র। এখন থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এতে কলেজ সংবাদ ছাড়াও রয়েছে অর্থনীতি, লেখাপড়া, ধর্ম, ক্রীড়া, গল্প, কবিতা, ম্যাজিক, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পাদক এম হেলাল ও কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন দর্পণ সম্পাদক এস এম আলী আজম। প্রকাশনা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার ও সফল সংবাদপত্র ব্যবস্থাপক এ কে এম মহিউদ্দীন বলেন, "আমি জেনে সত্যিই আনন্দিত হয়েছি যে, এই কলেজের মাসিক পত্রিকা 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ' নিয়মিত প্রকাশনার এক সাহসী পদক্ষেপ আপনারা নিয়েছেন। আমি এই প্রকাশনাটির সর্বাঙ্গীন অঙ্গসৌষ্ঠব ও ধারাবাহিকতা কামনা করি।" জনাব মহিউদ্দীন আরো বলেন, "আপনাদের এই সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্য তথা কমার্স হলেও আপনারা কলেজ পরিবেশ রচনা ও বিষয় বিন্যাসে যে বৈচিত্র আনার চেষ্টা করেছেন, তাতে মনে হয় বাণিজ্যের নাম ভূমিকা আপনারা বহু আগেই অতিক্রম করে গেছেন।"

বিশেষ অতিথি উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, কলেজের নিজস্ব পত্রিকা দর্পণ-এর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পনের উদ্যোক্তা, সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা বিভাগের নবীন শিক্ষক, সাংবাদিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল গবেষক এস এম আলী আজম স্বাগত ভাষণে বলেন, "ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের সুন্দরতম ঘটনা, বেদনার্ত স্মৃতি, স্বপ্নময় ভবিষ্যত, রোমাঞ্চকর প্রেক্ষিতসহ হাজারো কর্মধারা ফুটে উঠবে দর্পণে। এক সময় দর্পণ হবে 'স্মৃতিময় ঘটনার সমাহার'। দর্পণ কলেজের ভবিষ্যত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকটও এক প্রামাণ্য দলিলরূপে পরিগণিত হবে বলে বিশ্বাস।"

প্রকাশনা উৎসবের সভাপতি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, উদ্যোক্তা, লেখক, সাংবাদিক প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, "দর্পণ প্রকাশনা উপলক্ষে আজকের দিনটি ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।" তিনি বলেন, "দর্পণের প্রকাশনা ঢাকা কমার্স কলেজের আর এক মাইলফলক।" আনন্দে উদ্বেলিত অধ্যক্ষ ফারুকী বলেন, "ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ একদিন দৈনিকে রূপান্তর করা হবে ইনশাআল্লাহ্।" এ সময়ে ছাত্র শিক্ষকগণও মুহুর্মুহু করতালি দিতে থাকে। অধ্যক্ষ বলেন, "ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস এম আলী আজম-এর উদ্যোগ ও সম্পাদনায় এ পত্রিকা বের হয়েছে। দর্পণের প্রতি পাতায় আলী আজমের তারুণ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ পত্রিকার অগ্রযাত্রায় আমি আলী আজমকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবো।"

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণে রয়েছে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, শিক্ষা সচিব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রো-ভিসি ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ, ইনকিলাব মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা সম্পাদক জহিরুল ইসলাম রতন, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীর বাণী।

এ ছাড়া কলেজ পরিচিতি, শিক্ষক পরিচিতি ও কলেজের গত ৪ মাসের আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রয়েছে।

সংবাদে সংবাদে পরিপূর্ণ ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের প্রথম সংখ্যা। এর প্রতিটি লেখাই গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটির লেখার মান, মেকআপ, ছবির উপস্থাপনা ইত্যাদি সকল দিকই প্রশংসার দাবীদার।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা

৫ম বর্ষ ॥ ১২তম সংখ্যা ॥ ডিসেম্বর '৯৬

দৈনিক
ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ৩০ কার্তিক, ১৪০৩; ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৬

দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন গতকাল ঢাকা কমার্স কলেজের মাসিক পত্রিকা 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (মাঝে বসা) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন —ইনকিলাব

অর্থের আকর্ষণ আজ সকল মানবিক আবেদনই ম্লান করে দিয়েছে
—এ, কে, এম মহিউদ্দিন

ষ্টাফ রিপোর্টার ঃ দৈনিক ইনকিলাবের মহাসম্পাদক এ, কে, এম মহিউদ্দিন বলেছেন, আমাদের দেশ কেবল সম্পদের দিক থেকেই দরিদ্র নয়, ব্যবস্থাপনার দারিদ্র্যও তার অন্যতম। বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ভুগছে কালো টাকা ও হলুদ মানসিকতায়, সরকার ভুগছে অনুৎপাদনশীল ব্যয় ও লোকসানসর্বস্বতায়, জনগণ ভুগছে অভাব-অনটন-অনিশ্চয়তা-অনিরাপত্তা; আর অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং আদর্শহীন অপরিকল্পিত শিক্ষানীতি দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে শিক্ষাজীবনে।

তিনি গতকাল ঢাকা কমার্স কলেজের মাসিক পত্রিকা 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ'-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের এক উৎসবমুখর সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রকাশনা উৎসবে মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সম্পাদক এম. হেলাল, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মতিয়ুর রহমান এবং সদ্য প্রকাশিত কলেজ দর্পণের সম্পাদক এস, এম আলী আজম বক্তব্য রাখেন।

জনাব মহিউদ্দিন বলেন, অর্থের আকর্ষণ আজ সকল মানবিক আবেদনকেই ম্লান করে দিচ্ছে। অপরদিকে অর্থনৈতিক দুর্গতি সমাজে সৃষ্টি করছে অস্থিরতা, বেকারত্ব ও অনৈতিকতা এবং রাষ্ট্রকেও করে তুলেছে বিদেশী ঋণ তথা খয়রাতনির্ভর। এই সুযোগে উন্নয়নের অবতার সেজে সমাজ-মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবকের নামধারী কতিপয় ধান্দাবাজ এনজিও। তিনি সুখী এবং সুন্দর সমাজ গঠনে শিক্ষা ও সচ্চরিত্র– উভয় গুণেরই প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বলেন, মানুষের সুনীতি, সুকুমার মনোবৃত্তি, আত্মবিশ্বাস, উচ্চ-নৈতিকতা ও সকল মহৎ মানবিক গুণের অর্থপূর্ণ বিকাশের জন্যই আদর্শবাদের পাশাপাশি জ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা অপরিহার্য। শিক্ষা ও জ্ঞান ভুলপথে পরিচালিত এবং মন্দ লক্ষ্যে অর্জিত হলে তাতে মানুষের বিপদের সম্ভাবনাই বেশী। এ জন্য শিক্ষা ও মানব আদর্শের সম্মিলন সাধনের লক্ষ্যে উপযুক্ত গুরুর নেতৃত্বে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরুরী। আর ঢাকা কমার্স কলেজ সেই লক্ষ্য আদর্শের এক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক সম্ভাবনাময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্প-সংস্কৃতি ও সুকুমারবৃত্তি চর্চার লক্ষ্যে এ জাতীয় পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে অনেক সুপ্ত প্রতিভাকেই এ প্রশংসিত কর্মশালায় প্রস্ফুটিত করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। কেননা, স্কুল-কলেজই হলো– সুশৃঙ্খল উপায়ে সামষ্টিক প্রতিভা লালন ও বিকাশের যথার্থ কর্মশালা।

কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ফারুকী পত্রিকাটিকে ধীরে ধীরে দৈনিকে রূপান্তরের আহবান জানিয়ে বলেন, জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে কলেজটিকে আমরা এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত করতে চাই।

ভোরের কাগজ
ঢাকা বৃহস্পতিবার ২৩ কার্তিক ১৪০৩
৭ নভেম্বর ১৯৯৬

ঢাকা কমার্স কলেজের সেরা সাফল্য

দিদার চৌধুরী/আহমেদ ইরফান ❑

ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষিত করা ঢাকা কর্মাস কলেজের উদ্দেশ্য। ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষার কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান নেই। খুব দরকার ছিল এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের।

ব্যাপারটি উপলব্ধি করলেন অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী। জন্ম দিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের।

তারিখটি ১ জুলাই '৮৯ সাল। লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউট থেকে কলেজটি প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে কলেজের ফাণ্ড ছিল মাত্র ১৩ শত টাকা। তারপর ধানমন্ডির ভাড়া করা বাড়িতে কিছু দিন শিক্ষা কার্যক্রম চালায়। বর্তমানে কলেজটি মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে স্থায়ী আসন গেড়েছে। কলেজটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর থেকেই সাফল্য পেতে থাকে। মাত্র ৯৮জন ছাত্রছাত্রী দিয়ে শুরু করা ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৬৫০ জন। শিক্ষক ও বেড়েছে অণুপাতিক হারে। ৫ জন খণ্ডকালীন শিক্ষকসহ মোট শিক্ষক আছেন ৫৬ জন।

ঢাকা কমার্স কলেজে শুরুতে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) কোর্স চালু ছিল। বাণিজ্য শিক্ষার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে '৯৫ সাল থেকে চালু করা হয়েছে অনার্স কোর্স। এতো কম সময়ে অনার্স কলেজ হিসেবে মর্যাদা লাভ করার গৌরব বাংলাদেশে অন্য আর কোন কলেজের নেই। প্রথম বছরে হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে অনার্স কোর্স কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। বর্তমানে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াও মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। এখানে ইতিমধ্যে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ কাজী নরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানটিতে বিবিএ ও এমবিএ কোর্স চালু করা হবে। তিনি আরো বলেন, কলেজের পুরো অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হলে প্রতিষ্ঠানটিকে Bangladesh university of Business and Technology (B.U.B.T)- তে রূপান্তর করা হবে।

শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা কর্মাস কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ৬টি টার্মে বিভক্ত। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটারিয়াল এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। সবাইকে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। কোন ফাপ নেই। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোন ছাত্রছাত্রী পুনরায় এ কলেজে পরীক্ষা দিতে পারে না। কারণ এ কলেজের মূলনীতি হলো ভর্তি হলেই পাস করতে হবে।

ফলাফল

ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবরই ভালো ফলাফল করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য শাখায় একক কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। '৯১ সালে ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারী মাসুদা খানম নিপার ফলাফল দিয়ে শুরু হয় যাত্রা। এ বছর অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থানসহ মোট ১৩ জন মেধা তালিকায় স্থান দখল করে নেয়। গত সাত বছরে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ৩৬ জন মেধা তালিকায় স্থান

একটি মহাপরিকল্পনা

ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে এক মহাপরিচালনা। প্রথমে পরিকল্পনার কথা শুনে হয়তো অবিশ্বাস্যও মনে হতে পারে। তবে যে কলেজ মাত্র ১৩০০ টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে, তাদের দ্বারা সব সম্ভব, এ কথা অন্তত বলা যায়। কলেজের প্রশাসনিক ভবনটি হবে ৮তলাবিশিষ্ট। প্রতি তলায় থাকবে ৪ হাজার বর্গফুট মেঝে। ইতিমধ্যে কলেজের নির্মাণ কাজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। একাডেমিক ভবন থাকবে ২টি। ১নং একাডেমিক ভবন ১১তলাবিশিষ্ট হবে। ইতিমধ্যে ভবনটির ৬ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২ নং একাডেমিক ভবনটি হবে ২০তলাবিশিষ্ট। প্রতি তলায় প্রায় ৮ হাজার বর্গফুট মেঝে থাকবে।

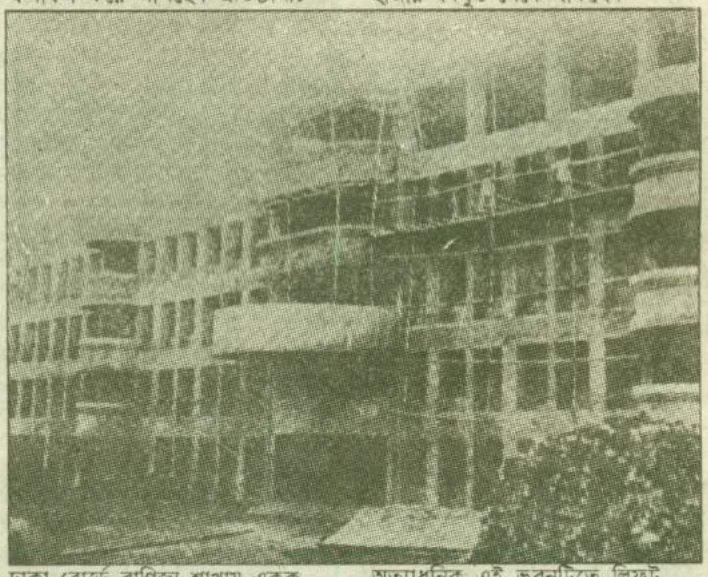

অত্যাধুনিক এই ভবনটিতে লিফট, তিনটি সিঁড়িসহ সব ধরনের ব্যবস্থা থাকবে।

কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হবে ১২ তলাবিশিষ্ট আধুনিক ভবন। এই ভবনে মোট ৬৬টি পরিবার থাকার সুযোগ পাবে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্পের শিক্ষা ও ভৌত কাঠামো, পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তুলতে খরচ হবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭টি লিফট, অডিও ভিডিও ও প্রচার সিস্টেম, লাইব্রেরিসহ

নিয়মিতভাবে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গড়া হয়েছে মিউজি ড্রামা, বির্তক, সাধারণ জ্ঞান, রাইফে ইত্যাদি ক্লাব। সাহিত্যচর্চার জন্য নিয়মিত বার্ষিকী ও দেয়ালিকাও প্রকাশ করা হয়।

শুধু শিক্ষাই নয় শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চা করে থাকে এ কলেজের ছাত্রছাত্রী। এছাড়া বিভিন্ন খেলাধুলায় এ কলেজের ছাত্রছাত্রী বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে।

মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত কয়েকজন ছাত্রকে প্রশ্ন করলাম কেন এই কলেজের ছাত্রছাত্রী ভালো ফলাফল করছে। তারা বললেন- এই কলেজে প্রত্যেক শিক্ষক আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যে কে সময় যে কোন বিষয়ে আমরা তাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। তাছাড়া এই কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি সব সময় আমাদের প্রতিযোগীর মনোভা গড়ে তুলেছে যার ফলে আমরা ভা ফলাফল করেছি।

ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা বিভাগ) মোঃ সাইদুর রহমান বলেন ছাত্ররা হচ্ছে কাঁচা মাটির মতো। তাদের যেবাবে গড়া হবে তারা সে ভাবেই গড়বে। তাই আমরা সর্বক্ষণ তাদের ভালো ফলাফল, ভালো ছাত্র যুগপোযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছি।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী বললেন, ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি ও বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রেখেই এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন বাংলাদেশে কমার্স কলেজের মতো বিজ্ঞান কলে এবং বিষয়ভিত্তিক কলেজ গড়ে তো উচিত। তিনি বলেন, এই কলেজে ছ ছাত্রীদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি, আমরা নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সমাপ্ত ক এবং একাধিকবার পরীক্ষা নেই। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়। তিনি ১৯৯৮ সা মধ্যে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে র দিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

ঢাকা কমার্স কলেজ ভালো ছাত্র তৈ পাশাপাশি ভালো শিক্ষক তৈরির দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছে। প্রতি বছ

কিঃ মিঃ। পরিষ্কার আকাশে এখান থেকে ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়চূড়া দেখা যায়। অতি নিকটেই দার্জিলিং। সন্ধ্যার সময় পশ্চিমাকাশে অতি সুন্দর লাগে, দীর্ঘক্ষণ অপলকনয়নে তাকিয়ে থাকতে মনে চায়। বাংলাবন্ধা থেকে আসার পথে আমরা তেঁতুলিয়া হাইওয়ে রেস্টহাউসে এক চা চক্রে অংশ গ্রহণ করি। পাশেই রয়েছে সুন্দর পিকনিক কর্ণার। এখান থেকে আমরা আবার পঞ্চগড় সুগার মিল জি এম এর ডাক বাংলো আসি এবং চা চক্রে অংশ নেই। ইঞ্জিনিয়ার মোজাম্মেল হক আমাদের বাংলাবন্ধা ও তেঁতুলিয়া ভ্রমণ করালেন। পরে আমরা চলে আসি এবং ঠাকুরগাঁও রেস্ট হাউসে থাকি।

৭ই অক্টোবর খুব সকালে আমরা ঠাকুরগাঁও থেকে দিনাজপুরের পথে রওয়ানা হই। আমরা দিনাজপুর থেকে ২২ কিঃ মিঃ দূরের কান্তানগরের কান্তাজী মন্দিরে যাই। এটি দেখতে কিছুটা পিরামিড-এর মত, আত্রাই ও ডেপা নদীর মোহনায় মনোরম এক পরিবেশে এ মন্দির স্থাপিত হয় ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে। রাজা প্রাণনাথ এ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং তার পুত্র রামনাথ এর কাজ নির্মাণ সমাপ্ত করেন। রাজা প্রাণনাথের আমলের সমাজচিত্রে কিছু প্রতিফলন ঘটছে এ মন্দিরের দেয়ালে। দেয়ালে অতিসূক্ষ্ম টেরাকোটারনক্সা আপনার হৃদয় কেড়ে নিবে। ত্রিতল এ মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২৪ মিটার। কথা হল এ মন্দিরের কেয়ারটেকার লোক চন্দ্র রায়ের সাথে। তিনি এ ঐতিহাসিক মন্দিরের বিভিন্ন সমস্যার কথা বললেন। এখানে যাওয়ার জন্য রয়েছে ১ কিঃ মিঃ ভাংগা কাঁচা সড়ক, থাকার জন্য নেই কোন স্থান, এখানে পর্যটন কর্পোরেশনের দৃষ্টি আবশ্যক।

পরে আমরা দিনাজপুর পিডব্লিউডি রেস্ট হাউসে এসে নাস্তা করি এবং এখান থেকে চলে যাই রামসাগর দীঘিতে। দিনাজপুর শহর থেকে ৮ কিঃ মিঃ দক্ষিণে রামসাগর। বিশাল দীঘির চারদিকে সবুজ প্রান্তর। সাতটি পিকনিক কর্ণার, ১টি আধুনিক রেস্ট হাউস ও আরণ্যক ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে। দীঘির পাশের শিশু পার্কে নির্মিত হচ্ছে ভাস্কর্য চিড়িয়াখানা। বগুড়ার কারুপল্লীর ভাস্কর প্রভাত সরকার কানচু বললেন, ৮ জন সহকর্মী নিয়ে আমি পাথর সিমেন্ট দিয়ে ২০ প্রজাতির প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরী করছি। রামসাগর দীঘি খনন করেন রাজা রামনাথ। খনন সময় ১৭৫০-৫৫ ইং সাল। এর দৈর্ঘ্য ১১৩৩ গজ এবং প্রস্থ ৪০০ গজ। চারপাশে রয়েছে ৭০.৫৬ একর পার্কভূমি। এ দীঘি নিয়ে প্রচলিত রয়েছে সুন্দর উপকথা।

পরে আমরা দিনাজপুর কে বি এম ডিগ্রী কলেজ পরিদর্শন করি এবং উপাধ্যক্ষ আমিনুল হকের সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করি। এখান থেকে আমরা দিনাজপুর সরকারী কলেজে যাই। উপাধ্যক্ষ আবুল বাসার আমাদেরকে কলেজ ঘুরিয়ে দেখালেন এবং এক চা চক্রের আয়োজন করলেন। উত্তরবঙ্গ প্রচুর সাইকেলের ব্যবহার দেখা গেল। দিনাজপুর সরকারী কলেজে দেখলাম ৮শ সাইকেলের বিশাল গ্যারেজ। গ্যারেজ কেয়ারটেকার মন্টু ও জোবায়েদ বলল, " উত্তরবঙ্গে এমন কোন পরিবার নেই, যেখানে কমপক্ষে একটি সাইকেল নেই"। এরপর আমরা বাংলাহিলি চেক পোস্ট, জয়পুরহাট সরকারী কলেজ হয়ে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে যাই। বৌদ্ধদের সর্বশ্রেষ্ট সভ্যতা বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য কীর্তি রয়েছে নওগা জেলার পাহাড়পুর বা সোমপুরে। রাজা ধর্মপাল কর্তৃক অষ্টম শতাব্দীতে এ বিহার নির্মিত হয়। এখানে এককালে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলে কারো ধারণা। এখানে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় বিহারটির উত্তর দক্ষিণ মিলে আয়তন ১২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। এর মধ্যে রয়েছে ৯৭৭টি প্রকোষ্ঠ। এসব সুরক্ষিত কক্ষেই বসবাস করতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর এখানে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন। পাশেই রয়েছে বৌদ্ধ আমলের স্থাপত্যকীর্তি সমৃদ্ধ যাদুঘর। পাহাড়পুর গ্রাম সংলগ্ন মালঞ্চা গ্রাম, এখানে রয়েছে ঐতিহাসিক সত্যপীরের ভিটা।

পাহাড়পুর থেকে আমরা চলে আসি বগুড়া।--- রাতে আমরা কেউ নট্রামস হোস্টেলে এবং কেউ সার্কিট হাউসে থাকি। বিশাল তিনটি ভবনের জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নট্রামস) দেখে বড়ই ভাল লাগলো।

৮ই অক্টোবর সকালে আমরা বগুড়া শহর থেকে ১২ কিঃ মিঃ উত্তরের মহাস্থানগড়ে যাই। এখানে কৃত্রিম পাহাড়ের উপর রয়েছে হযরত শাহ সুলতান সাহী সাওয়ার বলখী (রঃ) এর মাজার শরীফ। আমরা হাজী আসাদুজ্জামান থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনলাম কিভাবে মাহী নাওয়ার পরাস্ত করেছেন প্রতাপশালী অত্যাচারী রাজা পরশুরামকে। মহাস্থানগড় বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নগরী। এর পূর্বের নাম পুণ্ড্রাবর্ধন। এখানে সামান্য দূরেই রয়েছে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের যাদুঘর, রাজা পরশুরামের বাড়ী, শিলা দেবীর ঘাট, গোবিন্দ ভিটা ও জিয়নকুন্ড।

পরে আমরা মহাস্থানগড় থেকে ২ কিঃ মিঃ বগুড়া থেকে ১০ কিঃ মিঃ দূরে গোকুলে যাই । এখানে রয়েছে বেহুলা লক্ষিন্দরের কথিত লোহার বাসর ঘর। এ ঘরটিতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৩৪-৩৬ সালে খনন কাজ চালায়। এটি ১৭২টি বদ্ধ প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত ১৩.১০ মিটার উচুঁ একটি মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ। এ মঞ্চের সমতল শিরোদেশ নির্মাণ হয় খ্রীঃ, ছয়-সাত শতকে। কেয়ারটেকার মোসলেম উদ্দিন বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনী শুনালেন।

গোকুল থেকে আমরা সরকারী আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিশাল নতুন ভবন পরিদর্শন করি। এ কলেজ শিক্ষকবৃন্দ আমাদেরকে নিয়ে গেলেন ব্যবস্থাপনা সম্মান ও মাস্টার্সের শ্রেণীতে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আমাদের কলেজ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী। এরপর আমরা একমন বগুড়ার বিখ্যাত দধি নিয়ে ঢাকা ফিরে আসি।

উত্তরবঙ্গে অনেক দর্শনীয়, আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে তবে অনেক স্থানেই পর্যটন কর্পোরেশনের সুযোগ মেলেনি। বেসরকারী সংস্থাগুলোও যেন উত্তরবঙ্গের আকর্ষণীয় স্থান সমূহের উন্নয়নে পিছুপা দিয়ে রয়েছে। বিদেশী পর্যটক দূরের কথা আমাদের দেশের অনেক লোকই সময় - অর্থ থাকার পরও উত্তরবঙ্গ ভ্রমনে যাচ্ছে না। দেশের সামান্য সংখ্যক পর্যটক কেবল কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সুন্দরবন আর সিলেট ঘুরেই বাংলাদেশ ভ্রমন শেষ বলে ধরে নিচ্ছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের জন্য রয়েছে অনেক পর্যটন ও ঐতিহাসিক স্থান।

দিনাজপুর কান্তাজী মন্দিরে ঢাকা কর্মাস কলেজ শিক্ষক বৃন্দ

ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষকদের উত্তরবঙ্গ ভ্রমন

এস এম আলী আজম

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি রাজনীতি ও ধুমাপানমুক্ত বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানে পারদর্শী করে দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতি বিনির্মানে প্রযোজনীয় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিই এ কলেজের লক্ষ্য। সুযোগ পেলেই এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ বের হয়ে পড়েন প্রকৃতির নয়নকাড়া দৃশ্য অবলোকনের জন্য কিংবা ঐতিহাসিক বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দেখার জন্য। ভ্রমন শিক্ষারই অঙ্গ। বই-পুস্তকের জ্ঞান সীমিত। ভ্রমনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা কমার্স কলেজ এর ছাত্র শিক্ষকগণ নিয়মিত শিক্ষা ভ্রমনে যান। এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ যেমন দেখতে গিয়েছেন সুন্দরবনের ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার, তেমনি দেখেছেন কুয়কাটায় সূর্যাস্ত, কক্সবাজারের বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত, গিয়েছেন রাজশাহীর আম্রকুঞ্জে। প্রতিবছরই ছাত্র-শিক্ষকগণ পদ্মায় চলে যান মাছের রাজা ইলিশ ধরতে, 'ইলিশ ভ্রমন'-এ।

অক্টোবর মাস বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ঘোষিত 'পর্যটন মাস'। দৈনন্দিন কর্মক্লান্ত জীবনের গ্লানি ও তুচ্ছতাকে এড়িয়ে মুক্তির স্বাদ পেতে পর্যটন উপলক্ষ্যে আমরা- ঢাকা কমার্স কলেজের ১৩ জন শিক্ষক গত ৪ থেকে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ ভ্রমন করি। এ সময়ে আমরা রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, নিলফামারী, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট ও নওগা জেলার বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমন করি। ভ্রমণকারী দলের নেতৃত্ব দেন কলেজ অধ্যক্ষ পর্যটক প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী। ভ্রমণ সমন্বয়কারী ছিলেন মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার। ভ্রমণদলের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ হলেন বাংলা বিভাগের প্রধান মোঃ রোমজান আলী। ইংরেজী বিভাগের মোহাম্মদ সেলিম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের শেখ বশির আহমেদ, মোঃ মনিউল

সাইদুর রহমান ও আঃ হাকীম দীর্ঘক্ষণ আমাদেরকে ব্যারেজ প্রকল্প দেখালেন। ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. কামাল উদ্দিন লে-আউট প্লানে প্রকল্পের ব্যাখ্যা দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমান অপারেশন প্যানেল চালিয়ে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের কার্যক্রম দেখালেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রদান ও পানি নিষ্কাশন এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। তিস্তা নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহের একটি অংশ সেচ খালের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে খরিক-২ মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদান করা এর উদ্দেশ্য। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার ৩৩টি থানা তিস্তা ব্যারেজের সেচ এলাকাভুক্ত। তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ কাজ ৫ই আগষ্ট '৯০ সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর ৪.৮৭ লক্ষ মেঃ টন ধান ও ০.৮২ লক্ষ মেঃ টন গমের বাড়তি ফলন সম্ভব হবে। এ প্রকল্পে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বিনোদন ও পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, বনায়ন ও মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এ বাঁধের একটি বৈশিষ্ট্য হল এ বাঁধের জন্য কেবল দেশীয় প্রযুক্তি ও জনশক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে অজ্ঞাত কারণে বিশ্বব্যাংক, ভারতসহ কয়েকটিদেশ ও সংগঠন এ প্রকল্পের সফলতায় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপর আমরা চলে যাই ৪০ কিঃ মিঃ দুরের 'দহগ্রাম আঙ্গারপোতা ছিটমহল'এ। এ ছিটমহল লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানায় অবস্থিত। আমরা গত বছর স্থাপিত দহগ্রাম আঙ্গরপোতা হাসপাতালে যাই। সেখানে ছিটমহলবাসীদের সাথে কথা বলি এবং তাদের থেকে বিগত দিনগুলোতে তাদের উপর ভারতীয় সেনাবাহিনীদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে গা শিহরিয়ে উঠল। এ ছিটমহলে প্রবেশের জন্য রয়েছে ভারতীয় নিয়ন্ত্রনাধীন 'তিনবিঘা করিডোর'। এ জায়গাটির পরিমান হল 'দৈর্ঘ্য ১৭৮ মিটার ও প্রস্থ ৮৫ মিটার। ১৯৯২ সালের ২৬শে জুন ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনবিঘা করিডোর হস্তান্তর করে। কিন্তু তারপরও সেখানে রয়েছে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক ছিটমহলবাসীদের হয়রানী এবং আকষ্মিক উত্তেজনা। সেখান থেকে আবার চলে আসি রংপুর এবং সেই রংপুর সার্কিট হাউসে এবং কেউ পিডব্লিউ ডি রেষ্ট হাউজে রাত্রীযাপন করি।

৬ই অক্টোবর আমাদের কেউ কেউ কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রংপুর জেলা স্কুল, যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা দেখি। আমাদের কেউ কেউ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও ধনাঢ্য রহিমুদ্দিন ভরসা-র বাড়ী দেখে আসি। এরপর আমরা রংপুর থেকে ৪০ কিঃ মিঃ দূরের নিলফামারী জেলার সৈয়দপুরে যাই এবং এখানে বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে কারখানা পরিদর্শন করালেন। উৎপাদন প্রকৌশলী রতন কুমার সরকার কারখানার উৎপাদন, জনশক্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিলেন। বিশাল এ কারখানায় অনেক মেশিনপত্রই অকেজো মনে হল, কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনেকেই দেখা গেল গল্পগুজবে মত্ত। কারখানার সামনেই রয়েছে তিনটি পুরনো দিনের বিশাল রেল ইঞ্জিন।

সৈয়দপুর থেকে আমরা পঞ্চগড় সুগার মিলস্ পরিদর্শনে যাই। এ চিনিকলটি ২৮শে আগষ্ট ১৯৬৫ সালে স্থাপিত। ফিন্যান্স বিভাগের এফ.আর.এম. ফারুক ও প্রশাসনিক অফিসার আবুল হোসেন আমাদেরকে সুগার মিল ঘুরায়ে দেখালেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে শস্য দিন ছিল ১০৯ দিন এবং মৌসুমের উৎপাদন ২৬,৩৭,৭২৫

THE FINANCIAL EXPRESS November 5, 1996

Prime Minister Sheikh Hasina distributing prizes on the occasion of the National Education Week '96 in the Osmany Memorial Auditorium on Monday. - PID photo

উচ্চমাধ্যমিকে সারা দেশে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম আব্দুস সোবহান

দারিদ্র্যের কঠিন শেকল ভেঙ্গেছে যে তরুণ

এ আজম

চলতি সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম হয়েছে মোঃ আব্দুস সোবহান। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র সোবহান হিসাবরক্ষণ ও পরিসংখ্যানে লেটার মার্কসসহ মোট ৮২২ নম্বর পেয়ে সকল বোর্ডের মধ্যে বাণিজ্য বিভাগে শীর্ষে রয়েছে।

অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান সোবহান। দিনমজুর পিতা মোসলেম আলী সিকদার মারা গিয়েছেন ৫ বছর আগেই। সংসারে নিদারুণ অভাব অনটন। রোজগারের কেউ নেই। নেই কোন চাষের জমি, সোবহানের অসহায় মাতা চাঁদ বরু বিবি বিরাট সংসারের ব্যয়ভার মাথায় নেন, বাড়ীতেই শাকসজির বাগান করেন, হাঁস-মুরগী পালন করেন, বর্গা জমি চাষ করেন। এসব হতে যে আয় হয় তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে। এরি মধ্যে সোবহানের তিন বোনের বিয়ে হয়ে যায়। বড় ভাই জীবিকার তাগিদে ঢাকা এসে রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু করে দেয়. বড় ভাইর শরীরের ঘাম ঝরা শ্রমের মূল্যে সোবহানের লেখা-পড়া আবার সচল হয়। অভাব অনটনের সংসারে সোবহানকে অনেক কাজ করতে হয়। কাজের ফাঁকে যখনই একটু সময় পাওয়া যায় সোবহান তখনই বসে পড়তো বই নিয়ে। সংসারে বা বাড়িতে উচ্চ শিক্ষিত এমন কেউ ছিল না যে সোবহানকে একটু পড়াবে। সংসারে এমন সচেতন কেউ ছিল না যে সোবহান একটু বলবে, 'এখন পড়তে বস।' নিজ চেষ্টা, ইচ্ছা আর অধ্যাবসায়ের বলে সোবহান বাড়ির নিকটের পটুয়াখালীর ঝাটিবুনিয়া ম, ই মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস এস সি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগে ১৫ তম স্থান দখল করে।

এরপর কলেজে ভর্তি হওয়ার পালা। রাজধানীর কোন ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য দরকার অনেক টাকা। এছাড়া থাকা, খাওয়া, বই পুস্তক ক্রয় বাবদ প্রচুর অর্থ দরকার, সোবহানের অভিভাবক যার যোগান দিতে ব্যর্থ। এরি মধ্যে সোবহানের এক বোন অভাবের তাড়নায় ঢাকা এসে অতি সামান্য বেতনে একটি কাজ নেয়। বিশাল অট্টালিকার এ রাজধানীর ক্ষুদ্র এক কুটিরে বোনের দ্বারে কোন রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই হল সোবহানের। ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী এক ছাত্রের মাধ্যমে এ মেধাবী ছাত্রের অসহায়ত্বের কাহিনী শুনলেন। অধ্যক্ষ ফারুকী সোবহানকে ডেকে আনলেন এবং বিনা বেতনে তাকে কলেজে পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। অধ্যক্ষ পরে সোবহানকে কলেজের একটি নির্মাণাধীন ভবনে শ্রমিকদের পাশে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং তার লেখাপড়ার ব্যয়ভার অনেকটা বহন করেন। অধ্যক্ষ বললেন, আমি জীবনে বহু মেধাবী ছাত্রকে সাহায্য করেছি। কিন্তু সোবহান একেবারে ব্যতিক্রমী, আমার এ প্রিয় ছাত্রটির বিনয় ও আত্মনির্ভরশীলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সে অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতো। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে তার ন্যূনতম প্রয়োজনের বেশি টাকা দিতে পারি নি।

সোবহান অত্যন্ত সময়ানুবর্তী। সে নিয়মিত ক্লাস করতো এবং ক্লাস লেকচারের সাথে কয়েকটি পাঠ্য বই নিয়ে নিজেই নোট করে কলেজ অধ্যক্ষসহ অন্যান্য শিক্ষকদের দেখিয়ে নিত। তার কোন নিয়মিত প্রাইভেট শিক্ষক ছিল না। সোবহান কোন কোচিং সেন্টারে লেখাপড়া করেনি। তার মতে নিয়মিত ক্লাস লেকচার ফলো করলে কোচিং সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অত্যন্ত সহজ সরল মার্জিত স্বভাবের সোবহান বলল নিয়মতান্ত্রিক অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে যে কেউ এরূপ সাফল্য লাভ করতে পারে। সোবহানের এ ভাল রেজাল্টের পিছনে কার অবদান বেশি জানতে চাইলে সোবহান বলল, "আমার কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের আন্তরিকতা, উন্নতমানের ক্লাস লেকচার এবং কলেজের কঠোর নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশ আমাকে এ ভাল ফলাফলের সুযোগ দিয়েছে। আমার বিশ্বাস ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যতীত অন্য কোথাও লেখাপড়া করলে আমি এত ভাল ফলাফল করতে পারতাম না।"

দারিদ্র্য একটি অভিশাপ এ কথায় বিশ্বাস করে না সোবহান। কবির মতই সোবহান বিশ্বাস করে 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান'। অত্যন্ত পরিশ্রমী সোবহান সর্বদা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ রাব্বুলের সেই বাণী 'লাই সা লিল ইনসানে ইল্লা মা সায়া' নিশ্চয়ই পরিশ্রম ব্যতিরেকে মানুষের জন্য আর কিছু নেই।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি প্রাপ্ত সোবহান দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন রচনা প্রতিযোগিতা ও দলীয় বিতর্কে থানা পর্যায়ে পুরুস্কৃত হয়েছে। সোবহান নিয়মিত দৈনিক ৫/৬ ঘন্টা এবং পরীক্ষার সময়ে ১৫/১৬ ঘন্টা লেখাপাড়া করতো। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী। প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত শিক্ষক হয়ে দেশ সেবা করতে চায়। অধ্যাবসায়ী সোবহানের কাছে দারিদ্র পরাস্ত হয়েছে। সোবহান বর্তমান তরুণ সমাজের কাছে এক সফল অধ্যাবসায়ী ছাত্রের উদাহরণ।

সকল মানুষের পত্রিকা
দৈনিক রূপালী
DAINIK RUPALI
॥ ২৬ অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী ॥

দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত এক তরুণ সোবহান শিক্ষক হবেই

আলী আজম

মোঃ আবদুস সোবহান চলতি সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য শাখায় প্রথম হয়েছে। সে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র। সোবহান হিসাবরক্ষণ ও পরিসংখ্যানে লেটার মার্কসসহ মোট ৮২২ নম্বর পেয়ে সকল বোর্ডের মধ্যে বাণিজ্য শাখায় প্রথম স্থানটি দখল করে আছে।

আজ থেকে ৫ বছর আগেই সোবহানের পিতা মোসলেম আলী সিকদারের মৃত্যু ঘটে। তিন কন্যা দুই পুত্রের দায়িত্ব পড়ে তার মায়ের উপর। অথচ নেই কোনো সম্পদ। সংসারে নেমে আসে নিদারুণ কষ্ট। রোজগারের কেউ নেই। নেই কোনো চাষের জমি। সোবহানের অসহায় মাতা চাঁদ বরু বিবি বিরাট সংসারের ভার মাথায় নেন। তিনি বাড়িতেই শাক-সবজির বাগান করেন। হাঁস-মুরগি পালন করেন। অন্যের জমি বর্গা করেন। যে আয় হয় তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। এরই মধ্যে বোনদের বিয়ে হয়। বড় ভাই জীবিকার তাগিদে ঢাকা এসে রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন। ভাইয়ের শরীরের ঘাম ঝরা শ্রমের মূল্যে বন্ধের উপক্রম সোবহানের লেখাপড়া আবার সচল হয়। অভাব অনটনের সংসারে সোবহানকে অনেক কাজ করতে হয়। কাজের ফাঁকে যখনই একটু সময় পাওয়া যায় সোবহান তখনই বই পড়তো। স্বীয় চেষ্টা, ইচ্ছা আর অধ্যবসায়ের ফলে সোবহান বাড়ির নিকটে পটুয়াখালীর ঝাটিবুনিয়া মোজাফফর ইসহাক মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগে ১৫তম স্থান দখল করে সকলের দৃষ্টিতে আসে।

ঢাকা কমার্স কলেজে সোবহানের পড়ার রুম। ইনসেটে সোবহান

এরপর কলেজে ভর্তি হওয়ার পালা। রাজধানীর কোনো ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য দরকার টাকা। এছাড়া থাকা, খাওয়া, বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ আরো টাকার প্রয়োজন। সোবহানের দরিদ্র অভিভাবক যার যোগান দিতে ব্যর্থ। এরিমধ্যে সোবহানের এক বোন অভাবের তাড়নায় ঢাকা এসে অতি সামান্য মাইনেতে কাজ নেয়। বিশাল অট্টালিকার এ রাজধানীর ক্ষুদ্র এক কুটিরে বোনের দ্বারে কোনো রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই হল সোবহানের। ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী এক ছাত্রের মাধ্যমে এ মেধাবী ছাত্রের অসহায়ত্বের কাহিনী শুনলেন। অধ্যক্ষ ফারুকী সোবহানকে ডেকে আনলেন এবং তাকে বিনা বেতনে কলেজে পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন এবং সোবহানকে কলেজের একটি নির্মাণধীন ভবনে থাকার ব্যবস্থা করেন ও তার লেখাপড়ার ব্যয়ভার অনেকটা বহন করেন। অধ্যক্ষ বললেন, "আমি জীবনে বহু মেধাবী ছাত্রকে সাহায্য করেছি। কিন্তু সোবহান একেবারে ব্যতিক্রম। আমার এ প্রিয় ছাত্রটির বিনয় ও আত্মনির্ভরশীলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সে অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতো। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও তার ন্যূনতম প্রয়োজনের বেশি টাকা দিতে পারিনি।" সোবহান অত্যন্ত হিসেবী। সে নিয়মিত ক্লাস করতো এবং ক্লাস লেকচারের সাথে কয়েকটি পাঠ্য বই নিয়ে নিজেই নোট করে কলেজ অধ্যক্ষসহ অন্যান্য শিক্ষকদের দেখিয়ে নিত। তার কোনো নিয়মিত প্রাইভেট শিক্ষক ছিল না। সোবহান কোনো কোচিং সেন্টারে লেখাপড়া করেনি। তার মতে নিয়মিত ক্লাস লেকচার ফলো করলে কোচিং সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অত্যন্ত সহজ সরল মার্জিত স্বভাবের সোবহান বলল, 'নিয়মতান্ত্রিক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যে কেউ এরূপ সাফল্য লাভ করতে পারে।' সোবহানের এ ভাল রেজাল্টের পিছনে কার অবদান বেশি জানতো চাইলে সোবহান বলল, "আমার কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের আন্তরিকতা, উন্নতমানের ক্লাস লেকচার এবং কলেজের কঠোর নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশ আমাকে এ ভাল ফলাফলের সুযোগ দিয়েছে।

দারিদ্র্য অভিশাপ এ কথায় বিশ্বাস করে না সোবহান। বিদ্রোহী কবির মতই সোবহান হয়তো ভাবছে 'হে দারিদ্র্য! তুমি মোরে করেছ মহান।' অত্যন্ত পরিশ্রমী সোবহান সর্বদা বিশ্বাস করে আল্লাহ রাব্বুলের সেই বাণী 'লাইসালিল ইনসানি ইল্লা মা'সায়া'- নিশ্চয়ই মানুষের জন্য পরিশ্রম ব্যতিরেকে আর কিছু নেই।

সোবহান পঞ্চম শ্রেণীতে জেনারেল গ্রেডে এবং অষ্টম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল এবং সকল শ্রেণী পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি ছিল তার। সে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৩ উপলক্ষে দলীয় বিতর্কে থানা পর্যায়ে পুরস্কৃত হয় এবং সিরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে 'কুরআন সংরক্ষণে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ভূমিকা' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় থানা পর্যায়ে প্রথম হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি সম্বন্ধে সোবহান বলল, 'ছাত্র রাজনীতিতে বিশুদ্ধতা আসা দরকার এবং দলীয় ছাত্র রাজনীতি পরিহার আবশ্যক। সোবহান নিয়মিত ৫/৬ ঘন্টা এবং পরীক্ষার সময়ে ১৫/১৬ ঘন্টা লেখাপড়া করতো। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত শিক্ষক হয়ে দেশসেবা করতে চায়। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর কাজী ফারুকী এবং প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সোবহান অবসরে বই পড়ে, গান শুনে। শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সোবহান সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে পেরেছে। পরাস্ত করতে পেরেছে চরম দরিদ্রতাকে। বর্তমান তরুণ সমাজের কাছে সোবহান এক সফল অধ্যবসায়ী ছাত্রের উদাহরণ। ●

দৈনিক দিনকাল 6 November 1996

দৈনিক বাংলা ৫ নবেম্বর, ১৯৯৬

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৬-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন

এবারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা মহানগর এলাকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুরস্কৃত হয়। গত সোমবার ওসমানী মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক বাংলা | ৫ নবেম্বর, ১৯৯৬

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৬-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার

The Daily Star – NOVEMBER 5, 1996

Prime Minister Sheikh Hasina giving away awards of the National Education Week '96 at the Osmany Memorial Hall yesterday. — PID photo

The Bangladesh Times NOVEMBER 5, 1996

Prime Minister Sheikh Hasina distributing prizes at the prize distribution ceremony of National Education week 1996 at the Osmany Memorial auditorium on Monday.

The Bangladesh Times NOVEMBER 5, 1996

Prime Minister Sheikh Hasina distributing prizes at the prize distribution ceremony of National Education week 1996 at the Osmany Memorial auditorium on Monday.

ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবস্থাপনা বিভাগের 'ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ '৯৬' পালন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজটিতে ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও মার্কেটিং-এ সম্মান ও মাষ্টার্স কোর্স রয়েছে। গত ৩১শে আগষ্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগ 'ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ'৯৬' পালন করে। গত ৩১শে আগষ্ট কলেজ ভবনে বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে 'ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ '৯৬' উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান এবং অনুষ্ঠানের আহবায়ক বিভাগীয় শিক্ষক মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া। ব্যবস্থাপনা সপ্তাহে টেবিল টেনিস, দাবা, শুটিং, সাইকেল রেস ,স্কটিং ইত্যাদি ইভেন্ট খেলা হয়। শুটিং, সাইকেল রেস ও স্কেটিং এ তিনটি ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা সপ্তাহের মাধ্যমেই কলেজে প্রথমবারের মত আয়োজিত হয়। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে ছিল কোরান তেলোয়াত, দেশাত্মবোধক গান, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গল্প বলা। গত ১১ সেপ্টেম্বর'৯৬ ব্যবস্থাপনা বিভাগ 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বাস্তবতায় বিদেশী বিনিয়োগ' শীর্ষক সেমিনার প্রবন্ধ পাঠ করেন বিভাগীয় শিক্ষক মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া। সেমিনারের মূখ্য আলোচক বিভাগীয় শিক্ষক এস এম আলী আজম প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আসার ৪৭টি প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা দূরীকরনে তার সুপারিশ পেশ করেন। এছাড়া সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেয় বিভাগীয় ছাত্র জাহাঙ্গীর আলম, ফারজানা মতিন, নুসরাত জাহান ও শাহরিয়ার কাবেজ। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেয় ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক মোঃ আক্তার হোসেন, ছাত্র হাবিবুর রহমান ও মঈন। গত ২০ সেপ্টেম্বর ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ৯৬-এ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরন হয়। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর আবু আইয়ুব মোঃ বাকের। প্রধান অতিথি সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশ গ্রহনকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরন করেন। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ মোঃ মুতিয়ুর রহমান, অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর মোঃ মইনুল হোসেন ও [illegible] মনিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সফদার আলী বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুল ইসলাম। পুরস্কার বিতরন শেষে ব্যবস্থাপনা বিভাগের বার্ষিক ভোজে অংশগ্রহন করেন অতিথিবৃন্দ, কলেজের সমস্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারী ও বিভাগীয়

ঢাকা কমার্স কলেজে দু'টি বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু

গতকাল রোববার ঢাকা কমার্স কলেজে ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিষয়ে সম্মান কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক বদরুদ্দীন আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

একই অনুষ্ঠানে এ কলেজে ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান বিষয়েও সম্মান কোর্সের চলতি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। নবাগত ছাত্রছাত্রীদের শপথ করান বাংলা বিভাগের প্রভাষক সাইদুর রহমান মিয়া এবং মানপত্র পাঠ করে ব্যবস্থাপনা (সম্মান)-এর ছাত্রী ফরজানা মতিন মিতু। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ
৩০ বৈশাখ ১৪০৩

আজকের অনুষ্ঠান

০ ঢাকা কমার্স কলেজে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে এম কম কোর্সের উদ্বোধন এবং এম কম প্রথম পর্ব ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স-এর ক্লাস শুরু উপলক্ষে পরিচিতি সভা সকাল ৯টায়।

সংবাদ
২১ অগ্রহায়ন ১৪০৩
৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬

❒ ঢাকা কমার্স কলেজঃ নতুন কোর্স উদ্বোধন ও পরিচিতি সভা, কলেজ ক্যাম্পাস, সকাল ৯টা।

দৈনিক দিনকাল
২১ অগ্রহায়ন ১৪০৩

ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচিতি সভা, কলেজ প্রাঙ্গণে, সকাল ৯টায়।

দৈনিক বাংলা
৫ ডিসেম্বর ৯৬

কৃতি ছাত্র

মাহমুদ কবীর মিশু এবারের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে ১১ তম স্থান লাভ করেছে। সে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র। মিশু ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে চায়। সে মোঃ মনসুর আলী ও মিসেস জেসমিন আরার কনিষ্ঠ পুত্র। অবসরে তার সখ ছবি আকাঁ, বই পড়া ও গান শোনা। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী

দিদার চৌধুরী

দৃশ্যপট

মেধাবী সোবহানের জন্য...

'মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। প্রচণ্ডভাবে। মা জানে না, আমার ফলাফল। আমার যদি জানা থাকতো, মায়ের কাছে যেতাম'। কথাগুলো আবদুস সোবহানের। সে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল শুনে সোবহানের এমনটিই ইচ্ছে করছিল। প্রচণ্ড দরিদ্রতার মাঝে সোবহান বড়ো হয়। মেধা থাকলে সব সম্ভব। কথাটি প্রমাণ করেছে সোবহান।

সোবহানের মোট প্রাপ্ত নম্বর ৮২২। সে পরিসংখ্যান ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছে। যে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। মা চাঁদবড়ু বিবি আর ৫ ভাইবোন নিয়ে সোবহানদের পরিবার। বাবা মোসলেম আলী মারা যান অনেক আগে। তাদের পরিবারে 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' অবস্থা। যে পরিবারের সদস্যদের পেটে ঠিকমতো দানাপানি পড়ে না, সেখানে আবার লেখাপড়া। সোবহান সবার ছোট। বড়ো ৪ জনের কারো পড়ালেখা হলো না। ৩ বোনের বিয়ে হয়ে গেলো। বড়ো ভাই রাজমিস্ত্রি। ইন্দিরা রোডে এক বোন ঝিয়ের কাজ করে। এই

শিক্ষকের স্নেহের ছায়ায় সোবহান

হচ্ছে সোবহানদের পরিবার। সোবহান পটুয়াখালীর ছেলে। তার শুধু অধ্যবসায় আছে। সে '৯৪ সালে যশোর বোর্ড থেকে মেধা তালিকায় ১৫তম হয়েছিল। ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকে এনে এখানে ভর্তি করে। সোবহানের ঢাকায় থাকার জায়গা নেই। কলেজ ক্যাম্পাসে সোবহানের থাকার জায়গা হলো ছোট্ট একখানা ঘরে। সোবহানের তো খাওয়া খরচও নেই। তাও ব্যবস্থা করলো কলেজ কর্তৃপক্ষ। তার খাওয়া ও অন্যান্য খরচের বিরাট অংশের যোগান দিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী।

সোবহান নিয়মিত ৫/৬ ঘন্টা পড়ালেখা করেছে। তার কথায়, মন দিয়ে পড়লে বেশি পড়া লাগে না। পড়ালেখার কৌশলের কথা বলতে গিয়ে সে বলে, 'মূল বই পড়তে হবে। মূল বই পড়লে কমন পড়বেই পড়বে। বাজারের নোট সম্পর্কে সোবহানের কথা, বাজারের নোট তো মূল বই থেকেই লেখা।

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সোবহানের কথা, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি আরো গতিশীল ও আধুনিক করা উচিত। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে সোবহান বলেন, 'রাজনীতি করা ভালো, ছাত্র রাজনীতিও ভালো তবে রাজনীতির ভালো দিকগুলো এখানে থাকতে হবে। নেতাকে মেধাবী হতে হবে'। সোবহান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে চায়। সোবহানের ভাষায় 'কাজী ফারুকী স্যার আর ঢাকা কমার্স কলেজ আমার জন্য অনেক করেছে। তাদের সাহায্য আমাকে এতোদূর এনেছে।'

ভোরের কাগজ

ঢাকা সোমবার ২০ কার্তিক ১৪০৩, ৪ নভেম্বর ১৯৯৬

ইমরান মজিদ (শান্তনু), ১৯৯৬ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ১৫তম স্থান অধিকার করেছে। তার পিতার নাম আকবর মজিদ, মাতা হামিদা মজিদ।

ইমরান

ইত্তেফাক
৩১.১০.৯৮

তানভীর আহম্মেদ ঢাকা কমার্স কলেজ হইতে ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় ৭৮৪ নম্বর পাইয়া ১৯তম স্থান অধিকার করিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
1 October, 1998

ঢাকা কমার্স কলেজের মেধাবী ছাত্র আব্দুস সোবহানের সাথে ওর মেধাবী সহপাঠীরা

দৈনিক ইত্তেফাক ২৮ অক্টোবর ৯৮

শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আমরা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা জোরদার করতে চাই

গত ৪ নভেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যে, বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে তাঁর সরকার জনগোষ্ঠীকে বাঞ্ছিত জনসম্পদে পরিনত করতে বদ্ধ পরিকর। জাতিকে শিক্ষিত করতে পারলে দেশবাসী সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন, অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল এবং সর্বোপরি স্বনির্ভর হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা, অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব অধ্যাপিকা ডাঃ তাহমিনা হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে দেশের ৩০টি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪৪ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১২৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পদক এবং প্রশংসা পত্র প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের আর্থ সামাজিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। যে জাতি শিক্ষার মর্যাদা দেয় সে জাতির উন্নতি সুনিশ্চিত। জাতির অগ্রগতি ও সার্বিক বিকাশের প্রধান সোপান হচ্ছে শিক্ষা। তিনি আরো বলেন, আমরা পাঠ্য বইয়ে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন এবং নৈতিকতাবর্জিত দৃষ্টান্ত বাদ দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। শিশুদের স্কুল ছেড়ে দেয়ার প্রবণতারোধে উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেই আমাদের সরকার শিক্ষা বিস্তারকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রথম বাজেটে শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যত রুঢ়ই শোনাক আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশই নিরক্ষর। এদের অধিকাংশই নারী। পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও অসচেতনতার কারনে দেশে নারী শিক্ষার হার পুরুষের তুলনায় কম। নারী পুরুষের শিক্ষার এই ব্যবধান কমাতে নারী শিক্ষার বিস্তার খুবই জরুরী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার জন্য আমাদের সরকার গুণীজনের মেধা ও কর্মের স্বীকৃতি দিতে সবসময়ই অকুণ্ঠ। যারা শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে সরকারের কোন কার্পণ্য থাকবে না।

পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষিকা ও কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, একটি কথা মনে রাখবেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন যেমন কঠিন এবং ধরে রাখাও তেমন কঠিন। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছ হতে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ৯৬-এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ এর সম্মাননা ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, প্রধানমন্ত্রীর বামে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও ডানে শিক্ষাসচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা ও অতিঃ সচিব অধ্যাপিকা তাহমিনা হোসেন

ঢাকা কমার্স কলেজের নবীনবরণ ও পরিচিতি অনুষ্ঠান

শুধুমাত্র সনদপত্র গ্রহণ শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা — *প্রফেসর ময়েজ উদ্দীন আহমেদ*

ঢাকা কমার্স কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্র ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের পরিচিতি সভা গত ৩রা সেপ্টেম্বর '৯৬ সকাল ১০টায় কলেজ অডিটোরিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের ঐতিহ্য অনুসারে প্রতি বছর কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং নবীনবরণ অনুষ্ঠানটিকে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক পরিচিতি অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়।

পরিচিতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজউদ্দীন আহমেদ বলেন—শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তবে তিনি বলেন, শুধুমাত্র সনদপত্র গ্রহণ করাই জীবনের তথা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেন—বাণিজ্যের প্রতিটি বিষয়কে ব্যবহারিক করে শিক্ষাদানই ঢাকা কমার্স কলেজের মূল উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হতে হবে তার নিজের জন্য, পরিবারের কখনই কাম্য হতে পারে না। তিনি ছাত্রদেরকে রাজনীতি সচেতন হতে বলেন কিন্তু পাশাপাশি শিক্ষাজীবনে কখনোই প্রত্যক্ষ রাজনীতির শিকার বা অন্যের ব্যবহারের উপাদান হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের রীতি অনুসারে এ অনুষ্ঠানে নবাগত প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে গোলাপ উপহার দেয়া হয়। তাছাড়া কলেজ মনোগ্রাম সম্বলিত ফাইল, কলম এবং একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রদান ছিল রীতিমাফিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় দিক। অনুষ্ঠানে নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান জনাব সাইদুর রহমান মিঞা।

বিশেষ অতিথি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর মোঃ আজহার আলীও এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। পরিচিতি অনুষ্ঠানটি একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে শেষ হয়।

মেধাবী মুখ

শরমিন জাহাঙ্গীর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত বি.কম ব্যবস্থাপনা (সম্মান) পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ এ.এস.এম জাহাঙ্গীর এবং রঞ্জনা জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ কন্যা।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৯

প্রথম শ্রেণীতে প্রথম

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ শরমিন জাহাঙ্গীর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত বিকম ব্যবস্থাপনা (সম্মান) পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ হতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ এএসএম জাহাঙ্গীর এবং মিসেস রঞ্জনা জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ কন্যা।

দৈনিক ইনকিলাব
২৯ ডিসেম্বর ৯৯

মাসুদ হাসান পাটওয়ারী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৫ম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮২৬। সে ব্যবসায়ী মোস্তফা হোসেন পাটওয়ারী এবং বেগম কাওসার পাটওয়ারীর কনিষ্ঠ পুত্র।

জনকণ্ঠ

৬ অক্টোবর ১৯৯৮

মুশফিক মাহমুদ এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে ৮ম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪। যে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এমআই চৌধুরী ও জার নিগার চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। ভবিষ্যতে সে ব্যারিষ্টার হতে ইচ্ছুক।

জনকণ্ঠ
৬ অক্টোবর ৯৮

ইত্তেফাক
৩০ অক্টোবর ৯৯

মোঃ আবদুস সোবাহান

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম সোবহান

কাগজ প্রতিবেদক : দরিদ্র পরিবারের সন্তান মোঃ আবদুস সোবহান ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে। সে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র। দুটি বিষয়ে লেটারসহ মোট প্রাপ্ত নম্বর ৮২২। পটুয়াখালীর ছেলে সোবহান যশোর বোর্ড থেকে এসএসসিতে মেধা তালিকায় ১৫শ হয়েছিল। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সোবহান ছোট। সোবহানের বড়ো ভাই রাজমিস্ত্রি। মা গ্রামে থাকেন। পরীক্ষায় সোবহানের এই সাফল্যের তার মা জানেন না। এই মুহূর্তে তার মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল। সোবহানের বাবা বেশ কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন।

লেখাপড়ার ব্যাপারে সোবহান খুবই নিয়মনিষ্ঠ ছিল। মূলত মেইন বই অনুসরণ করেছে সে। পাশাপাশি নিজেও নোট করে পড়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হতে চায়।

ভোরের কাগজ
২৮.১০.১৯৯৮

Sobhan aspires to be a teacher

Staff Correspondent

"I expected such a good result because, I studied regularly under close guidence of our teachers specially college principal" said Md. Abdus Sobhan, who stood first in the merit list of Commerce group from Dhaka Board.

Abdus Sobhan of Dhaka College bearing Roll No. 529556 secured 822 marks with two letters.

He said that he used to study five to six hours everyday. Talking to Bangladesh Observer Abdus Sobhan said he wants to take teaching as profession in the future.

Abdus Sobhan said he has little interest in student politics. Students

দরিদ্র মেধাবী ছাত্র সোবহানের সাথে শিক্ষা মন্ত্রীর সাক্ষাত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঢাকা কমার্স কলেজের দরিদ্র মেধাবী ছাত্র মোঃ আব্দুস সোবহান গত ২৭শে অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এর সাথে সাক্ষাত করে। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী সোবহানকে নিয়ে মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। এ সময়ে তাদের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর সম্পাদক অধ্যাপক এস এম আলী আজম ও কলেজ গণসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ সরওয়ার উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান সোবহান কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা এ বছর এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়। শিক্ষামন্ত্রী জনাব সাদেক এ সংবাদ জানতে পেরে সোবহানকে সাক্ষাতে আমন্ত্রণ জানান। মন্ত্রী সোবহানকে তার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং তার ভাল ফলাফল কিভাবে হয়েছে জানতে চান। সোবহান বলল, নিয়মিত ক্লাস লেকচার ফলো করে কিছু পাঠ্য বই মিলিয়ে নোট করে অধ্যক্ষ স্যারসহ অন্যান স্যারদের দেখাতাম এবং স্যারদের আন্তরিকতা আমাকে ভাল ফলাফলে সহায়তা করেছে। মন্ত্রী সোবহানকে সাহায্যের আশ্বাস দেলেন।

জনাব সাদেক অধ্যক্ষ ফারুকী থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়ে এ কলেজে আসার ইচ্ছা পোষণ করেন। পরে তারা শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ্ হারুণ পাশা, শিক্ষা উপ-সচিব মোঃ মোসলেম আলীসহ কয়েকজন সহকারী সচিবের সাথে সাক্ষাত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা
নভেম্বর ১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য

সালাহউদ্দীন বাবলু ঃ সদ্য ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে প্রথম স্থানসহ মোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে সর্বোচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। একক কলেজ হিসেবে বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১ জন এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় আরো ২ জনসহ সর্বমোট ১৩ জনের এই কৃতিত্ব ধারণ করেছে মাত্র ছ'বছর বয়সী মিরপুরের ঢাকা কমার্স কলেজটি। সর্বমোট ৮২২ নম্বর পেয়ে কলেজের মেধাবী ছাত্র মোহাম্মদ আবদুস সোবহান বাণিজ্যের ১ম স্থানটি অধিকার করেছে। গত বছরও এ কলেজ থেকে প্রথম স্থানসহ মেধা তালিকায় ১০ জন স্থান পেয়েছিল। ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য মেধা তালিকায় প্রথম স্থানটি হ্যাট্রিকসহ মোট চারবার দখল করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যবসায়ই এই ঈর্ষণীয় সাফল্যের কারণ। এ বেসরকারী কলেজটিতে কোনো ছাত্র বা শিক্ষক রাজনীতি নেই।

দৈনিক ইনকিলাব
২৯ অক্টোবর ১৯৯৬

আমাদের অভিনন্দন

আমাদের প্রিয় **ঢাকা কমার্স কলেজ** ১৯৯৬ সালে ঢাকা মহানগর এলাকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় **পুরস্কারে ভূষিত** হওয়ায় এবং ১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় **ঢাকা কমার্স কলেজের** ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য আমরা কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের **অভিনন্দন** জানাচ্ছি।

১৯৯৬ সালে H.S.C পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ১৩ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

আবদুস সোবহান (১ম স্থান)

সাইফুল আলম (৭ম স্থান)

তৌফিকুল ইসলাম (৮ম স্থান)

সাবওয়াত আমিনা (১০ম স্থান)

জাহাঙ্গীর হোসেন (১১তম স্থান)

শাহরিয়ার আকতার (১৪তম স্থান)

ইমরান মজিদ (১৫তম স্থান)

গোলাম মোর্তজা (১৭তম স্থান)

তারিকুল আলম (১৮তম স্থান)

মমিনুল হক সিরাজী (১৮তম স্থান)

শামীমা সিদ্দিকা (১৯তম স্থান)

সাহিদা আক্তার (৯ম স্থান মেয়ে)

মাসকা তাবাস্সুম (১০ম স্থান

বিঃ দ্রঃ মোট ৬৯৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭০ জন প্রথম বিভাগে (৬৮%) এবং ১৫১ জন (২২%) ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ। পাশের হার প্রায় ৯০%

ইত্তেফাক ২৮/১০ ঢাকা কমার্স কলেজ এ্যালামনি এসোসিয়েশন

দৈনিক ইত্তেফাক ২৮ নভেম্বর ১৯৯৬

আমাদের অভিনন্দন

১৯৯৯ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত **ঢাকা কমার্স কলেজের** ৮ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাদ্দাম হোসেন মল্লিক
মেধাতালিকায় ৪র্থ স্থান
প্রাপ্ত নম্বর- ৮২৮

নিয়ামুল হক
মেধাতালিকায় ৫ম স্থান
প্রাপ্ত নম্বর- ৮২৭

মাহামুদ কবির
মেধাতালিকায় ১১তম স্থান
প্রাপ্ত নম্বর-৮০৩

এহসানুল আজিম
মেধাতালিকায় ১৩তম স্থান
প্রাপ্ত নম্বর-৭৯৯

সাইফুল হক পাঠান
মেধাতালিকায় ১৫তম স্থান
প্রাপ্ত নম্বর-৭৯৭

আব্দুল মান্নান
মেধাতালিকায় ১৬তম স্থান
প্রাপ্ত নম্বর-৭৯৫

মোঃ সালাহ উদ্দিন
মেধাতালিকায় ১৭তম স্থান
প্রাপ্ত নম্বর-৭৯৪

শায়লা আহমেদ
মেধাতালিকায় ১০ম
(মেয়েদের মধ্যে) প্রাপ্ত নম্বর-৭৮১

মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	পাশের হার	স্টার সংখ্যা	মেধাতালিকায় স্থান সংখ্যা
৬২৬	৪৩২	১৬৫	০৯	৯৭%	২৯	০৮

ঢাকা কমার্স কলেজ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

ইত্তেফাক ৩০ আগস্ট ১৯৯৯

ঢাকা কমার্স কলেজ

রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত
চিড়িয়াখানা রোড (রাইন খোলা), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্মান পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্যে অভিনন্দন

সদ্য প্রকাশিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭ সালের বি.কম. (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে প্রথম ব্যাচে এ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আমাদের **প্রাণঢালা অভিনন্দন**।

বিষয়	পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	স্থগিত	পাশের হার
ব্যবস্থাপনা	৪৩ জন	৩ জন	৩৬ জন	৩ জন	১ জন	১০০%
হিসাববিজ্ঞান	৩২ জন	৩ জন	২৬ জন	নাই	৩ জন	১০০%

ব্যবস্থাপনা সম্মান বিষয়ে কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

শরমিন জাহাঙ্গীর
১ম শ্রেণীতে ১ম

ফারজানা মতিন
১ম শ্রেণীতে ২য়

হালিমা খানম
১ম শ্রেণীতে ৩য়

শাহরিয়ার কাবেজ
২য় শ্রেণীতে ১ম

সাইফুল আহসান
২য় শ্রেণীতে ২য়

রাকিব সামছ
২য় শ্রেণীতে ৮ম

হিসাববিজ্ঞান সম্মান বিষয়ে কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

মনির হোসেন
১ম শ্রেণীতে ৪র্থ

মাহফুজা তামান্না
১ম শ্রেণীতে ৬ষ্ঠ

শহিদুল ইসলাম
১ম শ্রেণীতে ১৫তম

নাহিদ পারভেজ
২য় শ্রেণীতে ৮ম

নুরে আলম
২য় শ্রেণীতে ১০ম

আনোয়ারুল আমি
২য় শ্রেণীতে ১০ম

ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

দৈনিক জনকণ্ঠ ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৯

DB merit list of Commerce Group

by Staff Reporter

Combined (male and female) Merit List of Commerce Group.

✓01. Md Abdus Sobhan (508681), Dhaka Commerce College, 822, (Bk, St);

02. Munshi Sulaiman (529556), Syed Abul Hossain College, 821, (Bk, St);

03. Samia Sultana Tani (509963), Viqarunnissa Noon College, 820, (Bk, St);

04. Prazzal Kumar Talukdar (504631), Notre Dame College, 817, (Bk, St);

05. Firuj Hossain (529679), Syed Abul Hossain College, 814 (Bk, Shnd);

06. Fahmida Sharmin (512602), Ideal School and College, 812, (Bk, St);

✓07. Saiful Alam (508680), Dhaka Commerce College, 803, (Bk, Shnd);

✓08. Md Thoufiqul Islam (509038), Dhaka Commerce College, 800 (Bk, Shnd);

09. Rashed Moyeen (504594), Notre Dame College, 794 (Bk, St), Anwar Khalid Mohammad Salahuddin (503878), Dhaka College, 794 (St) and Md Tareq (504654), Notre Dame College, 794 (Bk, St).

✓10. Mohammad Zahidul Hasan (504595), Notre Dame College, 791 (St) and Sarwat Amina (508622), Dhaka Commerce College, 719 (Shnd).

✓11. Mohammad Jahangir Hussain (508682), Dhaka Commerce College, 789 (Bk, St) and Abu Saleh Mohammad Musa (504632), Notre Dame College, 789 (Bk, St);

12. Munabbir-Ibn-Mamum (504602), Notre Dame College, 788 (Bk, St);

13. Samiur Rashid (503801), Dhaka College, 787 (St) and Mohammad Mamun-ur-Rashid (504811), Notre Dame College, 787 (St);

✓14. Shahriar Akter (508958), Dhaka Commerce College, 786 (Bk, Shnd);

✓15. Imran Majeed (508689), Dhaka Commerce College, 785 (Bk, Shnd), Refatullah Khan (504601), Notre Dame College ,785 (Bk, St) and Debobrata Saha (504610), Notre Dame College, 785 (Bk, St);

16. Mostafa Saidur Rahim Khan (503902), Dhaka College, 782 (St), Md Ahsan Ullah (529748), Syed Abul Hossain College, 782 (Bk, Shnd) and Neamul Huq Mazumdar (530355), Kalikini Syed Abul Hosain College, 782 (Bk, Shnd);

✓17. Md Golam Mortaza (508857), Dhaka Commerce College, 779 (Bk, Shnd);

✓18. Mohammad Tariqul Alam (508959), Dhaka Commerce College, 776 (Shnd), Md Manila Huq Shiraze (509240), Dhaka Commerce College, 776 (Shnd) and Asma Aktar (512604), Ideal School and College, 776 (St);

✓19. Shamima Siddiqua (508624), Dhaka Commerce College, 775 (Shnd) and Mohammad Abdus Salam (507468), Dhaka City College, 775 (Shnd);

20. Md Abdul Quyum (507520), Dhaka City College, 771 (Bk, Shnd), Mohammad Redwanul Islam (507309), Dhaka City College, 771 (Shnd) and Mohammad Masudul Ahsan (504629), Notre Dame College, 771 (Bk, St).

THE INDEPENDENT

18 OCTOBER 1996

প্রতিভার কা

পরাভূত দারিদ্র্য

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ পড়
প্রতি আগ্রহ ও আন্তরিকতা থ
পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করা
ব্যাপার নয়—এই সত্য প্রমাণ
য়াছে ঢাকা কমার্স কলেজের
মেধাবী ছাত্র আব্দুস সোবহান
সম্বলহীন এই ছাত্র শুধুমাত্র
সাধের গুণে ঢাকা বোর্ডের
সালের এইচএসসি পরীক্ষার
শাখার মেধা তালিকায় প্রথম
অধিকার করিয়াছে। সোব

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম সোব

Sobhan wants to be a teacher

by Staff Reporter

Md Abdus Sobhan secured first position in the combined merit list of Commerce Group in this year's HSC examinations held under Dhaka Board.

A student of Dhaka Commerce College, he got 822 marks with distinctions in Book-keeping and Statistics.

18 OCTOBER 1996

The Independent

New Nation 18.10.1996

১৮.১০.৯৬

ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম মোহাম্মদ আবদুস সোবাহান। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র সোবাহান ২টি বিষয়ে লেটারসহ সর্বমোট নম্বর পেয়েছে ৮২২। সোবহান কোনো কোচিং সেন্টারে কিংবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা করতে পারেনি। কারণ সে রকম সচ্ছলতা তার পরিবারে ছিলো না। সোবাহানের পড়াশোনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন

করেছিলেন বড় ভাই (পেশায় রাজমিস্ত্রী) এবং ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ।

সোবাহান ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে ভবিষ্যতে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী।

শিক্ষামন্ত্রী সকাশে কৃতী ছাত্র আবদুস সোবহান

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী-দের মেধার বিকাশে তাহাদের লেখা-পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করিতে সরকার সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করি-তেছে। গতকাল তিনি তাঁহার দফতরে চলতি সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচ এস সি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী দরিদ্র ছাত্র মোঃ আবদুস সোবহানের সাথে কথা বলিতে-ছিলেন। ইত্তেফাক ২৮/১০/৯৬

উল্লেখ্য, পত্র-পত্রিকায় দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের করুণ অবস্থার মধ্য হইতে এইচ এস সি পরীক্ষায় আবদুস সোবহানের এই ধরনের সাফল্যের উচ্চ প্রশংসা করা হই-য়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর সার্বিক সহযোগিতায় আবদুস সোবহান এইচ এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। মন্ত্রী তাহার লেখাপড়ায় সর-কারের পক্ষ হইতে সম্ভব সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

—তথ্য বিবরণী

In the combined merit list of Commerce Group, Md Abdus Sobhan of Dhaka Commerce College secured first position.

The Morning Sun

প্রতিভার কাছে

(১ম পৃঃ পর)

পিতা মোসলেম আলী মারা
ছেন। বড় ভাই ঢাকায় দিন
হিসাবে কাজ করে। একমাত্র
পশ্চিম রাজাবাজার ইন্দিরা রো
একটি বাসায় ঝিয়ের কাজ ক
সোবহান পটুয়াখালী ঝাটিবুনিয়া
মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে এস
পরীক্ষায় ১৫তম স্থান অধি
করায় ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃ
তাহাকে ডাকিয়া নিয়া কলেজে
করে। কলেজ ক্যাম্পাসে কর্ম
দের বাসভবনের একটি ছোট্ট
তাহার থাকার জায়গা ক
দেওয়া হয়। তাহার খাওয়া
অন্যান্য খরচের বৃহৎ অংশ যে
দিয়াছেন কলেজের প্রিন্সিপা

গতকাল কমার্স কলেজে
দেখা যায় সোবহানের সাথ
কলেজে খুশীর বন্যা। কিন্তু
হানকে পাওয়া গেল না। কলে
প্রিন্সিপাল কাজী নূরুল ইস
ফারুকী বলিলেন, সোবহান আম
অবাক করিয়াছে। তাহার
আমরা সত্যিই গর্বিত। কলে
প্রধান ফটক দিয়া বাহির হও
সময় দারোয়ান হাসিমুখে বলি
সোবহান গত বুধবার একবার ক
আসিয়াছিল। সকলকে ব
গিয়াছে প্রথম স্থান না পা
কাহাকেও মুখ দেখাইবে না।

দৈনিক
জনকণ্ঠ
স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় অঙ্গীকারী
The Daily Janakantha
ঢাকা ঃ রবিবার ২৪ ভাদ্র ১৪০৩ বাংলা ৮.৯.৯৬

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মঈজউদ্দিন আহমেদকে ফুলের তোড়া দিচ্ছে জনৈক ছাত্রী। পাশে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। উল্লেখ্য, প্রতিবছর এ কলেজে নবাগতদের পরিচিতি অনুষ্ঠান এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষ সূচিত হয়

সংবাদ

ঢাকা ঃ বুধবার ২০শে ভাদ্র ১৪০৩ ৪.৯.৯৬

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক পরিচিতি অনুষ্ঠান '৯৬–এ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকীকে এক ছাত্রী ফুলের তোড়া প্রদান করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে অনার্স কোর্সে ভর্তি

হিমেল চৌধুরী

ঢাকা কমার্স কলেজে ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পাস ও সম্মান কোর্সে ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। স্নাতক বিষয়সমূহ হলো হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি ও ইংরেজি। যোগ্যতা এসএসসি ও এইচএসসি দ্বিতীয় বিভাগে পাস হতে হবে। সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট/সমগোত্রীয় বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫% নম্বর থাকতে হবে। বিজ্ঞান বিভাগের কোনো শিক্ষার্থী অর্থনীতি অথবা বাণিজ্য বিভাগের কোনো বিষয়ে আবেদন করতে হলে গণিতে কমপক্ষে ৪৫% নম্বর থাকতে হবে। পরিসংখ্যান বিষয়ে আবেদনকারীদের গণিতে অথবা পরিসংখ্যানে ৪৫% নম্বর থাকতে হবে। ফরম জমা নেওয়ার শেষ তারিখ বিকম সম্মান আগামী ৩ নভেম্বর, বিকম (পাস) ১০ নভেম্বর, বিএসসি, বিএসএস, বিএ সম্মান আগামী ১১ নভেম্বর। যোগাযোগ-ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

প্রথম আলো ১৫ অক্টোবর ২০০০

Good teachers are great inspiration for students: Mainul

Staff Reporter

Barrister Mainul Hosein, Chairman of the Editorial Boards of the New Nation and the Ittefaq has said that "where teachers are dedicated, students are not a problem. Dhaka Commerce College is a good example in this regard."

He said this while speaking as the chief guest at the seventh founding anniversary and Gold Medal Awarding Ceremony to meritorious students organised by the college at its premises at Mirpur Saturday morning.

Barrister Hosein noted with satisfaction that students there do not need private tution for doing well in exams. Teachers had taken it as their responsibility to see that their students get good education.

He said as a private college, it was not dependent on government grants. Through hard labour and dedication, the founders and teachers built this college from nothing.

He said the teachers were helping the students to have dreams of good and successful life. Good teachers are a great inspiration for the students, he said, adding that many other educational institutions could learn a lot about the method of education followed by Dhaka Commerce College.

Presided over by Prof Dr Shahiduddin Ahmed, pro-Vice-Chancellor of Dhaka University, the founding anniversary function was addressed by ASM Sarwar Kamal, Economic Minister of Bangladesh Embassy in Japan as a special guest, Principal of the college, Prof Kazi Md Nurul Islam Faruky, Vice-Principal Matiur Rahman and out-going students Mohammad Moin and Dipu.

Mr Sarwar Kamal who is also one of the promoters of the college, said he would continue to extend cooperation with the students as well as the college governing body for continued success of the educational institutions.

Principal of the college, Mr Faruky in his speech said Dhaka Commerce College would equip students with proper education suiting time and need so that they are employed in gainful profession.

He disclosed that by dint of strenous efforts of teachers of the college a good academic atmosphere has been created.

He said the college in the meantime, emerged as a beautiful educational institution without grant and assistance from government. He expressed his firm pledge that in future, it would not accept any assistance.

Explaining various future development programmes, he declared that voluntary and income-generating programmes will be taken up so that students can supplement their income side by side with their normal education. He pointed out that the students of the college secured ten positions out 20 in merit list in HSC examination held in 1995 under Dhaka Educational Board.

This is for the first time, the college introduced honours courses in Management, Accounting, Marketing and Finance Faculties. This is also a first step to turn the college into a full-fledged university, he said. Besides, the college will introduce BBA and MBA courses soon.

Dr Shahiduddin Ahmed, chairman of the college management committee said the educational institution built at private initiative, would greatly benefit the nation. He said, "the college crossed take off period and now it is the air marching forward."

The founding anniversary function was followed by a colourful cultural function participated by artistes of the college. A large number of guardians and students attended the function.

The New Nation

JULY 28, 1996

প্র তি বে দ ন

এইচবিএফসি ভবনে রশীদের মৃত্যু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক?

গত ১০ জুলাই মগবাজারস্থ নয়াটোলার বাসিন্দা ব্যবসায়ী আবদুর রশীদ পুরানা পল্টনে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রাণ হারান। আবদুর রশীদ (৩৬) এর প্রাণ হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে নানা প্রশ্ন অংকুরিত হচ্ছে। নিহত রশীদের পরিবারের পক্ষ থেকে রশীদের এ মৃত্যুকে হত্যাকান্ড হিসেবে অবিহিত করে অভিযোগ করা হয়। রশীদ পরিবার এ ঘটনায় এইচবিএফসি'র সিবিএ নেতা আবদুর রহমানকে আসামী করে মতিঝিল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যে মামলার একমাত্র আসামী আবদুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে। আসামীকে আদালতে ২ দিনের রিমান্ডে নেয়ার আবেদন মঞ্জুর করেছে। এদিকে এইচবিএফসি'র পক্ষ থেকে রশীদের মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে, রশীদ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। নিহত রশীদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন সম্পর্কে এইচবিএফসি ব্যাখ্যা দিয়েছে এই বলে, রশীদ একটি সোফায় বসা ছিল, হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোফা থেকে লুটিয়ে পড়েন। রশীদ সোফা থেকে লুটিয়ে পড়ার সময় আঘাত পেয়েছেন। শরীরে যে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে তা সোফা থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে। অন্য কোন ঘটনায় নয়। এইচবিএফসি'র বক্তব্য রশীদ পরিবার প্রত্যাখ্যান করেছে। অপরদিকে রশীদের লাশ ময়না তদন্ত রিপোর্টেও এইচবিএফসি'র বক্তব্যের সাথে মিল রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রশীদ হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছে। রশীদের এই মৃত্যু হত্যা না স্বাভাবিক মৃত্যু এ নিয়ে রহস্য এখনও উদঘাটিত হয়নি। তবে এ ব্যাপারে সরকারী তৎপরতার পাশাপাশি রশীদের পারিবারিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

নিহত রশীদ

যেভাবে রশীদের মৃত্যু হল

আবদুর রশীদ একজন ব্যবসায়ী। মগবাজার ২৬৮/২ রশীদের নিজস্ব বাড়ি। সিদ্ধেশ্বরী আনারকলি মার্কেটে 'মা মনি' নামে তার একটি তৈরি পোশাকের দোকান রয়েছে। আবদুর রশীদ নিজস্ব বাড়িতে চারতলা ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে একবছর আগে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনে ঋণের জন্যে কাগজপত্র দাখিল করেন। ১ বছর ধরে ঋণ পাওয়ার আশায় আবদুর রশীদ ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। কিন্তু ঋণ আর পাওয়া হয় না। রশীদের পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এইচবিএফসি থেকে তাড়াতাড়ি ঋণ বরাদ্দের জন্যে সিবিএ নেতা আবদুর রহমান দায়িত্ব নেন।ঋণ পাইয়ে দেয়ার ব্যাপারে আবদুর রহমানকে ৬০ হাজার টাকা পারিতোষিক হিসেবে দেয়া হয়। রশীদের মা জানান, এই টাকা দেয়ার ব্যাপারে তিনি জানতেন। তাছাড়া সিবিএ নেতা আবদুর রহমান মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসতেন।

রশীদের পারিবারিক সূত্র আরো জানায় যে, এ মাসের মধ্যে ঋণ বরাদ্দের ব্যাপারে আবদুর রহমান আশ্বাস দেন। আবদুর রহমান রশীদকে আরো বলেছেন, আরো ১৫ হাজার টাকা লাগবে। উপরে দিতে হবে। কাগজপত্রে কিছুটা ঝামেলা রয়েছে। ১৫ হাজার টাকা পরিশোধ করলে এ মাসেই ঋণ দেয়া হবে। আবদুর রহমানের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ও দ্রুত ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে রশীদ বাড়ি তৈরির কাজে হাত দেয়। ইতিমধ্যেই বাড়ির ফাউন্ডেশনসহ গ্রেডবিম ও কলাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে, অথচ ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না। এ নিয়ে রশীদ চিন্তিত হয়ে পড়েন। সিবিএ নেতা আবদুর রহমানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। আবদুর রহমান বার বার ১৫ হাজার টাকার কথা দাবি করেন। রশীদ বলেছেন, আগে ঋণ বরাদ্দ করুন, তারপর বাকি ১৫ হাজার টাকা দেব। দু'জনের মধ্যে এই শর্ত নিয়ে বিভিন্ন সময় কথাবার্তা হয়েছে বলে সূত্র জানায়। এক পর্যায়ে আবদুর রহমান রশীদের প্রস্তাবে রাজি হন এবং ১০ আগস্ট রশীদকে এইচবিএফসিতে যাবার জন্য খবর দেন।

রশীদের পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায়, ১০ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় তিনি বাড়ি থেকে বের হন। যাবার সময় তাঁর মাকে বলেছিলেন মা আমি এইচবিএফসিতে যাচ্ছি, দোয়া করবেন।' মায়ের সাথে এই কথা বলেই রশীদ এইচবিএফসিতে এসে সিবিএ নেতা আবদুর রহমানের সাথে দেখা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রশীদের সাথে সিবিএ নেতার কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সিবিএ নেতার ইঙ্গিতে কতিপয় ব্যক্তি রশীদকে বেদম প্রহার করে এবং গলাটিপে ধরে। রশীদ এই সময়

"রশীদের পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায়, ১০ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় তিনি বাড়ি থেকে বের হন। যাবার সময় তাঁর মাকে বলেছিলেন মা আমি এইচবিএফসিতে যাচ্ছি, দোয়া করবেন।' মায়ের সাথে এই কথা বলেই রশীদ এইচবিএফসিতে এসে সিবিএ নেতা আবদুর রহমানের সাথে দেখা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রশীদের সাথে সিবিএ নেতার কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সিবিএ নেতার ইঙ্গিতে কতিপয় ব্যক্তি রশীদকে বেদম প্রহার করে এবং গলাটিপে ধরে"